ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥ "

১২শ ভাগ | শকাব্দা ১৮১১
১ম সংখ্যা | বৈশাখ—মাস

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥ "

প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং বেদের অবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতাস্মৃতিতেও কহিয়াছেন, " অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে॥ " (৮। ১৮-১৯।) ব্রহ্মার দিবারম্ভকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ভুতগণ ব্যক্ত হয়। ব্রহ্মার রাত্র্যাগমে পুনরায় সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতেই লয় পায়। পূর্ব্বকল্পে যে সকল প্রাণীগণ ছিল তাহারাই পরকল্পে জন্মে। ব্রহ্মার প্রত্যেক অহরাগমে তাহারাই দেখা দেয়। হে পার্থ! তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মজন্য অবশ হইয়া রাত্র্যাগমে প্রকৃতিতে প্রলীন থাকে এবং তত্তৎ কর্ম্মভোগার্থ দিবাগমে প্রকটিত হয়। ' নান্য ইত্যর্থঃ ' (স্বামী) কোন নূতন জীব আগমন করে না। গীতার এই শ্লোকদ্বয় নৈমিত্তিক-সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক-প্রলয়বোধক। প্রাকৃতিক প্রলয়সম্বন্ধে তাহাতে স্বতন্ত্র শ্লোক উক্ত হইয়াছে. যথা—"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ।" হে কৌন্তেয়! প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে স্বীয় অধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সৃজন করি। সেই সমুদয় ভুতগণ যে প্রকার প্রকৃতির পরবশ থাকে আমি তদনুসারে তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। এস্থলে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহেন, "সর্ব্বভুতানি" 'প্রকৃতিং' ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি ' মামিকাং ' মদীয়াং ' কল্পক্ষয়ে ' ব্রাহ্মে প্রলয়কালে, পুনর্ভূয়স্তানি উৎপত্তিকালে কল্পাদৌ ' বিসৃজামি ' উৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ। আমার যে ত্রিগুণাত্মিকা, অপরা নিকৃষ্টা প্রকৃতি অর্থাৎ ' সমলা প্রকৃতি ' তাহাতে ব্রাহ্মপ্রলয়কালে, ব্রহ্মার বিনাশকালে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সর্ব্বভুত উপসংহৃত হয়। পুনঃ কল্পাদৌ অর্থাৎ আদিকল্পে ' প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে ' আমি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে বশীকৃতপূর্ব্বক প্রত্যেক প্রাকৃতিক সর্গারম্ভকালে এই বর্ত্তমান, প্রকৃতিজনিত অবশ (' অবশং ' অস্বতন্ত্র অবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং) সমগ্র ভুতগ্রামকে তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি বশাৎ (' প্রকৃতের্ব্বশাৎ ' স্বভাববশাৎ) সৃজন করি। স্বামী কহেন, " প্রলয়ে লীনং সন্তং ইমং সর্ব্বং ভুতগ্রামং কর্ম্মাদিপরতন্ত্রং।

দিকে অগ্রসর হইল, এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পরিব্রাজক মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নাট মণ্ডপে যেমন উপবিষ্ট হইলেন, অমনি কুক্কুরটি তাঁহার পদ তলে পড়িয়া অনেক ক্ষণ লুটাপুটি খাইল, আবার উঠিয়া মস্তক দ্বারা বারম্বার তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাতেও তাহার মন উঠিল না, জিহ্বা দ্বারা তাঁহার পদ ধুলি লেহন করিল, তাহাতেও যখন প্রাণ ভরিল না, তখন সে পরিব্রাজক মহাশয়ের ক্রোড়ের উপর গ্রীবাদেশ রাখিয়া তাঁহার করপল্লব লেহন, আর এক এক বার তাঁহার করপল্লব মুখবিবরে গ্রাস করিতে লাগিল, অথচ দন্তের দ্বারা কিছু মাত্র আঘাত করিল না। তাহার ভাব, ভঙ্গি, দৃষ্টি আদির দ্বারা বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাহার সাধ মিটিতেছে না। পরিব্রাজক তাহার সর্ব্বাঙ্গে একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, সে অমনি নিদ্রিতবৎ তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া থাকিল ; ক্ষণকাল পরে তিনি তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন । "সাধু" ভোজন করিল। এবং আমরা যে ৩।৪ চারি জন পরিব্রাজক মহাশয়ের সঙ্গী ছিলাম, সকলের কাছে এক একবার শয়ন করিয়া "সাধু" সৎসঙ্গের অনুরাগ প্রকাশ করিল। এতাবৎ দেখিয়া সকল লোকে বলিতে লাগিল, "সাধু"! তুমি কুক্কুর হইয়াও ধন্য, তুমি কুক্কুর হইয়াও কেমন সাধু ও সৎসঙ্গীকে চিনিতে পার, আমরা মনুষ্য হইয়াও তাহা পারি না। "সাধুর" ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম।

কুক্কুরের এরূপ বুদ্ধি কিরূপে জন্মিল, ইহা জানিবার জন্য সেখানকার ভদ্রলোক দিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে—"এই কুক্কুরটি নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে এখানে কয়েক বর্ষ হইল আসিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ইহার প্রকৃতি অত্যন্ত প্রখর ছিল । মানুষ, গোরু যাহাকে সম্মুখে দেখিত, তাহাকেই কামড়াইতে যাইত, ইহার জ্বালায় পথে লোক জনের যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল। গত বর্ষে এক জন দণ্ডী স্বামী এই খানে শুভাগমন করেন, তিনি নাট মন্দিরে আসন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই কুক্কুর দেবালয়ে প্রবেশ করিল। স্বামীজী সঙ্কেত দ্বারা ইহাকে কাছে ডাকিলেন, কুক্কুরও ধীরে ২ নিকটে গেল। তিনি কুক্কুরকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কুক্কুরও মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল। লোকে দেখিয়া অবাক্ ! যে কুকুর মানুষ দেখিলেই কামড়াইতে যাইত, সে আজ সাধুর ব্রহ্মতেজ সঞ্চারক কর স্পর্শে শান্ত স্বভাব হইয়া গেল । কুকুরের সে প্রচণ্ড প্রকৃতি জল ধারাস্পর্শে অগ্নি নির্ব্বাণের ন্যায় চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হইল। দণ্ডী স্বামী কুকুরকে বলিলেন, বল্ হরিবোল, কুকুর তো হরি বোল বলিতে পারে না, কিন্তু সে কাতর দীর্ঘ স্বরে একবার চীৎকার করিল, স্বামীজী যখনই "হরি বোল" বলিতে বলিতেন, কুকুর তখনই কাতরে চীৎকার করিত । সেই অবধি এই কুকুরকে সকলে "সাধু" বলিয়া ডাকে । সাধু এক্ষণে ঠাকুর বাটীতেই থাকে, হরি সংকীর্ত্তনের সঙ্গে ২ সেই রূপ নিজ ভাষায় হরি বোল বলে, এবং ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করে। কেহ ঘৃণা পূর্ব্বক খাইতে দিলে অথবা কদাচারী নীচ জাতি কেহ কিছু খাইতে দিলে "সাধু" তাহা ভোজন করে না । আর যখনই কোন সাধু মহাত্মা এখানে আসেন, তখন এই কুকুর দেহ ধারী "সাধু" কেমন করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লয়, তাহা বলিতে পারি না। ইহাতো আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

আমরা যখন ঠাকুর বাটী হইতে নদীতীরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম, তখন "সাধু" পরিব্রাজকের পাশে পাশে ও অন্যান্য অনেক লোক তাঁহার পশ্চাতে২ কিয়দ্দূর আসিলেন। পরিব্রাজক যখন সকলকে বিদায় দিলেন ও সকলের নিকট বিদায় লইলেন, তখন সকলেই স্ব ২ গৃহে চলিয়া গেল, কিন্তু "সাধু" পরিব্রা-

কেবল সঙ্গেই চলিল। কত লোকে তাহাকে ডাকিতে লাগিল, সে কিন্তু কাহারও কথা শোনে না। যখন পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন ও আমরা বলিলাম, 'সাধু' ফিরিয়া যাও, তখন 'সাধু' ম্লান মুখে বার ২ আমাদের দিকে তাকাইতে ২ ধীরে ২ ফিরিয়া গেল। হা! মহানুভবের সঙ্গ পাইয়া কুকুরও সাধু হইয়া গেল, কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের আর কিছুতেই চেতনা হইল না।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"

কৃষ্ণ লীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য! গুরুদেব! অবরুদ্ধা গোপীগণ হৃদয়ে কৃষ্ণ ধ্যান করিয়া ভব যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়া ছিলেন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিল।

গুরু। তাহাই এখন বলিতেছি। এই স্থলে ভাগবত-প্রণেতা এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব, অবিকারিত্ব ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব, অপরদিকে গোপিকাগণের একাগ্রতা ও জ্ঞানের পরিপক্কতা দেখাইয়াছেন। রজনী যোগে নিবিড়ারণ্য মধ্যে মধুসূদন মধুর রবে বংশীধ্বনি করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে সহস্র ২ গোপরমণী দণ্ডায়মানা। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেনঃ—

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোর সত্ত্ব নিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥

সুন্দরীগণ! এ কি, একে ঘোরতর রজনী, তাহাতে আবার এই বনস্থলী সিংহ ব্যাঘ্রাদি ঘোরতর হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক নিষেবিতা। এ অবস্থায় অবলা স্ত্রীগণের এ স্থানে অবস্থান করা অনুচিত। অতএব তোমরা ব্রজধামে নিজ ২ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

গম্ভীর যামিনী যোগে অন্য পুরুষ শূন্য গোপনীয় মহারণ্য মধ্যে বসন্তের সমাগমে সুন্দরী অথচ যুবতি সহস্র ২ গোপরমণী কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী হইয়া আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিরধীর ভাবে বলিতেছেন তোমরা ফিরিয়া গৃহে যাও। নিশাযোগে তোমাদের এ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত।

ইহা কি কামুক লম্পটের কথা, না, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের কথা। যাঁহারা কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে নানা রূপ কুতর্ক করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের একবার এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেনঃ—

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চবঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধু সাধ্বসং॥

সুন্দরীগণ! মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতিগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা কি সেই বন্ধু বান্ধব দিগের ভয়ও পরিত্যাগ করিয়াছ।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ! প্রজানাং চানুপোষণং॥

হে কল্যাণীগণ! অকপট চিত্তে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধু বান্ধব দিগের শুশ্রূষা করা এবং পুত্র কন্যা দিগের প্রতিপালন করাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥

পতি কেবল পতিত হইলেই পরিত্যাজ্য। নচেৎ পতি দুশ্চরিত্রই হউক কিম্বা দুর্ভাগ্যই হউক, বৃদ্ধ হউক, জড় হউক, রোগী হউক অথবা দরিদ্র হউক স্ত্রী তাহাকে কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিবেনা।

অস্বর্গ্য মযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

কুলস্ত্রী দিগের উপপতি গ্রহণ স্বর্গ রোধক, যশোনাশক, তুচ্ছ, দুঃখদায়ক, ভয়াবহ ও নিন্দিত। অতএব তোমরা গৃহে গিয়া পতি শুশ্রূষাদি কর।

গ্রন্থকার এই কথা গুলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অসীম শক্তি দেখাইয়াছেন সেই শক্তি অনাসক্ত পূর্ণ পুরুষে ভিন্ন মায়া মুগ্ধ জীবে কখনও অবস্থান করিতে পারে না। আমরা এই শ্লোকগুলি দ্বারা এক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিঃস্বার্থ পরতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও আশক্তি শূন্যতা দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। পক্ষান্তরে গোপিকাগণের সংসার তিতিক্ষার বিষম পরীক্ষাও অনুভব করিয়া লইলাম। গোপীগণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম বন্ধু বান্ধবাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাতে তাহাদের আশক্তি রহিয়াছে কি না দেখিবার নিমিত্ত ভগবান্ আবার গোপিকাদের কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নানা প্রকার সংসারের প্রলোভন দেখাইয়া, স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রশংশাবাদ শুনাইয়াও যখন গোপীগণকে সংসারের দিকে ফিরাইতে পারিলেননা তখন ভগবান্ গোপীগণের একাগ্রতার পরীক্ষা করিয়া লইলেন।

শিষ্য। গুরুদেব! অন্তর্য্যামী ভগবান্ বিনা পরীক্ষাতেও গোপীগণের মনের ভাব জানিতেন এ অবস্থায় ওরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন কি!

গুরু। প্রয়োজন আছে। ভগবান্ পূর্ণ কাম, কোন কার্য্যই তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহার যতকার্য্য সমস্তই কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, লোক শিক্ষার নিমিত্ত করণীয়। সুতরাং এ পরীক্ষাও তাঁহার নিজের বুঝিবার নিমিত্ত নহে। উহা কেবল জগৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত, কৃষ্ণ প্রেমে কতদূর একাগ্রতা, কতদূর আসক্তি শূন্যতার প্রয়োজন তাহা,জগৎকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। তাই জগজ্জীবন পরীক্ষা দ্বারা লীলা বিস্তার করিলেন।

এদিকে গোপীগণের প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি ছিলনা বটে কিন্তু ভগবৎ সংসর্গ লাভে ক্রমে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া বাসুদেবে ঈশ্বর জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল; নাইবা হইবে কেন? দূর হইতে যাঁহার চরণ ধ্যান করিয়া যোগীগণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, সাক্ষাতে তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া গোপী কেন সত্য জ্ঞানের অধিকারিণী হইবেনা। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিরাশ বাক্য শুনিয়া বলিলেনঃ—

মৈবং বিভো হর্তি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্ব্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলং” বিভো! আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমাদিগকে এরূপ নির্দ্দয় বাক্য বলা অনুচিত।

যৎপত্যপত্যসুহৃদা মনুবৃত্তি রঙ্গ!
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্ম বিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেব মে তদুপদেশ পদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

ভাবার্থ।

ভগবন্! পতি পুত্র সুহৃৎ দিগের সেবা শুশ্রূষাদি করা স্ত্রী দিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া যে তুমি আমাদিগকে মায়াময় বাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ তোমার ঐ সকল উপদেশ বাক্য তোমাতেই আজ থাকুক আজ আমরা চিনিয়াছি তুমি ঈশ্বর, তুমি আত্মা রূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ। কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কেই বা কাহার বান্ধব। এ সকল কেবল অজ্ঞানবিজৃম্ভিত কল্পনা।

জগজ্জীবন! একমাত্র তুমিই কেবল আত্মা রূপে সমস্ত বন্ধু বান্ধবের পদে অধিষ্ঠিত। অতএব তুমিই জগতের নাথ, তুমিই জগতের বন্ধু, তুমিই জগতের আত্মা। এক মাত্র তোমার সেবা করিলেই পতিপুত্রাদি সমস্ত জীবের সেবা করা হইবে। আমরা যখন সর্ব্ব ধর্ম্মের ফল স্বরূপ তোমাকে পাইয়াছি তখন আর ধর্ম্ম সাধনের অনুরোধে ফিরিব না। আজ গোপীগণ দিব্য চক্ষে বিশ্বাত্মা ভগবানকে পতি পুত্রাদি সর্ব্বভূতে অধি-

চিৎ দেখিতেছেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাকারে তাহাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মিয়াছে। গোপীগণ কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান কাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তাহারা বৈদিক ক্রিয়া কলাপ নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিতেছেন। শাস্ত্রও মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন নাবর্থীহি ভবেত্তাবৎ যাবৎ পারং নগচ্ছতি। অতীতে তু পরে পারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥" যে পর্য্যন্ত লোকে পার হইতে না পারে সেই পর্য্যন্ত নৌকার প্রার্থনা করে। পার হইয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে আর কাহারও নৌকার প্রয়োজন থাকেনা। সেই রূপ যে পর্য্যন্ত ভগবানকে লাভ করা না যায়, সেই পর্য্যন্ত যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, পতি শুশ্রূষাদি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের প্রয়োজন। ভগবানকে লাভ করিতে পারিলে এ সকল কার্য্য নিষ্প্রয়োজনীয়। তাই গোপীগণ ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া বৈদিক ধর্ম্ম নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে যেন গোপীদিগের একটু অহঙ্কারের ভাব থাকিল। এই টুকু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গোপীগণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ উন্মত্তার ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটা ছুটি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণ চিন্তা করিতে ২ গোপীগণ এক অদ্ভুত পরম ভাব অবলম্বন করিলেন। আমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাকারে সকলেই নিজ নিজ আত্মার পরমাত্ম রূপী শ্রীকৃষ্ণ কে অভিন্ন রূপে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন এক গোপী আর এক গোপীর স্কন্ধে উঠিয়া কালীয় দমন করিতে লাগিলেন, অন্য গোপী গোপিকান্তরের স্তন আকর্ষণ করিয়া পূতনা বধের অভিনয় করিতে লাগিলেন। অন্য কোনও গোপী বকাসুর বধের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। কেহ বা নবনীত চুরি করিয়া পলায়ন তৎপরের ন্যায় ভাবভঙ্গী আরম্ভ করিলেন। কেহ ২ বংশীধ্বনি করিয়া মনোহর নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ ২ হারে রে রে রবে সেই বনস্থলীতে কাল্পনিক গোচারণ আরম্ভ করিলেন।*

গোপী দিগের এই অবস্থাকে যাহারা নিতান্ত কামুক তাহারা বলিবে কামোন্মত্ততা, যাঁহারা ভাবুক ভক্ত, তাঁহারা বলেন প্রেমোন্মত্ততা, আর যাঁহারা তত্ত্বদর্শী যোগী, তাঁহারা বলেন ঈশ্বর তন্ময়তা। দর্পণে মুখ দেখার ন্যায় যাহার মনে যে ভাব তিনি সেই ভাবে গোপীদিগের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া থাকেন।

সুতরাং যাঁহারা ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিলাসী তাঁহারা বাহিরের দৃষ্টিতে নাটক নভেলের প্রণয়ী প্রণয়িণীর ভাবে দেখেন ইহা সৈবালিনীর পাগলামীর ন্যায় বাহিরের পাগলামী। আর যাঁহারা অন্তঃ সারবান্ তাঁহারা দেখেন ইহা পাগলা ভোলার পাগলামীর ন্যায় আত্ম সাক্ষাৎ কারের ফল। সহস্র ২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া ঊর্দ্ধরেতা যোগীগণ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, যে ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে, যে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন না, আজ গোপীগণ কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে সেই তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। আমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাকারে তাঁহাদের সোঽহং ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানালোক হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে। যখন গোপিকা দিগের এই রূপ অবস্থা ঘটিল তখন অন্তর্য্যামী ভগবান্ আর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভুবন মোহন বেশে বংশীধ্বনি করিতে ২ যমুনাতটে গোপাঙ্গনা নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান্ অনাসক্ত হইয়াও ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সহস্র ২ গোপাঙ্গনার সহিত যুগপৎ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রপাৎ সহস্র চক্ষুঃ ইত্যাদি

* বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত শ্লোক পরিত্যক্ত হইল।

বাক্য দ্বারা শ্রুতি যাহার অনন্ত রূপের মহিমা কীর্তন করিতেছেনঃ—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতো গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভি রাত্মারামোহপি লীলয়া॥

সেই অনন্তদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যতগুলি গোপরমণী তত সংখ্যক নিজ রূপধারণ পূর্ব্বক আত্মারাম হইয়াও তাহাদের সহিত লীলাক্রমে রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন সেই সহস্র ২ গোপাঙ্গনার দক্ষিণ দিকে সহস্র ২ কৃষ্ণ মূর্ত্তি ভুবন মোহন বেশে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া তড়িৎ বেষ্টিত মেঘ মালার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই মহারাস ক্রীড়ায় বিশ্বরূপী ভগবান্ এক হইয়াও সহস্র ২ রূপে গোপিকা গণের অভিলাষ পূরণ করিতে লাগিলেন। এইত গেল কৃষ্ণ লীলার ব্যাপার। যাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর রুচি বাগীশ, ভাগবতের কৃষ্ণের নাম লইতে যাঁহারা লজ্জায় মরিয়া যান, তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ লীলার যে যে স্থান অশ্লীল তাহারইত অনেক কথা বলিলাম। এখন একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি—এই ঘটনা গুলি কি অশ্লীল, না, সুশ্লীল। এই কথা গুলি কি আদি রসের না ভক্তি রসের বলিয়া বোধ হইতেছে।

শিষ্য। ভগবন্! গোপীদিগের কথাগুলি ভক্তি ভাব ব্যঞ্জকই বটে, কিন্তু আমি যে যে স্থান বুঝিনাই আর বাবুরা যে সকল স্থান লইয়া কুভাবে আন্দোলন করিয়া থাকেন সে সকল বিষয়ে এখনও অনেক সন্দেহ রহিয়াছে।

গুরু। তোমার মনের ভাব সকলই বুঝিয়াছি আজ এই পর্য্যন্ত থাকিল, আগামী মাসে তোমার সমস্ত সন্দেহ শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র কবিরত্ন।

নববর্ষ!

কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান হইলেও মানবের সিদ্ধান্তে পল, দণ্ড, প্রহর, যাম, পক্ষ, মাস, বর্ষ, যুগাদিতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে লীলাভিনয় করিয়া থাকে। কাল যাইতেছ, কি আসিতেছে অথবা যেমন তেমনিই আছে, তাহা কে জানে, কিন্তু কাল ক্রীড়া চ্ছলে আমাদের পরমায়ু হরণ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধকের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে কাল অমৃতময় করে ও বিষয় বিমূঢ়ের প্রতি মুহূর্ত্তকে বিষাদ-বিষময় করিয়া দেয়। কালের সদ্ব্যবহার করিলে কাল ইহ-পরলোকের পরম বন্ধু হয়েন, আবার অপব্যবহার করিলে এই কালই দণ্ডধর হইয়া দাঁড়ান। এই কালের কুহক ময় ক্রীড়া কাননে "ধর্ম্ম প্রচারক" ১১ বৎসর নিজোচিত কার্য্য করিয়া-অনেকের জটিল সংশয় জাল ছেদন করিয়া-অনেকের ধর্ম্ম পিপাসা বৃদ্ধি করিয়া-অনেককে বিধর্ম্ম ও অপথ কুপথ হইতে স্বধর্ম্ম সুপথে আনয়ন করিয়া ও অনেক সাধু সজ্জনের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া ১৮১০ শকাব্দায় তিরো ভাবের সঙ্গে ২ দ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন।

যাঁহার প্রেরণায় ধর্ম্ম প্রচারক প্রকাশিত হইয়া অবধি নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, আর্য্য ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনার্থ বিপুল সাহস ও উৎসাহ দ্বারা যে দেবাদি দেব ধর্ম্ম বিপ্লবের দুর্গ দ্বার মুক্ত করিবার জন্য ধর্ম্ম প্রচারকের সূচনা করিয়া দেন ও তাহাকে বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রচার পথের অগ্রণী করিয়া দিয়াছেন, সেই দীন দয়াময় ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম ব্রত সামাধ্যায়ী, শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত কুমার-পরিব্রাজক, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ দত্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন-সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত

গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন আদি যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মপ্রচারকে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া গ্রাহক ও পাঠক বর্গের ধর্ম্ম রুচি বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমরা বিনীত ভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

ধর্ম্ম প্রচারকের মহদুদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারার্থ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন গোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা দত্তব্যাস সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত তারক ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কুমার-পরিব্রাজক, আদি যে মহানুভব বর্গ ভারতের দিগ্দিগন্তে অকাতরে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাক্লেশ ও গ্লানি সহ্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মের অনেকানেক গুহ্য প্রহেলিকা উদ্ভেদ করিয়া ধর্ম্ম পীপাসু গণের যথোচিত উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরাই কেবল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ নহি, সমস্ত ভারত তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী থাকিল। পণ্ডিত দীন দয়াল পশ্চিমোত্তর ও পঞ্জাবাদি ব্যাপিয়া "ধর্ম্ম মহামণ্ডলের" প্রতিষ্ঠা করিয়া ও নানা স্থানে অনেক ধর্ম্মাত্মার সাধু চেষ্টায় ধর্ম্ম সভা, হরি সভাদি স্থাপিত হওয়ায় আমরা পরমোপকৃত হইয়াছি।

বঙ্গবাসী, দৈনিক, সহচর, শান্তি, সোম প্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ, গরিব, পরিব্রাজক, শিলচর, রঙ্গপুর দিক প্রকাশ, হিন্দু রঞ্জিকা, সারস্বত পত্রিকা, চারুবার্ত্তা আদি অনেক গুলি সংবাদ পত্র সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল প্রবন্ধাদি লিখিয়া ধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্রের সাহায্য করায় আমরা পরম সুখী হইয়াছি। যাঁহারা আজ কাল আর্য্য শাস্ত্রের বহুল প্রচারাদি জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নব বর্ষ! তোমার অধিকার কালে যেন সকলের ধর্ম্ম-বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, আমরা যেন সাধু ও সাধু হৃদয় বল্লভের অনুগত থাকিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি।

শুভমস্তু।

অনুগ্রাহক গ্রাহক বর্গের সুবিধার জন্য এই অবকাশে বলিয়া রাখি, যে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির মধ্যে "ধর্ম্ম প্রচারকের" বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য পাঠাইলে ডাক মাশুল ।৶০ ছয় আনা লাগিবে না, অর্থাৎ ৩৸০, ২৸০ এবং ১৸০ পরিবর্ত্তে কেবল (যিনি যে শ্রেণীর গ্রাহক) তিন টাকা, দুই টাকা বা এক টাকা মাত্র পাঠাইলেই হইবে। যাঁহাদের নিকট গত বর্ষের মূল্য বাঁকি আছে, তাঁহারাও যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সঙ্গে পাঠাইয়া সুখী করেন।

কুমার-পরিব্রাজকের প্রস্তাবে ও আগ্রহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় [illegible] ১৮১০ আষাঢ় মাস হইতে ধর্ম্ম প্রচারকের সম্পাদকীয় ও সভার ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আ, ধা, ধ, প্র, সভার সদস্য বর্গের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে এতৎ কার্য্য ক্ষেত্র হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞানদেব চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাশী ধামে উপস্থিত হইয়া বিঠল রামানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীজি বিঠলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বিঠল বলিলেন "আমার পিতা মাতা ইহ লোক হইতে অবসৃত হওয়াতে আমার মন উদাস ভাব ধারণ করিয়াছিল। পরে এক দিন এক জন সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে আপনার শরণ লইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সেই সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি, এখন আমাকে কৃতার্থ করুন"। ইহা শুনিয়া রামানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কেবল উপদেশ লইতে আসিয়াছেন, না, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে। বিঠল

বলিলেন যে, তিনি উভয়ই প্রার্থনা করেন। তখন রামানন্দ স্বামী বিঠলকে দীক্ষা দিলেন। এখন বিঠল চৈতন্য স্বামী বলিয়া অভিহিত হইলেন। বিঠলের ধর্ম্ম ভাব প্রবল ছিল, সুতরাং তিনি রামানন্দ স্বামীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে রুক্মাবাই নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহার স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। পরে বাহিরে আসিয়া, তাঁহার পিতা মাতাকে বিঠলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিঠল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। শেষে সকলে স্থির করিলেন যে, বিঠল স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। রুক্মাবাই রোদন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ পন্থ তাঁহাকে শান্তনা করিয়া বলিলেন যে রোদন করিলে কি হইবে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। তিনি সুপাত্রে দেখিয়া, কন্যাদান করিয়াছিলেন, এখন কন্যার দুর্ভাগ্যে এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। পরে, রুক্মাবাই স্বামীর নাম উল্লেখ করিয়া অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন আমি কি মূঢ় মতি! আমার মুখ হইতে কেন এ কথা নির্গত হইল যে, হয় তুমি তীর্থে যাও, না হয়, সন্ন্যাস গ্রহণ কর। লোকে আমার স্বামীর সুখ্যাতি করিয়া কত কথা বলে ও আমাকে ভাগ্যবতী বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগিনী কে আছে? এমন স্বামী পাইয়া আমি হারাইলাম। ভগবান্! আমার কপালে এ রূপ কেন লিখিলে! আমি কি পূর্ব্ব জন্মে কোন সাধ্বী স্ত্রীর কিম্বা স্নেহময় স্বামীর জীবন নাশ করিয়াছিলাম? তাই কি আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল! প্রাণনাথ! আমি তোমার দাসী, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। যদ্যপি জানিতাম যে তুমি গৃহ-ত্যাগী হইবে, তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গ লইতাম। এই প্রকার বিলাপ করিতে ২ রুক্মাবাই মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতা ও মাতা আসিয়া তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। পরে সিদ্ধপন্থ বিঠলের অনুসন্ধান জন্য স্থানে ২ লোক পাঠাইলেন। কিছু দিন পরে কাশী ধাম হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে বিঠল সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলের দুঃখের আর সীমা রহিল না। রুক্মাবাই স্থির করিলেন যে তাঁহার আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি তখন দেব আরাধনায় ও সাধুদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বিঠলের গৃহত্যাগ করিবার পাঁচ বৎসর পরে, রামানন্দ স্বামী তীর্থ ভ্রমণ জন্য কাশীধাম ত্যাগ করিলেন। দুই জন শিষ্য তাঁহার সঙ্গ লইল। নানা স্থান দর্শন করিয়া, রামানন্দ স্বামী আলন্দিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রিয়ানী নদীতে স্নান আদি করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইতে ২ একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই সময়ে রুক্মাবাই বৃক্ষটীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। সাধুদিগকে দেখিবা মাত্র তিনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রামানন্দ স্বামী, তাঁহার হস্তে কঙ্কণ ও কপালে সিন্দুর দেখিয়া স্থির করিলেন যে রমণীটী সধবা। পুত্রবতী হও বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বামীজির আশীর্ব্বাদ শুনিয়া রুক্মাবাই রোদন করিতে লাগিলেন। রুক্মাবাইর ইদৃশ অবস্থা দেখিয়া রামানন্দ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কোথায় আশীর্ব্বাদ শুনিয়া উৎফুল্ল হইবেন, না, মনের দুঃখে রোদন করিলেন। তখন রামানন্দ স্বামী রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, রুক্মাবাই বলিলেন যে তাঁহার স্বামী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। পরে এ সম্বন্ধে স্বামীজির নিকট সমস্ত বলিলেন। ইহার পর স্বামীজির আদেশ অনুসারে রুক্মাবাই তাঁহার পিতাকে ডাকিয়া আনিলেন। স্বামীজি সিদ্ধ পন্থকে, তাঁহার জামাতার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের কারণ এবং

কোথায় এবং কাহার কাছে দীক্ষা লইয়াছেন, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সিদ্ধ পন্থ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তদনন্তর সিদ্ধপন্থ স্বামী জীকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজনাদি করাইলেন। বিশ্রামের পর স্বামীজি সিদ্ধ পন্থকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার কন্যাসহ কাশী ধাম তাঁহার সহিত যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জামাতাকে পাইতে পারেন। সিদ্ধ পন্থ অতি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে রামানন্দ স্বামী তাঁহার দুই জন শিষ্য এবং সিদ্ধ পন্থ ও রুক্মাবাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাশী ধামে গমন করিলেন। কাশীতে উপনীত হইয়া রামানন্দ স্বামী সিদ্ধ পন্থ ও রুক্মাবাইকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিয়া চৈতন্য স্বামীকে ডাকাইলেন। চৈতন্য স্বামী উপস্থিত হইয়া রামানন্দ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র রোষভরে বলিলেন, তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, ইহা কি তোমার সমুচিত হইয়াছে? তোমার বাটীতে কে২ আছেন, আমাকে বল এবং তোমার স্ত্রীর অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলে কি না, তাহা আমার সমক্ষে প্রকাশ কর। চৈতন্য স্বামী নম্র ভাবে তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং তিনি যে তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি লইয়াছিলেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। তখন রামানন্দ স্বামী বলিলেন যে, তিনি যে তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি লইয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। চৈতন্য স্বামী বলিলেন যে তিনি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা শুনিয়া রামানন্দ স্বামী সিদ্ধ পন্থ ও রুক্মাবাইকে ডাকাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, স্বামীজি চৈতন্য স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া রুক্মাবাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কি তোমার স্বামী এবং তুমি কি ইঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে? রুক্মাবাই বলিলেন যে ইনিই তাঁহার স্বামী; কিন্তু তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন নাই। তবে তাঁহাকে বার২ সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলাতে তিনি এক বার রোষ পরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন, হয় তিনি তীর্থ যাত্রা করুন, না হয়, সন্ন্যাস লউন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। তখন রামানন্দ স্বামী ক্রোধ ভরে চৈতন্য স্বামীকে বলিলেন যে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। স্বামীজির বিরূপ ভাব দেখিয়া চৈতন্য স্বামী ভীত হইলেন। পাছে তিনি অভিশাপ প্রদান করেন, এ রূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রামানন্দ স্বামী চৈতন্য স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ গুরু আজ্ঞা বেদাজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার কথা তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে; তুমি যেমন অন্যায় ব্যবহার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে এখন এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া, পুনরায় সংসারী হইতে হইবে। আমার আজ্ঞা পালন করিলে, ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার ঔরসে এক জন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দ্বারা তোমার কুল পবিত্র হইবে এবং সমগ্র ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে। তিনি সদুপদেশ দ্বারা সকলকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যাইবেন। তিনি সকলের পূজ্য হইবেন, এমন কি দেবতাদের মধ্যে তিনি স্থান লাভ করিবেন। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চৈতন্য স্বামী সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় রুক্মাবাইকে বিবাহ করিতে হইল। চৈতন্য স্বামীর পরিবর্ত্তে তিনি এখন বিঠল পন্থ বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারের পর কাশী ধামে তিন দিবস বাস করিয়া, সিদ্ধ পন্থ, বিঠল ও রুক্মাবাইকে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা যথা সময়ে আলন্দীতে গিয়া উপনীত হইলেন

ধর্ম্ম প্রচার।

কুমার পরিব্রাজক তিন মাস অকাতরে অনবরত প্রচার ক্ষেত্রের সেবা করিয়া সম্প্রতি কাশী ধামে আসিয়া

পৌঁছিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বহরম্পুর সুনীতি সভার উৎসব কালে দুইটী বক্তৃতা করিয়া ঢাকায় যাত্রা করেন। তথায় হিন্দু ধর্ম্ম সভায় ও আমলিগোলা হরি সভায় দুইটি মধুময়ী বক্তৃতা করিয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করেন। তথায় শিক্ষিত সভ্য গণ কর্ত্তৃক যথোচিত সম্মান সহ অভ্যর্থিত হইয়া ২৫ দিন বাস করেন এবং তথাকার ধর্ম্ম সভায়, হরি সভায়, বাল্যাশ্রমে ও অন্যান্য স্থানে ক্রমাগত ২০টী বক্তৃতা করেন। সহস্র২ শ্রোতৃমণ্ডলীতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইত। ধর্ম্মোৎসাহে ও প্রেমানন্দে শ্রীহট্টবাসী গণ বিশেষোপকার ও বিপুলানন্দ লাভ করিয়াছেন। ২।৩ দিনের পথ হইতে শ্রোতৃগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন। গ্রামে ২ আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়াছিল। বিরোধী বিধর্ম্মী গণ এই মহা ধর্ম্মান্দোলনের বাধা করিতে গিয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। উৎসাহে আনন্দে শিক্ষিত শ্রীহট্ট বাসীগণ, এই অবকাশে "পরিব্রাজক" নামক এক খানি স্বধর্ম্মানুকূল সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিন চারি শত ধ্বজা পতাকা সহিত প্রায় চারি সহস্রলোকে আকীর্ণ মহানগর সংকীর্ত্তনে শ্রীহট্ট দুই দিন টল মল করিয়া উঠিয়াছিল।

নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া কুমার-পরিব্রাজক শ্রীহট্ট হইতে কাছাড়-শিলচর গমন করেন। তথায় ১০ দিন থাকিয়া ৭।৮টী বক্তৃতা ও নানা সংশয় নিরসনার্থ সদালোচনা করেন। স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই আর্য্য ধর্ম্মের অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। ধর্ম্মের এরূপ মহা আন্দোলন এখানে আর কখন হয় নাই। শিলচরে অনেক গুলি শিক্ষিত ও সদাশয় লোক এই ধর্ম্মার্থ ব্যাখ্যায় পক্ষপাতী হইয়া মধ্যে ২ যাহাতে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারক গণ সেখানে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গমন করেন, তাহার জন্য পরিব্রাজককে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। "শিলচর" নামক পাক্ষিক সংবাদ পত্র খানিও এই সুবাতাসে সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছে। হরিনাম সংকীর্ত্তনের মহারোলে কাছাড় কয়েক দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই কাছাড় ভীমসেনের পত্নী হিড়ীম্বার রাজ্য। কে জানিত যে সেই ঘটোৎকচের প্রসূতী রাক্ষসীর দেশে আজ হরিনাম সুধা ধারার ঢেউ খেলিতে থাকিবে!

কুমার তথা হইতে ইনাত গঞ্জে গমন করেন, ও সে খানে দুই দিন দুইটি ধর্ম্মার্থ পূর্ণ ও ভক্তিরস মাখা বক্তৃতা করিয়া ও দুইদিন মহা সংকীর্ত্তনে সম্মিলিত থাকিয়া বহুজন হৃদয়ে তীব্র শক্তির সঞ্চার পূর্ব্বক হবিগঞ্জে গমন করিয়াছিলেন।

হবিগঞ্জে পাঁচ দিন বক্তৃতা ও এক দিন নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তথাকার উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্ম্মচারী, উকিল, মোক্তার ও অন্যান্য সহস্র ২ লোক পরিব্রাজকের অদ্ভুত বাগ্মীতা ও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ভাবে বুঝাইয়া দিবার আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মাচরণে ও ভগবদ্ভক্তি সাধনে বহুতর লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। বক্তৃতার সময় ছাড়া বক্তাকে প্রত্যহ প্রায় ৬ঘণ্টা কাল বহুতর লোকের জটিল সংশয় জাল ছেদনার্থ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। শ্রম সার্থকও হইয়াছে।

হবিগঞ্জ হইতে কুমার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বেড়িয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় পাঁচ দিন বক্তৃতা করেন। কয়েক দিনের বক্তৃতায় শাস্ত্রের অনেক গুহ্য রহস্য ভেদ করা হইয়াছিল; বুদ্ধিমান ধর্ম্মানুরাগী শ্রোতৃ বৃন্দ বড়ই সুখবোধ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বেড়িয়া হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া সোনার গাঁ আমিনপুরে এক দিন অধিষ্ঠান ও বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় অনেকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ বুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে।

তথা হইতে ঢাকা হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন ২রা বৈশাখ এলবার্ট হলে "কঠিন রোগের সুলভ ঔষধ" বিষয়িনী বক্তৃতা করেন, ও তৎপরদিন পাথুরিয়া ঘাটার বাবু খেলত চন্দ্র ঘোষের বাটীতে জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ একটি বক্তৃতা করিয়া কাশী ধামে আগমন করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

১২শ ভাগ
২য় ও ৩য় সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১১
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস

ঔশনস সংহিতা।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতি বৃত্তি বিধানকং।
অনুলোম বিধানঞ্চ প্রতিলোমং বিধিং তথা॥

অতঃপর জাতি ও জাতীয় বৃত্তির ব্যবস্থা এবং অনুলোম ও প্রতিলোম বিধি কথিত হইতেছে।

সান্তরালক সংযুক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্যচোচ্যতে।
নৃপাদ্ব্রাহ্মণ কন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ॥
জাতঃ সূতোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধির্দ্বিজঃ।
বেদানর্হ তথা চৈষাং ধর্ম্মানামনুবোধকঃ॥

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিলোম বিবাহক্রমে যে পুত্রের জন্ম, তাহাকে সূত কহা যায়। সূতের বেদ পাঠাদির অধিকার নাই।

সূতাদ্বিপ্র প্রসূতায়াং সূতো বৈণুক উচ্যতেঃ।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতোয়ুশ্চর্ম্মকারকঃ॥

সূতের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত পুত্র বৈণুক এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র চর্ম্মকার বলিয়া অভিহিত হয়।

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াচ্চৌর্য্যাদ্রথকার প্রজায়তে।
বৃত্তঞ্চ শূদ্র বৃত্তস্য দ্বিজত্বং প্রতিষিধ্যতে॥

গুপ্ত প্রণয়-সম্ভোগে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে ব্যক্তি রথকার বা সূত্রধর আদি নামে আখ্যাত হয়। ইহারও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে অধিকার নাই। রথকার শূদ্র-ধর্ম্মী।

যানানাং যে চ বোঢ়ার স্তেষাঞ্চ পরিচারকাঃ।
শূদ্র বৃত্ত্যা তু জীবন্তি ন ক্ষাত্রং ধর্ম্মমাচরেৎ॥

ইহারা যানাদির বাহক বা সেবক হইয়া শূদ্রাদির বৃত্তি করিবে, ক্ষাত্র ধর্ম্মে অধিকারী হইবে না।

ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্য সংসর্গাজ্জাতো মাগধ উচ্যতে।
বন্দিত্বং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ॥
প্রশংসা বৃত্তিকো জীবেদ্বৈশ্যপ্রেষ্যকরস্তথা,

বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে মাগধ জাতির জন্ম। মাগধ ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের স্তুতি পাঠ করিবে। প্রশংসা গান করিয়া অথবা বৈশ্যের দাসত্ব করিয়া মাগধ জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্র সংসর্গাজ্জাতশ্চাণ্ডাল উচ্যতে।
সীসমাভরণং তস্য কার্ষ্ণায়সমথাপি বা॥
বদ্ধ্রীকণ্ঠে সমাবধ্য ঝল্লরীং কক্ষতোঽপি বা।
মলাপকর্ষণং গ্রামে পূর্ব্বাহ্ণে পরিশুদ্ধিকঃ॥
ন পরাহ্ণে প্রবিষ্টোঽপি বহির্গ্রামাচ্চ নৈঋতে।
পিণ্ডীভূতা ভবন্ত্যত্র নীচেবধ্যা বিশেষতঃ॥

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি। চণ্ডাল সীসক বা লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিবে

কণ্ঠে বন্ধী (চর্ম্মের পোঁটি) বাঁধিয়া এবং কক্ষে ঝাড়ু ও ঝুড়ি লইয়া প্রাতঃকালে গ্রামে আসিয়া মল ও আবর্জ্জনা মার্জ্জনা করিবে। অপরাহ্নে বা রাত্রিতে ইহারা গ্রামের বাহিরে নৈঋত দিকে বাস করিবে। নিয়মিত সময় ব্যতিত অন্য সময়ে ইহারা বাহির হইলে বধের যোগ্য হইবে।

ক্রমশঃ।

প্রেম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, উহা যে কাম ক্রোধাদি রিপুগণের উত্তেজনায়, অথবা অন্য কোন পাপ প্রবৃত্তির প্রেরণায় হইয়াছিল তাহা নহে। ভগবদ্বাক্যে, ভগবানের লীলায় লাম্পট্যের পুতিগন্ধ সমুথিত হয় নাই। মোহান্ধ মায়ামুগ্ধ, প্রমত্ত মানবগণকে সাধন ধর্ম্মের প্রেম সাগরের অপূর্ব্ব লীলাখেলা, রস মাধুর্য্য, প্রণয় বৈচিত্র, আবেগ উচ্ছাস দেখাইতে, সেই রসে মাতোয়ারা করিতে এবং সেই অনন্ত অগাধ সাগরে ভাসিতে—ডুবিতে, তিনি করিয়া কর্ম্মিয়া ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রেম, ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ তিনি একটি ২ করিয়া দেখাইয়াছেন। যাহা পূর্ব্বে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের ভক্তি সূত্রে কেবল সূত্র মাত্রই গ্রথিত ছিল, মানব জীবনে যে কখনই সংসাধিত হইবে সে বিষয়ে যখন সকলেরই বিশেষ সন্দেহ ছিল ঠিক সেই সময়েই সেই জ্ঞান প্রধান শিব শক্তি প্রভাবের সময়েই তিনি নিজ ঐশ্বর্য্য গুণে ত্রিপথগামিনী ত্রিলোকপাবনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভক্তিরূপিণী, মন্দাকিনীর কুলকুল-কলকল শব্দে ভারতের দশদিক্ আপূরিত করিয়াছিলেন, পবিত্র প্রেম গঙ্গার বিমল প্রেমোচ্ছাসে সকলের মন উচ্ছলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, পতিত পাবনীর সর্ব্ব স্নিগ্ধকর সর্ব্ব মঙ্গলকর অনবরোধ্য প্রেম প্রবাহে সকল প্রদেশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের তানে, প্রেম আহ্বানে সকলেই উধাও হইয়া অজ্ঞান হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইত, কুল, মান, ধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কেহই কোন বাধাই মানিত না। তিনি মহা মরুতে প্রেমের ফোয়ারা তুলিয়াছিলেন, গোলাপ মল্লিকার ফুটন্ত হাসি ছুটাইয়াছিলেন, তিনি মহাশ্মশানে প্রেম বিস্মৃতি আনিয়াছিলেন, শিশুর আদরে আবদারে আধ ২ কথার রোল তুলিয়াছিলেন, তিনি, পাথরের উপর সহস্রদল পদ্মের অপরূপ প্রভা ছড়াইয়াছিলেন, আমানিশার ঘোর সূচিভেদ্য অন্ধকার হইতে বাসন্তী পূর্ণিমায় মনভুলান জ্যোৎস্না ছটা কলাইয়াছিলেন। যাঁহারা বিশ্বাসী রসিক তাঁহাদের কাছে কৃষ্ণলীলা অপরূপ অভিনয়। যেমন মৃগশিশু বুঝুক বা নাই বুঝুক দূরাগত বংশিধ্বনিতে মুগ্ধ ও নিশ্চল হইয়া থাকে, তেমনি এই ভক্তিমান সাধুগণ বুঝুন আর নাই বুঝুন সংস্কার গুণে এই অজানা সুধারসে স্বতঃই ডুবিয়া আছেন। তাঁহাদের জন্য যুক্তি তর্ক নহে, বিচার বিতণ্ডা নহে। আমরা কুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেখাইতে চাই যে, অন্য কোন বিষয়ের উত্থাপন না করিয়া, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিকের কথা দূরে রাখিয়া সাধারণ ভাবে মোটামুটি বিচার করিয়া একটু তলাইয়া বুঝিয়া দেখিলেও কৃষ্ণলীলা এমন দূষ্য নহে, শরীর কুঞ্চিত করিয়া নাকে রুমাল দিয়া টিপি ২ হাঁসিতে ২ অবজ্ঞার সহিত, ঘৃণার সহিত তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইবার বিষয় নহে।

মানব জীবনে যেমন একটা যৌবন অবস্থা আছে, যখন অর্থ সম্পত্তি রূপ ঐশ্বর্য্য পায়ের কাছে লুটাইয়া দিলেও সে বেগ প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না, সে তৃষ্ণা, সে আকাঙ্ক্ষা সে উদ্বেগ নিবৃত্তি করা যায় না, তেমনি ধর্ম্ম জীবনেও একটি প্রবল যৌবনবাত্যা আছে, তখন কি জানি কিসের টানে, কোন্ মহামন্ত্রবলে বিহ্বল হইয়া মন প্রাণ কি পাইতে, কোথায় যাইতে কিসে

মিশিতে চায়। ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নিষেধ, গুরুজনের তাড়না, বন্ধুবর্গের বুঝান কথা, কোনমতেই মন বাগ মানে না। যাহা চাই তাহা পাইব, না লাভ করিতে পারি, সে সংগতি না হয়, তো সেই চিন্তায় মিশিয়া যাইব, সাগরাম্বুর কাল আভা দেখিয়া যমুনালহরী ভ্রমে তাহাতেই ডুবিয়া মরিব। ব্রজলীলা এই উদ্দাম প্রেম প্রবাহকে সংপ্রণালীত করিয়া ভাব সাগরে মিশাইয়া দিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী শ্রীমতী রাধিকা দেখাইয়াছেন যে, এ প্রেম সাগরে ডুবিতে হইলে কেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া সকল ছাড়িয়া আসিয়া নামিতে হয়। এমন তীব্র সর্ব্বগ্রাসী প্রবৃত্তিকে প্রণালী বদ্ধ করিতে হইলে কতকষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কত বিরহব্যথায় ব্যথিত হইতে হয়, কত অপমান সহ্য করিতে হয়, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয়, আপনারে ভুলিতে হয়। ভাল বাসিতে তুমি জান না, ভাল বাসার মর্ম্ম তুমি বুঝনা, ভাল বাসার সামগ্রীর যত্ন আদর তুমি কর না, বিশ্ববিজয়ী সর্ব্বস্বত্যাগী দাতা তুমি নও, কৃষ্ণলীলা তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া? পশুবৃত্তিতে মন তোমার জর্জ্জরিত, রাধা কৃষ্ণের মোহন যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি যে শিহরিয়া উঠিবে।

লোকের বিশ্বাস যে মানুষী প্রবৃত্তি সকলের অধীন হইলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য কোথায় রহিল? যে প্রেমের আকর্ষণে ত্রিলোক মুগ্ধ প্রভু স্বয়ং তাহারই দাস হইবেন! জগদীশ্বর যিনি, তাঁহার আবার রঙ্গ রস কি? এমন অশ্লীল কুৎসিৎ ব্যবহার তিনি করেন কেন, লম্পটের মত তিনি হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া বেড়ান কেন? নালিশ বড় জোর, অপবাদ বড়ই জবরদস্ত। একটু তলাইয়া বুঝিলে হয় ভাল। ভগবান্ সকল ঐশ্বর্য্যের, সকল শক্তির প্রভু, তাঁহার ইঙ্গিতে সৃজন পালন হইতেছে, তাঁহার তর্জ্জনি তাড়নে বিশ্বসৃষ্টির বিনাশ হইতেছে। কি জানি, কোন্ মহদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য এই চরাচর, ব্রহ্মাণ্ডকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। অল্পবুদ্ধি মনুষ্য এ প্রহেলিকা-ভেদ করিতে অসমর্থ। আমাদের ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সমাজ লইয়াই আমরা বিব্রত। কি করিব কোথায় যাইব, কেন আসিলাম, এই সকল প্রশ্ন লইয়াই আমরা পাগল। কিন্তু যে মহাশক্তি দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়, মানব ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারই যখন কিছু গোলমাল ঘটে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখনই ভগবানের এক এক ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। ভারত সমাজ মহাবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত প্রায়, অবিবেকীর প্রহারে লাঞ্ছিত ও ভ্রষ্ট, এবং পাপরাজ্য প্রসারিত হইতেছিল, তাই পূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ হইল। কৃপানিধান ভক্তের সাধ মিটাইবার জন্য, মোহন রূপে বৃন্দাবন ধামে অবতীর্ণ হইলেন। মহাশক্তির মহা প্রবাহকে যথাবিধি প্রবাহিত রাখিবার জন্য বিশ্বপাতার বিশ্বমোহিনী শক্তির পরিস্ফুরণ হইল; নারায়ণ যশোদাগৃহে অনন্ত যশজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন।

মুগ্ধ মনুষ্য অপথে গিয়াছিল, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ধর্ম্মহানির জন্য অহঙ্কার এবং অহম্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সুতরাং দ্বেষ হিংসা পরিবাদ কুতর্ক আদি আধি ব্যাধি আসিয়া সমাজের অঙ্গকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, একতা ও সাম্যের স্থানে বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিরাজ করিতেছিল, মনীষা সাহস উদ্যম হীনপ্রভ হইয়াছিল, তাই সৎপন্থা দেখাইবার জন্য, সদ্বুদ্ধি দিবার জন্য, সমাজকে পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য, ভ্রান্ত মনুষ্যকে প্রেম, ভক্তি, নীতি ব্যবহারাদি শিক্ষা দিবার জন্যই গোপাল গোলোক ত্যাগ করিয়া ভূলোকে দেখা দিলেন। ভগবানের বাল্য এবং কৈশোর লীলা ব্যতীত অন্যান্য অংশ সকল অনেকটা পাশ্চাত্য নীতির অনুমোদিত। লোক শিক্ষার জন্য ভগবানের অবতার গ্রহণ; সুতরাং লোকের মত হইয়া, লোকের ভাবে ভাবুক হইয়া, লোকের বুদ্ধিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যিনি দুঃখনিবা-

রণ, তাঁহাকে দুঃখীর মর্ম্ম ব্যথা বুঝা চাই, সমদুঃখে দুঃখী হওয়া চাই, কাঙ্গালের অশ্রুধারার সহিত নিজের চক্ষে বারিধারা প্রবাহিত করা চাই। ভগবান্ তাই সকল সাজে, সকল ভাবে সকলের সাধ মিটাইয়াছিলেন, সকলের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। যে দিকে তাকাই, সেই দিকে এমন অজস্র প্রেমের ধারা আর কোন খানে দেখি নাই। পুত্রহীন পিতামাতার এক পুত্র হইয়া কেমন করিয়া কাটাইতে হয়, তাঁহা নন্দনন্দন বেশে দেখাইয়াছেন, স্নেহময়ী জননীর কাছে আবদার করিয়া, আদর কাড়াইয়া, দুষ্টামী দৌরাত্ম্য করিয়া কেমন ভাবে বেড়াইতে হয় তাহা "দুষ্টগোপাল" সাজিয়া দেখাইয়াছেন, মার কাছে শাস্তি পাইলে কেমন ছুষ্ট ২ মুখ খানি করিয়া, কচি ২ ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া জলভরা চোখে হাত দুখানি জোড় করিয়া, মাতার রাগ ভরা মুখ খানির প্রতি তাকাইয়া "করের বন্ধন খুলে দে মা যশোদে মিনতি করি" বলিয়া মার কাছে হাটি স্বীকার করিয়া আবার দুষ্টামী করিবার জন্য দৌড়িয়া পলাইতে তাঁহার মত আর কে পারিবে! তাঁহার বাল্য লীলা মনে করিলে পুত্র হীনেরও পুত্র বাৎসল্যে বুক উথলিয়া উঠে। খেলাড়ী সাজিয়া খেলা করিতে, সঙ্গীগণের সহিত কথায় ২ "আড়ী" করিতে "ভাব" করিতে, গাছের জলের বেড়াইয়া মাতা পিতার উৎকণ্ঠা বাড়াইতে, সকলকে নিজগুণে বশ করিতে এমন আর দুটি নাই। আবার তাঁহার মত প্রেমিক সাজিয়া প্রেম করিতে, কুলাঙ্গনার মন ভুলাইতে, প্রেমচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে ত্রিভুবনের কেহই কি কখন পারিয়াছে? রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিচিত্র, অমানুষী; বিরাট কল্পনার সুদূর প্রান্তে স্থিত। অত ভালবাসা, অত আদর, অত সোহাগ, অত আসক্তি কে কোথায় দেখিয়াছে, কে কোথায় কল্পনায় আঁকিয়াছে! এইত এত মান এত প্রীতি, এত প্রণয়, কি একটা কোন সাধ মিটাইবার জন্য কালিন্দীর কাল তট ত্যাগ করিয়া, একেবারে যেন সকলই বিস্মৃত হইয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। তখন সেই কালের কাছে, রথের পাছে ২ পাগলিনী ব্রজগোপিনীর "রথ রাখ বংশীবদন" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ শুনিয়া দুষ্ট প্রেমিকের পাষাণ হৃদয়ও গলিলনা। আবার যখন প্রভাস ক্ষেত্রে রাজেশ্বর হইয়া মহাযজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তখন দ্বারের কাছে মা যশোদার, পিতা নন্দের, "দ্বার ছেড়ে দে ওরে দ্বারি" "দেখা দে গোপাল" আদি কাতরোক্তি শুনিয়া বিহ্বলের ন্যায় মার কাছে আসিয়া এক অপূর্ব্ব লীলা করিলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের মার্গে শ্লীল অশ্লীলের বাছাই নাই। ব্রজলীলা সাধনার একটি অপূর্ব্ব অঙ্গ, সকল ভাব, সকল প্রকরণ ব্যাখ্যা করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সুতরাং আমরা সে চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। অধুনা যে "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ঢেউ উঠিয়াছে, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস যে ভগবান সত্য সত্যই ব্রজধামে প্রেমলীলা করিয়াছিলেন। সাধক সেই সকল লীলাগাথা শ্রবণ করিয়া, "শুকমুখামৃতগলিত" অমৃত সদৃশ ভাগবৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাধন প্রণালীর যেমন ২ ভাবে যে ২ সোপান বাহিয়া উঠিতে হইবে, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, ব্রজলীলা ভক্তি কথা প্রচারের জন্য এবং ভক্তাভীষ্ট পূরনের জন্য। এখন দেখা উচিত এই পূর্ণপ্রেমলীলা ব্যাখ্যাতা ভগবান বেদব্যাস কি ভাবে ইহা লিখিয়াছেন। যে বয়সে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী কুলকল্লোল ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই বয়সে লোক প্রচারিত বেয়াদবী এবং অশ্লীলতা করা সম্ভবপর কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। এবং যে সকল ব্যাপার যাত্রায় নাটকে, কথকের মুখে সেই ভাবেই আদি গ্রন্থ শ্রীমৎ ভাগবতে লিখিত আছে কি না, তাহাও জানা উচিত। রাসলীলা পাঠ করিলেও বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পাশবাচারের পৈশাচিক ব্যবহার উহাতে

কিছুই নাই। সেই শরদুৎফুল্লমল্লিকা পরিশোভিত পূর্ণেন্দুর পূর্ণাভায় পরিপূরিত নির্জ্জন প্রশান্ত বনভূমি মধ্যে একলা শতসহস্র পূর্ণযুবতী ব্রজাঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভগবান যে উপদেশ তাহাদিগকে দিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণাভিসারিণী কামিনীগণের যে কথা শুনিয়া মহামণ্ডলে রাসলীলার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে কৃষ্ণলীলার মর্ম্ম অনেকটা বুঝা যায়। আমরা যদি ভগবান্‌কে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে গণিয়া তদুপযুক্ত মাপ কাটিতে বুঝিয়া লই, তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, যিনি একা শত সহস্র যুবতীর এক রাত্রি মধ্যেই বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম, তিনি রক্ত মাংসের মনুষ্য নহেন। আবার বলি, যিনি অমন রমণী সঙ্গের মাঝে থাকিয়া অমন নির্জ্জন, নির্ম্মল শারদীয় পৌর্ণমাসী রাত্রিতে পূর্ণযুবতীগণকে অমন শাস্ত্র সঙ্গত, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সদুপদেশ দিতে সক্ষম, তিনি লম্পট নহেন, কামুক নহেন, তিনি দেবতা, তিনি দেবতার দেবতা, জগদ্‌গুরু। কৃষ্ণলীলা বুঝিতে হইলে ভাগবৎ পাঠ করিতে হইবে, পৌরাণিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব কবিগণের সুধামাখা গীত সকল লইয়া তোমার ভ্রমবুদ্ধিতে পাশ্চাত্য চুলচেরা সমালোচনা খাটাইলে হইবে না। যে আসুরী বিকৃত বুদ্ধিতে, যে অহম্মুখতা পূর্ণ ঔদ্ধত্যের সহিত, আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করি, আর্য্য ঋষিগণের তপঃ মার্জ্জিত মস্তিষ্ক প্রতিভাত যে সকল অমূল্য তত্ত্বনিধি আমরা উদ্দাম অনভিজ্ঞের ন্যায় বিচার করি, তাহাতে যে কখনই আমরা সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না ইহা স্থির। দানবী শিক্ষার গুণে আমরা পিতৃনিন্দক, গুরুজন লাঞ্ছনাকারী ভ্রষ্ট হইয়াছি, ভগবান্ যে সদ্‌বুদ্ধির অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যেন আমরা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হই।

ভারতীয় ও বৈদেশিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে 'অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীচোৎপদ্যতে।' প্রকৃতিতে উপহিত পরমেশ্বর হইতে সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্মাকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম বায়ু হইতে সূক্ষ্মতেজ, সূক্ষ্মতেজ হইতে সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্মজল হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। 'ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রান্যপঞ্চীকৃতানিচোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি, স্থূলভূতানিচ উৎপদ্যন্তে।' এই অবস্থার আকাশাদি পঞ্চভূতকে সূক্ষ্ম ভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র (ন্যায়মতে পরমাণু) এবং অপঞ্চীকৃত (অস্থূল, অব্যবহার্য্য,) কহে। মানবের সূক্ষ্মদেহ ঐ সকল সূক্ষ্ম-ভৌতিক উপাদানে বিরচিত। অপর সেই সকল সূক্ষ্মভূতই পঞ্চীকৃত (অর্থাৎ পরস্পরমিলিত ও স্থূলত্বপ্রাপ্ত) হইয়া ব্যবহারোপযোগী স্থূল পঞ্চভূতরূপে ক্রমে পরিণত হয়। 'যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যোপযান্ত্যেব।' ঐ আকাশাদি ভূতগণ ক্রমপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রথম ভূত দ্বিতীয় ভূতের, দ্বিতীয় ভূত তৃতীয় ভূতের, তৃতীয় ভূত চতুর্থ ভূতের, চতুর্থ ভূত পঞ্চম ভূতের কারণতা লাভ করে। পরস্পর ভূতগণ স্ব স্ব অসাধারণ গুণের অতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনক ভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। এতাবন্মাত্র ঋষির উপদেশ। ইহাতে কোন বাক্যাড়ম্বর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই কয়েকটী তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যুতীয়-শক্তি, চৌম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক তত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ, প্রভৃতির সঙ্কলন ব্যবকলনপূর্ব্বক বহুবাগাড়ম্বরসহকারে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেন।

ফলতঃ সৃষ্টি, প্রলয়, এবং ভূগর্ভস্থ অগ্নিসম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রে যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাহার মধ্য হইতে বিস্তর আধুনিক বৈজ্ঞা-

নিকতত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সৃষ্টি আদিতে ব্রহ্মশক্তিতে বিলীন ছিল। কেননা তাহাই মুলশক্তি। যাহা মুলশক্তি তাহাই মূল কারণ। সেই শক্তি হইতে সূক্ষ্মআকাশ, সূক্ষ্মআকাশের মধ্য হইতে সূক্ষ্মবায়ু, সূক্ষ্মবায়ুর মধ্য হইতে সূক্ষ্মতেজ, সূক্ষ্মতেজের মধ্য হইতে সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মজলের মধ্য হইতে সূক্ষ্মমৃত্তিকা উৎপন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেক তত্ত্বের মধ্যে পর পর সমুদয় তত্ত্ব অবচ্ছিন্ন ছিল। এই সূক্ষ্মভূতগুলিকে তন্মাত্র কহে। তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমানসিদ্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব। তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। স্থূল চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, চক্ষুর দর্শনশক্তিটি সেরূপ নহে। তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে, ইহা সকলেই মানেন। সুতরাং তাহা অনুমানসিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ঐরূপ অনুমানসিদ্ধ। জ্যোতিঃপদার্থটী স্থূল হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, কিন্তু সেই স্থূল জ্যোতির বীজরূপী তৈজসশক্তি যাহা সর্ব্বপদার্থে আগ্নেয় ধাতুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহা উপযুক্ত আশ্রয়রূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি লাভ করিবামাত্রে ব্যক্ত হয়, তাহাকে রূপতন্মাত্র বা তৈজস পরমাণু বলে। তাহার সেরূপ সূক্ষ্ম সত্ত্বা কেবল অনুমানসিদ্ধ। প্রত্যক জাতীয় তন্মাত্রই এইরূপ অতিসূক্ষ্ম ভূতপদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসমূহ ভৌতিক-শক্তির আদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগদুৎপত্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপাদানস্বরূপ।

প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন ঐ সকল উপাদানে জীবের সূক্ষ্মদেহ বিরচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তন্মাত্র সৃষ্টিকরণোন্মুখী ঐশি-শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিরই স্ফুরণমাত্র। তৎসমুহ জীবের অনাদি ভোগ-শক্তি ও তদীয় উত্তর-সাধকরূপ ভোগ্যপদার্থীয়-শক্তির ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তি ও বাহ্যসৃষ্টির ভোগদানের শক্তি, এ উভয় শক্তিই মূলে প্রকৃতিরূপী। সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকটনকালে সেই প্রকৃতি ভোক্তৃমাত্রা ও ভোগ্যমাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। উহার মধ্যে এক ভাগ জীবরূপ প্রার্থীর ধর্ম্মকে রচনা করে, অন্য ভাগ সেই প্রার্থনা পূরণার্থ ভোগ্য পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে। রসতন্মাত্ররূপ শক্তি, জীবের রসনেন্দ্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি জলীয়পরমাণু সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পারণত হয়। এইরূপে সমস্তই তন্মাত্রশক্তির কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ তাহাদেরই রচনা। মন, তাহাদের সমষ্টি সাত্ত্বিক-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যায় ঐ সকল সূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সকল ইচ্ছাসূত্রে মন স্বীয় সূক্ষ্মদেহকে পরিচালন করে, তাহা প্রকৃতিরই সূক্ষ্মদেহনির্ব্বাহক শক্তিমাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল অনুমানসিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয়, এবং ভোগ্যদ্রব্যের সূক্ষ্মশক্তি এসকল কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নহে।

সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থে আর্য্য-শাস্ত্রীয় ঐ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় ও মারকিন পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এস্থলে আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা ভারতীয়-শাস্ত্রের প্রাচীন-সমীচিনতা বিন্দুমাত্র আহত বা পুষ্ট হইয়াছে, এমনও মনে করা উচিত নহে। প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রলয়তত্ত্বের সহিত যে সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের ঐক্য বোধ হইতেছে, আমরা নব্যগণের বোধসুলভার্থে বক্ষ্যমান কতিপয় পঙক্তিতে তাহা দেখাইয়া স্থূল জগতের বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, জর্ম্মান্ দেশে দর্শনবিৎ কান্টের সময় হইতে ক্রমেই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই ভারতীয় তত্ত্বটী প্রচার হইয়া পড়িতেছে। নবেলিস্ বলেন যে, জর্ম্মণীয় সমস্ত বাদীগণের মধ্যে ঐ মত সংক্রমিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক পদার্থ ধ্রুব সত্য নহে। বিশপ বার্কেলী সম্ভবতঃ স্বীয় ধর্ম্মমতের মধ্যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফাদার বস্কোবিক্ গণিত তত্ত্বের মধ্যেও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নবেলিস্ আরও লেখেন যে ভূমণ্ডলের সীমান্তভাগে ভারতবর্ষে তথাকার ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ প্রকারের মত প্রচলিত আছে। অধিকন্তু অধ্যাপক ষ্টুয়ার্টও কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনকালের মধ্যে কোন সময়ে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', এই মতটী গ্রহণ না করিতে পারিয়াছে, সে, দর্শনশাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। নবেলিস্ কহেন যে, যাঁহারা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের মতে বাহ্যজগৎ না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা স্বয়ং সিদ্ধ নহে। তাহা কেবল ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবমাত্র। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই মতটী বৈদান্তিক মতের সহিত সম্পূর্ণ এক। কিন্তু বেদান্তের মূল তাৎপর্য্য এই যে, এই সৃষ্টি, প্রবাহরূপে নিত্য। প্রবাহের মধ্যগত অসংখ্য জীবের প্রাচীন-কর্ম্ম-নিমিত্ত মায়া বা অজ্ঞান ব্রহ্মশক্তির অন্তর্গত। সেই কর্ম্ম জন্য অজ্ঞান বা মায়া, বাসনা-বীজ-রূপী। তাহাই ভোগ-কর্ত্তৃত্ব ও ভোগ্য প[দার্থে]র অন্তর্ভাগ। সৃষ্টিকালে তাহা হইতে ভোগকারী মন ও ভোগ্যভৌতিক পদার্থ আবির্ভূত হয়। মনই ইন্দ্রিয়-গণের গর্ভকেন্দ্র। তাহা তখন জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা তাহাতে অধ্যস্ত হয়, আর ভোগ্যরূপ সৃষ্টি, সেই ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট জীবের সন্নিধানে স্বীয় মহিমা ও প্রলোভন, সৌন্দর্য্য ও ভোগ্যশক্তি প্রকাশ করে। এতাবতা মন ও ভৌতিক পদার্থ সেই অজ্ঞান ও মায়া-রূপী ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব মাত্র। তাহারা সত্য নহে; কেননা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয়মাত্রে রজ্জুতে আবির্ভূত ভ্রম সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সমস্ত জ্ঞানী ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদার্থ প্রতিপাদক পুরাণশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্ত ও সাংখ্যের মিলনক্ষেত্রে, উহা শোভা পাইতেছে।

সম্প্রতি কয়েকখানি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইতেছে। অধ্যাপক টিণ্ডল বলেন যে, ভৌতিক পদার্থমাত্রেই শক্তির বিকার। শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে। টিণ্ডল হয়তঃ ঐ শক্তিটিকে সাংখ্যের প্রধানের ন্যায় অন্ধ-শক্তি কহেন। কিন্তু ধর্ম্মবাদিরা উহাকে ঈশ্বরের শক্তি কহিয়া থাকেন। এণ্ড্র্যাক্সন ডেবিস কহেন যে, ভৌতিক পদার্থসমূহ অতিসূক্ষ্ম আকাশবৎ চিরস্থায়ী ভৌতিক তত্ত্বের বিকার মাত্র। বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ভৌতিক জগৎ কেবল সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল পরিণাম। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কিছুই নহে, কিন্তু এক পরিপূর্ণ অনন্তশক্তিমান্ পুরুষের মূর্ত্তিমাত্র। তুমি যাহা দেখ বা স্পর্শ কর, তাহা কেবল ছায়া মাত্র, বাহ্য আকৃতি-মাত্র। তোমার ইন্দ্রিয়গণের নিকটে তাহা সত্য বটে। কিন্তু সত্য কি? উত্তর, সত্য আবির্ভাবমাত্র। ডেবিস আরও কহেন যে, এইক্ষণে এই পৃথিবী ও গ্রহতারাগণ যেরূপ কঠিন-পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলপদার্থ হইয়া আছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে যে, অতি পূর্ব্বে এই সকল লোকগুলি এপ্রকার সূক্ষ্মসূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থায় ছিল যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। তখন কোন আকৃতি বা দেহ প্রকাশ পায় নাই। সে সমস্ত সেই সূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থা হইতে ক্রমে ঘনীভূতরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। অপর, এই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম[তম] বিভাগে [এ]ক সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অন্তরতমপ্রকৃতি বিরাজম[ান আছে]। এই [সকল] লোক ও গ্রহতারাগণ সেই শক্তিরই স্থূল আবির্ভাব; তাহাদের গতি-পরিক্রমও সেই শক্তিরই কার্য্য। উক্ত মহাত্মা

স্পাইনোজার এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, একমাত্র ঐশীই সদ্বস্তু। আর সমুদয় পদার্থ তাঁহারই আবির্ভাব। তিনি আরও দেখেন যে, ডাক্তার জুল অগ্নিকে শক্তিরই আবির্ভাবমাত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতাবতা ডেবিস কহেন যে, ভৌতিক পদার্থের ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র ব্রহ্মশক্তি অবশিষ্ট থাকিতেছে। এস্থলে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে এ সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুল্য। ডেবিসের উক্ত যে আকাশবৎ চিরস্থায়ী সূক্ষ্ম ভৌতিক-শক্তির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা আমাদের 'পঞ্চতন্মাত্র' এবং 'পরমাণু' স্থানীয়।

ডেবিস আরও বলেন যে, মানবদেহ কেবল একটা আভ্যন্তরিক কারণের বিকার। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে মনই সেই কারণ। মনের দেহ-প্রকটন-শক্তি প্রসিদ্ধই আছে। যেমন স্বপ্নে, সেইরূপ জন্মে জন্মে পারে। বাসনাই হেতু, ঘটনা সকল ভোগ্যমাত্র। ডেবিস কহেন, এই জগতের দুই উপাদান। উভয়ই নিত্য। বস্তুতঃ উভয়ে এক, কিন্তু নিত্যকাল ধরিয়া কার্য্য ও কারণ ক্ষেত্রে সম্বন্ধে দুই। উহার একটি মন, অন্যটি ভৌতিক পদার্থ। উভয়ে যোগবদ্ধ। উহারা উভয়ে একই ব্রহ্মশক্তিমাত্র। কেবল তাহাদের আবির্ভাব বিবিধ। এতাবতা মনও একেবারে অভৌতিক নহে, এবং ভৌতিক পদার্থও মূলতঃ স্থূল নহে। তাৎপর্য্য এই যে, উভয়ে এক মূলশক্তির আবির্ভাব। সেই মূলশক্তি অদৃশ্য। ডেবিসের এই কয়েকটি কথায় আর্য্য-শাস্ত্রেরই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। কেননা শাস্ত্রে কহেন যে, অনাদি কাম-কর্ম্ম বীজস্বরূপিণী মায়া, যাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি, তাহা হইতে অনাদি কর্ম্মসূত্রে জীবের নিমিত্ত মন-ইন্দ্রিয়াদি ভোগকর্তৃত্ব এবং সৃষ্টি-রূপ ভোগ্যবর্গ উভয়েই আবির্ভূত হয়। অতএব একমাত্র ঐশী শক্তিই ভোক্তৃমাত্রারূপ মন ও ভোগ্যমাত্রা-রূপ ভৌতিক-পদার্থের আবির্ভাব-বীজ। সৃষ্টিকালে মন ও ভোগ্য পৃথক্ পৃথক্; কিন্তু মহা প্রলয়ে তদুভয়ই এক ঐশী শক্তি। যাহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটু ধীর হইয়া ভারত-সেবিত পবিত্র বুদ্ধিযোগপূর্ব্বক শাস্ত্র পাঠ করেন, তবে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল কেবল খদ্যোত-তুল্য, কিন্তু শাস্ত্র মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডসদৃশ।

আমরা সূক্ষ্ম তত্ত্বস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তি-যুক্ত মনের বিষয়ে বলিলাম। এক্ষণে ঐ পঞ্চতন্মাত্রনামক সূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণুগণ পঞ্চীকৃত বা সমবেত হইয়া কিরূপ একদিকে জীবদেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক স্থূল জগদুৎপন্ন করে এবং সে সম্বন্ধে ভারতের মতের সহিত অন্য কোন মতের ঐক্য আছে কি না, তাহা বলিব।

ধুন্‌কী।

(প্রেত রহস্য)

ভূত যোনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই অবিশ্বাস আছে। আমাদেরও তাহাই ছিল, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া এক্ষণে অলক্ষিত বায়বীয় শরীরধারী ভূত প্রেতাদিকে আর অবিশ্বাস করিতে বা উপহাস সহ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহলোক-পরলোক উভয়ই ধর্ম্ম সূত্রে আবদ্ধ, তাহাই "ধর্ম্ম প্রচারকের" ধর্ম্ম তত্ত্ব পীপাসু বর্গের জন্য একটি অলৌকিক অথচ সত্য ঘটনা বিবৃত করিলাম।

জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কসবা থানার অধীন পীনুর নার কোঠি গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় দীন নাথ দাসের বালিকা কন্যা ও তাহার ভ্রাতা নবীন চন্দ্র দাসের অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সম বয়স্কতা বশতঃ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রণয় ও ভালবাসা ছিল। উহারা উভয়ে একত্র আহার একত্র শয়ন ও সর্ব্বদা একত্র বাস করিতেই ভাল বাসিত,

কেহই কাহারও কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। আনুমানিক উহাদের ১২ বা ১৩ বৎসর বয়সের সময়ে (১২৯৩ বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে) এক দিন দিবাভাগে উভয়ে বাড়ীর পায়খানায় যাইয়া, অদূরে একটা শৃগাল দেখিতে পায়। এই রূপে উহারা ২।৩ দিন পায়খানার ঐ শৃগালটাকে তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখে। তৎপরে তাহারা এই শৃগালটাকে তাড়াইবার নিমিত্ত ছড়ির মত এক একটা বাঁশ হাতে লইয়া পায়খানায় যাইতে আরম্ভ করে। শৃগালটাকে দেখিলেই মারিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু শৃগাল ঐ ছড়ির মত বাঁশটাকে কামড়াইয়া ধরিত ও তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইত। পরে তাহারা বাড়ীর লোকদিগকে এই ঘটনা জানাইলে, প্রথমতঃ তাহারা "ইহা কিছু নয়" বলিয়া উহাদিগকে প্রবোধ দিত। এই রূপে কয়েক দিন চলিয়া গেল। তাহার পর এক দিন রাত্রে তাহারা আহার করিয়া বাহিরে একত্রে আঁচাইতে গেলে, ঐ শৃগালটা হঠাৎ আসিয়া এক জনের পায়ে আঁচড়াইয়া দেয়। ইহাতে উভয়েই চিৎকার করিয়া উঠে ও উভয়েই (ভয়েই হউক অথবা জানি না কেন,) মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং ক্রমাগত তিন দিন এই রূপ মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই থাকে। ইহা দেখিয়া অভিভাবকেরা ভূতের চিকৎসক আনাইয়া, চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ মূর্চ্ছা বিদূরিত হইল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু সঙ্গে২ আর এক বিচিকিৎসা উপস্থিত হইল। মেয়ে দুটী সদাই ভয়ে জড়সড়; মাঝে ২ আতঙ্কে কাঁপিয়া ও কাঁদিয়া উঠে। মস্তক ও হস্ত পদাদির বিশেষ চিহ্ন বিহীন স্তম্ভের ন্যায় একটা মূর্ত্তি (উহারা ইহার নাম "ধুমূকী" রাখিয়াছিল) এবং একটা শৃগাল মধ্যে২ সম্মুখে দেখিতে লাগিল। ২।৩ দিন পরে ইহাদের সহিত একটা ব্রহ্মদৈত্য, একটা সন্ন্যাসী, একটা ফকির ও ২।৩ টা সুন্দরী নারী দেখিতে পাইত। কখন কখন এই সমস্ত গুলিকে একত্র, কখন কখন বা ২।১ টা, কখন কখন কেবল ধুমূকীকেই দেখিতে পাইত। কিন্তু ধুমূকীকে সকল সময়েই দেখিত। কয়েক দিন পর হইতে আর শৃগালটাকে দেখিতে পাইত না। এই সকল ভূতের মধ্যে ধুমূকীই প্রধানা। এই ধুমূকীই মেয়ে ও বধুটির হাত, পা, ও শরীর চিরুণীর মত কোন একটা জিনিস দিয়া চিরিলে যেরূপ হয়, সেই রূপে চিরিয়া রক্ত বাহির করিত ও নানা প্রকার কষ্ট দিতে লাগিল। উহারা [মেয়ে ও বধুটী] আহার করিতে বসিলে অন্নের মধ্যে ভস্ম কি মৃত্তিকা, বালুকা, কখন বা পাত্রের উপরেই ফেলিয়া দিত, কখন কখনও বা ভাতের থালা খানাই লইয়া যাইত। অনেক লোক উহাদের চারি দিকে বসিয়া থাকিলেও এই রূপ ঘটিত। কিন্তু মেয়ে দুটী ছাড়া ভূত গুলিকে অন্য কেহই কখন দেখিতে পাইত না।

কখন কখন বাড়ীর থালা, ঘটী ইত্যাদি ২।১ খানা উঠাইয়া লইয়া যাইত। লইবার সময়ে অন্যে কিছুই দেখিত না, কিন্তু মেয়ে ও বধু তাহা দেখিতে পাইত, এবং কখন কখন জিনিসটী কোন্ দিকে কি সিন্ধুকে কি গ্রামের কোন স্থানে রাখিয়া দিয়াছে, মেয়েক বধু তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনা আপনি বলিয়া দিত। আশ্চর্য্য এই যে, উহাদের কথানুসারেই সন্ধান করিয়া ঠিক সেই জঙ্গলে কি সিন্ধুকে অর্থাৎ যেখানে কাছে বলিত, সেই স্থানেই পাওয়া যাইত।

এই সকল ঘটনা শুনিয়া, আমি উক্ত দীন নাথ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া কালেক্টরীর বর্ত্তমান মোহারের বাবু বশন্ত কুমার দাসকে মেয়ে ও বধুটীকে এখানে [ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া] আনাইয়া চিকিৎসা করান জন্য অনুরোধ করি। তদনুসারে নৌকা যোগে উহাদিগকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আনয়ন করা হয়। আসিবার সময় বালিকা দুইটি কতকদূর পর্য্যন্ত নদীর তীরে তীরে কেবল ধুমূকীকেই আসিতে দেখিয়াছিল। কিছু দূর পরে আর ধুমূকী বা কাহাকেই পথের মধ্যে

দেখিতে পায় নাই। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পঁহুছিলে পর আমরা যাহা২ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাও লিখিতেছি।

মেয়ে ও বধুটী এখানে (ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়) আসিয়া একদিন ভাল ছিল। কিন্তু পর দিন অপরাহ্ণে উহারা উভয়েই বলিল যে, "গোকর্ণ (১) নদীর পূর্ব্ব পারে বট গাছের উপরে ভূত গুলি আসিয়াছে"। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বধুটী পায়খানায় গেলে, তাহার পা হইতে ধুমকী এক গাছি মল খুলিয়া লয় ও তখনই আবার ফেলিয়া দেয়। সন্ধ্যার পরক্ষণে আমি তথায় যাইয়া, মেয়েটীকে আমার কোলে বসাইয়া রাখি। বধুটীকেও আমার বাসারই একজন কোলে লইয়া বসে। তখন মেয়ে ও বধুটীর শরীরের নানা স্থানে কে যেন কামড়াইতে লাগিল। বালিকারা অমনি যাতনায় চিৎকার করিত। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১। ১২টা পর্য্যন্ত এই রূপ করিত। ১২। ১৪ দিন এই রূপ অতীত হইলে পূর্ব্বের মত পুনরায় হাত, পাও চিরিতে আরম্ভ করিল। ঘোর অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভায়াদেরও দু এক জন এই সকল ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কখন কখন উহাদের হাতে, পায়ে ধরিয়া, কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াও দেখা গিয়াছে যে, কাপড়ের নীচেই কামড়ের চিহ্ন (দাঁতের দাগ ও লালা) লাগিয়া রহিয়াছে। চিকিৎসকেরা কবচাদি দিলে তাহা মাথায় কি শরীরের অন্য কোন স্থানে ব ... দিবা মাত্র, কখন কখনও বা এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার পর মাথার কেশ কাঁচির কাটার মত কাটিয়া কখন বা খুলিয়া কে লইয়া যাইত, কেহই ... দেখিতে পাইত না। কিন্তু কর্ত্তিত কেশ পাশ সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইত। আমরা "হরি, হরি" বলিলে, কি দুর্গা নাম করিলে, ভূত গুলিও সঙ্গে সঙ্গে তাহাই বলিত। ইহা কেবল ঐ বালিকারাই শুনিতে পাইত। কন্যাটীর পিতা দীননাথ দাসও ঐ সময়ে এখানে জ্বরে পীড়িত ছিলেন। এক দিন ধনকার ভূতটা মেয়েটীকে বলে যে, "তোমার পিতার জন্য ঔষধ লও, এই বলিয়া এক খানি সিকড় সকলের সমক্ষেই ফেলিয়া দিল এবং বলিল যে, "তৎপর শনিবার আসিয়া" ঝাড়িয়া দিবে। আর সতর্ক করে যে, ধুমকী যেন ইহা দেখিতে না পায়, দেখিলে সে লইয়া যাইবে। ইহাতে ঔষধটা বিশেষ সাবধানতার সহিত সিন্দুকে তালা দিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েটা বলিল, ঐ ধুমকী তোমাদের ঔষধের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া লইয়া গেল; সিন্দুক তখনও তালাবদ্ধ ছিল। অমনি সিন্দুক খুলিয়া দেখা গেল, বাস্তবিকই ঔষধের অর্দ্ধাংশ নাই। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ তাহার পিতাকে সেবন করান হইল, কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না। কিছু দিন পরেই রোগী মরিয়া গেল।

আমি এক দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, ভূত গুলি তোমাদিগকে কেন কষ্ট দেয়? তাহারা উত্তর দেয় যে, ভূত গুলি তাহাদিগকে উহাদের সঙ্গে যাইতে বলে, তাহাতে আমি ও একদিন বলি যে, তোমরা বল তাহাদের (ভূতের) সঙ্গে যাইবে। ভূতগুলি বলে যে, চল সেই সঙ্গে আমিও উহাদের সঙ্গে যাইতে দাঁড়াইলাম এবং মেয়ে ও বধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ স্থানে যাইবে? তখন ভূতগুলি বলে যে একমাস দূরের পথে থাকি, অদ্য স্কুলের উত্তরের সাওড়া গাছে গিয়া থাকিব [২] তখন আমি বলি যে, তাহা হইলে আমি যাইব না। আমি ভূত গুলাকে মধ্যে ২ উপহাস ও তিরস্কার করিতাম, এই কারণে ভূত গুলি আমার প্রতি

(১) গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অনুমান কিঞ্চিদূন এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত। একটী বট গাছও তথায় নদীর পূর্ব্ব পারে আছে। বোধ হয় বালিকারা কখন ও তাহা দেখে নাই।

(২) রোগীদিগের বাসা হইতে স্কুল প্রায় পোওয়া মাইল হইবে। রোগীরা কখনও স্কুল জানেনা। সাওড়া গাছ তথায় ঠিকই একটী আছে।

নিতান্ত কষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইত [৩] এবং বলিত সুবিধা পাইলে তোমাকেও ক্লেশ দিব। এ জন্য আমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতাম ভূতের ভয়ে গ্রামে সন্ধ্যার পর কেহ একাকী বাহির হইতে সাহস করিত না। এই ভাবেই কিছু দিন অতীত হইল। বালিকাদিগের আরোগ্যের লক্ষণ কিছুই দেখা গেলনা। তখন সকলের পরামর্শ মতে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার নিকটস্থ নাটাই গ্রাম নিবাসী তন্ত্র মন্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কভূষণ মহাশয়কে আনান হয়। তিনি আসিয়া এক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন এবং আরও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া, তিনিই ঐ তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহাতেই পীড়ার শান্তি ও উপদ্রব নিবারিত হইল। আরও কত ঘটনা ঘটাইয়াছিল, সমস্ত স্মরণ নাই কিন্তু এইরূপ অনেক ঘটনাই হইয়া ছিল। যাহা দেখিয়া তখন আমাদিগকে আশ্চর্য্য ও অবাক হইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী আমলা, উকীল, মোক্তার এবং তার প্রাপ্ত ডিঃ মাজীষ্ট্রেট বাবু পারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এক্ষণে সবজজ বাবু অতুল চন্দ্র ঘোষ মুনসেফ, শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র দাস মুনসেফ [বাবু রাম শঙ্কর সেন ডিঃ মাজীষ্ট্রেটের জামাতা] ও বাবু দিগম্বর অধিকারী পোলীশ ইনস্‌পেকটর প্রভৃতি মহোদয় গণ স্বচক্ষে এই সকল ঘটনা দেখিয়াছেন।

এই ঘটনা দর্শনে অনেকের ভুতের প্রতি ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। আমরা বুদ্ধি বিচার সিদ্ধান্তে যাহা বুঝিনা, তাহাকে উপেক্ষা ও উপহাস করিলে কাল ক্রমে আপনাকে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থূল তত্ত্ব।

পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, 'এতেভ্যঃ স্থূলভূতানি চ উৎপদ্যন্তে'। সূক্ষ্ম ভূতগণ যেমন সমষ্টি সূক্ষ্মদেহের হেতু, সেইরূপ তাহা স্থূল ভূতগণকেও উৎপন্ন করিয়াছে। সূক্ষ্ম ভূতগণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, অব্যবহার্য্য এবং প্রত্যেক ভূতের 'মাত্রা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতম বীজরূপী তাহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা তিনি কহেন যে, জগতের সূক্ষ্মাবস্থাতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রেও স্পষ্টই আছে 'তদানীমাকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, অপ্সু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ।' ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে সূক্ষ্মভূতগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না। ক্রমে তাহারা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের সহিত সুব্যক্ত হইল। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে দেহ, আকৃতি, অন্নপান, এবং বসতির জন্য লোকমণ্ডল সকল তদীয় উপাদানে বিরচিত হইয়া উঠিল। 'এতেভ্যঃ * * * ব্রহ্মাণ্ডস্য তদন্তর্গত * * স্থূলশরীরাণাং অন্নপানাদীনাঞ্চ উৎপত্তির্ভবতি।' স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যবহার্য্য সুব্যক্ত, পঞ্চীকৃত ভূতগণ অভিব্যক্ত হইলে পর তাহারা ক্রমে সৌরজগৎ-প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত মনুষ্যাদি জীবগণের স্থূলদেহ, এবং তাহাদের ভোগ্য অন্নপানরূপে পরিণত হইল।

ইতিপূর্ব্বে 'তদানীমাকাশে' প্রভৃতি যে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতেছে যে, এই স্থূলদৃশ্য কঠিনপৃষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূরাদি সপ্তলোক উদয় হওয়ার পূর্ব্বে, তাহা শব্দেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশমাত্র ছিল। পরে তাহা শব্দ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বায়বীয় পদার্থ রূপে ছিল। তাহার পর তাহা শব্দ স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থ ছিল। তাহার পশ্চাৎ উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জলবৎ তরল পদার্থ ছিল। আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল একাকার হইয়া এক মিশ্রপদার্থরূপে অবস্থিত ছিল। তাহার জলভাগের মধ্যে পৃথ্বী বীজ অব্যক্ত ছিল। কালেতে তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ

(৩) এইরাগ ও বিরক্তির কথা রোগীরাই জানিত ও বুঝিতে পারিত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণগ্রামের সহিত অণ্ড অভিব্যক্ত হইল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ইহারা মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক তেজোময়, বীর্য্যবান, ব্যাপক। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড তাহাদের মিশ্রিত ব্যাপারাবচ্ছিন্ন ছিল, তখন সমস্ত সৃষ্টি, সেই সমস্ত ব্যাপক তেজোধাতুর সহিত এক বৃহৎ সূর্য্যরূপে জীবন্ত ছিল। এই কারণে ঐ অণ্ডটী মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র সূর্য্যের প্রভাতুল্য হিরণ্যবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূর্য্যাদি সমস্ত লোকমণ্ডল সেই অণ্ডেরই অংশ। সেই আদি সৌর অণ্ডের সূক্ষ্মজ্যোতিঃ প্রভৃতি ধাতু উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোকাদি গঠন করিল এবং নিম্নে স্বর্লোক ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল। সমস্ত স্বর্লোক সূর্য্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল। ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ে সূক্ষ্ম তেজ ও বীর্য্য বিরাজিত থাকিল। নিম্নস্থ লোক সকল স্থূলধাতুপ্রধান হইল। [ছাঃ ৩ প্রপাঃ ১৯ অঃ] এই সমস্ত স্থূলমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে তেজোভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তাহাতেই তাহারা মৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে "মৃত্য" অর্থাৎ শীতল, ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য [ব্যাপক নহে,] এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। সেই প্রথম সহস্র সূর্য্যোপম অণ্ডের তুলনায় অথবা তাহার সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সম্বন্ধে আমাদের সূর্য্যও মৃত। যিনি আমাদের সূর্য্য, তিনি সৌর জগতের তেজ, বীর্য্য, আকর্ষণের কর্ত্তা হইলেও আদি অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার অগ্নিত্ব অনেক হ্রাস হইয়াছে। সমগ্র স্বর্গলোকে এবং এই ভূলোকে যত তেজ ও বীর্য্য আছে, যত সমরাস্ত্র আছে, যতধাতু পদার্থ আছে সে সমুদয়ই সূর্য্যতেজসম্ভূত। জগতের সৃষ্টি অবধি সূর্য্যতেজ নানা পদার্থে পীত ও পরিণত হওয়ায় ক্রমে তাঁহার অগ্নিত্ব বিস্তর পরিমাণে হ্রাসাবস্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে (বিঃ পুঃ ৩। ২।৯ প্রভৃতি) এই রূপক আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য-তেজের সাত ভাগ চাঁচিয়া লইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সূর্য্যের কেবল অষ্টমাংশ তেজমাত্র অবশিষ্ট আছে। এইরূপে সূর্য্যতেজের ন্যূনতা হওয়ায় ঋষিরা তাঁহাকে "মৃত অণ্ড" বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।২০।৩৫) মৃত অণ্ড বলিয়া শাস্ত্রে তিনি "মার্ত্তণ্ড" নামে অভিহিত হয়েন। যখন সূর্য্যই "মার্ত্তণ্ড" হইলেন তখন পৃথিবীর তো কথাই নাই। ইহা একেবারে শীতল নির্ব্বাপিত ও মৃত বিধায় "মৃত্তিকা" নামে কথিত হইয়াছে। আমরা অণ্ডকটাহের বিবরণে ভূরাদি সপ্তলোকের এবং তাহার পর পাতালাধ্যায়ে সপ্ত পাতালের বিস্তারিত শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি; এজন্য এস্থলে ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে ইহার জলময় তরল অবস্থা, অগ্নিময় দীপ্তিমানবস্থা, এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর বায়বীয় অবস্থা সকল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় মতের সহিত তুলনা করিলেই সুধীর পাঠক আশ্চর্য্য ঐক্য সকল অনুভব করিতে পারিবেন এবং শুদ্ধ তাহাও নহে কিন্তু অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, ও যৌক্তিকতা কত গভীর অথচ কেমন সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত।

সম্প্রতিকার প্রেতত্ত্ববাদী অলনকার্ডিক স্বীয় পুনর্জন্ম-বিষয়ক গ্রন্থে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যথা, "যে সকল জীবগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা কোথা হইতে আগমন করিয়াছে"? এই প্রশ্নের তিনি আপনি এই উত্তর লিখিয়াছেন, যথা—এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহারা উপযুক্ত সময়ে প্রকটিত হইবার জন্য তথা অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল জীব-বীজ বৃক্ষবীজ-সমূহের অভিব্যক্তি নিমিত্ত ঋতুকাল অপেক্ষা করার ন্যায় মৃত্তিকাগর্ভে নিরুদ্ধবৃত্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাহারা যথা ঋতুকালে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবী

উৎপন্ন হওয়ায় পূ. ম তাহারা তদীয় তরল প্রাগবস্থার মধ্যে অবচ্ছিন্ন হন। তথা হইতে পৃথিবীর ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৃথিবীতে স্থূল কলেবর পাইয়াছে। এসম্বন্ধে শাস্ত্রের যে উপাদেয় সিদ্ধান্ত আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

শাস্ত্রানুসারে জীবের তিন ভাগ। স্বয়ং জীবাত্মা, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ এবং সেই সূক্ষ্মদেহের বাহ্যমূর্ত্তি স্থূলদেহ। জীবাত্মা স্বয়ং নির্ম্মল পদার্থ। সুতরাং আপনার নির্ম্মল অন্তরাত্মাকে তিনি সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ছান্দোগোপনিষদে "স্বপিতি" শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে যখন জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উভয়দেহ নিষ্পন্দ হয় তখন জীবাত্মা পরমাত্মাতেই নিদ্রিত হয়েন। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্মদেহস্থ প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিতে আশ্রয় করে বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার যেখানে সমতা বা জাতি সম্বন্ধ, যেটি যে কারণের কার্য্য, তাহা সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা পরমাত্মস্বরূপোৎপন্ন, অতএব তিনি পরমাত্মাতে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভয় প্রকৃতিতে স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুষুপ্তি কালে জীবাত্ম স্বীয় বাহ্যদেহতেই সূক্ষ্মদেহের সহিত নিরুদ্ধভাবে অবচ্ছিন্ন থাকের, ইহাই সাধারণ সংস্কার। কেননা স্থূলশরীর হইতে বিশেষতঃ সূক্ষ্মদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবাত্মাকে অনুভব করা যোগীভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। সাধারণ জনগণ দুরতিক্রমণীয় অধ্যাসে নিবদ্ধ।

অতএব সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত শাস্ত্র জীবাত্মাকে তদীয় সূক্ষ্মদেহে অভেদ করিয়াছেন যে, স্থূলদেহ লাভের পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীব অন্নেতে, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীতে, তৎপূর্ব্বে জলেতে, তৎপূর্ব্বে তেজেতে, তৎপূর্ব্বে বায়ুতে, তৎপূর্ব্বে আকাশে এবং তৎপূর্ব্বে প্রকৃতিতে ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টি, আকাশ-অবস্থা হইতে যেমন যেমন পরিণাম লাভ করিয়াছে জীব আসিয়া সেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াছে। পশ্চাৎ উপযুক্ত ঋতুতে স্থূলদেহ লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলদেহ সৃষ্টির যে বিবরণ ইতি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই এই কথার প্রচুর প্রমাণ। শারীরক সূত্রেও (৩।১।২২ প্রভৃতিসূত্রে) কহিয়াছেন "স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ" জীব স্থূলদেহ লাভ করিবার পূর্ব্বে, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জলময় অবস্থার সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে সাক্ষাৎ আকাশাদি হয় না। "নাতিচিরেণবিশেষাৎ" অচিরকাল মধ্যে আকাশাদি জলপর্য্যন্ত আবশ্যিক সাম্য ত্যাগ হইলে বহুকাল ধরিয়া জীবের পৃথিবী মধ্যে এবং পশ্চাৎ পৃথিবীর সুব্যক্ত পরিণাম অন্নেতে বাস হয়। "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।" জীব সাক্ষাৎ অন্ন হয়না, কিন্তু পূর্ব্ববৎ আকাশাদিতে তৎসাদৃশ্যে অধিষ্ঠানের ন্যায় অন্নেতে অধিষ্ঠান করে মাত্র। "রেতঃ সিগ্‌যোগোহথঃ।" অন্নেতে স্থিতির পর রেতের সংসর্গ হয়। "যোনেঃ শরীরং" তাহার পর যোনি হইতে স্থূলদেহ নিষ্পন্ন হয়। "পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ"। (২।৩।১২) এস্থলে অন্ন শব্দে পৃথিবী। "কার্য্যকারণয়োরন্নপৃথিব্যোরভেদবিবক্ষয়া তদুপপত্তেস্তস্মাদন্নং পৃথিবীতি।" কার্য্য ও কারণরূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদলক্ষণায় অন্ন পৃথিবীরই রূপ। এতদ্বারা স্থূলদেহ লাভের পূর্ব্বে এবং সুব্যক্ত সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ও তৎপরে রেতে ও গর্ভে স্থিতি হয়। "সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন জীব সকল প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনস্পতি ও ওষধিতে হয়, অবশেষে রেতরূপে পরিণত হইয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে" (সপ্তপর্ব্বে ৯০ অঃ মঃ ভাঃ)। পূর্ব্বোক্ত অলনকার্ডেকের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের মর্ম্মটাই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের ন্যায় বিশদরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি শৃঙ্খলা আছে। ভিন্নদেশীয় লোকেরা যতদিন আপনাদের বিজ্ঞা-

বুদ্ধির অভিমান ত্যাগ না করিবেন এবং ভারতীয় শাস্ত্রকে গুরুরূপে না গ্রহণ করিবেন, ততদিন সে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিবেন না।

আমরা বিদেশীয় সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের ঐক্য-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মসৃষ্টি, স্থূল-সৃষ্টি এবং জীবের সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় অবতরণের কথা বলিলাম এক্ষণে আরো কতিপয় বৈদেশিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিব।

ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আছে আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি এই পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চাৎ ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে একদিকে সূক্ষ্ম-দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্যদিকে স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূল ভূত উৎপন্ন হইল। তাহার পর মূলসৌর-অণ্ড এবং তাহার বিভাগ হইতে উর্দ্ধস্থিত লোকসমূহ এবং এই মর্ত্ত্যপুরী উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ অবিকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সকল এই বর্ত্তমানকালে চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িতেছে।

সুবিখ্যাত আনড্রু জ্যাক্সন ডেবিস সৃষ্টি-পরিণতির যে শৃঙ্খলা দর্শাইয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদেরই শৃঙ্খলা। যথা—

ব্রহ্ম, কামনা, মূলশক্তি, বিধি, মূলভূত, আকাশ, বাষ্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটী তত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব, পরপর তত্ত্বের সাক্ষাৎ উৎপাদক। ইহার মধ্যে যাহা মূলভূত তাহাই পঞ্চতন্মাত্র। ডেবিস কহেন, এই পঞ্চতন্মাত্রই মন এবং স্থূলভূতের যোজক। শাস্ত্রেরও যে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত তাহা উপরিভাগে উক্ত হইয়াছে। ডেবিসের 'বাষ্পটী' আমাদের মিলিত বায়ু ও তেজ। তাহা হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা জন্মিয়াছে। ডেবিস কহেন যে, উপরিউক্ত 'মূলশক্তি' নিম্নস্থ সমস্ত তত্ত্বসংখ্যার সমাবেশক্ষেত্র। তাহা হইতে ক্রমপূর্ব্বক সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। তাহার অন্তিম পরিণাম মৃত্তিকা। একথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথা।

ডেবিস্ আরো বলেন যে, সমস্ত সৌর জগতই ঐরূপে উৎপন্ন। সে সমস্তই এক মহাসৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিব্যাদি লোকমণ্ডলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বার্ত্তা বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে। ইহাও শাস্ত্রের সহিত এক।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, মানবের বাসোপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে এই পৃথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগব্যাপিয়া উহা অস্থির বায়বীয় অবস্থায় ছিল। পশ্চাৎ বহুকাল ধরিয়া উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত আগ্নেয় অবস্থায় ছিল। তাহার পর উহা জলময় হয়। সংক্ষেপতঃ সমস্ত সৌর জগতই ঐ সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবীর বর্ত্তমান আকারেই সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহা অব্যবহিত পূর্ব্বে জলময় ছিল।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বায়ু, অগ্নি ও জলদ্বারা একাকৃতি বাষ্পভাবাপন্ন তরল-ধাতু-পদার্থ হইতে ক্রমে এই পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হইয়াছে। সমস্ত গ্রহ তারাই এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হওয়ার কালে প্রথমে তাহার উপরিস্থ আবরণ বা স্তর শীতল হইয়াছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে ঘনীভূত ও কঠিন পৃষ্ঠ করিয়াছে। পৃথিবীরূপ অণ্ডের অভ্যন্তরভাগ, যাহার উপরি ঘনীভূত শীতল ও কঠিন ভূতপরূপ ত্বকটি দণ্ডায়মান আছে, তাহা এখনও তরল আগ্নেয় অবস্থায় রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই অগ্নিই ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরিসমূহ হইতে অগ্ন্যুৎপাতের হেতু। শাস্ত্রানুসারে তাহাই প্রলয়বীজ।

জ্ঞানদেব চরিত।

সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সুতরাং, আলন্দীর ব্রাহ্মণ গণ বিঠল পন্থকে সমাজচ্যুত করিল। তাঁহার সংস্রবে পাছে সিদ্ধপন্থকে ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় বিঠল পন্থ আলন্দীর নিকটে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১১৯৫ শকে বিঠল পন্থ একটী পুত্র লাভ করিলেন। পুত্রটির নাম নিবৃত্তি রাখা হইল। ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার আর একটী পুত্র হইল। তিনি জ্ঞানদেব বলিয়া অভিহিত হইলেন। পরে আর একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম লইল। পুত্রটীর নাম সোপাণ ও কন্যাটীর নাম মুক্তা রাখা হইল।

তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, বিঠল পন্থের মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছেন কি প্রকারে পুত্রের উপবীত দিবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে একটী—সভা আহ্বান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আলন্দীর ব্রাহ্মণ গণকে বিনম্র ভাবে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইলে বিঠল পন্থ তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং একে ২ সকলকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—হে ভূদেবগণ! আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করুণ। যাহাতে আমার পুত্রের উপবীত দিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করুন। ব্রাহ্মণ গণ বিঠল পন্থের মধুর ও বিনয়পূর্ণ বাক্যে সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহারা শাস্ত্র সকল দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী পুনরায় সংসারী হইলে তাহার পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত-বিধি দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং বিঠল পন্থের কোন রূপ উপকার করিতে না পারিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে, তাঁহারা বলিলেন যে যদ্যাপি বিঠল পন্থ পৈঠন-নিবাসী শাস্ত্রীদের নিকট হইতে ব্যবস্থা পত্র আনিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

বিঠল পন্থের দুঃখের আর সীমা রইল না। রুক্মাবাই ও সভার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। উভয়ে এই বিষয় লইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তি তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—চিন্তার বিষয় কি? ভগবান যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন ও জাতি ভেদ ছিলনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই যে চারি বর্ণ ইহা ঋষিগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তবে জাতি গিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? নিবৃত্তির বালোচিত বাক্য বিঠল পন্থকে প্রবোধ দিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া নিবৃত্তি বলিলেন যে কোন দেবতার সমক্ষে একটী মহা অনুষ্ঠান করিলে ভাল হয়। এ কথায় বিঠল পন্থ সম্মত হইলেন। পরে ইহা স্থির হইল যে তাঁহারা ত্র্যম্বকে গমন করত নিত্য ব্রহ্ম গিরি প্রদক্ষিণ করিবেন তখন বিঠল পন্থ সপরিবারে ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া এক জন ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করত প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে উঠিয়া কুশাবর্ত্তে স্নান করত তাঁহার তিনটী পুত্রের সহিত বিঠল পন্থ ব্রহ্ম গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধের জন্য ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এক দিন ব্রহ্ম গিরি প্রদক্ষিণ করিতেছেন এমন সময়ে একটী ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইল। বিঠল পন্থ জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলাইতে লাগিলেন, নিবৃত্তি তাঁহার পশ্চাৎ ২ দৌড়িতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া বিঠল পন্থ নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না।

অনেক বার ডাকিয়া প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে বিশেষ ভাবনা যুক্ত হইলেন পরে বাটীতে আসিয়া রুক্মাবাই-কে সবিশেষ বলিলেন। ইহা শুনিয়া রুক্মাবাই রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইলে, বিঠল পন্থ নিবৃত্তির অনুসন্ধানে গমন করিলেন। সমস্ত দিন নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া নিবৃত্তির কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার সময়ে, রোদন করিতে ২ বাটীতে প্রত্যা গমন করিলেন। বিঠল পন্থ ও রুক্মাবাই উভয়ে হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদেব ও সোপান তাঁহাদের সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে নিবৃত্তি হয় কোন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছেন, না হয় তিনি কোন সিদ্ধ পুরুষকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

এদিকে, নিবৃত্তি পলাইতে ২ অঞ্জনী পর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইলেন। পর্ব্বতটী দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা নানা প্রকার পুষ্প বৃক্ষে শোভিত, নির্ঝরের ঝর ২ শব্দে ধ্বনিত এবং বিহঙ্গের মধুর রবে আমোদিত। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে ২ নিবৃত্তি একটী গুহা দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্বারে গিয়া দেখিলেন এক জন মহাপুরুষ যোগাসনে বসিয়া জপ করিতেছেন। এই দৃশ্যটী নিবৃত্তিকে আনন্দ বিতরণ করিল। এই মহা-পুরুষটীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। কি প্রকারে জানিবেন, মনে ২ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে তিনি এই মহাপুরুষের শিষ্য। ক্রমে অবগত হইলেন যে তিনি আদিনাথ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহার নাম গৈরিনাথ এবং এই গুহাটীই তাঁহার আশ্রম। কিয়ৎক্ষণ পরে গৈরিনাথ চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তখন নিবৃত্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। গৈরিনাথ দেখিলেন, বালকটী তেজঃপুঞ্জ যেন শঙ্করের অবতার। তিনি নিবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? তোমার পিতার নাম কি? এখানে কি প্রকারে আইলে? নিবৃত্তি এই কএকটী প্রশ্নের উত্তর দিলে, গৈরিনাথ বুঝিলেন যে এই বালকটী সেই সাধু পুরুষের সন্তান যাঁহার বৃত্তান্ত তিনি ইতি পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব গোরক্ষ নাথের কাছে শুনিয়াছিলেন। নিবৃত্তি গৈরিনাথের কাছে কর যোড়ে প্রার্থনা করিলেন যে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। নিবৃত্তিকে সুপাত্র বিবেচনা করিয়া গৈরিনাথ তাঁহাকে উপদেশ দিতে সম্মত হইলেন। পরে নিবৃত্তি স্নান করত পদ্মাসনে বসিলে গৈরিনাথ তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। গৈরিনাথ বলিলেন যে এই সমুদায় জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। অবশেষে কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া নিবৃত্তিকে ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিতে বলিলেন। এই রূপ উপদেশ দিয়া, গৈরিনাথ নিবৃত্তিকে বলিলেন যে তিনি যাহা শুনি-লেন তাহা যেন তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানদেব কে অবগত করান। কথিত আছে যে এই সময়ে দত্তাত্রেয়, মৎ-স্যেন্দ্র এবং গোরক্ষ নাথ দেখা দিয়াছিলেন। নিবৃত্তি তাহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে যখন জ্ঞানদেব কাশীধামে আসিবেন সেই সময়ে তাঁহারা পুনর্ব্বার দর্শন দিবেন। যাইবার সময়ে তাঁহারা এই বলিয়া নিবৃত্তিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তাঁহার উপদেশে জগতের কল্যাণ হইবে এবং অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে। ইহার পর নিবৃত্তি গৈরি-নাথের অনুমতি লইয়া তাঁহার পিতা মাতার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিঠল ও রুক্মাবাই তাঁহাদের হারাণ রত্নকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, নিবৃত্তি তাঁহার পিতা মাতার সমক্ষে সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। তদনন্তর তিনি গৈরি নাথের নিকট হইতে যেসকল উপদেশ পাইয়া ছিলেন

তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানদেবকে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। নিবৃত্তির নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া, জ্ঞানদেব গোদাবরীর তীরে একটী ডুমুর বৃক্ষের তলে বসিয়া, অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে ছয় মাসের পর, নৃসিংহ, কালীকা, প্রভৃতি দেবতা তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে জ্ঞানদেব তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে পর, তাঁহারা বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। জ্ঞানদেব বলিলেন যে তাঁহার এই প্রার্থনা যে তিনি যেন সঙ্কট সময়ে তাঁহাদের দেখা পান। দেবতারা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ইহার পর জ্ঞানদেব অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অনুষ্ঠান ছয় মাস করিয়া অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। কি প্রকারে আকাশে গমন করা যায়, ভূমি স্পর্শ না করিয়া কি রূপে চলিতে হয়, কেমনে অদৃশ্য হওয়া যায়, কি প্রকারে অপরের শরীরে প্রবেশ করা যায়, জ্ঞানদেব এবম্প্রকার ক্ষমতা পাইলেন। একদা নিবৃত্তি জ্ঞানদেবকে আদেশ করিলেন যে তিনি সোপান ও মুক্তাবাইকে ব্রহ্ম বিদ্যায় উপদেশ প্রদান করেন। জ্ঞানদেব তাহাই করিলেন। এই রূপে নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপান ও মুক্তাবাই সকলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেন; কিন্তু কোমলতায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে, পাক পটুতায় ও জ্ঞানে, জ্ঞানদেব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। সন্তানগণের এ প্রকার উন্নতি দেখিয়া বিঠল পন্থের মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে তিনি তাঁহাদের লইয়া যেখানে যাইবেন সেই খানেই জয়যুক্ত হইবেন। পরে নিবৃত্তির বয়স অধিক হইয়াছে দেখিয়া, বিঠল পন্থ বিবেচনা করিলেন যে তাহাকে যজ্ঞ উপবীত দেওয়া অতি আবশ্যক। পৈঠনে গিয়া তথাকার শাস্ত্রীদের নিকট হইতে শুদ্ধি পত্র লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। পরে সপরিবারে পৈঠনে গমন করিলেন। এখানে উপনীত হইয়া তাঁহার মাতুল কৃষ্ণাজি পন্থের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন।

কৃষ্ণাপন্থ তাঁহাদের পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। বিঠল পন্থ বিশ্রামান্তে তাঁহার পৈঠনে আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণাপন্থকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মামা! আপনি এখন আমার পিতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আমার পুত্র তিনটীর যজ্ঞোপবীত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কৃষ্ণাপন্থ শীঘ্র একটী সভা আহ্বান করিলেন। নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত গণ সভা মধ্যে একত্রিত হইলেন। সভাটী পূর্ণ অবয়ব ধারণ করিলে, বিঠল পন্থ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—হে মহামহোপাধ্যায়গণ! আপনাদের দর্শন করিলে পাপক্ষয় হয়, আপনাদের নমস্কার করিলে মঙ্গল হয় এবং আপনাদের পূজা করিলে অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি যে পবিত্রতা লাভ করিতে পারিব তাহা আশ্চর্য্য নহে। পরে বিঠল পন্থ তাঁহার অভিপ্রায় পণ্ডিতগণের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ মহা সমস্যায় পড়িলেন। সন্ন্যাসী যে পুনরায় গৃহে গমন করিতে পারেন এরূপ নিয়ম তাঁহারা কোথাও দেখেন নাই; তথাপি বিঠল পন্থের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল না। তখন পণ্ডিতগণ অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন যে বিঠল পন্থের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। এখন তাঁহার উচিত যে অধ্যাত্ম-বিদ্যা লাভ করত জগদীশ্বরের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

বিঠল পন্থের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। বিঠলের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার তুই পুত্র তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন পিতঃ! আপনার, দুঃখ করিবার কোন কারণ দেখি না। যজ্ঞো-

পবীত ধারণ বাহ্য-ক্রিয়া মাত্র। ইহার সহিত আত্মার কোন সংস্রব নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ। নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেবের বাক্যে বিঠল পন্থ অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন। পর দিন পৈঠনের ব্রাহ্মণগণ একটী সভা আহ্বান করিলেন। কৃষ্ণাপন্থ বিঠলকে লইয়া আহারাদি করিয়াছেন বলিয়া এই সভাতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিল। এই ঘটনার দুই দিন পরে কৃষ্ণাপন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। তিনি এতদুপলক্ষে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাপন্থ সমাজ চ্যুত হইয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ গণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে কৃষ্ণাপন্থের দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রাদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব বালক হইলেও যে এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি। কৃষ্ণাপন্থের এরূপ বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তাঁহার কথায় শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। ক্রমে শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইল। যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব তাঁহাদের পরলোক গত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক পার্থিব শরীর ধারণ করত উপস্থিত হইলেন। পরে উপবেশন করত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণাজি ও বিঠল পন্থ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে জ্ঞানদেব এক জন সিদ্ধ পুরুষ। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত মাত্র প্রতিবাসীগণের শ্রুতি গোচর হইল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে কোন২ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাপন্থের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন [illegible] করা আবশ্যক। এই রূপ কথোপকথনের পর তাঁহাদের মধ্যে কএক জন কৃষ্ণাপন্থের বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, তাঁহাদের পিতৃ পরলোক গত পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ইহাঁদের পুত্রগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণাপন্থ একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহা শুনিবা মাত্র ব্রাহ্মণ পাঁচ জন আকাশ মার্গে গমন করিলেন। তখন প্রতিবাসীগণ কৃষ্ণাপন্থকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার যদি এরূপ ক্ষমতা তবে যখন এই পিতৃপুরুষগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন কেন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনেন নাই? কৃষ্ণাপন্থ উত্তর দিলেন যে এ ক্ষমতা তাঁহার নহে, জ্ঞানদেব তপঃ বলে ইহাদের আনাইয়াছিলেন। তখন সকলে জ্ঞানদেবের চরণ বন্দনা করিয়া স্ব ২ গৃহে গমন করিলেন। এই ঘটনাটী চারিদিকে প্রচারিত হইল। সকলে জ্ঞানদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিলেন।

ক্রমশঃ।

গোঁড়ামী।

লোকে বলে আমি গোঁড়া। আমার বিচার নাই, বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই বিবেচনা নাই, যাহা উপদেশ পাইয়াছি অন্ধের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাই বিশ্বাস করি। জ্ঞানবান মনুষ্য নামের অপলাপ করিয়া, নেত্রাচ্ছাদিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীকারির ইঙ্গিতে যে দিকে পরিচালিত হই, সেই দিকেই সোৎসাহে এবং সবেগে গিয়া পতিত হইয়া থাকি। কেবল ইহাই নহে, যাহা বিশ্বাস করি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, অতি যত্নের সহিত যে সকল আদেশ পালন করি, যদি কোন বিচারবান তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিনামদর্শী ব্যক্তি যুক্তি তর্কের দ্বারায় বুঝাইতে

চেষ্টা করেন যে আমি মূর্খের ন্যায় আচরণ করিতেছি; এবং আমার উপদেষ্টা আমাকে নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য অপথে লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে আমি রাগে অভিমানে তাঁহাকে অকথা কুকথা বলিয়া অন্য পথে চলিয়া যাই। তাই লোকে আমায় গোঁড়া বলে, পথে ঘাটে পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা আমায়গোঁড়া বলিয়া খেপাইতে থাকে গায়ে ধুলা দেয়, কাদা দেয় কতই উৎপাত করে। কেন এমন করে? সংসারের সামান্য কীটাণু-আমি, রেণু-আমি, যাহা শুনিলে, যাহা দেখিলে, যাহা করিলে, যাহা ভাবিলে আমি সুখী হই, আমার মনস্তাপ দূরে যায়, তাহাতে লোকের এত বিষ নয়ন পড়ে কেন? আচার্য্যের নিকট শুনিয়াছি ইহা এক উৎকট রোগের দুর্লক্ষণ—সান্নিপাতিক প্রলাপ।

বাস্তবিক লক্ষন বড় ভাল নয়। যে দেশে শতকরা নিরানব্বই জন উপদেষ্টার আশন গ্রহণ করে, যে জাতীর মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ ২ বুদ্ধি বিদ্যাকে প্রমাপক দণ্ড করিয়া অন্যের আচার ব্যবহারকে গালি দিতে থাকে, যেখানে যুবকগণ দেশী বিদেশী ইতিহাস দর্শনাদি শাস্ত্রের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া বৃদ্ধগণকে উপদেশ দিতে লজ্জিত হয় না, বলিতে বাধ্য হইলাম সে দেশে একটা উৎকট দুরারোগ্য রোগ আসিয়া সকলকে আক্রান্ত করিয়াছে, তথাকার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বুঝি আর অধিক দিন টিকে না, সমাজশরীর বুঝি অচিরাৎ খণ্ড ২ হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কেননা বিচার বিতর্কের প্রাধান্য থাকিলে ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হয়, উদ্যম উৎসাহ ম্লান হইয়া যায় লোকে বিলাস সুখের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বজাতীকে উন্নতির উচ্চসোপানে রাখিতে হইলে, ভেদ বিরোধ ত্যাগ করিয়া, উদ্যম উৎসাহে মিলিয়া মিশিয়া, দেশের গোঁড়া হইয়া অন্ধের ন্যায়, বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। বি—বেচনা করিতে গেলে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে হইলে, উচিৎ অনুচিৎ বিচার করিলে, সাহস তেজ, গর্ব্ব যেন নিভিয়া যায়—ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। স্বাধীন পৃথিবীস্থ মনুষ্য যুক্তির অবসরে নিজের দিকে দৃষ্টি করে, আপদ আশঙ্কার কথা মনে ভাবে, এবং শৌর্য্য, বীর্য্য অহঙ্কার হইতে ক্রমে ২ বিচ্যুত হইয়া, নিজ মহত্ত্বাদর্শ পরিত্যাগ করিয়া, সুখ বিলাস আকাঙ্খায় অন্য পথ অনুসরণ করে। তাই বলি কোন মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কোন মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, সেই কার্য্যে এবং সেই ব্রতে তনু, মন, ধন সমর্পণ করিয়া তাহাতেই মজিয়া থাকিতে হইবে। এমন কি অতি সামান্য বিষয় সম্পন্ন করিতে হইলেও তাহাতে মনোনিবেশ না করিলে উহা সুসম্পন্ন হয় না। আমরা যুক্তি বিচারের নিন্দা করি না; কিন্তু যে যুক্তি তর্কের দ্বারায় আমি আমারগন্তব্য পথ হইতে স্খলিত হইব, যে বিচার বিতণ্ডার দ্বারায় মহাবীর যোদ্ধাগণ সমরাঙ্গন হইতে বিমুখ হইবেন, ধার্ম্মিক, সদাচারী ও সংযমী ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, আচার ভ্রষ্ট এবং নিয়ম ভ্রষ্ট হইবেন, ভক্ত ভক্তিহীন হইবেন, দেশের লোক দেশীয় আচার, ব্যবহার, সাজ, পরিচ্ছদ, এমন কি মাতৃভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুরা বিধর্ম্মী, বিদেশী কদাচারী কদাহারী ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িবে, আমরা সেই সকল যাবনিক এবং পৈশাচিক যুক্তিরাশীকে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিই। আমি গোঁড়া, তাই লোকে আমার এই ক্রোধ এবং রূঢ়তা দেখিয়া হাঁসে।

বুড়াঠাকুরমার "রূপকথার" মতন যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন না, প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের নিরূপণের জন্য যাঁহারা ব্যস্ত, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে ইতিহাসে আছে কি? নানা লোকে নানা কথা বলিবেন জানি, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইতিহাস কেবল গোঁড়াদের জীবনচরিত, গোঁড়াদের জন্যই ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যে দেশে গোঁড়ানাই সে দেশের ইতিহাসও নাই; গোঁড়ারাই ইতিহাসের

নায়ক। দেশের গোঁড়া, জাতীর গোঁড়া, ধর্ম্মের গোঁড়া, বানিজ্যের গোঁড়া, বিজ্ঞানের গোঁড়া, সাহিত্যের গোঁড়া এবং শিল্পের গোঁড়া এই সকল গোঁড়ারাই জাতির সৃষ্টি করে, বন্য বিচরণশীল বর্ব্বর হইতে সুসভ্য, সুমার্জ্জিত, প্রবল পরাক্রান্ত জাতী উদ্ভূত করে। আদিম পৌরাণিক কাল হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কাল পর্য্যন্ত সকল দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াদেখ—দেখিবে যখন যে দেশে গোঁড়ার প্রাধান্য তখন সেই দেশেই মহাজাতীর আবির্ভাব হইয়াছে; আবার যখন গোঁড়া কমিয়াছে তখনই জাতীয়ত্বের তিরোভাব হইয়াছে। গোঁড়া লাইকারগস্ ছিল তাই স্পার্টান জাতী সৃষ্টি হইল, পাগল লিয়োনিদাস ছিল তাই স্পার্টা গ্রীসের শিরোমণি হইল, গোঁড়া কেটো ছিল তাই রোম গ্রীক হইয়া যায় নাই পাগল যীশুর সঙ্গে দ্বাদশজন গোঁড়া মিলিয়া ছিল তাই য়ুরোপখণ্ড আজ খৃষ্টীয় মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম আজ সভ্য জগতের ধর্ম্ম, গোঁড়া উন্মত্ত মহম্মদ আরব খণ্ডে কি জানি গোঁড়ামীর কি এক গুপ্ত বীজমন্ত্র ছড়াইয়াদিয়াছিল তাই আটলাণ্টিক মহা সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা হইতে প্রশান্ত সাগরের অগাধ নীলাম্বুরাশি পর্য্যন্ত মহম্মদীয় চন্দ্রকলা সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, পাগল গোঁড়া হার্ম্মিট পিটারের তীব্র উত্তেজনাব্যঞ্জক কথায় সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের রাজন্যবর্গ যেন এক মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে দ্বাদশবার ক্রুসেডের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, গোঁড়া উন্মত্তলুথার, ক্যালবিন, গ্যালিলিও, কলম্বস, নিউটন, জাইমিনিজ ওয়েস্লি, রিডলী, গ্যারিবাল্ডী, ম্যাটসিনি, সোবিয়েস্কী, পিটার, নেপোলিয়ন, চার্লস্ আর কত নাম করিব এমনিই অসংখ্য অসংখ্য গোঁড়া পাগল য়ুরোপ খণ্ডে ছিল এবং এখনও জন্ম গ্রহণ করিতেছে তাই পাশ্চাত্য আজ জগচ্চূড়ামণি, তাই য়ুরোপের প্রতাপে আজ ভূমণ্ডল টলমল। আমেরিকাতেও গোঁড়াদের খুব প্রাধান্য প্যাট্রিক হেনেরী এবং ওয়াশিংটন হইতে আজ পর্য্যন্ত, কত গোঁড়া পাগল জন্ম লইয়াছে, তাই না আমেরিকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দীনদরিদ্রের কাঙ্গালির এক মাত্র আশ্রয়ের স্থান। আর এই অধঃপতীত, সর্ব্বস্বহৃত, ম্লেচ্ছপদদলিত ভারতবর্ষের দিকে একবার তাকাও দেখিবে যে যতদিন এই পূণ্য ভুমিতে গোঁড়ার প্রাধান্য ছিল ততদিন ইহা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল, সভ্য ঐশ্বর্য্যে জগৎবাসীকে সুশোভিত করিত। আর আজ তোমার কপাল গুণে ভারতে যুক্তি বাদীর দল পুষ্টি হইতেছে, গোঁড়া দেখিলে গালি দেও, হাততালী দেও, তাই ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া বিদেশীর কাছে অন্ন-বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া তুমি লজ্জা নিবারণ এবং উদর পূর্ণ করিতেছ, তাই, মূর্খ, তুমি নিজের জাতীয় সাজ পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া, বিদেশী যবন-সভ্য হইতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু জগতের সমক্ষে তুমি ঘৃণিত, অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া পরিচিত, তাই, ভীল, ইংরাজের মেথর চামারও তোমাকে পদাঘাত করিয়া যাইতেছে। তুমি শক্তি হীন, একতা শূন্য, উদ্দেশ্যবিহীন।

গোঁড়ার কথায় ক্রুদ্ধ হইবে, হয়ত অবজ্ঞায় ঘৃণা করিয়া নিরুত্তর থাকিবে; কিন্তু গোঁড়ার কথা মিথ্যা নহে, সত্য। গোঁড়ার এত প্রলাপ কেন, তাহা জান? গোঁড়া স্বাধার্থী, গোঁড়া উদ্দেশ্য সাধনের ঘর দুয়ার, আত্মীয় পরিবার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত; গোঁড়া শারীর সুখ বিলাস তুচ্ছ করিয়া নিজ কার্য্যে রত থাকে, গোঁড়া নির্ভীক, তুমি বিবেকী, বিচারবান, পরিণামদর্শী, কোন অসমসাহসের কার্য্য করিতে হইলে, তুমি মনে ২ নানা তর্ক বিতর্ক করিবে, কত অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবে, ভাবিতে ২ তোমার প্রেয়সীর চাঁদমুখ খানি মনের ভিতর অমনি জাগিয়া উঠিবে, পুত্রকন্যার আদুরে আব্দারে স্নেহবল্লতা মাখান হাঁসি ২ মুখ গুলি তাহার চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে শেষে

পিতামাতার অগাধ বাৎসল্যপূর্ণ, অশ্রুপূর্ণ মুখ দুইটি চোখের সামনে নাচিতে থাকিবে, তোমার পাষাণ বাঁধা হৃদয় গলিয়া যাইবে, দেশের কুশল, দেশের গৌরব দেশের মহত্ত্ব দেশের স্বাধীনতা অতল বারিধি বারিতে বিসর্জ্জন দিয়া, দেবতার গুণগরিমা বিস্মৃত হইয়া দেবভাবকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কুক্কুরের ন্যায় বিলাসের, সুখের এবং ঐশ্বর্য্যের পদলেহন করিতে থাকিবে; তুমি বিজ্ঞ, তুমিত জীবনকে তুচ্ছ করিতে জান না, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ তুমিত স্বার্থ ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কিছু দেখ না, তুমি বুদ্ধিমান, বিলাস সুখ ব্যতীত আর উচ্চতর বিষয় ত তুমি বুঝনা, তুমি পরিণামদর্শী পুত্রকলত্র ঐশ্বর্য্য ব্যতীত বাঞ্ছনীয় পদার্থ আরত তোমার কিছু নাই, তাই গোঁড়ার চক্ষের জল, পাগলের বাক্যের ছল তোমার বুদ্ধিগম্য হয় না। তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে জান না, অথবা জলে ডুবিতে পার না, পর্ব্বত চূড়া হইতে লুটাইয়া ধরনীতলে পড়িতে পার না, হস্তি পদতলে গড়াইতে পার না, দুঃসময়ে হাসিতে জান না, সুখে কাঁদিতে কাঁদাইতে পার না, তোমার মৃত্যু মিষ্ট লাগে না, তুমি তাই গোঁড়াকে গালি দাও কেন, খেপাও কেন, তাড়াও কেন? তোমার করে ধরি বিনয় করি, গোঁড়া হইতে শিখ, গোঁড়ামী প্রচার করিতে চেষ্টা কর, দেশের লোককে পাগল কর, মাতাইয়া দাও, দেখিবে তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না। পাগলের রাজা ভোলানাথ তোমার সহায় হইবেন। কিন্তু আবার বলি পাগলার মত মহেশ্বর হইয়াও শ্মশানবাসী লেঙ্‌টা সন্ন্যাসী হইতে পারিবে কি? আনন্দে! জ্ঞান দাও—মা আমার তেমন দিন কি হবে।

সোম প্রকাশ লিখিয়াছেন—

সহযোগী ঢাকা প্রকাশের জনৈক সংবাদদাতা বলেন যে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হবিগঞ্জে বক্তৃতা করিবার সময় কেবল ইংরাজি শিক্ষিত নবীন যুবকদিগের প্রতি অশ্লীলভাষায় অজস্র গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেন মহাশয়ের আমাদিগের নিকট নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তবে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে তিনি ধর্ম্ম প্রচারকের ভাণ করিয়া অধর্ম্ম চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সে যাহা হউক তিনি [illegible] কার উপর কটাক্ষ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রমাণ করিয়াছেন যে স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া * শিখাইলে তাহাদিগের পুরুষের ন্যায় গোঁপদাড়ি উঠিবে। যাঁহার যুক্তির [illegible] এইরূপ, তাঁহার নিকট আর্য্য ঋষিগণের কৃত প্রশ্নসমূহের হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী মিমাংসার আশা করা যে দুরাশামাত্র তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকে পাঠ করা গিয়াছে ইংলণ্ডের একজন [illegible] নামা লেখক লিখিতে বসিবার পূর্ব্বে এক গ্লাস সুরাপান করিতেন, তাহাতে তাঁহার লেখার জ্যোতি বাহির হইত অর্থাৎ উহার ভাষা পারিপাট্য ও ভাবের গভীরতা পাঠকবর্গকে মোহিত করিয়া [illegible] পরিব্রাজক মহাশয় কি সেইরূপ কোন (বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে) উপায় অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিতে অবতীর্ণ হন! কারণ তাহা না হইলে তাঁহার বক্তৃতার এত চমৎকার সুগভীর সংযুক্তিপূর্ণ ভাব প্রকাশিত হইবে কেন।

ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন—

আমাদের প্রাচীন সুহৃৎ সহযোগী সোমপ্রকাশের মতিভ্রম বশতঃ আমাদের নামোল্লেখে তাঁহার পাঠকবর্গকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। তিনি আমাদের নামে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজকের বিরুদ্ধ যে পত্র খানির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কস্মিন্ কালেও আমরা প্রকাশ করি নাই। এবং এমন সত্য ধ্বংসী পত্র কোন সত্য পরায়ণ ব্যক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তাহাও আমরা সম্ভব মনে করিনা। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের ন্যায় মহদাশয় ব্যক্তির প্রতি যে সকল কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা নিতান্তই ঘৃণার যোগ্য ও মিথ্যা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বঙ্গবাসীর উপহার। "বঙ্গবাসী" এবার গ্রাহক ও সহযোগী সম্পাদকগণকে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত "অধ্যাত্ম রামায়ণ," শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "কল্পতরু" ও শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক [illegible] এক খানি "নূতন পঞ্জিকা" উপহার দিয়াছেন। "অধ্যাত্ম

* ফাল্গুন মাসের "ধর্ম্ম প্রচারকে" [illegible] "স্ত্রী শিক্ষা" বিষয়ক প্রবন্ধটি [illegible] এই অমূলক কথা গুলির অসারতা বুঝাইতে [illegible]।

ধ. প্র, সং।

রামায়ণ” মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রত্ন ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি; “ কল্পতরু ” সমাজ রহস্য দেখিবার স্বচ্ছ দর্পণ, এবং পঞ্জিকা খানি তো সকলের নিত্য সহচর। উপহার গুলি উপাদেয় ও উপকারী হইয়াছে।

২। সচিত্র মানবলীলা। শ্রীযুক্ত চণ্ডী চরণ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মানবের গর্ভাবস্থার দশ খানি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থার দশ খানি এবং মুক্তি, স্বর্গগমন, শ্মশান, নরক যাতনাদিরও দশখানি চিত্র ও তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত বিবৃত্তি ও নানাবিধ সদুপদেশ থাকায় পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে।

৩। “ সাত্বিক সঙ্গীত ”—ইহার মূল্য ৫০ মাত্র। কলিকাতা হাইকোর্ট, তরজমার আফিসে শ্রীযুক্ত বিপিন মোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। কবি আপনার তানে আপনার মানে আপনার জ্ঞানে শ্রীভগবানে ভাবার্পণ করিয়া ১৩০টি গীত গাইয়াছেন। সুকণ্ঠ গায়কে গাইলে ইহার অনেক গানেই শ্রোতা আনন্দিত হইবেন।

৪। মহামায়ার উক্তি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক আরক্তাকরে প্রকাশিত। ইহাতে প্রশ্নোত্তর ছলে অনেক হিতকথা ধর্ম্মকথা জ্ঞানের কথা ভাবের কথা আছে। পাঠ করিলে মনে সুখ হয়।

৫। “ শিক্ষা-পরিচয় ” বা শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মুল্য বার্ষিক ১॥৵০ মাত্র। কিরূপে শিখিতে হয়, কিরূপে শিখাইতে হয়, কি কি শিখিতে ও শিখাইতে হয়, এতাবৎ ইহাতে লিখিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতি গঠন করিতে হইলে কি রূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, হিন্দু ভাবে তাহা লিখিবার জন্য বিশেষ রূপ দৃষ্টি আছে। প্রথম সংখ্যা মাত্র দেখিয়া আর অধিক কিছু বলিতে পারি না। আশা করি “শিক্ষা পরিচয়” কে সম্পাদক হিন্দুর সহচর করিবেন।

৬। গুরু চরণ। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। ইহাতে বিজ্ঞাপনের ঘটা, গদ্য পদ্যের ছটা এবং এটা ওটা সেটা সবই আছে। লেখা আর একটু চিন্তাশীলতা পূর্ণ ও গম্ভীর হইলে ভাল হয়।

৭। আহমদী। পাক্ষিক সংবাদ পত্র, টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। মুশলমান দিগের উন্নতি কল্পে এখানি বাহির হইতেছে। যাহাতে নীতি শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা মুশলমান গণ শিষ্টাচারী হয়েন, যাহাতে হিন্দু মুশলমানে বিবাদ না হয়, যাহাতে মুশলমান দিগের মধ্যে গোবধ কমিয়া যায় সম্পাদক এরূপ চেষ্টা করিলে আমরা বড় সুখী হইব।

ধর্ম্মোৎসব।

জামালপুর।

এখানকার হরিসভার দ্বাদশ বার্ষিক মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন বহু জনাকীর্ণ উৎসাহপূর্ণ নগর সংকীর্ত্তনে পল্লীতে২ আনন্দের লহরী বহিয়াছিল, দ্বিতীয় দিনে শ্রীমন্নারায়ণের বিধি পূর্ব্বক পূজা, শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, ধর্ম্ম সংগীত ও দরিদ্র দিগকে অন্ন দান এবং ধর্ম্মজীবন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। ৩য় দিনে সম্পাদক কর্ত্তৃক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা হয়, ৪র্থ দিনে “ সুনীতি সঞ্চারিণী সভার অধিবেশন ও নীতি শিক্ষা বিষয়িণী বক্তৃতা ও গোস্বামী মহাশয়ের “ ভক্তি ও হরি নাম ” বিষয়িণী হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা হয়, গোস্বামী মহাশয়ের কয়েক দিনের ব্যাখ্যানে শ্রোতামাত্রেরই চিত্ত ভক্তি ভরে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীবেণী মাধব চট্টোপাধ্যায়।

মুরাদ নগর (ত্রিপুরা)

সুনীতি সঞ্চারিণী ও হরি সভার ১ম বার্ষিক উৎসব ৭ই হইতে ৯ই বৈশাখ পর্য্যন্ত অতি উৎসাহ পূর্ব্বক

সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আশা করি এই রূপ উৎসাহ, ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ লোক সকলের মনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে।

রজনী কান্ত কুশারী
শ্রীমধুসূদন চৌধুরী।

বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নানা রঙ্গে রঞ্জিত উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই আমোদিত হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ পাঁচকড়ী রায় মহাশয়ের ব্যাখ্যানও সকলকে সুখী করিয়াছিল।

শ্রীম—

তেলেহাটী (হাবড়া)

৭ই হইতে ৯ই বৈশাখ পর্য্যন্ত এখানকার আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও উন্নতি বিধায়িনী সভার ২য় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গেল। এই উৎসব কালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল ভক্তি ভূষণ মহাশয় ভাগবদ্ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করিয়াছেন। গুপ্তীপাড়া ধর্ম্ম সভা হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া যে উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিয়াছেন। এই উৎসবোপলক্ষে সংকীর্ত্তন, কথকতা, কাঙ্গালী ভোজন আদি অনেক গুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্ন, চেষ্টা ও অনুরাগ নিতান্তই সাধুবাদের যোগ্য।

জনৈক দর্শক।

রামপুরহাট (বীরভূম)

শ্রীরাম নবমী হইতে কয়েক দিন এখানকার হরি সভার ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে হরিনাম সংকীর্ত্তন, দীন দরিদ্রকে দান, ধর্ম্ম ব্যাখ্যা আদি সকলই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় আসিয়া কয়েক দিন অতি উৎসাহ পূর্ণ ও সার গর্ভ বক্তৃতা করায় লোক সকলের পরমানন্দ বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে আবার

বালী।

বালীর হরিসভার উৎসব বড়ই আনন্দ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয় এতৎ সুপরিচিত বক্তৃদ্বয় সভাস্থ হইয়া নানা উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। (কুমার-পরিব্রাজক সে সময়ে উপস্থিত হইবার অবকাশ পান নাই, তিনি ২৯এ বৈশাখ তথায় "সাধনের সুগম পথ" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।) শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ইহাঁর ন্যায় ব্যাখ্যাতা আজ কাল অতি বিরল দৃষ্ট হয়। হরিনাম সংকীর্ত্তনাদিও সুমধুর হইয়াছিল।

জনৈক শ্রোতা।

কলিকাতা।

অক্ষয় তৃতীয়ার সময়ে কয়েক দিন ধরিয়া যোড়া সাঁকো হরি ভ, প্র, সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পূজা, পাঠ, সংকীর্ত্তন, কাঙ্গালী বৈষ্ণব ভোজনাদি নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া সভা নব বর্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন এখানে অতি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন।

৩০এ বৈশাখ হইতে ৩ দিন শাঁখারী টোলা হরি সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখানেও মহোৎসবের কোন অঙ্গ হানি হয় নাই। কুমার-পরিব্রাজক

এই উৎসবের প্রথম দিনে "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" বিষয়িণী একটি সুসারময়ী বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

আমাদপুর (বর্দ্ধমান)

২রা হইতে ৪টা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এখানকার হরি সভার সাম্বৎসরিক মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনাঙ্গের সৌষ্ঠবে, বক্তৃতার গৌরবে, হরি বোলের উচ্চরবে এ মহা মহোৎসবে বড় ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা মদন গোপাল গোস্বামী ও কুমার-পরিব্রাজকের সমাগমে মণি কাঞ্চন যোগ লাগিয়াছিল। সহস্র ২ শ্রোতা নীরবে নিষ্পন্দভাবে বক্তৃ দ্বয়ের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিয়া তৃষিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন। কুমার-পরিব্রাজককে দেখিয়া ও তৎসহ সদালাপ করিয়া আমরা সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রী র—দাস।

মহম্মদ বাজার (বীরভুম)

১লা হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এখানকার হরি সভার উৎসব হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য দেবতার পূজা, হরি সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, সাধু বৈষ্ণব ভোজন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। শেষ তিন দিন কুমার-পরিব্রাজক মহাশয়ের সুমধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য ৭। ৮ খানি গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মহামেলা ভিন্ন এত লোক কেহ কখন একত্রে দেখে নাই। কুমার এবার এদেশকে মাতাইয়া গিয়াছেন। বক্তৃতার গুণে সাধকের সাহস, পাপীর ভরসা, পতিতের শান্তি হইয়াছে। ভিন্ন পল্লীতে আর একটি হরি সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ী রায় মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীমান্ কৃষ্ণ রঞ্জন রায়ের সাধু প্রযত্নকে ধন্যবাদ।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী।

সৈদাবাদ (মুরশিদাবাদ)

৫ই, ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ সৈদাবাদের সাধু হৃদয় শ্রীযুক্ত মানিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানাধীন হরি সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখানে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন, কীর্ত্তনাদি কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সুললিত ও সরস ভাগবৎ ব্যাখ্যায় ও শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতোমাত্রেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি।

তর্ক করিওনা। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অপরকে তাহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও। বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না। ঈশ্বরের কৃপা হইলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে।

এক বক আস্তে ২ একটি মৎস্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে, পশ্চাতে এক ব্যাধ সেই বকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু বক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। অবধৌত অবনত মস্তকে সেই বককে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি যখন ধ্যানে বসিব তখন যেন ঐরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখি না।

এক চিল মৎস্য মুখে করিয়া যাইতেছে, পশ্চাতে শত ২ কাক চিল আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। সে যেদিকে যায় শত২ কাক চীৎকার করিতে২ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া সেই মৎস্য ফেলিয়া দিল, অপর একটি চিল আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং সমুদয় কাক চিল তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। প্রথম চিলটি নিরাপদে এক বৃক্ষে বসিয়া রহিল। অবধৌত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "বুঝিলাম এ সংসারে লঘুভার হইতে পারিলেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ"।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্মপ্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥ "

১২শ ভাগ
৪র্থ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১১
শ্রাবণ—মাস

ঔশনস সংহিতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চণ্ডালাদ্বৈশ্য কন্যায়াং জাতঃ শ্বপচ উচ্যতে।
শ্বমাংস ভক্ষণং তেষাং শ্বান এব চ তদ্বলং ॥

চণ্ডালের ঔরসে ও বৈশ্য কন্যার গর্ভে শ্বপচের জন্ম। কুক্কুর মাংস শ্বপচ জাতির ভক্ষ্য এবং কুক্কুরই শ্বপচের বল বিক্রম।

নৃপায়াং বৈশ্য সংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়া ভবন্ত্যেব বসু কাংস্যোপজীবিনঃ ॥
শীলিকাঃ কেচিদত্রৈব জীবনং বস্ত্র নির্ম্মিতে ॥

ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জাতির উৎপত্তি। ইহারা তন্তুবৃত্তি বা কাঁসার ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর ইহাদের মধ্যে কেহ ২ বস্ত্রের উপর (সুতা, রেশম বা কালাবতুর) কারু কার্য্য করিয়াও জীবন ধারণ করে।

আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ।
তস্যৈব নৃপ কন্যায়াং জাতঃ সুনিক উচ্যতে ॥

আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রকন্যার গর্ভে তাম্রোপজীবীর উৎপত্তি এবং তাম্রোপজীবীর ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সুনিক জাতি জন্মিয়াছে।

সুনিকস্য নৃপায়াস্তু জাতা উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ।
নির্ণেজয়েযু বস্ত্রাণি অস্পৃশ্যাশ্চ ভবন্ত্যতঃ ॥

সুনিকের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উদ্বন্ধকের উৎপত্তি। বস্ত্র পরিষ্কার করা ইহাদের বৃত্তি, ইহারা অস্পৃশ্য।

নৃপায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ পুলিন্দ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পশুবৃত্তির্ভবেত্তস্য হন্যাস্তে দুষ্ট সত্বকান্ ॥

বৈশ্য চুরি করিয়া ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা পুলিন্দ নামে খ্যাত। ইহারা পশু মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দুষ্ট জন্তু সকলকে ইহারা হত্যা করে।

নৃপায়াং শূদ্র সংসর্গাজ্জাতঃ পুক্কশঃ উচ্যতে।
সুরাবৃত্তিং সমারুহ্য মধুবিক্রয় কর্ম্মণাঃ।
কৃতকানাং সুরাণাঞ্চ বিক্রেতা পাচকো ভবেৎ ॥

ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে পুক্কশ (কালাল, শুড়ী) জাতির জন্ম। মদ্যবৃত্তি বা সুরাবিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসা। ইহারা অন্যান্য মাদক দ্রব্যও বিক্রয় করিয়াও খাওয়াইয়া থাকে।

পুক্কশাদ্বৈশ্য কন্যায়াং জাতো রজক উচ্যতে।
নৃপায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতো রজক উচ্যতে ॥
বৈশ্যায়াং রজকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো ভবেৎ ॥

পুরুশের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে রজকের উৎপত্তি। চুরি করিয়া শূদ্র ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহার নাম রঞ্জক। ইহারা কাপড় রং করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বৈশ্যার গর্ভে ও রঞ্জকের ঔরসে নটের ও গীতোপজীবীর জন্ম।

ক্রমশঃ।

শাক্ত।

সংসারে যত শক্তি আছে, পরমাত্মাই তাহার প্রেরক। তাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শক্তিই জগতের উপাদান হইয়াছে। ভৌতিক জগতে তাহাই পদার্থ মাত্রের আদি দ্রব্যবীজ। 'নাবস্তু বোবস্তু সিদ্ধিঃ' (কঃ সূ ১।৭৮) যাহা বস্তু নহে তাহা হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানসিক জগতেও তাহাই উপাদান। সাংখ্যেরা উহাকেই প্রকৃতি বলেন। উহাই একদিকে বাহ্যবস্তু, অন্যদিকে মানব-প্রকৃতি। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ উহারই রূপান্তর এবং স্থূলদেহ উহারি বাহ্য পরিণাম। জগতে যত ভৌতিক ও জৈবিক শক্তি আছে সমস্তই উহার গুণত্রয়ের অন্তর্গত। শক্তিই বাহ্যবস্তু ও মানসিক প্রকৃতি, এবং শক্তিই চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থের তেজ, বল, বীর্য্য, ধর্ম্ম। 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ' শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ নাই, এই ন্যায় অনুসারে ভৌতিকশক্তি ভূত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে, জৈবিক-শক্তি মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও স্থূলদেহ হইতে স্বতন্ত্র নহে। শক্তিই বাহ্য ও মানসিক পদার্থরূপে আবির্ভূত, শক্তিই তাহাদের জীবন, এবং শক্তিই তাহাদের অন্তিম পরিণাম। বেদান্তও প্রকারান্তরে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। (যথা উপাদানাধিকরণে শাঃ সূঃ) 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।' ছান্দোগ্যের প্রতিজ্ঞা এই যে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ প্রতিপাদ্যতে।' একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞান হইলে সকলে সকল তত্ত্বের জ্ঞান হয়, যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকানির্ম্মিত ত[illegible] সমস্ত [illegible] জানা যায়। এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধ[illegible] শ্রুতিতে একমাত্র ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ ও [illegible] উপাদান কারণরূপে কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতি[illegible] উপাদানশক্তি তাঁহারই প্রেরিত। তিনি সে শক্তির আধার। উপরি উক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহা হইতে সে শক্তির ভেদ নাই। একমাত্র তাঁহাকেই উপাদানরূপী প্রকৃতির আধার ও প্রেরয়িতা বলিলেই বেদের প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞা সফল হয়, কেননা এক তাঁহাকে জানিলে যেমন সমগ্র ভৌতিক ও মানসিক জগতের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় সেইরূপ জীবাত্মারও তত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে মূল কারণ বলিলে জীবাত্মতত্ত্বের জ্ঞানপক্ষে উক্ত শ্রুতি সফল হয় না। এস্থলে বেদান্তমতেও নিশ্চয় হইল যে, পরমাত্মার প্রেরিত প্রকৃতিশক্তিই জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম দ্রব্যের, জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের এবং সমুদয় ভৌতিক ও জৈবিক শক্তির মূল উপাদান। মূলে তাহাই, দ্রব্য, বীর্য্য, তেজঃ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজধাতু।

পরমাত্মার প্রেরিত ঐ প্রকৃতিশক্তি জীবগণের অনাদি বন্ধনস্বরূপ। সৃষ্টি চক্রের আদি অন্ত নাই। অসংখ্য প্রলয় অসংখ্য জন্ম মৃত্যু সহিত এই সৃষ্টিচক্র বুদ্ধির অগম্য। জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম, পর পর প্রকৃতি সাধক। তাহাই দেহ, মন, ও ভোগ্যপদার্থের বীজ। তাহাই নব নব কার্য্যের হেতু। অতএব এইরূপ স্থির কর যে, জীব আপনার ভোক্তৃত্বশক্তি ও ভোগ্য-দ্রব্য-বীজের সহিত চিরকাল হইতে ঐ শক্তির অধিকারে আছেন। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুসারে তাহার প্রেরক ও নিয়ন্তা। ঐ শক্তি নিত্য অথচ বিকারী, অব্যয় অথচ পরিণামী, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও কখনও লুপ্ত হয় না। তাহার এক রূপের অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহা অন্যরূপে অবস্থিতি করে। সাক্ষাৎ কর্ম্ম পরক্ষণেই অদৃষ্টরূপ ধারণ করে। অদৃষ্ট শুভাশুভ ফলরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ-শক্তি ফলরূপে, ফল বীজরূপে, বীজ আবার

বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। জীবের স্থূলদেহ গলিত হইয়া উদ্ভিজ্জ বা অন্য জীবদেহে পরিবর্ত্তিত হয়। অন্নজলাদি ভুক্ত হইয়া স্থূলদেহে অবস্থান্তরিত হয়। উদক ঘনীভূত হইয়া তুষার হয় এবং পুনর্ব্বার জলাকৃতি ধারণ করে। এইরূপে সাগর শুষ্ক হইয়া বাষ্প হইয়া যাইতে পারে, বাষ্প পুনরায় সাগরে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবী ও অন্যান্য লোকমণ্ডল শক্তিরূপ মূল দ্রব্যবীজে উপসংহৃত হইতে পারে। আবার সেই দ্রব্যবীজ হইতে শত শত লোকমণ্ডল অবতীর্ণ হইতে পারে। এই প্রকার পরিবর্ত্তন অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল হইবে, কিন্তু তাহাতে গুণবতী প্রকৃতির একবিন্দুও কখনও বিনষ্ট হইবে না।

বিনষ্ট না হউক, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন বিস্ময়জনক। এই সংসারে অসংখ্যাসংখ্য পদার্থ, তাহাদের বিচিত্রশক্তি; অসংখ্যাসংখ্য জীব, তাহাদের অনির্ব্বচনীয় মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, দৈহিক-শক্তি, দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু সকলই পরিবর্ত্তনপ্রবাহে ভাসিতেছে। কখন এক একটী জড় পদার্থের—এক একটি জীবদেহের শক্তি বিকৃত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিতেছে। কখনও বা একেবারে অনেক পদার্থ ও অনেক দেহব্যাপী শক্তি বিকৃত হইয়া সাধারণ উৎপাত সকল উপস্থিত করিতেছে। কোন পদার্থ ও কোন জীব একাদিক্রমে কোন অবস্থাকে ভোগ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, ভোগে শক্তি রুগ্ন, দূষিত, মলিন, বিকৃত, কলুষিত ও নিস্তেজ হইয়া যায়, এই নিমিত্তে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া থাকে।

এক একটী জড়পদার্থের বা জীবদেহের শক্তির যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম ব্যষ্টি-পরিবর্ত্তন। তাহা দ্বারা তত্তৎপদার্থ বা জীবব্যাপী প্রকৃতিই সংশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থ বা প্রত্যেক জীবগত প্রকৃতিকে ব্যষ্টি প্রকৃতি কহে। কোন এক স্থানস্থিত জল-বায়ু দূষিত হইলে তাহা কৃত্রিমোপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। একটী বৃক্ষের সামান্য রোগ জন্মিলেও কৃত্রিমোপায়ে তাহা পুনঃ প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু দুরারোগ্য রোগে তাহার জীবন ভঙ্গ হয়। তাহার স্থূলকায় মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ফলে মৃত্তিকারূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সংযোগে সেই উদ্ভিদ্‌প্রকৃতি পুনঃসংশোধিত হয়। সেই মৃত্তিকাগত প্রকৃতি পশ্চাৎ উদ্ভিজ্জান্তরে জীবনী-শক্তি দান করে। কিছুতেই সে প্রকৃতির বিনাশ হয় না। তাহা যেমন মৃত্তিকা প্রাপ্তে সংশোধিত হয়, সেইরূপ, বীজাশ্রয় করিয়াও প্রবহমান হইয়া থাকে। কোন এক মনুষ্যের স্থূলদেহ সামান্য রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধিদ্বারা তাহা প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু তাহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থূলদেহই মানবের সর্ব্বস্ব নহে। স্থূলদেহের বিনাশে তাঁহার মনাদি সূক্ষ্মদেহের ও তদবচ্ছিন্ন জীবাত্মার বিনাশ হয় না 'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' (গীঃ ১৫।৮) কুসুমস্বস্থান হইতে গন্ধবৎ সূক্ষ্মাংশ গ্রহণপূর্ব্বক বায়ু যেমন গমন করে তাহার ন্যায় জীবাত্মা স্থূলদেহের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্মশরীর লইয়া লোকান্তরে যান। তাহা জীবাত্মার নিমিত্ত সংশোধিত নূতন কলেবররূপে পরিণত হয়।

অনেক পদার্থ ও অনেক জীব-ব্যাপী শক্তির এক একবারে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম সমষ্টি-পরিবর্ত্তন। এই সকল পরিবর্ত্তন প্রথমতঃ দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক, বা বহুবর্ষান্তজ। দ্বিতীয়তঃ একদেশী, বহুদেশ-ব্যাপী, পৃথিবী-ব্যাপী, কতিপয় লোকমণ্ডল-ব্যাপী বা বহুলোকমণ্ডল-ব্যাপী। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে প্রতিদিন জীবগণের জাগরণশক্তি-ক্ষয়ে নিদ্রোপস্থিত হয়। নিদ্রান্তে নবতর বীর্য্য সহকারে পুনঃ জাগরণ দেখা দেয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তে পৃথিবীর, বৃক্ষলতার, নরদেহের ও সাগরের জলধাতু হ্রাসাবস্থ হয়; পুনঃ উক্ত তিথিদ্বয়ের সমাগম প্রভাবে বৃদ্ধি

হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পত্রপুষ্প ফলধারণের শক্তি বর্ষে বর্ষে যথাঋতুতে সংশোধিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় অথবা প্রকৃতির পর্জ্জন্যবর্ষণের শক্তিক্ষয়নিবন্ধন কতিপয় বর্ষ যাবৎ অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, আবার সেই সমস্ত শক্তি সংশোধিত হইয়া কতিপয় বর্ষ যাবৎ প্রচুর ফল শস্য জন্মে। প্রকৃতির স্বাস্থ্য-শক্তিক্ষয়ে কখন পৃথিবীর একদেশে, কখন বা বহুদেশে পীড়ার উপদ্রব দৃষ্ট হয়, কখনও বা সেই শক্তি সংশোধিত হইয়া তথা পুনর্ব্বার আরোগ্য বিরাজ করে। কোন কোন সময়ে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দোষজন্য বিশেষ বিশেষ পীড়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়, আবার সে শক্তি সংস্কৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এইরূপে যখন ত্রিলোকব্যাপী বা সমগ্র সৌর জগৎব্যাপী জীবগণের ভোগ শক্তি, জীবনী-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য ঐশ্বর্য্যের স্থিতি-শক্তি, ভোগদানের শক্তি, ও সুখপ্রদ শক্তিসমূহের আধারস্বরূপ সমষ্টি-প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে তখন ত্রিলোক অথবা চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন ত্রিলোকব্যাপী হয় তখন ত্রিলোকস্থ লোকমণ্ডলসমূহ জলদ্বারা আবৃত হয়। যখন চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী হয় তখন সমগ্র দ্রব্যময়ী ও সর্ব্ব-শক্তি-ময়ী প্রকৃতি আপনার উদ্ভব-স্থান-স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তখন সমস্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রকৃতি, মনোবুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম দেহ, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের বাসনা, সুখের প্রার্থনা, সুখদুঃখপ্রদ স্বভাব, দেবাধীনতা, পঠিত বিদ্যার ও কৃতকর্ম্মের সংস্কার প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ সেই একই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চির বিনাশ লাভ করে না। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ঈশ্বরনিয়মিত কালান্তে তাহা সংশোধিত হইয়া জীবের সহিত সৃষ্টিরূপ কার্য্যে বিচিত্রভাবে পুনঃ পরিণত হইয়া থাকে। পুনরায় চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রকৃতির নব-রাগ বিরাজ করে।

এইরূপে জগৎ-রূপিণী ও জগৎ-ব্যাপিনী দ্রব্য-শক্তি ও কার্য্য-শক্তিময়ী প্রকৃতি পরমাত্মাকর্তৃক অনাদিকাল অবধি প্রেরিত ও উপসংহৃত হইতেছে। অবিমুক্ত জীবগণ তাহারই আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ভোগার্থ যাতায়াত করিতেছে। এই প্রকৃতি কখনও চিরবিশুদ্ধভাবে থাকিতে পারে না। সৃষ্টিতে অনবরত ভৌতিক পদার্থ ও জীবদেহাদিতে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্ব্বদাই অল্পাধিকতর মলিনতা লাভ করে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে সমলা শক্তি কহেন। উহা তমোগুণমিশ্রিত সত্ত্বপ্রধান, মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট এবং নিকৃষ্টা প্রকৃতি। উহার নামান্তর অবিদ্যা, স্বভাব, কারণদেহ, অপূর্ব্ব, ইত্যাদি।—জীবরাজ্যে ইহাই মানসিক প্রকৃতি, বুদ্ধিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মেধাশক্তি চিন্তাশক্তি, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, ব্যক্তিস্বভাব ও অদৃষ্ট। জীবের স্থূলদেহে তাহাই গতিশক্তি, রতিশক্তি, দানশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি।

পরমাত্মার শক্তি অনন্ত। কর্ম্মসূত্রদ্বারা জগৎরূপ কার্য্যে যাহা প্রেরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্ত শক্তির একবিন্দু প্রভাবমাত্র। আর তাঁহার স্বীয় বশে যে অনন্ত শক্তি আছে তাহা অতি পবিত্র। তাহার নাম বিমলা শক্তি। তাহা নির্ম্মল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। তাহাকে মহামায়া বা মূল প্রকৃতিও কহা যায়। সমলা শক্তি, ভৌতিক জগতে কঠোর ভৌতিক নিয়মে এবং জীবরাজ্যে অবশ্য-ভোক্তব্য অদৃষ্টে বদ্ধ। সেই পর্য্যন্তই তাহার প্রভাব। তদ্ভিন্ন তাহা এক তিলও উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহা ঈশ্বরনিয়মিত দেশ, কাল, পদার্থ, জীব, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে বদ্ধ। সে নিয়ম লঙ্ঘনে তাহা অসমর্থ। অতএব তাহাদ্বারা জগতের যে সকল দুঃখের প্রতিবিধান অসম্ভব, ঈশ্বর প্রাগুক্ত স্বীয় বশীভূত নির্ম্মলা মায়াদ্বারা তাহা সাধন করিয়া কালে কালে অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন। ইহাই অবতারের হেতু।

জগতের স্থূলাংশ প্রলয়ে ব্রহ্মার নিদ্রা এবং স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রলয়ে তাঁহার যে বিনাশ কল্পনা, তাহা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন বলা যাইতেছে, যে, ত্রিগুণ সমলা প্রকৃতিই জগতের সেই স্থূল সূক্ষ্ম ধাতুস্বরূপিণী এবং পরমাত্মার ব্রহ্মানামক কর্তৃত্বের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। সুতরাং ব্রহ্মার নিদ্রা ও মৃত্যু তাহারই অবান্তর ও অন্তিম পরিবর্ত্তনের অনুগত।

অতঃপর পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান বিমলাশক্তি স্বরূপিণী মায়াতে উপহিত তাহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অনাদি অনন্ত সত্ত্বা। সেই অধিষ্ঠানের নাম বিষ্ণু। যখন মহাপ্রলয় দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মক চতুর্দ্দশ ভুবন উত্তপ্ত সমলা প্রকৃতি ও তদুপরিস্থ বিমলা প্রকৃতির সহিত পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, সেই কাল ঐ বিষ্ণুনামক কর্তৃত্বের নিদ্রা বা রাত্রিরূপে কল্পিত হয়। স্বয়ং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন কল্পনা নাই। শক্তিরূপ উপাধিই কল্পনার হেতু। 'বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ। (শাঃ সূঃ) পরমাত্মা বিকারীপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব।

ধর্ম্মোপদেষ্টা।

গত বৈশাখ মাসের "বেদব্যাসে" "ধর্ম্মোপদেষ্টা গণ" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিত হইয়াছিল—"এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে উপরিলিখিত * মহোদয় গণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারকের সহিত আমাদের কোন রূপ সহানুভূতি বা সংস্রব নাই"। ইত্যাদি পাঠ করিয়া আমাদের শুভার্থী মিত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়, সৈয়দপুর হইতে সোম প্রকাশ পত্রে "বেদ ব্যাস সম্পাদক ও হিন্দু ধর্ম্মের আন্দোলন" শীর্ষক একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রচারক গণ ব্যতীত অনেক মহাত্মা পণ্ডিত ব্যাখ্যাতা আছেন, যাঁহাদের নাম সংবাদ পত্রে সর্ব্বদা প্রকাশিত না হইলেও স্থানে ২ তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সাধু হৃদয়তা ও শাস্ত্রপারদর্শীতা সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রশংসা আমরা কুমার-পরিব্রাজকের মুখেও শুনিয়াছি। হিন্দু সমাজের শাস্ত্র বেত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণই বর্তমান যুগের আচার্য্য ও ঋষি স্থানীয়। তাঁহারাই ধর্ম্মোপদেষ্টা, সমাজসংস্কারক ও ব্যবস্থাপক। তাঁহাদের সহিত হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের" সহানুভূতি ও সংস্রব নাই "একথা কোন হিন্দুই বলিতে পারেন না। বোধ হয় "বেদব্যাস সম্পাদক" বঙ্গবাসীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিতে গিয়া অতর্কিত ভাবে এই কথা গুলি লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের হরি প্রসাদ বাবু ও বেদব্যাস সম্পাদক উভয়েই হিন্দু সমাজের বন্ধু। হরিপ্রসাদ বাবু বেদব্যাস সম্পাদককে সামাধ্যায়ী মহাশয় প্রভৃতি আচার্য্য গণের নামোল্লেখ করিয়া সৎপরামর্শ দাতা বন্ধুর ন্যায় সতর্ক করিলেই হইত। ভূধর বাবুও নম্র প্রকৃতির লোক, তিনিও বোধ হয় প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার মত সংশোধন করিয়া লইতেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় ব্যতীত বোধ হয় অন্যকোন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষ করা বেদ ব্যাসের মনোগত অভিপ্রায় নহে। যে কথা ঘরে ২ চিঠি পত্রে মীমাংসা হইতে পারে, তাহা সংবাদ পত্রে সমালোচনা না হওয়াই ভাল। হিন্দুসমাজের এই দুঃখ দুর্দ্দিনে আর আপনা আপনির মধ্যে যেন মনো বাদ উপস্থিত না হয়। মানব মাত্রেরই ভ্রমী হইবার সম্ভাবনা, হিতৈষী গণ বন্ধু ভাবে তত্তাবৎ সংশোধন করিয়া দেন, এইটুকু আমাদের অনুরোধ।

* পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্ক চূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণ দাস বেদান্তবাগীশ, শ্রীমদন গোপাল গোস্বামী, শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

কৃষ্ণ লীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু। বৎস! কৃষ্ণ লীলার কথা যে পর্য্যন্ত শুনিয়াছ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তোমার বিশ্বাস হয় কি না?

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি যে ভাবে বলিলেন, ইহাতে কোনও গোলযোগ দেখিতে পাই না, কিন্তু বিরুদ্ধবাদী গণের তর্ক ও মান ভঞ্জন প্রভৃতির প্রস্তাব শুনিয়া কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে সময় ২ সন্দেহ হইয়া থাকে।

গুরু। মূলেই ভুল, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ! ভাল, বল দেখি, শ্রীকৃষ্ণ নামে যে এক ব্যক্তি নন্দ গোপ গৃহে প্রতিপালিত হইয়া ব্রজধামে গোপাঙ্গনা গমন ও বস্ত্রহরণাদি করিয়াছিলেন, একথা তুমি কোন্ প্রমাণে জানিয়াছ? কেহ কি তাহা দেখিয়াছেন, কেহই নয়। শাস্ত্র ভিন্ন এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত জানিবার আর উপায়ান্তর নাই। সুতরাং পুরাণাদি শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই তুমি জানিয়াছ। শাস্ত্রে ব্রজলীলায় পদে পদে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবান্ বাল্যকালে মায়াবিনী পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করিয়া এবং কালীয় দমন করিয়া অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আর এক দিন মৃত্তিকা ভক্ষণ চ্ছলে যশোদাকে মুখ বিবর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াও ঐশী শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তার পর প্রজাপতি ব্রহ্মা এক দিন ভগবানকে রাখালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে দেখিয়া "ইনিই কি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম" এই রূপ সন্দিগ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবৎসের সহিত সমস্ত রাখালকে অপহরণ পূর্ব্বক গিরি গুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

শ্রুতি যাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" যিনি কটাক্ষ ক্রমে কোটী২ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিতে সমর্থ, কতিপয় গো, গোপাল সৃজন করা তাঁহার পক্ষে কিছুই আয়াসসাধ্য নহে। তাই অন্তর্যামী ভগবান্ তখনই আত্ম দেহ হইতে পূর্ব্বানুরূপ গো, গোপাল সৃজন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সম্বৎসর গত হইলে পর সেই শৈল গুহায় ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই উভয় স্থানেই এক রূপ গো, গোপাল দেখিতে পাইয়া আত্মকৃত অপরাধ মোচনের নিমিত্ত চতুরানন চতুরাননে ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ স্তবে তুষ্ট হইয়া আত্মদেহ বিনিষ্ক্রান্ত গো গোপাল গণকে বাজিকরের ন্যায় অবলীলা ক্রমে মায়াবলে আবার আত্মদেহ মধ্যে লুক্কায়িত করিলেন।

এই পৌরাণিক প্রস্তাব দ্বারা আমরা ভগবানের দ্বিবিধ মহিমা অবগত হইতে পারিলাম। প্রথমতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ ত্রৈলোক্যনাথ হইয়াও রাখালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন। তিনি নিজের মুখে বলিয়াছেন "ভক্তস্মদেয়ং ভক্তো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথাহ্যহং" ভক্তের নিকটে আমার কিছুই অদেয় অগ্রাহ্য নাই। তিনি ভক্তকে সমস্ত বিতরণ ও ভক্তের নিকট হইতে সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই প্রহ্লাদের বিষ, বিদুরের খুদ, রাখালের উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়াও পরম প্রীতি লাভ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ—আমরা ইহাও বুঝিলাম যে ভগবত্তত্ত্ব ভগবান্ ভিন্ন কেহই অবগত হইতে পারে না। শ্রুতিও মুক্ত কণ্ঠে বলেন "স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা।" অতএব ভগবানের ভাব ও লীলা রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ।

আর এক সময়ে ভগবান্ গোপ গোপিকার মঙ্গলের নিমিত্ত বাম করে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। আর এক দিন তিনি শ্রী রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার হস্তস্থ ছিদ্রযুক্ত কুম্ভে বারি নিপাত নিবারণ করিয়াছিলেন। আর এক দিন ভগবান্ যমুনা পুলিনে কুঞ্জ কাননে শ্যামা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা অল্পদর্শী তাহারা বলে, আয়ানের ভয়ে শ্যামা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা বলেন ভগবানের আবার ভয় কি। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম আদিত্য যাঁহার ভয়ে ভীত ও আজ্ঞাকারী * তাঁহার আবার ভয় কিসের। ইচ্ছা করিলেই তিনি প্রতিকূলাচারীকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন। তথাপি কেবল জগৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, "কালী কৃষ্ণে নাহি ভেদ" ইহাই কেবল ভেদজ্ঞানী মূঢ় মানবকে বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহার শ্যামারূপের ভক্ত আয়ানকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত শ্যাম সুন্দর লীলা ক্রমে শ্যামা রূপ অবলম্বন করিলেন।

শাস্ত্রে আরও শত ২ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রের ছায়া মাত্র স্পর্শ করিয়া আদিরসপ্রিয় কয়েক জন গায়ক † কৃষ্ণ

---

* ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ—

† জয়দেব গোস্বামী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায়, হিন্দুস্থানীয় কেহ২ হিন্দি ভাষায় কৃষ্ণ লীলার বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

লীলার বিকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত গায়কের গান শুনিয়া গোপীগণকে অসতী ও শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ, আর তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। যদি শাস্ত্র অবিশ্বাস্য হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনা গমন বস্ত্র হরণাদিও বিশ্বাস কর কেন, আর যদি তাহা বিশ্বাস করিতে হয় তবে ঈশ্বরত্বের বেলাতেও বিশ্বাস করিতে হইবে। শাস্ত্রের যে যে অংশ তোমার বুদ্ধি বা চরিত্রের সঙ্গে মিলিবে সেই টুকু মাত্র বিশ্বাস করিবে, অবশিষ্ট গুলি কবি কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবে, ইহার নাম কৃষ্ণ লীলার সমালোচনা নহে। ক্রমশঃ।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত কয়েক বর্ষ হইতে ভারতের নানা স্থানে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ধর্ম্ম প্রচারকগণ দেশে দেশে অক্লান্ত ভাবে বিচরণ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত থাকায়, শাস্ত্র রাশি ক্রমশঃ অনুবাদিত ও মূল টীকা সহিত প্রকাশিত হওয়ায়, বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহে সনাতন ধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন হওয়ায় এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাগুণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিসর্প গতি অতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এতদ্দর্শনে অবশ্যই ব্রাহ্মবর্গের বিজাতীয় মনস্তাপ হইয়া থাকিবে, কিন্তু অনন্যোপায় ব্রাহ্ম সমাজ মনকে প্রবোধ দিবার জন্য "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এইটী প্রথমতঃ "তত্ত্ববোধিনী" তে মুদ্রিত ও তৎপরে "তত্ত্ব কৌমুদী"তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন না কেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "ব্রাহ্ম সমাজ" তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। পৃথীবিতে অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায়, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহা হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চতা এত অধিক যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনায়াসে ও সহজে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না"। যে দর্পণে ক্ষুদ্র মুখ খানিকে প্রকাণ্ড দেখায়, একটি লোষ্ট্রকে পর্ব্বত তুল্য দেখায়, ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি কি সেই দর্পণে মুখ দেখিয়াছ, না কি? পিতৃ মাতৃ বিতাড়িত উচ্ছৃঙ্খল বালক বর্গ যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "ব্রাহ্ম" উপাধি লাভ করে, সে ধর্ম্মের উচ্চতার সীমা করিতে তো মাপ কাঠির প্রয়োজন হয় না। যাহার সত্য সত্যই হৃদয় আছে, সে কেনই বা একটা কল্পিত ধর্ম্মকে ধারণ করিবে? যে ব্যক্তি হৃদয়কে সদাচার পূত করিয়া ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরুকে প্রেমাবেশে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে ধারণ করিবে কেন? ব্রাহ্ম সমাজ প্রকারান্তরে, লজ্জার মাথা খাইয়া এই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, যে ব্রাহ্মগণই সুক্ষদর্শী ও উন্নত প্রকৃতি ও আর সকলে বোকা, মূর্খ ও মলিনবুদ্ধি।

আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম সমাজ! এখনও তুমি অনন্ত গুণের আয়তন অনন্ত দেবের অনন্তভাবের উপাসককে "পৌত্তলিক" বলিতে বিরত হও নাই! বিলাতের আমদানি "আইডলেটর" (Idolater) শব্দটী খৃষ্টিয়ানের প্রসাদ স্বরূপ এখনও মুখে করিয়া রহিয়াছ! খৃষ্টিয়ানেরা দ্বীপান্তরবাসী, তাহারা হিন্দুর ভাব জানে না, বুঝিয়া যে পৌত্তলিক বলে, এ কথা এক দিন হাসিয়া উড়াইতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি হিন্দুস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনন্তদেবের অনন্ত মূর্ত্তির উপাসককে "পৌত্তলিক" বল ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। লিখিত হইয়াছে—"সাকারবাদী হিন্দুকে নিরাকারবাদী করা, পৌত্তলিক হিন্দুকে ব্রহ্মোপাসক করা, লৌকিক আচারের ক্রীতদাসবৎ অনুবর্ত্তী হিন্দুকে বিবেক বাণীর সেবক করা পঞ্চাশ বা এক শত বৎসরের কার্য্য নহে"। আমরা বলি, প্রকৃত হিন্দুকে তোমার মত নিরাকারবাদী তোমার মত কল্পনার (আচাভুয়া) ব্রহ্মের উপাসক করা তোমার মত বাক্যে বিবেকবাণীর সেবক করা, এক শত বর্ষ কেন, কোটিকল্পেরও কর্ম্ম নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিস্তার মার্গ অবরুদ্ধ দেখিয়া পরিশেষে বাতুলের মত বলিয়া বসিয়াছেন "যে আজকাল বহু দেশে নগরে২ গ্রামে২ "হরি সভা" দেখা যায়, ব্রাহ্ম ধর্ম্মই ঐ গুলির জন্মদাতা! এই সকল সভা সাকারবাদী নহে, পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান ভাব যে একেশ্বর উপাসনা তাহাই এই সভা গুলির প্রাণ"। একেশ্বরের উপাসনা তো পৃথীবিস্থ ধর্ম্ম মাত্রেরই ভিত্তি মূল! ইহা তো ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ইজারা করা নানাকালী সম্পত্তি নহে। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয়, এ সকল কথা তো বিশ্ববন্দিত হিন্দু ঋষিদের মুখ বিনির্গলিত। যে হরি সভা সমূহে তুলসী দেবী, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলা আদির বিবিধোপচারে পূজা হইয়া থাকে, সে হরি সভা সাকারবাদী নহে! ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলে! তবে "পৌত্তলিক" নহে, ইহা সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হরিসভার জন্মদাতা, একথা বলিতে কি লজ্জা বোধ হইল না? না, না, আমারই ভুল হইয়াছে, তুমি যে লজ্জার মাথা খাইয়াছ। তোমার জন্ম দাতা কে, তাহাই আগে ঠিক করিয়া লও। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ আদি মতসমূহের ঔরসে ও সহজ বুদ্ধির গর্ভে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্ম। ঈশ্বরের উপাসনা সকল ধর্ম্মেরই মূল, উহার দ্বারা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না! উপাসনার প্রকরণ, উপকরণ, বিধি, নিষেধ, আচার ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রদায়ের ভিন্নতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। বেদের অপৌরুষেয়তা বিশ্বাস,

না করা, তপোমার্জ্জিতবুদ্ধি ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা স্বভাবসিদ্ধ সহজবুদ্ধিসাধ্য সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক মনে করা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুলভ বিধিনিষেধের মর্য্যাদা উলঙ্ঘন করা, অধিকার তত্ত্বকে উপেক্ষা করা, মন্ত্রদাতা গুরু, ঈশ্বরের অবতার আদি অস্বীকার করা, কুলধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা বৃদ্ধা বিধবা মাতা রোদন করিতেছেন তাঁহার দিকে না তাকাইয়া অপরের যুবতী বিধবার দুঃখ দূর করা আদি বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। পবিত্র হরিসভা গুলিতে এতাবতের কোন লক্ষণইতো নাই; তবে ইহা স্বীকার করি, ব্রাহ্ম সমাজ! তোমার উপদ্রবে লোক সকল অপথে কুপথে না যায়, আর্য্য সন্তান গণ শাস্ত্রানুরূপ স্বধর্ম্ম যাহাতে বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই জন্য হরিসভার জন্ম। যেমন রাবণের জন্য রামের, কংশের জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, সেই রূপ ব্রাহ্ম সমাজের জন্য হরি সভার জন্ম হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ! তোমার বয়ক্রম ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম করিতে ২ কলেবর পরিহার কর।

ব্রাহ্ম সমাজ! তোমার কি সত্য সত্যই বিশ্বাস যে হরি সভা, দয়ানন্দের আর্য্য সমাজ তোমারই প্রদর্শিত পথে চলিতেছে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলিব তোমার ভীম রতি হইয়াছে। হরি সভা ও আর্য্য সমাজ উভয়েই তোমাকে বিবনয়নে দেখিয়া থাকেন। রণমদে মাতোয়ারা এক পল্টন সিপাই অগ্রে ২ ও তৎপশ্চাতে রুক্মণীয়া ধোবানী কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া যাইতেছিল, এই সময়ে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, ধোবানী! কোথা যাইতেছিস্! রুক্মণীয়া উত্তর করিল, এই সিপাইয়ের পল্টন টা হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছি। পল্টনের পশ্চাতে রুক্মণীয়ার মত ব্রাহ্ম সমাজ হরি সভার নেতা ও জন্ম দাতা হইতে চাহেন। ব্রাহ্ম সমাজ! তুমি তো এক্ষণে "মা" বলিতে, "কৃষ্ণ" বলিতে, "দুর্গা" বলিতে শিখিয়াছ, গৌরহরির সংকীর্ত্তন ধরিয়াছ, তোমার নিরাকার ঈশ্বরের যে৷ পদ্মা বদন, রাঙ্গাচরণ বাহির হইয়াছে, তবে আর কেন! চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের চরণে লুটাইয়া পড়, হরি নামের গুণে সকল পাতক বিনষ্ট হইবে।

জ্ঞানদেব চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদা কুম্ভ-যোগ উপলক্ষে, গোদাবরী তীরস্থিত পৈঠন ক্ষেত্রে অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিঠল পন্থও সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত একত্রিত হইয়াছেন দেখিয়া বিঠল পন্থ বিবেচনা করিলেন, যে এই সময়ে পুত্রদের যজ্ঞোপবীত দিবার কথা উত্থাপন করিলে ভাল হয়। এক স্থানে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ বসিয়া পূজা করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের সমক্ষে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ গণ পূজায় ব্যাস্ত ছিলেন বলিয়া কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন ব্রাহ্মণ বিঠল পন্থকে বলিলেন যে তাঁহার পরিচয় না পাইলে কি প্রকারে তাঁহার কথায় উত্তর দেওয়া যায়? ইহা শুনিয়া বিঠল পন্থ তাঁহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। পুত্রদের নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ গণ বলিলেন যে, ইহাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, ইহাঁদের যজ্ঞোপবীত ধারণের আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটী মহিষ লইয়া উপস্থিত হইল। এই মহিসকে সেই ব্যক্তি, "চল্ জ্ঞানা" বলাতে, এক জন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন যে বিঠল পন্থের পুত্রের নামও জ্ঞান, আর এই মহিষের নামও জ্ঞান। অতএব নামে কি করে? জ্ঞানদেব যে সিদ্ধ পুরুষ তাহার প্রমাণ কি? ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে তাঁহাতে আর এই মহিষেতে কোন প্রভেদ নাই, যে হেতু ব্রহ্ম যেমন তাঁহাতে তেমনি এই মহিষেতে বিদ্যমান আছেন। এতচ্ছ্রবণে, এক জন ব্রাহ্মণ জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাগলের ন্যায় কি বলিতেছ? তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে প্রহার করিলে তোমার শরীরে কি বেদনা হয়? তখন জ্ঞানদেব বলিলেন যে, যে আত্মা তাঁহাতে, সেই আত্মাই যখন এই মহিষেতে, তখন মহিসের গায়ে আঘাৎ লাগিলে তিনি কেন না ব্যথিত হইবেন? ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ মহিসটীকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করিল। এই প্রহারে, মহিষের গায়ে কোন চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু, জ্ঞানদেবের অঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। এইটি সর্ব্বাত্ম স্বরূপানুভূতির অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহা দেখিয়া বিঠল পন্থ, নিবৃত্তি প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদের নিকটে গিয়া বলিলেন, আপনারা মহিষটিকে প্রহার

করিবেন না, কারণ তাহাকে প্রহার করাতে জ্ঞানদেবের যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে। তখন ব্রাহ্মণগণ নিকটে আসিয়া জ্ঞানদেবের শরীর অবলোকন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে এক জন সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন যে জ্ঞানদেব যাদু জানে। সে যদি যথার্থই সাধু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাবে এই মহিষের মুখ হইতে বেদবাক্য উচ্চারিত হউক। এই কথা শুনিয়া জ্ঞানদেব মহিষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জ্ঞানা, তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, কেবল শরীরই আমাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখাইতেছে। যদ্যপি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি এই ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও। আত্মজ্ঞানীর তেজোপ্রভাবে মহিষদেহে ব্রহ্মণ্য প্রভাব সঞ্চারিত হইল। মহিষ তখনই বেদগাথা পাঠ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারটী দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ স্থির করিলেন, যে জ্ঞানদেব মনুষ্য নহে। তাঁহারা তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই ঘটনাটী ১২১২ শকে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর, বিঠল পন্থ ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে শুদ্ধি পত্র প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন যে তোমরা আপনারাই সিদ্ধ তোমাদের আর শুদ্ধি পত্র দিলে কি হইবে? আমরা নিজেই পামর। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণ স্ব ২ বাটীতে গমন করিলেন। বিঠল পন্থ সপরিবারে মহিষটীকে লইয়া পৈঠনে কৃষ্ণাজি পন্থের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এ স্থানের ব্রাহ্মণগণ উল্লিখিত ঘটনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিঠল পন্থের পুত্র তিনটীর যজ্ঞোপবীত দেওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা দেখিলেন না। সকলে একটী সভা আহ্বান করিয়া বিঠল পন্থকে শুদ্ধিপত্র দিলেন। বিঠল পন্থ তাঁহার পুত্রদের যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্ঞানদেব উপবীত ধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে, বিশেষতঃ তাঁহা কর্ত্তৃক এ কার্য্য সমাধা হইলে, অপরে ইহার অনুকরণ করিবে।

তিন দিনের পর, বিঠল পন্থ আলন্দীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহা অবগত হইয়া পৈঠনের লোক সকল বিশেষ রূপ দুঃখিত হইলেন। জ্ঞানদেবের সম্মানার্থে তাঁহারা তাঁহাকে চাদর, পাগড়ী এবং শাল উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলেন। কিন্তু, জ্ঞানদেব বিনয়, সহ তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে এ সমস্ত গ্রহণ করা বৈরাগীর উচিত নহে। পরে সকলে সাদর সম্ভাষণে বিঠল পন্থ ও তাঁহার পুত্রগণকে বিদায় দিলেন। বিঠল পন্থ সপরিবারে আলন্দীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এই সময়ে রামানন্দ স্বামী তীর্থ দর্শন জন্য কাশীধাম হইতে নির্গত হইলেন। অনেক স্থান দর্শন করিয়া তিনি পাণ্ডারপুরে উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে বিঠল দেব তাঁহাকে বিঠল পন্থ এবং তাঁহার পুত্রগণের বৃত্তান্ত অবগত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার গল দেশ স্থিত তুলসীর মালা জ্ঞানদেবকে দিবার জন্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রমে রামানন্দ স্বামী আলন্দীতে আগমন করিলেন বিঠল পন্থ তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। পুত্রদের কাছে স্বামীজির পরিচয় দিলেন। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি বিঠল দেব প্রদত্ত তুলসীর মালা জ্ঞানদেবকে প্রদান করিলেন। কএক দিন পরে রামানন্দ স্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে রামানন্দ স্বামী বিঠল পন্থকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ রূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে হেতু তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী সকল কার্য্যই তিনি সমাধা করিয়াছেন। এক্ষন তাঁহার আদেশ এই যে, তিনি সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করত তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ভগবানের আরাধ-

নার অতিবাহিত করেন। এই কথা বলিয়া রামানন্দ স্বামী তথা হইতে গমন করিলেন। বিঠল পন্থ স্বামীজীর আদেশ অনুসারে রুক্মাবাইকে লইয়া বদরিকাশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে পুত্রগণকে সাবধান হইয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিঠল পন্থ গমন করিলে পর, জ্ঞানদেব নিবৃত্তি, সোপান ও মুক্তাবাই আলন্দী পরিত্যাগ করত তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

বিদ্যা ও বিদ্যাবান।

এই প্রবন্ধটিতে আমরা যে সকল বিষয়ের অবতারণা ও যথাশক্তি মীমাংসা করিব বলিয়া মনে করিয়াছি লেখক এবং পাঠক উভয়েরই সুবিধার নিমিত্ত প্রথমে তাহা বলিতেছি, বক্তব্য বিষয়ে পশ্চাৎ হস্তার্পণ করিবে।

বিদ্যা কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, বিদ্যা প্রধানতঃ কত প্রকার, বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন কি, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ লোকে যে রূপ বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন, যে রূপ বিদ্যালাভ করিলে জন সমাজে কৃত-বিদ্য বলিয়া সম্মানিত ও অন্তরে অন্তরে নিজেও কৃতার্থ স্মন্য হন, বিদ্যাশিক্ষার ইহাই চরম উদ্দেশ্য কিনা এবং ইদানীন্তনশিক্ষিতবিদ্যেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন সাধন করিতেই বা কতদূর সক্ষম হইয়াছেন, বিদ্যা ও বিদ্যাবান শীর্ষক প্রবন্ধটির এই সকলই মুখ্য সমালোচনীয় বিষয়।

বিদ্যার প্রকৃত অর্থ কি ?

জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ করিয়া বিদ্যাপদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। (সংজ্ঞায়াং সমজ নিষদ নিপত মন বিদষুঞ শীঙ ভৃঞিণঃ। পাণিনি ৩।৩।৯৯) "বিদন্ত্যনয়েতি বিদ্যা" বিদ্যা কথাটির ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থত এই। এখন দেখা যাউক, ইহা দ্বারা বিদ্যা শব্দটির মৌলিক অর্থ কতদূর বুঝিতে পারি।

বুভুৎসা বৃত্তি ন্যূনাধিক রূপে মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে বাস করে।

অজ্ঞাত বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মানব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য যাহা দেখে যাহা শোনে ফলতঃ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হয় কৌতূহলী হয়। এ প্রবৃত্তি কেবল মানব হৃদয়েই থাকে, অন্যান্য জীবের ইহা আদৌ নাই এই বুভুৎসা বৃত্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য উন্নতজীব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও মানব সেই অনন্ত শক্তিমানের স্বরূপ জানিতে চায়। সৃষ্ট হইয়াও স্রষ্টার উদ্দেশ্য, স্রষ্টার কার্য্যকলাপের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যত কিছু উন্নতি হইয়াছে বুভুৎসাবৃত্তির যথোচিত পরিচালনাই তাহার মূলীভূত কারণ। কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছার নাম বুভুৎসা, আর যদ্দারা তাহা জানা যায় যদ্দারা বুভুৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হয় তাহাকে বিদ্যা বলে। মনুষ্যের যত কিছু জ্ঞাতব্য আছে সম্পূর্ণ রূপে মানব যখন তাহা জানিতে পারিবে, যখন আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না, এক কথায় মানব যখন সর্ব্বজ্ঞ হইবে, তখনই বুভুৎসা বৃত্তি চারিতার্থ হইবে—শান্ত হইবে। বিদ্যা দেবীও এই সময়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবেন। যতদিন তাহা না হয় ততদিন কাহারই শান্তি নাই সুখ নাই।

বিদ্যা কত প্রকার।

ও বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন কি ?

মনুষ্যের জ্ঞাতব্য কি কি, কিজানিলে মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হয় আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, বুভুৎসা বৃত্তি একেবারে কৃতকৃত্য হইয়া যায় এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলেই বিদ্যা কত প্রকার, বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিবার বাঁকি থাকিবেনা;

ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে বুভুৎসা বৃত্তি কেন মানব হৃদয়েই বাস করে।

"প্রয়োজন মন্তরেণ ন কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে" প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, প্রয়োজন আছে বলিয়াই জীবের কার্য্য প্রবৃত্তি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় করুণাময় জগৎ-পিতা আমাদিগকে এমন কোন জিনিস দেন নাই যাহা আমাদের কোন উপকারে লাগেনা। মানব যখন জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়, জানিতে পারিলে অতুল আনন্দ অনুভব করে, বুভুৎসাবৃত্তি যখন মানুষের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, তখন বুভুৎসা যে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ অভীপ্সিত জিনিস তাহার সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভগবান গোতম বলিয়াছেন "যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্" ন্যায় সূত্র ১।১।২৪ অর্থাৎ যাহার নিমিত্ত কার্য্য প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাই প্রয়োজন। জীব কি চায়? কি পাইবার জন্য, কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জীব সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত? এ প্রশ্নের উত্তরে জীব মাত্রেই চায়, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ চায় কিংবা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। ইহা ভিন্ন আর সদুত্তর কি আছে তাহা আমরা জানিনা। শাস্ত্রেও ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত এই উত্তরই দেখিতে পাই।

"সুখং মে ভূয়াৎ ইতিশরং ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূদস্য মাত্র যথীভ্যখিল প্রাণিনামত্যাভিনিবেশঃ" দুঃখং মা ভূজীয়েতি প্রার্থনা ন্যায়ামরং দৃশ্যতে" দুঃখ সাধন নিবৃত্ত্যর্থমেব প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তি "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তি রত্যন্ত পুরুষার্থঃ" দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তিদোষ মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ।

সুখ ও সুখহেতুকে পাইবার জন্য এবং দুঃখ ও দুঃখ হেতুকে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমরা সকল কার্য্য করিয়া থাকি। কার্য্য অপরিসংখ্যেয় হইলেও ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কার্য্য প্রবৃত্তির মূল কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হেয় হউক উপাদেয় হউক সকল প্রকার কার্য্যেরই এই উদ্দেশ্য। অতএব অভীপ্সা ও জিহাসা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা নাই, প্রয়োজন নাই।

প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতাহর্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা। তস্যেপ্সা জিহাসা প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থং পুনরস্যা ফলে নাভিসম্বন্ধঃ" অর্থস্তু সুখং সুখ হেতুঃ দুঃখং দুঃখ হেতুশ্চ" বাৎস্যায়ন ভাষ্য"।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে জীব মাত্রেরই প্রয়োজন কার্য্য প্রবৃত্তির কারণ যদি এক হইল, তবে সকল জীবেরই কার্য্য কেন না এক রূপ হয়, ব্যক্তি ভেদে রুচিভেদ দেখি কেন? একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া জীব কেন সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করে? সম প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া কেহ পরহিংসা পরদ্বেষ যাহাতে পরের মন্দ এবং নিজের ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা কাহাকেও পর না দেখিয়া, পরের সুখে সুখী হইতেছে পরের দুঃখে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কিসে তাহার দুঃখ মোচন হইবে প্রাণ পণে তাহার চেষ্টা করিতেছে, সাধ্যানুসারে পরের উপকার করাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছে। একই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কেহ চিকিৎসা, জ্যোতিষ, কেহ সাহিত্য, দর্শন, কেহ শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার শিক্ষা ও উন্নতি করিবার যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুকাদি দ্বারা অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে। একই প্রয়োজন প্রেরিত হইয়া সংসারকে বিষয়কে প্রয়োজন সিদ্ধির সম্পূর্ণ অন্তরায় জানিয়া সাংসারিক সুখকে নিতান্ত অনিত্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া বীতানুরাগ হইতেছে, কেহবা সংসারকেই বিষয় ভোগকেই সকল সুখের কেন্দ্র স্বরূপ ভাবিয়া তাহাতেই লিপ্ত হইতেছে, কেহ ভগবানকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া সংসার ভুলিয়া আমি তুমি ভুলিয়া ভক্তি পুষ্পে তাঁহার

চরণ পূজা করাই অভীষ্ট সিদ্ধির এক মাত্র উপায় জানিয়া দিবানিশি তাহাই করিতেছেন, কেহ বা শত সহস্র চেষ্টা দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হওয়াকেই স্বার্থ সিদ্ধির সুগম পথ মনে করিয়া নাস্তিক হইতেছেন, ইন্দ্রিয়সেবাকে পরিণাম দুঃখের উৎস স্বরূপ জানিয়া নানা উপায়ে কেহ আপনাকে তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবান, অন্য কেহ আবার ইন্দ্রিয়সেবাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধে সকল ত্যাগ করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইতেছে, এই রূপ প্রত্যেক জীবেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অবলম্বিত উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ জানিতে হইলে আমরা অগ্রে দেখিব, রাগ বিরাগ ও সুখ দুঃখের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? পূজ্যপাদ ভগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "সুখানুশয়ী রাগঃ দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ অর্থাৎ যাহা হতে আমরা সুখ পাই তাহার প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখপ্রদ পদার্থের প্রতি আমাদের বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। অতএব সুখ বা সুখ সাধন পদার্থে অনুরক্তি এবং দুঃখ বা দুঃখ হেতুভূত পদার্থে বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক। এখন সুখ দুঃখ কি জানিলেই জীব মাত্রের মূল উদ্দেশ্য সমান হইলেও তাহাদের সমীক্ষা কেন এক রূপ না হয় তাহা বুঝা সহজ হইবে। যাহা আমাদের প্রকৃতির অনুকূল যাহা প্রকৃতিকে বাধা না দিয়া অনর্গল ভাবে কার্য্য করিতে দেয় তাহাই আমাদের সুখের কারণ এবং প্রকৃতির অবাধিত অবস্থাই আমাদের সুখাবস্থা। দুঃখ ঠিক ইহার বিপরীত। প্রকৃতির বাধিতাবস্থাই দুঃখ। যে প্রকৃতির অবাধিত ও বাধিত অবস্থাকে সুখ ও দুঃখ বলা হইল সেই প্রকৃতি যদি জীবের ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে সুখ দুঃখ বা রাগ দ্বেষ ও জীব ভেদে বিভিন্ন কারণোত্থিত বা বিভিন্ন রূপ না হইবে কেন।

ক্রমশঃ।

সাজে কাজ হয় না। *

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমিদং—

তাল পুকুরের তাল গাছ নাই তথাচ লোকে এখনও তাল পুকুর বলে, সেই রূপ সমাজের রীতি অনুসারে আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, নচেৎ আপনার লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া যেরূপ উচ্চভাবে আপনাকে গ্রহণ করি, তাহাতে আমি আশীর্ব্বাদ করিবার পাত্র হওয়া দূরে থাক, আপনার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারি কি না সন্দেহ, যে হেতু আমি সেরূপ অধিকারী হইনাই। আমার লোক লজ্জা আছে সমাজের ভীষণ মূর্ত্তি আমাকে সতত ভয় প্রদর্শন করে এবং আমি সঙ্কুচিত। পূর্ব্ব সময়ে পক্ক কেশ শ্মশ্রু, গৈরিক বসন সন্ন্যাসীর বেশ, মালা, তিলক কণ্ঠী, আদি দেখিলে স্বতঃই ভারত সন্তান গণের ভক্তির উদয় হইত, এক্ষণে তাহা আর হইবার সম্ভাবনা নাই। কে সাধু, কে চোর তাহা এক্ষণে বুঝে উঠা ভার। এক্ষণে কেহ গৈরিক বসন পরিয়া কেশ দাড়ী বাড়াইয়া যোগীর বেশ ধারণ করিয়াছেন অথচ যোগের ধার কিছুই ধারেন না। কেহ কৃত্রিম আলখিলা পরিয়া গোপী যন্ত্র হাতে লইয়া বাউল সাজিতেছেন, কিন্তু সাবেক বাউলের গীত শুনিয়া আশ্চর্য্য অনুভব করিতে হয়, কালের বাউলে অনেকে অনেক গীত তৈয়ার করিয়াছেন করিতেছেন। জিলাপি কথাঞ্চৎ তৈয়ার হইয়াছে বটে কিন্তু রসে ডুবান দূরে থাক রস স্পর্শও করে নাই। অতএব কর্কশ নীরস গীত শুনিলেই জানাযায় যে এটি হালের বাউলের গীত। এইরূপ রাম প্রসাদের, কমলা কান্তের দেওয়ান মহাশয়ের নামের ভনিতা দিয়া অনেক গীত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরম হংসের উপদেশেও ঐরূপ মিশ্রিত হইয়া থাকিবে। এমন কি মহাভারত পুরাণ তন্ত্রেও হালের লোকের তৈয়ারি শ্লোক মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। অনুবাদ, ভাষ্য, টীকা আদিতে যে যাহার যেরূপ রুচি ও ইচ্ছা, তদনুসারেই প্রস্তুত হইয়াছে। আজ কাল সাধু সাবধান, আবার অনেক বাবু কোট পাণ্ট পরিয়া ইংরেজ সাহেব সাজিয়াছেন। সাজে যদি কাজ হয় তবে আমিও সাজী, যে হেতু আমার ও তিলক মালা কণ্ঠী সাজ আছে। কিন্তু আপনার লিখিত বৃত্তান্ত গুলিতে যেন রস গড়াইয়া পড়িতেছে। এরস তো ভাই, এ সমাজে পাওয়া যায় না, এরস তো বাজারে বিকায় না। এরসের ভাণ্ডার অনেক দূরে আছে, বোধহয় কোনং সময়ে আপনি, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হৃদয় কলস ভরিয়া রস আনিয়া আপনার গরিব ভ্রাতা গণকে বিলাইয়া থাকেন। কিন্তু এ রস আস্বাদন করিতে কি সকলে পারিবে! সকলের জিহ্বা কি এ

---

* এই পত্র খান আমাদের একজন মাননীয় বন্ধু কুমার পরিব্রাজককে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন।

ধ, প্র, সং,

রসের আস্বাদন বুঝে! জিহ্বা নীরোগ হইলে এবং অন্য অপকৃষ্ট রসের আস্বাদন যাহার জিহ্বায় প্রবল নাই, সেই এই রসামৃত পান করিয়া মাতোয়ারা হয় ও আনন্দ সাগরে ডুবিতে থাকে। বস্তুতঃ আপনার কৃত "শ্রাদ্ধ তত্ত্ব" "স্বপ্ন তত্ত্ব" "হরের্নামৈব কেবলম্" "ভক্তি ও ভক্ত" "অন্ধের যষ্টি" আদি পাঠ করিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারা যায় না। ভাই, তুমি কি কেবল কান্দাইতেই শিখিয়াছ? নিজের মন না কান্দিলে তো পরকে এমন করিয়া কান্দাইতে পারা যায় না। গৌর চন্দ্র এক জন কান্দাইবার শিরোমণি ছিলেন, তুমিও যেন একজন তাঁহারই চেলা হইয়াছ। আবার কাঁদিব কি, মন মলিন হইয়াছে, সকল বিষয়েই গোল বাধিয়াছে। যেমন পূর্ব্বে ভক্ত গণের বেশ দেখিলে সাধক গণের আপনার পন্থাব চিহ্ন দেখিলে ভক্তির উদয় হইত, এক্ষণে আর তাহা হয় না। ... কান্না তো অনেক প্রকার আছে। কেহ স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধুর বিয়োগে, কেহ অর্থ সম্পত্তির বিয়োগে, কেহ গোমেষ আদি পশু পক্ষীর বিয়োগে কাঁদে; স্ত্রীলোক প্রথমে মাতা পিতা ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গমন কালেও কাঁদে, কেহ বা হরি সংকীর্ত্তনে কাঁদে। ইহার মধ্যে সকলের কান্না দেখিয়া অন্য সকলের কান্না আসিতে পারে না। ইহার মধ্যে যেমন গোবিন্দ অধিকারীর গীতে "তারে যে ভাবে যে ভাবে, আছে ভাব পঞ্চ ভাবে" সেইরূপ যে যে ভাবে মজিয়াছে সে সেই ভাবেই কাঁদে

ভক্তির কথায় এখন কাজ নাই; প্রথমে বিশ্বাস আছে কি না, বিশ্বাস হয় কি না দেখিতে হইবে। জ্ঞান লাভ হইলে বিশ্বাস হইতে পারে, বিশ্বাস হইলে শ্রদ্ধা, পরে ভক্তি প্রেম হইয়া থাকে। জ্ঞান ও বিশ্বাস যুক্ত লোক বোধ হয় অতি বিরল। যে ব্যক্তি নিজ মৃত্যু নিশ্চয় বোধ করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে। আগামী কল্য যাহার ফাঁসি হইবে তাহারও স্পষ্ট মৃত্যুর জ্ঞান ও বিশ্বাস হয় না, এইটিই ভগবৎ মায়া—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দূরত্যয়া" ইত্যাদি কাহারও বা জ্ঞান বিশ্বাস বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় হইয়া থাকে। মৃত্যুকে যে নিশ্চয় জানিয়াছে সে কখন সংসারের বৃথা কার্য্যে লিপ্ত থাকতে পারেনা। আনন্দ রূপ হরিতে বিশ্বাস ও অনুরাগ জন্মিলে কি আর স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তিতে অনুরাগ হইতে পারে! অনেকের "রাণী টানে ঘর পানে, ব্রজ রাখাল টানে বন পানে"। তাহারা দুয়ের বাহির। আপনার কৃত "ভক্তি ও ভক্তের" শেষে কয়েকটি ভক্তের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিবার লোক কে? আপনার কথা আমি বলিতে পারি না, বোধ হয় অনেকের পক্ষে সেগুলি মিথ্যা গল্প, অনেকের পক্ষে সে যেমন মৃত্যু ও পরমেশ্বর স্বীকার করা মাত্র। ভক্ত মালার ভক্ত গণের মনের বিশ্বাসের নিবাস কোথায়, বোধ হয় কোটি ক্রোশ অন্তর। পাথরের গোপালই নন্দ দুলাল, কেন ক্ষীর খাইবেক না। এ বিশ্বাস তো আমাদের স্বপ্নের অগোচর। এ বিশ্বাস কি অভ্যাস সাধ্য! কত জন্ম সাধন করিলে, কি করিলে, এ বিশ্বাস হয়! এক সাজ সাজিলে হয়? এ বিষয়ে একটি রহস্য গল্প শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।

যেমন বঙ্গ দেশে ঢেঁকিতে চাউল ছাটে, ধানের তুষ নির্গত করে, সেইরূপ পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উখলি সামাটে তণ্ডুলাদি ছাটাই করে। কিন্তু গ্রামের সকলের গৃহে ঢেঁকি অথবা উখলি সামাট থাকে না, পাড়ার মধ্যে একজনের গৃহে থাকিলে অন্য পাঁচ জনে তাহাতেই ছাটিয়া লইয়া যায়। সেই রূপ কোন পল্লিতে কোন গৃহস্থের বাটীতে উখলি সামাট ছিল। তথায় পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকে চাউল ছাটিত। আর পাঁচ জনে একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার আর একটি হেতু আছে, অর্থাৎ কাজও হয় গল্পও চলে; ইহাতে পরিশ্রমের লাঘব হয় পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না। যাহা হউক ঐরূপ পাঁচ বাটির পাঁচটি স্ত্রীলোক একজনের বাটীতে একত্র হইয়াছে। যাহার বাটি ও যাহার উখলি সামাট সেই স্ত্রীলোক প্রথমে চাউল ছাটিতেছিল। দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহরের অধিক, সেই সময় গৃহস্বামী আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলেন কি অল্পনিদ্রিত ছিলেন; নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তিনি পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এক গেলাস জল দাও, আমি পান করিব। সাধ্বী স্ত্রী চাউল ছাটিতেছিল, অপরাপর স্ত্রী লোকের সহিত কথা বার্ত্তাও করিতেছিল, কিন্তু তাহার মন তাহার কর্ণ যেন আপন স্বামীর দিকেই নিযুক্ত। শব্দটি শুনিবার সময় তাহার হস্ত ও সামাট উখলি হইতে উর্দ্ধে ছিল। তখনই সামাটকে "থাক্" বলিয়া শূন্যে ত্যাগ করিয়া, "লইয়া যাইতেছি" এই উত্তর প্রদান করিলেন। তৎপরে জল লইয়া তিনি আপন স্বামীকে প্রদান করিতে গমন করিলেন। কিন্তু যখন চাউল ছাটাই ত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন তাহার হস্ত উখলি হইতে উর্দ্ধে ছিল। "থাক" এই কথা বলিয়া সামাট ত্যাগ করিয়া গমন করেন! কিন্তু পতিব্রতার সতীত্ব প্রভাবে সেই সামাট "থাক্" বলাতে, শূন্যেই থাকিল। উখলিতে কি এ দিকে ও দিকে হেলিয়া পড়িল না। ইহা দেখিয়া অন্যান্য স্ত্রী লোক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহার মধ্যে একটি প্রবীনা বৃদ্ধা স্ত্রী কহিলেন, ঐ স্ত্রীলোকটিকে তোমরা সামান্য স্ত্রী মনে করিও না। যথার্থ সতী পতিব্রতা; উহার ক্ষমতার কথা বলা যায় না। ইহা শুনিয়া তন্মধ্যে আর একটি দুষ্টা মুখরা স্ত্রী কহিল, যদি সতী হইলে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা জন্মে, তবে আমিও সতী হইব। কিরূপ কার্য্য করিলে সতী হয় তাহা আমাকে বলিয়া দাও। বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া কহিলেন স্বামী সুশ্রূষা, স্বামীর আজ্ঞা পালন, স্বামীই পূজা স্বামীই ধর্ম্ম স্বামীই ব্রত এই রূপে স্বামীগত প্রাণা হইলে সতী হয়। ইহা শুনিয়া উক্ত স্ত্রী বাটিতে গিয়া আপন স্বামীকে কহিল, তুমি প্রাতে উঠিয়া ঘর গোবর দেওয়া, গৃহ মার্জন করা, থালা বাসন ধৌতকরা, অন্নাদি পাক করা অর্থাৎ যে সকল কার্য্য তুমি করিতে, কাল হইতে আর কোন কার্য্য করিও না। আমি যেমন অলস ভাবে বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতাম, তোমার উপর

সকল কার্য্যের আদেশ দিতাম,সেইরূপ আমার উপর তুমি হুকুম করিবে, আমি তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করিব, আমি সতী হইব। ব্রাহ্মণ ভাবিল, একি ঝোঁক! যাহা হউক বা বলে তাই শুনিতে হইবে,নচেৎ বাটিতে তিষ্টিতে পারিব না, পাড়া গ্রামের লোক জ্বালাতন হইবে। ব্রাহ্মণ কহিল ,উত্তম, তোমার এমত সুমতি হওয়াতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। এইরূপ ১৫ দিন বা এক মাস আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করিয়া মুখরা নারী একদিন ভাবিল অনেক দিন হইল আমি স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতেছি, স্বামীর সেবা করিতেছি, স্বামীর সহিত আর বিবাদ করি না, কটু কথায়ও বলি না, এখন অন্য দিকে মন দিইনা, অন্য কথা শুনিনা, এই রূপে আমি স্বামীগত প্রাণা হইয়াছি, অতএব সতীর লক্ষণ সকলই আমাতে আসিয়াছে। এক্ষণে একদিন পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই বলিয়া সেদিন পাড়ার সকলকে চাউল ছাটিতে ডাকিয়া আনিল। ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে কহিয়া রাখিয়াছে যে তুমি আহারান্তে অল্পক্ষণ নিদ্রা বা আলস্যত্যাগ করিয়া ৩ কি ৪ টার সময় এক গেলাস জল দাও বলিয়া ডাকিবে, আমি জল আনিয়া দিব। ব্রাহ্মণ ভাবিল আজ আবার নূতন পালা আরম্ভ হইল দেখিতেছি, কাণ্ডটা কি! যাহা হউক দ্বিরুক্তি নাই, যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কহিলেন উত্তম, জল দাও বলিয়া ডাকিব। তৎপরে যখন চাউল ছাটিতেছে গল্পও হইতেছে, ঠিক সময় উপস্থিত; ব্রাহ্মণ "জল দাও" "জল দাও" করিয়া কয়েক বার চিৎকার করায় স্ত্রীর কর্ণ গোচর হইল। অমনি সামাটকে উর্দ্ধে উঠাইয়া "থাক" বলিয়া যেমন চলিয়া যাইবে লোহার গুল দেওয়া সামাট তাহার পায়ের উপর পড়িয়া রক্ত পাত হইল। জল দেওয়া কোথায় গেল, সাজা সতী অমনি আঘাতে অচেতন প্রায় হইল, সকলে বাতাস করিতে লাগিল, জল আনিয়া মুখেদিল। ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া [illegible]। তখন উক্ত চণ্ডী স্ত্রী পাড়ার সকল স্ত্রীগণকে সর্ব্বনাশী আঁট কুড়ীরা আমাকে কুপরামর্শ দিয়া আমার পাটি খোঁড়া করিল,বলিয়া সকলকে যথোচিত গালি দিতে আরম্ভ করিল। সতী হইলে সামাট নীচে পড়েনা সর্ব্বনাশীরা সকল সতী, এমন সতীর মাথায় ঝাঁটা মারি। এ দিকে পাড়ার অন্যান্য লোক শুনিয়া দৌড়িয়াআসিল, সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাসিতে লাগিল। উক্ত স্ত্রী লোক সকলকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। এ যে হনুমানের বস্ত্রহরণ অথবা শিশুপালের রুক্মিণী হরণ পালা হইল! লোকের হাসি থামেনা! স্ত্রীলোকের সোর গোল পড়িয়া গেল! যাহা হউক এই গল্পটি হিন্দুস্থানী কোন রামায়ণ বক্তা কথকের মুখে শুনিয়াছিলাম। অতএব "সাজে কাজ হয় না"।

শ্রীরাধা মাধব গঙ্গোপাধ্যায়। মজাফরপুর।

সমালোচনা।

বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়িসরস্বতী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার" বা 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' নামক মাসিক পত্র আমরা দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। সামাধ্যায়ী মহাশয় সুপণ্ডিত ও অত্যন্ত ধর্ম্মোৎসাহ যুক্ত। 'আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারও' তদনুরূপ সম্পাদিত হইতেছে। কলিকাতা মাণিক তলা ষ্ট্রীট ৮০নং ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপযুক্ত পাণের ও বিদায়ী পাঠাইলেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ও নীতি শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া যথেষ্ট সার কথা ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজী বিজ্ঞানাদির রসায়ন দেওয়া নাই, তত্তাবৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধি ঋষি দিগের তপোমার্জ্জিত জ্ঞানের উজ্জ্বল কিরণ ধারার প্রবাহ মাত্র। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আমরা শ্রদ্ধাকরি এবং আশাকরি হিন্দু মাত্রেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিজ নিজোচিত সম্মান করিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মর্য্যাদা রক্ষা হইলে "ধর্ম্ম প্রচারকের" আনন্দের সীমা থাকিবেনা।

ধর্ম্ম প্রচার।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার প্রকৃতি অতি সরল, চরিত্র সাধু এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বাচনিক উপদেশ অতীব সরস ও হৃদয়গ্রাহী। ইনি কলিকাতার কয়েকটি হরি সভার আচার্য্যের কার্য্যও করিয়া থাকেন। দেশ বিদেশীয় যে কোন সভায় তিনি গমন করিয়াছেন, সকল সভাই তাঁহার উপদেশ শুনিতে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সময়ে প্রচার ক্ষেত্রে আচার্য্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। আশাকরি দেশ বিদেশীয় ধর্ম্ম সভা, হরি সভা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা ও ব্রাহ্মণ্যাশ্রম প্রভৃতির সভ্যগণ এই সুযোগ্য আচার্য্যকে সময়ে ২ যথা যোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন। কলিকাতা সিমুলা ষ্ট্রীট ৩৯।১নং ভবনে ইনি অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

কিয়দ্দিন হইল বালুচর হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃষ্ণ নগর গোয়াড়ী হরি সভায় আসিয়া 'মনুষ্যত্ব,' 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য,' 'গোধন প্রতিপালন,' 'ভারতে মূর্ত্তি পূজা' ও 'সতীত্ব' এই কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উপদেশ গুলি অতীব সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

বিগত মাসে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব বৈষ্ণব সভার উৎসব কালে উপস্থিত থাকিয়া অনেক উপাদেয় উপদেশ ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার "আঁধারের মানিক" বক্তৃতাটি বড়ই ভাল হইয়াছিল।

২৬এ আষাঢ় কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন কলিকাতা এলবার্ট হলে আর্য্য ধর্ম্ম বিষয়িনী একটি বক্তৃতা করেন। স্থানাভাবে শত ২ শ্রোতাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কলিযুগে তীর্থসেবা ও ভগবানের নাম সাধনেই যে জীবের পরম কল্যাণের পথ বিশেষরূপ পরিস্কার করে; তাহাই বক্তৃতায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১২শ ভাগ — ৫ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১১ — ভাদ্র—মাস

ঔশনস সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈশ্যায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতো বৈদিহিকঃ স্মৃতঃ।

অজানাং পালনং কুর্য্যান্মহিষীণাং গবামপি॥

দধিক্ষীরাজ্যতক্রাণাং বিক্রয়াজ্জীবনং ভবেৎ॥

বৈশ্যার গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে বৈদেহিক জাতির [গড়াড়িয়া] উৎপত্তি। ছাগ, মেষ, গো, মহিষাদি প্রতি-পালন করা ইহাদের কার্য্য। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র আদি বিক্রয় দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

বৈদেহিকাত্তু বিপ্রায়াং জাতাশ্চর্ম্মোপজীবনঃ।

নৃপায়ামেব তস্যৈব সূচিকঃ পাচকঃ স্মৃতঃ॥

বৈদেহিকের ঔরসে ও ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে চর্ম্মো-পজীবীর জন্ম এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সূচিক (দরজী) বা পাচকের উৎপত্তি।

বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌর্য্যাজ্জাতশ্চক্রী চ উচ্যতে।

তৈলপিষ্টক জীবী তু লবণং ভাবনং পুনঃ॥

শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে চৌর্য্য সংস্রবে চক্রী [কলু] জাতির জন্ম। ইহারা তৈল, তৈলপিষ্টক ও লবণের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

বিধিনা ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য নৃপায়ান্তু সমন্ত্রকং।

জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্ত সানুলোম দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥

অথ বর্ণক্রিয়া কুর্ব্বন্নিত্য নৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং।

অশ্বং রথং হস্তিনঞ্চ বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া।

সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক অনুলোম বিবাহ করিলে, সেই ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে "সুবর্ণ দ্বিজ" কহে। ইনি দ্বিজাতির নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অধিকারী। রাজার আজ্ঞানুসারে ইনি অশ্ব, রথ বা হস্তীর পরিচালক হইবেন, অথবা সেনাপত্য বা ঔষধ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।

কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ।

ধ্বজিনো জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠা শস্ত্র জীবিনঃ

অভিষিক্ত নৃপস্যাজ্ঞাং পরিপালয়েত্তু বৈদ্যকং॥

আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥

জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ॥

ব্রাহ্মণ বৈশ্য কন্যাকে শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক অনুলোম বিবাহ করিলে তাহাতে যে পুত্রের উৎপত্তি হয়, তিনি অম্বষ্ঠ [বৈদ্য] নামে প্রসিদ্ধ। অম্বষ্ঠ কৃষি, ইন্ধন বা বরুদাদি বিক্রয় দ্বারা অথবা সেনা মধ্যে শস্ত্র ধারী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। রাজ আজ্ঞায় পদাভিষিক্ত বৈদ্য সাষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের

ব, গণিত বা কায়িক ব্যাধির চিকিৎসা নির্ব্বাহ করিবেন।

নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতিস্মৃতঃ।
নৃপায়াং নৃপসংসর্গাৎ প্রমাদাদ্গূঢ় জাতকঃ॥
সোঽপি ক্ষত্রিয় এব স্যাদভিষেকে চ বর্জ্জিতঃ।
অভিষেকং বিনা প্রাপ্য গোজ ইত্যভিধায়কঃ।
সর্ব্বস্তু রাজ বৃত্তস্য শস্যতে পদ বন্দনং॥

ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে পুত্রের জন্ম, তিনি নৃপ নামে খ্যাত। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও নৃপের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তিনি গূঢ়জাত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়; কিন্তু রাজাভিষেক বর্জ্জিত। অভিষেক বর্জ্জিত ক্ষত্রিয় গণ গোজ নাম ধারী হইয়া রাজ পদ বন্দন করিয়া রাজ বৃত্তি লাভ করিবেন।

ক্রমশঃ।

পাতাল।

পাতালের অর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গর্ত্তসমূহ। ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে পাতালকে ভূবিবর কহিয়াছেন, 'পাতালং ভুবিবরমিত্যর্থঃ' [বিঃ পুঃ টীঃ স্বামী ২।৫।] এই সকল গর্ত্তের সামান্য অথবা লাক্ষণিক তাৎপর্য্য স্থলবিশেষে গৃহীত হইয়া থাকে। 'পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধ্বা জ্বলনো মহান্। ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলং।' [বিঃ পুঃ ৬।৩।২৫] প্রলয়কালে সেই প্রচণ্ড সঙ্কর্ষণাগ্নি [অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রলয়াগ্নি] অগ্রে সমুদয় পাতাল দগ্ধপূর্ব্বক ভূতলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল দগ্ধ করে। এই কারণ বিশেষতঃ প্রলয়ধর্ম্মী তামসী ভোগপুরী বিধায় পাতালের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই অধ্যায়ে উপস্থিত করা যাইতেছে।

পাতালের সামান্য তাৎপর্য্য মৃত্তিকার নিম্নদেশের গর্ত্তসমূহ, যাহাতে সর্পাদি ক্রুর জন্তু সকল বাস করে। সেই সমস্ত গর্ত্ত যেন তাহাদের রম্য হর্ম্ম্যবিশেষ। তাহার স্থানে স্থানে যেন তাহাদের নগর, প্রাচীর, গোপুর, সভা, চৈত্য, চত্বর, প্রভৃতি আছে। সুতরাং পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন মানবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিম্নভাগে সেইরূপ ক্রুর ও খল জন্তুদিগের রাজ্য। মানবগণের ধাতু যেমন রজোগুণ ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং শুভসাধন-পর, ঐ সকল জন্তুগণের ধাতু তদ্বিপরীত তমোগুণে আচ্ছন্ন। তমোগুণে আচ্ছন্ন জন্তু সকল কিছুতেই প্রলয় হইতে উদ্ধার পায় না। কিন্তু উন্নত মানবকুল সত্ত্বগুণের সাধন দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় হইতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয় হইতে নিস্তার পাইতে পারেন।

পাতালের আর এক তাৎপর্য্য অতি-গভীর-ভুগর্ত্ত, যেখানে সঙ্কর্ষণ নামক প্রলয়াগ্নি স্থিতি করে। ভুগর্ত্ত মধ্যে নানাদিকে তাহার স্রোত প্রবাহিত আছে। তাহা কালানল, তমোগুণের অনন্ত ও শেষ মুর্ত্তি, যেন তমোগুণের উৎস স্বরূপ। অতএব এ ভাবেও পাতালপুরী প্রলয়ধর্ম্মী-তমোগুণের কেন্দ্র। ঐ তমোমূর্ত্তিটী প্রাগুক্ত বিবরবাসীগণের অধোভাগে বিরাজিত, সুতরাং তাহা যেন সকল তমোভোগির ভোগদ ঈশ্বর।

এক্ষণে পাতালের লাক্ষণিকার্থ নিরূপিত হইতেছে। পৃথিবীতে যেমন শুভাচারী, সাত্ত্বিক ও রাজসিক মনুষ্য আছে, সেইরূপ অশুভকারী, ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ, কামোপভোগবিলাসী, হিংসাদ্বেষক্রোধাদি রিপুপরবশ, তমোগুণবিশিষ্ট, অন্ধকারস্বভাব, অসুরভাবাপন্ন মনুষ্য সকলও আছে। তাহারা মনুর সন্তানের যোগ্য নহে—মানব নামের উপযুক্ত নহে বলিয়া পুরাণে তাহাদিগকে দনু ও দিতির সন্তান অর্থাৎ দৈত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা ভারতীয় আর্য্যদিগের যাগযজ্ঞতপস্যাপূত উন্নত সমাজের যোগ্য ছিল না। এই জন্য তাহারা প্রায়ই পার্ব্বতীয় উপত্যকা, গিরিগহ্বর, সমুদ্রমধ্যস্থ-দ্বীপ, ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন কানন, ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া থাকিত। লাক্ষণিক প্রয়োগ

দ্বারা শাস্ত্রে তাহারাই অজ্ঞান-অন্ধকার-ময় পুরীস্বরূপ পাতালবাসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পুরাণশাস্ত্রে পাতালের যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহা অলঙ্কারে পূর্ণ। তাহা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্ত-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী দৈত্য-দানবগণের এবং শেষ তিনটী নাগগণের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ঐ সপ্তশ্রেণী সপ্ত-স্তররূপে কথিত হয়। যথা 'শুক্লাকৃষ্ণারুণাপীতা শর্করা-শৈলকাঞ্চনা' [বিঃ পুঃ ২।৫।৩] ঐ সপ্তপাতালে যথাক্রমে শুক্লাভূমি, কৃষ্ণাভূমি অরুণাভূমি, পীতাভূমি, শর্করাভূমি, শৈলীভূমি, ও কাঞ্চনীভূমি এই সাত প্রকার মৃত্তিকা আছে।

উপরি উক্ত সপ্ত পাতালের মধ্যে যে প্রথম চারিটী দৈত্যগণের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর নিম্নভাগে থাকা অভিপ্রেত নহে। তাহা তমোগুণের স্থান, ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে তমঃ-স্বভাববিশিষ্ট চণ্ডাল [সাঁওতাল] আভীর, ভিল, কোল, আণ্ডামানী, কুকী, আবর, সিকমী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ও আরণ্য-জাতিসমূহ যেরূপ স্থানে ও যে প্রকার ব্যবহারে বাস করে, তাহাই ঐরূপ পাতালের প্রতিরূপ। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেক তমো-স্বভাব, কামলোলুপ, দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়ভোগ-বিলাসী মনুষ্য ছিল। তাহারা মহাসমৃদ্ধিশালী ও বহু-জনপদের অধিকারী ছিল। তাহারাও সকলে দৈত্য, দানব, রক্ষ, নিষাদ, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। তাহাদের তামসিক ভোগপরায়ণতা প্রতিপন্ন করার জন্য শাস্ত্রে আছে যে, তাহাদের পাতালপুরীসমূহ ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান, প্রভৃতিদ্বারা রম্য। কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সন্ততি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ।

উপরি উক্ত সপ্ত পাতালের যে শেষ তিনটী ভূ-বিবর, তাহাই নাগ প্রভৃতি জন্তুর পুরী। তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহাও বলা গিয়াছে যে, সর্ব্ব-নিম্নভাগে সঙ্কর্ষণাগ্নি আছে, তাহা তমোগুণের অনন্ত মূর্ত্তি। অতএব সেই প্রচণ্ডতমোমূর্ত্তিস্বরূপ সংকর্ষণাগ্নি, নির-বচ্ছিন্ন তমোধাতু-প্রতিপালিত সর্পাদি বিবরবাসী জন্তুগণ, এবং তমোধর্ম্মী দৈত্যগণ,—এ সমুদয়ের একত্রী-করণে যে একটি ভয়ানক অন্ধরাজ্যের ভাব পাওয়া যায়, শাস্ত্রে তাহাই সপ্ত পাতালরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অগ্নিস্বভাব ও দৈত্যস্বভাব উহার উপাদান। উহা সমস্তই তমোগুণের প্রভাব। ঐ গুণ এতই ভয়ানক যে, তাহার ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া কখন সঙ্কর্ষণাগ্নি, স্বয়ং বিষ্ণুর তামসী মূর্ত্তিরূপে অভিহিত হইয়াছেন, কখনও মনুষ্য, দৈত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, কখনও উভয়ই সর্পরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন।

ভাগবতে (৫।২৪) কথিত আছে "অতলনামক ভূবিবরে ময়দানবের পুত্র বলনামা অসুর বাস করে। ঐ বলাসুর হইতেই ছেয়ানব্বুই প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়, কোন কোন মায়াবী অদ্যাবধি সেই সকল মায়ার কতক কতক ধারণ করিতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৬।৯ ঋ) বৃত্রাসুর-বধ-বিবরণে এই বলনামক অসুরের উল্লেখ আছে। তাহাকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। উক্ত শাস্ত্রে অসুরদিগের মায়ার কথাও লিখিত আছে (৬৩৬ ঋ) এবং তাহাদের জনপদ ও পুরী সকল থাকা উক্ত হইয়াছে (৬৩৭ ও ৬৩৮)। পুরাণশাস্ত্রে নিন্দার্থ-বাদ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সমস্ত পুরীকে পাতালে স্থাপন করিয়াছেন। (বিঃ পুঃ ২।৫) পাতালবাসী দৈত্যগণ বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় সেবন করে। পাতালে রমণীয় বন, উপবন, নদী ও সরোবর আছে এবং তথায় দৈত্যগণ বীণা বেণু, মৃদঙ্গ, তূর্য্য প্রভৃতি বাজাইয়া সতত প্রমোদযুক্ত থাকে। পুরাণের এই সমস্ত গুণবাদ তমঃস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রমোদপ্রিয়তার পরিচায়ক-মাত্র। এখনও যদি কেহ বিন্ধ্যাচলের উপত্যকা ও গহ্বর-

বাসী অরণ্যজাতিদিগের সন্ধ্যাকালীন মধুপানোন্মত্ত গম্ভীর-ধ্বনি মর্দ্দল-নির্ঘোষিত প্রমোদ দর্শন করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত পাতালপুরীস্থ দৈত্যসমাজ-সম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ ভাব লাভ করিবেন। তথাকার মধুবন, পাতালস্থ ভোগবতী নিঃসৃত শীতলজল, ও আরণ্য-শোভা দর্শনে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবেন।

স্থূলকথা এই যে, পাতালবর্ণনের ব্যপদেশে প্রলয়-ধর্ম্মী তমোগুণের ও তত্রস্থিত সঙ্কর্ষণাগ্নির মূর্ত্তি চিত্র করাই পুরাণের উদ্দেশ্য। সমস্ত বর্ণনার মধ্য হইতে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ঐ তমোগুণটী এবং সঙ্কর্ষণানলকে অবগত হওয়া প্রলয়তত্ত্ববোধের উপকারী। পুরাণ-শাস্ত্রে দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় বিচার নাই। সুতরাং বিচার-রূপ অবয়বদ্বারা পৌরাণিক কোন তত্ত্বকে বুঝান কঠিন। তৎসম্বন্ধে যে কোন বিচার উপস্থিত করা যাইবে, তাহাই স্বকপোল-কল্পনা বা অনুমানোপন্যাস-মত্র হইয়া দাঁড়াইবে। বিচারপূর্ব্বক তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করা দর্শনের কার্য্য। অলঙ্কার, আখ্যায়িকা, দৃষ্টান্ত, রূপক প্রভৃতি দ্বারা বেদার্থ প্রতিপাদনপূর্ব্বক সর্ব্ব-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করা পুরাণের কার্য্য। পূর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণ পাঠ বা শ্রবণ মাত্রে তাহার গভীর তাৎপর্য্য অবধারণ ও তাহার মনোহারিতা গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতিকার হেতুবাদে বিমোহিত জনগণ তাহা বুঝিবার নিমিত্তে ইউরোপীয় যুক্তি চান

বেদ বিদ্যালয়।

সনাতন ধর্ম্মের বিপুল আন্দোলনে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে একটু অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু সমাজের অধঃপতনের নিন্দা করিয়া যিনি যতই কুৎসা কীর্ত্তন করুন না কেন, আমরা বলি হিন্দু-সমাজের পুনরভ্যুদয়ের পথ পরিস্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক বল নিতান্ত ক্ষুণ্ণ দেখিয়া হিন্দুসমাজকে পর পদাঘাত সহ্য করিতে দেখিয়া হিন্দুসমাজকে নিস্পন্দ নীরব দেখিয়া লোকে তাহাকে মৃত বলে বলুক, আমরা বলি হিন্দুসমাজের প্রাণ এখনও বহির্গত হয় নাই। হিন্দুসমাজ অগাধ ও অকূল কাল সাগরের বিবিধ বিপ্লব তরঙ্গে শতশত-বার উলটি পালটি খাইয়াও এখনও জীবিত আছে, অচেতন দেখিয়া কেহ মৃত মনে করিবেন না। হিন্দু প্রাণ ছাড়িতে পারে, কিন্তু প্রাণের প্রাণ ধর্ম্মকে কখন ছাড়িতে পারে না। হিন্দুসমাজ সুখে দুঃখে হাঁসিতে কাঁদিতে দিন কাটাইলেও সাধ্যানুসারে ধর্ম্মের সেবা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজের শত ত্রুটী, শত বিশৃঙ্খলা শত২ ছিদ্র থাকিলেও তাহার মনের গতি প্রাণের টান একটু ধর্ম্মের দিকে আছেই আছে। তাহা বুঝিয়াই আমরা গত মাঘ মাসের ধর্ম্ম প্রচারকে কাশীতে একটি বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং হিন্দুসাধারণ-সমাজকে, ধর্ম্ম সভা, হরি সভা, সুনীতি সভা ও বাল্যাশ্রম আদিকে এবিষয়ে একটু মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলাম, এবং দেখাইয়াছিলাম যে, বৈদিকী বিদ্যার অভ্যাস, উন্নতি ও পুনরভ্যুদয় ব্যতীত হিন্দুর জাতীয় গৌরব ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়ান্তর নাই। যাগযজ্ঞ, পূজা, শ্রাদ্ধ, আদি হিন্দুর যাহা কিছু, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সমস্তের মূলই বেদ ও সমস্তের মূলেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের আবশ্যক। পুরোহিত বল, গুরু বল, দান গ্রহণে বা ভোজনে ব্রাহ্মণ বল, বেদবেত্তা ভিন্ন কেহই প্রশস্ত অধিকারী নহেন। মহর্ষি মনু বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দানের নিষেধ করিয়াছেন,— বলিয়াছেন, যেমন তৃণাগ্নিতে হোম করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ভস্মে কেহ ঘৃতাহুতি দেয় না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন বিহীন ব্রাহ্মণও হব্য কব্য দানের অযোগ্য। যথা (মনু ৩য় অঃ)

"ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হূয়তে॥"

যেমন অবেদজ্ঞকে দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তেমনি বেদজ্ঞকেই দিবার বিধি করিয়াছেন;—বলিয়াছেন যে বেদবিদ্যা পারদর্শী ব্রাহ্মণকেই হব্য কব্যাদি দেব ও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। বেদবিহীন ব্রাহ্মণকে তাহা দান করিবেনা, কেন না রুধিরাক্ত হস্ত রক্তের দ্বারা ধুইলে পবিত্র হয় না। যথা—

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
নহি হস্তাবসৃগ্ দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুদ্ধ্যতঃ॥

অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া কত ধর্ম্মাত্মা কত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাবে যথোচিত ফল লাভে সমর্থ হয়েন না। বিশেষতঃ বেদ বিদ্যা অভ্যাসের অভাবে দ্বিজাতি বর্গের দ্বিজত্ব থাকাও কঠিন। আজ কাল বৈষয়িক বৃত্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনেক দ্বিজকুমারই অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। আমরা বিবিধ বিদ্যোপার্জ্জনের বাধক নহি, কিন্তু ইহাই বলি, যে অগ্রে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুকূল বেদ মন্ত্রাদি যথাযথ শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরম কল্যাণ হয়। কেন না মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজদিগের মধ্যে যিনি নিজোচিত বেদ বেদাঙ্গ পাঠ না করিয়া অন্য কার্য্যে পরিশ্রম করেন, তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

এই সকল শাস্ত্রীয় আদেশ, উপদেশাদির প্রতি প্রণিধান করিলে বেদ বিদ্যা শিক্ষা দ্বিজাতির পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুমারগণের আর্থিক অবস্থার নিতান্ত হীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদের অত্যন্ত ইচ্ছা থাকিলেও কাশী প্রভৃতিতে আসিয়া ও বৈদেশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বেদশিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। কত জমীদার কত ধনবান্ ও কত সাধারণ গৃহস্থ দৈব ও পিতৃ কার্য্যে কত ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলে মিলিয়া কিছু২ সাহায্য দিয়া ভিন্ন ২ জেলার কতক গুলি সুবোধ ও মেধাবী ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকুমারকে বেদ বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়। তাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়া স্ব স্ব দেশে গিয়া আবার অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। এই রূপে দেশময় বেদ শিক্ষার বিপুল বিস্তার হইবে। এই রূপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল যাজনা হইতে থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তাও শুভ ফল ভাগী হইবেন, তাঁহার শ্রম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থব্যয়ও সার্থক হইবে। সময় বহিয়া যায় বলিয়া হিন্দু সমাজকে আমরা এই জন্য বারবার উত্তেজনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

কুমার-পরিব্রাজিকা এই বেদবিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দেশে২ হিন্দু মাত্রেরই নিকট হইতে মুষ্টি ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা পত্রের প্রতিলিপি আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি হিন্দু মাত্রেই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ভিক্ষা লিপি।

বেদ বিদ্যা বিস্তারের সাহায্যার্থে, আপনার ও আপনার পরিচিত বর্গের রন্ধনশালায় বা ভাণ্ডার গৃহে একটি নূতন (হাঁড়ি) "মঙ্গল ঘট" রাখিয়া দিবেন। সেই ঘটের গাত্রে "অন্নপূর্ণা" চিহ্নিত ভিক্ষাপাত্র আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিবেন। প্রত্যহ সকলের অন্ন পাকের জন্য যখন চাউল লইবেন, সেই সময় সেই গৃহীত তণ্ডুলরাশি হইতে এক মুষ্টি ঐ "মঙ্গল ঘটে" ভিক্ষা স্বরূপ রাখিয়া দিবেন।

প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রত্যেকের বাটী হইতে সঞ্চিত তণ্ডুলরাশি একত্র করাইয়া বাজার দরে উহা কাহাকেও বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য—"কাশী—শ্রীশ্রী ভারতধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক" এই ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

গৃহস্থগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন, যে ৺কাশী ধামের বেদ বিদ্যালয়ের জন্য অন্নপূর্ণার নামে যিনি প্রত্যহ এক মুষ্টি বা দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভিক্ষা দিবেন, অন্নপূর্ণার কৃপায় তাঁহার রন্ধনশালায় কখনও অন্নের অভাব হইবে না। অন্নপূর্ণা বিমুখ হইলে দিবারাত্র [illegible] করিলেও মুষ্টি মেয় অন্ন পাওয়া যায় না। আশা করি, কোন গৃহস্থের দ্বারেই অন্নপূর্ণা বিমুখ হইবেন না।

"মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিলে রন্ধন কালে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যহ অন্নপূর্ণা দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ হইবে। গৃহস্থ কুশলে থাকিবেন। আধি ব্যাধি বিপদাদি কালে কল্যাণ কামনা করিয়া মঙ্গলময়ীর মঙ্গলঘটে অর্ঘাদি দিতে পারিবেন। অন্ন প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, মন্ত্রদীক্ষা উপলক্ষে, শ্রাদ্ধাদি পৈতৃ কার্য্য, যজ্ঞ ও পূজাদি দৈব কার্য্য কালে যেন "মঙ্গল ঘট" পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

মা অন্নপূর্ণা গৃহস্থের মঙ্গল করুন।

৺ কাশী ধাম
যোগাশ্রম
তাং—

অনুগত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন
(পারব্রাজক)

যে বিদেশীয় মহাত্মাগণকে ভিক্ষাদানাধ্যক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহাদিগকে যে প্রার্থনা পত্র খানি প্রেরিত হয়, তাহারও প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহাশয়!

যে গুরুতর ধর্ম্মার্থ কার্য্যের ভার আপনাকে লইতে অনুরোধ করিলাম, তাহা হয়তো আপনার অবকাশাভাব বশতঃ সমস্ত স্বয়ং করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই জন্য একটি প্রস্তাব করিতেছি, তদনুসারে ব্যবস্থা করিলে কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারিবে।

আমার প্রস্তাবিত বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ভিক্ষালিপির মর্ম্ম প্রতি হিন্দু গৃহস্থকে বুঝাইয়া প্রতি গৃহে "মঙ্গল ঘট" স্থাপনার্থ এক জন মিষ্টভাষী ধর্ম্মশীল সুচতুর পুরুষকে নিযুক্ত করুন। মাসান্তে সকলের গৃহ হইতে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তিনি একজন ভারবাহক সঙ্গে লইবেন। আপনার তত্ত্বাবধানে ও আদেশক্রমে সংগৃহীত অন্নরাশি বিক্রীত হইবে। মূল্য যাহা আদায় হইবে, তাহা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে ভারবাহক সহ সংগ্রহকারীকে পারিশ্রমিক (কমিশন) দিবেন। মঙ্গল ঘট স্থাপন যত বাড়িবে, ততই বেদ বিদ্যালয়ের মঙ্গল, গৃহস্থের মঙ্গল এবং সংগ্রহকারীরও মঙ্গল এবং ভারতভুমির পরম মঙ্গল।

মঙ্গল ঘটে লাগাইবার কাগজ (অন্নপূর্ণা চিহ্নিত) যখন যত প্রয়োজন হইবে, আমাকে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

যে যে গৃহস্থ "মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিবেন, সেই পুণ্যাত্মাদিগের নাম ও ঠিকানা আপনার নিকট একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ইতি

অনুগত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

মঙ্গল ঘটে লাগাইবার পত্রের প্রতিলিপি।

বেদ বিদ্যার বিস্তারার্থ

মা এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও।

"ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি।"

মুষ্টি ভিক্ষাদাতা ধর্ম্মাত্মাগণকে একটি কথা এই খানে বলিয়া রাখি। হিন্দুর প্রত্যেক গৃহেই প্রত্যহ কত বৈষ্ণব, সাধু ও দীন দুঃখীকে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহার উপর বেদবিদ্যালয়ের জন্য আর এক মুষ্টি বাড়িল। ভিক্ষা মুষ্টিমেয় বাড়িল বটে, কিন্তু ফল বাড়িল পর্ব্বত পরিমাণে। স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেই মনে রাখিবেন,—এই মুষ্টি অন্ন ভোগে লাগিবে বেদ বিদ্যার্থী দিগের এবং বেদ পারগ আচার্য্য দিগের, তাহাতে আবার কাশী ধামে। কাশীতে একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অন্যত্র লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইয়া থাকে। আশা করি ঘরে বসিয়া অনায়াসে এই মহাপুণ্যার্জ্জনে কোন হিন্দুই বিমুখ হইবেন না। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন যে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদিকে অথবা অনাচার কদাচারে দূষিত পতিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সামান্য দানের সমান ফল হয়, আর যে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মাইয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই অভিমান করে মাত্র, তাহাকে খাওয়াইলে দ্বিগুণ ফল হয়, যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাকে ভোজন

করাইলে দশ সহস্র গুণ এবং অধীতবিদ্য বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অনন্ত গুণ ফল হইয়া থাকে। যথা। (মনু ৭ম অঃ)

" সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণ ব্রুবে।
অধীতে দশ সাহস্রং অনন্তং বেদ-পারগে ॥ "

ধর্ম্মাত্মাগণ! আপনাদের পিতৃধন আপনারা রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর অধিক বলিব কেন! জাতীয় সম্পত্তি পিতৃ সম্পত্তি, দ্বিজাতির সর্ব্বস্ব ধন ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরই রক্ষণীয়। তবে এই মাত্র বলি,

" সেক্তব্যো যদি যারবগুরুরয়ং
পাথোল পাথোদ দৈ-
রব্যাজং কুরু সিঞ্চ কিং চিরয়সে
কালঃ পরিক্রামতি।
মূলে মুক্ত রসে দলে বিগলিতে
শুষ্কে তথা বল্কলে
নস্যাদস্য পরিস্থিতি প্রভুরহো
ধারাপি বারাং তব॥ "

মরুভূমিস্থ একটি তরু আকাশমার্গে এক খণ্ড মেঘকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাতর বাক্যে ডাকিয়া বলিল, হে জলদ! আমি তো আর বাঁচিনা, শীঘ্র জল সিঞ্চন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? উপযুক্ত কাল অতিবাহিত হইতেছে। এখন যদি জল না দাও, তবে যখন আমার মূল রসাকর্ষণে অপটু হইবে, পত্র গুলি ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে, বল্কল শুষ্ক হইবে, তখন তোমার প্রবল ধারায় ধরা ভাসাইয়া দিলেও আমি পুনর্জ্জীবিত হইব না।

মহাত্মাগণ! এখনও বেদাচার্য্য ২।৪ জন আছেন। ইঁহারা দেহত্যাগ করিলে বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয়ের জন্য শত চেষ্টা করিলেও এবং আপনাদিগের অজস্র ধন ব্যয়িত হইলেও কোন সুফল ফলিবে না। তাই বলি, শীঘ্র।

বুড়া বাবা।

কুমার-পরিব্রাজক মহাশয় যখন ঢাকা নগরীতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মধ্যে ২ স্থানীয় দেবালয় সমূহ দর্শনার্থ গমন করিতেন, ও আমারাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। একদিন তাঁহাকে "বুড়াশিব" দর্শনে লইয়া গেলাম। বুড়াশিব এক্ষণে নূতন সহরের বাহিরে পড়িয়াছেন। স্থানটি অতিশয় একান্ত ও বট বৃক্ষতলে একটি ভগ্ন কুটিরে বুড়া বাবা বিরাজমান। পরিব্রাজক মহাশয় দেবপূজা ও তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বলিলেন, যে এস্থানটি প্রভাব যুক্ত ও সিদ্ধ। কোন মহাত্মা বুড়া বাবার মন্দিরটি যদি ভাল করিয়া সংস্কার করিয়া দেন ও এই খানে সাধু দিগের একটি থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তবে বড়ই ভাল হয়। স্থানটি সিদ্ধ কিনা, তাহা আমরা তখন বুঝিলাম না, বুঝিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। সাধুবাক্য তখন মানিয়া লইলাম মাত্র। সাধু হৃদয়ের সাধু কামনা অপূর্ণ থাকিবে কেন? ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসের ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে এই মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে ও সাধুদিগের থাকিবার একটি স্থান নির্ম্মাণেরও চেষ্টা হইতেছে। স্থানটি যে সিদ্ধ তাহাও সে দিন প্রত্যক্ষ দেখিলাম। কয়েক দিন হইল, নবাবপুরের একদল যুবক রাত্রি ৮ টার সময় বুড়া বাবার মন্দিরে গমন করেন, তাঁহারা সেই খানে কিয়ৎ ক্ষণ গান বাদ্য করিয়া শেষে লুচি মণ্ডা মিটাই ভোজনের আয়োজন করেন। কিন্তু বাবার পূজার কোন ব্যবস্থা নাই দেখিয়া হরিদাস বাবু কিছু দুঃখ প্রকাশ করায় বাবুরা তাঁহার উপর কিছু রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়েন। শুদ্ধস্বভাব হরিদাস বাবু বেগতিক দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুবক গণ আহারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মানববুদ্ধির অগম্য দেব লীলার গুহ্য রহস্য কে বুঝিবে! অকস্মাৎ বটবৃক্ষের ভিতর হইতে মহাদেবের অঙ্গভূষণ এক মহাসর্প বাহির হইয়া তাঁহাদের মিষ্টান্ন আদি নষ্ট করিল ও ফণা উত্তোলন করিয়া রহিল, বোধ হইল যেন সে প্রভুর ভাগ প্রদান না করিলে কাহাকেও খাইতে দিবে না, এই কথা প্রতি নিঃশ্বাসে বলিতে লাগিল। বাবু গণ ভীত চকিত ও পলায়নপর; পরিশেষে দোকানে আসিয়া ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এখন বুঝিলাম সাধুবাক্য সত্য ও দেব লীলা চমৎকার।

শ্রীশশীমোহন বসাক।

কৃষ্ণ লীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। গুরুদেব! আমি এখন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিনা, কিন্তু ভগবান্ পূর্ণকাম অনাসক্ত হইয়াও সামান্য মানবের ন্যায় কি জন্য

গোপিকা রমণ করিলেন ইহাই আমার সন্দেহের বিষয়। ভগবৎ সঙ্গলাভে বাসুদেবে গোপী গণের প্রেম ভক্তি আশক্তি জন্মিয়াছিল ভালই। ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় অথবা দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় গোপীগণকে কৃতার্থ করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া, যিনি স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা, রক্ষয়িতা, ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যাঁহার অবতার, সেই ভগবান্ কেন বেদবিগর্হিত লোক লজ্জাকর পরদার গমন করিলেন ?

গুরু। মূর্খ! শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস নাহইলে এরূপ প্রশ্ন হয়না। তুমি আমি কোন্ ছার, ভগবান্ কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করেন, তাহার মর্ম্ম অনুভব করিতে ব্রহ্মাদি দেব গণও অসমর্থ। তুমি ভগবান্‌কে সামাজিক বুদ্ধিতে সামান্য মানবের ন্যায় জ্ঞান করিয়াই উক্তরূপ সন্দেহ করিতেছ। তুমি মনে করিয়াছ, কতক গুলি বিবাহিতা যুবতী স্ত্রীকে অন্যান্য লম্পট পুরুষে রমণ করিলে যেরূপ লজ্জা, নিন্দা, অধর্ম্মের বিষয় হয়, শ্রীকৃষ্ণের গোপিকা রমণও ঠিক্ সেই রূপ। যিনি বিশ্বরমণ, শ্রুতি যাহাকে আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভাগবৎ প্রণেতাও বলিয়াছেন "ররাম ভগবাং স্তাভিঃ আত্মারামোপি লীলয়া"। যিনি আত্মারাম, তিনি কেবল গোপিকা কেন, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ দৈত্য দানব মানব প্রভৃতি সকলের আত্মাতেই রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তুমি সেই আত্মারামের রমণ সামান্য লম্পটের রমণের ন্যায় [illegible] তেছ।

তিনি জগতের পতি, কেবল গো[illegible] কেন, জগতে যত স্ত্রী আছে তিনি সকলেরই প[illegible]। তুমি সেই জগৎপতির প্রেমকে উপপতির প্রেমের চক্ষে দেখিতেছ; তিনি সর্ব্বদর্শী। কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ কুবলয় ফলের ন্যায় অনবরত অবলোকন করিতেছেন। যিনি সমস্ত নর নারীর অন্তর বাহিরের সমস্ত স্থান দেখিতেছেন তুমি তাহার রহস্য দর্শনকে লজ্জাকর ব্যাপার মনে করিতেছ।

তিনি হৃষীকেশ। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও অধীশ্বর। তুমি সেই ইন্দ্রিয় রাজাধিরাজের প্রতি গোপিকার নয়ন মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমর্পণ করায় অপবিত্রতা মনে করিতেছ। তিনি পুরুষোত্তম। অর্থাৎ পরমাত্মা রূপে আত্মার সখা স্বরূপ একাধারে অবস্থান করিতেছেন। * তুমি সেই আত্ম সখাকে আত্ম সমর্পণ করায় বাহিরের প্রণয় পরতন্ত্রতা মনে করিতেছ।

তিনি সর্ব্বব্যাপী। তিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন †। যিনি সকলের অন্তরে, বাহিরে, মনে, প্রাণে, জীবনে, এমন্ কি প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গিত, যাহার আলিঙ্গন না থাকিলে এক মিনিটও দেহাদির অস্তিত্ব থাকেনা, তুমি সেই পরম পুরুষের আলিঙ্গনকে উপপতির আলিঙ্গনের ন্যায় বুঝিতেছ। সুধু গোপিকা কেন, তিনি কাহাকে আলিঙ্গন না করিয়াছেন। ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, রমণ, আলিঙ্গন সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে ব্যবস্থিত। তুমি স্থূল বুদ্ধি, তাই এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু সামান্য নায়ক নায়িকার ব্যাপার বিলক্ষণ বুঝিয়াছ, তাই শ্রুতি মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের গোপিকা রমণে মানবীয় দোষ উপলব্ধি করিতেছ।

এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব যদি বুঝিতে নাপার তবে, স্থূলভাবেই (সাকার ভাবে) একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তাহাতেও ভগবানের গোপিকা রমণ দোষের বিষয় হয়না। এক ঈশ্বর সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নানা রূপ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে রূপে উপাসনা করে, ভগবান তাহার নিকটে সেই রূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ভগবানের এই সকল

* দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

† শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচোহ বাচং স উপ্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

সেই আত্ম মায়া দ্বারা বিরচিত। আবার তিনি গীতায় বলিয়াছেন "সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া" অতএব যখন জগতের হিতার্থে রামাদি রূপে অবতীর্ণ হন, তখনও তিনি মায়া দেহ অবলম্বন করিয়া থাকেন। যখন সহস্র ২ গোপিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সহস্র ২ কৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন, তখনও তিনি মায়াময় দেহেই আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। এই সকল মায়াময় দেহের কার্য্য জীবের ভৌতিক দেহের কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মজনক হয় না। এবিষয় একটা বাহিরের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মনে কর এক ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এক জনের মুণ্ড ছেদন করিল, অপর একব্যক্তি সুধোই কেবল কৌতুকপ্রিয় দর্শক গণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে মানুষের মুণ্ড কাটিয়া দেখাইল। বাহিরের লোকে উভয়ের কার্য্য একরূপ দেখিলেও ফল তাহার একরূপ দাঁড়ায় না। অর্থাৎ স্বার্থাভিলাষী প্রথম ব্যক্তির যে রূপ নরহত্যা রূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, স্বার্থহীন মায়াবী দ্বিতীয় ব্যক্তির সেরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সেই রূপ স্বার্থহীন ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বাজিকরের ন্যায় মায়া দেহে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা স্বার্থপর মানবের ব্যভিচার ক্রিয়ার ন্যায় দোষের বিষয় হয়না। এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্ম ফলে স্পৃহা।" আমার কোন কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, সুতরাং সৃষ্টি বিনাশাদি যত কিছু কার্য্য করি, তাহার কিছুতেই আমাতে দোষ স্পর্শ করিতে পারেনা।

বাজিকর যে রূপ কাহাকে মারেও না, বাঁচায়ও না, বাজিকর এ সকল কার্য্যের অকর্ত্তা। অথচ তুমি আমি দেখি সে যেন একজনকে মারিল, আবার তাহাকে বাঁচাইল। যাহা দেখিলাম তাহা কেবলই তাহার মায়ার ভেলকী মাত্র! ঈশ্বরের কার্য্যও ঠিক সেই রূপ। এই জন্য ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন; "তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং"। আমি চারি বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। অতএব ভগবানের মায়াময় কার্য্যে মানবীয় দৃষ্টান্ত খাটেনা।

ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহাকে যে, যে ভাবে যে রূপে যে কামনা করিয়া ডাকে, তিনি তাহাকে সেই রূপে সেই ২ কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। *

"নন্দগোপ সুতং দেবি! পতিং মে কুরুতেনমঃ।" এই বলিয়া গোপীগণ প্রথমতঃ ভগবান্‌কে কাত্যায়নী রূপে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাই ভগবান্ সেই সকাম কর্ম্মের ফল গোপীগণকে উপভোগ করাইতে বাধ্য। যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া ভগবানের উপাসনা করিবে, ভগবৎ সঙ্গ লাভে তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিলেও সেই সকাম কর্ম্মের ফল, অবশ্যই উপভোগ করিতে হইবে। ধ্রুব বিমাতৃবাক্যে খিন্নহৃদয় হইয়া রাজ্য লাভার্থ ভগবানের উপাসনা করিলেন। তার পর ভগবৎ সন্দর্শনে যখন তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল, তখন রাজ্যৈশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হইলেও সেই কাম্য কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই ইহলোকে কাম্য কর্ম্মের ফল পরকালে মুক্তি দান করিয়া ভগবান্ গোপীগণকে কৃতার্থ করিলেন।

ক্রমশঃ

বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে মান্যবর শ্রীযুক্ত জয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুমার-পরিব্রাজককে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেবলীলা-রহস্যটি পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

" আপনি মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন। তিনি মুষ্টি ভিক্ষা দিতে সম্মত হইয়া 'মঙ্গল ঘট' স্থাপন করেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যের লোকে কয়েক দিবস চাউল রাখিয়া পশ্চাৎ স্মরণ না থাকায় চাউল রাখেন না। ভগবানের কি ইচ্ছা বলিতে পারি না, ক্রমে ২।৩ দিবস তাঁহাদের অন্ন কম হইয়া পড়ে, এমনকি

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

২।৩ বারে রন্ধন করার আবশ্যক হয়। এদিকে এক দিবস রাত্রে, তাঁহার কন্যা স্বপ্ন দেখিলেন ৺ অন্নপূর্ণা মাতা বলিতেছেন, যে আমার নামীয় মুষ্টি ভিক্ষা না রাখাতেই তোমাদের এরূপ অন্ন কামযা গিয়াছে। পর দিবস প্রাতে তিনি আমার নিকট আসিয়া ঐ প্রসঙ্গ বলিলেন এবং ধর্ম্মে তাঁহার একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা থাকায় এই শুভ উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয়, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।"

শ্রীজয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞানদেব চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁহারা প্রথমে নেবাসে নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। থাকিবার কোন স্থান না পাওয়াতে তাঁহারা মুসলমানদের একটী মশজিদে অবস্থিতি করিলেন। মশজিদের ফকীর স্থানান্তরে গিয়াছিল। সে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে কএক জন লোক বিনা অনুমতিতে মশজিদে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা দেখিয়া ফকীর রোষান্বিত হইল এবং জ্ঞানদেব প্রভৃতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। জ্ঞানদেব বলিলেন যে তাঁহারা পথিক, গ্রামে কোন স্থান না পাওয়াতে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই তাঁহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন। ফকীর কহিলেন যে তিনি তাঁহাদের এখানে থাকিতে দিবেন না। এ মশজিদ্ তাঁহার, অতএব তাঁহার অনুমতি ব্যতিত তাঁহারা কি কারণে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন? তখন জ্ঞানদেব ফকীরকে বলিলেন "ফকীর বাবা! "আমার" "আমার" বলিয়া কেন অহংকার করিতেছ, এ মশজিদ্ যে তোমার, তাহার কি কোন দলিল আছে?" ফকীর বলিল, পাটেলের স্বাক্ষরিত দলিল তাহার কাছে আছে। জ্ঞানদেব কহিলেন, সে দলিল জাল হইতে পারে। ফকীর কহিল—"ভাল আমার দলিল যেন জালই হইল, তুমি কি কোন দলিল দেখাইতে পার, যাহা সপ্রমাণ করিবে যে এ মশজিদ্ আমার নয়?" এই তর্ক বিতর্ক শুনিতে গ্রামস্থ লোক একত্রিত হইল। জ্ঞানদেব সকলের সমক্ষে মশজিদ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশজিদ্ সত্য বল তুমি হিন্দুর না মুসলমানের?" এই প্রশ্ন হইবা মাত্র মশজিদ হইতে বিদ্যুতাগ্নি দেখা দিল এবং তাহার মধ্য হইতে এই কথা গুলি বাহির হইল "আমি হিন্দুর, মুসলমানের নহি।" ইহারা সিদ্ধান্ত করিল, যে জ্ঞানদেব সিদ্ধ পুরুষ। ফকীরজি জ্ঞানদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তাঁহাকে মশজিদে থাকিতে অনুমতি দিল। জ্ঞানদেব প্রভৃতি রাত্রিতে মশজিদে থাকিতেন, দিবসে গ্রামস্থ লোক তাঁহাদিগকে গ্রামে লইয়া গিয়া ভোজন করাইতেন। এই সময়ে, গ্রামস্থ একটী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তাহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমনের জন্য প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণের আত্মীয়গণ শব লইয়া গমন করিল, রমণীটীও সঙ্গে ২ যাইতে লাগিল। রমণীটী বিবেচনা করিল যে পরলোক গমনের পূর্ব্বে, সাধু দর্শন প্রার্থনীয়। এই বিবেচনা করিয়া জ্ঞানদেবের কাছে গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। "পুত্রবতী হও" বলিয়া জ্ঞানদেব রমণীটীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা শুনিয়া রমণীটী রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বলিলেন যে, সম্প্রতি তাঁহার পতিবিয়োগ হইয়াছে এবং তিনি সহগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব শবের নিকটে গমন করিলেন এবং মৃত ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণটীর নাম সচ্চিদানন্দ, জ্ঞানদেব সকলের সমক্ষে বলিলেন যে যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে না। এই বলিয়া জ্ঞানদেব মৃতদেহে হাত বুলাইলেন এবং সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে সেই মৃতদেহ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক হইল। সচ্চিদানন্দ জ্ঞানদেবের শিষ্য হইলেন। এই গ্রামে অবস্থিতি কালে, জ্ঞানদেব শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন।

ইহা জ্ঞানেশ্বরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিছু দিন পরে, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি নেবাসে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ।

বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

মা অন্নপূর্ণা আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। বড় সাধের সামগ্রী-বেদবিদ্যালয় ৺ কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইল। মা অন্নপুর্ণার কৃপাই ইহার মূল, আর মায়ের শ্রদ্ধাবান সন্তানবর্গ—মুষ্টিভিক্ষাদাতাগণ এই মহৎ কার্য্যের প্রকাশ্য সহায়। আজ মায়ের নামে মায়ের ধামে বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইল দেখিয়া কোন্ ভারতহিতৈষীর মন উৎফুল্ল না হইবে, কোন্ আর্য্য ধর্ম্মীর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ না উঠিবে!

২৫এ শ্রাবণ, শুক্রবার ত্রয়োদশী মধ্যাহ্নের পর অভিজিত মুহুর্ত্তে "বেদবিদ্যালয়" সংস্থাপিত হইল। প্রথমে সংকল্প অর্থাৎ সাঙ্গ, সার্থ, স্বেতিকর্ত্তব্যতা বেদাধ্যয়নার্থ সংকল্প করিয়া গণপতি, সরস্বতী, নারায়ণ, লক্ষ্মী, বরুণ, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল, বাস্তু পুরুষ, বেদ পুরুষাদির বিধিপুর্ব্বক পূজন, তদনন্তর গণ পতি হবন, পুণ্যাহ বাচন হইলে চতুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ হইল। তাহার পর আচার্য্য গণকে যোগ্যাসনে উপবেশন করাইয়া মাল্য চন্দনাদি সহ বরণ করা হইলে আচার্য্য গণ সস্বর মধুর বেদোচ্চারণ করিয়া ঘনগম্ভীর নিনাদে স্থানকে পবিত্র করিলেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় মঙ্গল গাথা গায়কগণ সংস্কৃত পদাবলী ধ্রুপদী সুরে অনেক ক্ষণ গান করিয়া গম্ভীরে মধুরতা মাখাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩টা বাজিয়াগেল। ক্রমে ক্রমে আহূত ও রবাহুত পণ্ডিত ও ভদ্র মণ্ডলীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারি চারি জন পাঠক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে ক্রমান্বয়ে চতুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থানটিকে যেন পূর্ব্বতন পূজ্যতম মহর্ষি গণের পবিত্র আশ্রম করিয়া তুলিলেন। এক দিকে পূজা হোমের ধূম, অপরদিকে বেদ গানের ধুম, অন্যদিকে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া মনোপ্রাণ যে তখন কতই আনন্দ ভোগ করিল, তাহা বলিতে পারি না। তখন প্রত্যেক হিন্দুকে এই পবিত্র দৃশ্য দেখাইবার জন্য মনে ২ বড় বাসনা হইল।

পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কুমার-পরিব্রাজক এই বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা, ও কিরূপে ইহার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইবে ইত্যাদি অনেক কথা হিন্দীতে বুঝাইয়া দিলেন। পণ্ডিত গণ সহর্ষে বিদ্যালয়ের চিরজীবনের জন্য স্বস্ব উৎসাহ দেখাইয়া অনেক কথা বলিলেন। এবং ইহাই স্থিরীকৃত হইল, যে এ বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব কোন কালে থাকিবে না, ইহা আর্য্য দিগের নিজস্ব, আর্য্য ধর্ম্মী দিগের সাহায্যেই ইহা চলিবে। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজ কুমার গণ যথানিয়মে এই খানে বেদাধ্যয়ন করিবেন। এখানে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ যন্ত্র মন্ত্র সহিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণ গণ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন, ও যাহাতে বেদ বিহিত কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানের দ্বারা পুনর্ব্বার আর্য্য জাতি স্বধর্ম্ম পালনে কৃতার্থ হয়েন, তাহাই এই বিদ্যালয়ের বিশেষ লক্ষ্য রহিল।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মোহন বেদাচার্য্য মহাশয় সে দিন স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের সহিত মিলাইয়া যে কয়েকটি বেদ মন্ত্রের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে আমরা নিতান্তই বিমোহিত হইলাম; বলিতে কি ওরূপ ব্যখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই।

নিম্নলিখিত মহাপণ্ডিতগণ সভাস্থ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রী
" শীতল প্রসাদ শাস্ত্রী	" সুধাকর জ্যোতিষ সিদ্ধান্তী
" গরুড় ধ্বজ শাস্ত্রী	" বিত্তবরাম বেদান্তী
" শ্যামাচরণ জ্যোতিষী	" রাজারাম জ্যোতিষী
" রামেশ্বর দত্ত ঐ	" সিদ্ধেশ্বর ঐ
" সীতারাম শাস্ত্রী	" গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়
" দামোদর ঐ ভারদে	" তাঁতীয়া ঐ
" মণিরাম ঐ	" গৌরীনাথ ঐ
" বাপু শাস্ত্রী	" শোভারাম ঐ
" নিত্যানন্দ	" চেতরাম বেদান্তী
" হরনাম বৈয়াকরণী	" মনোহর ঝাঁ জীবন্মুক্ত
" জয়দেব মিশ্র	" বিজয়ানন্দ কবিরত্ন
" গণেশদত্ত কবি	" ভাগবতাচার্য্য
" তুলারামাচার্য্য	" কুবেরপতি ত্রিপাঠী
" রঘুনাথ বৈয়াকরণী	" ভবানী দীক্ষিত বৈয়াকরণী
" নিরঞ্জন	" বিন্দেশ্বরী প্রসাদ
" প্রয়াগ দত্ত	" ভীক্ষু পন্থ শেষ অগ্নিহোত্রী
" রঘুনাথ দীক্ষিত অগ্নিহোত্রী	" ব্রজমোহন পাঠক ঐ
" ভোলানাথ ঐ	" ভাগবত ঐ
" বালু দীক্ষিত ঐ	" আত্মারাম ঐ
" গণেশ ভট্ট ঐ	" মঙ্গলেশ্বর পাঠক
" যুগল কিশোর ব্যাস	" মনোজী সারস্বত
" বালমুকুন্দ মালবী	" গণেশরামজী
" গণেশরাম সামবেদী	" শুকদেব সামবেদী
" ত্রিবেণী দত্ত সামবেদী	" জয়দেব পচৌরী অথর্ব্ববেদী
" বৈজনাথ ভট্ট অথর্ব্ববেদী	" মহিমাদত্ত কর্ম্মকাণ্ডী
" কৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি	" কমলাকান্ত বাচস্পতি
" নবীন নারায়ণ তর্কভূষণ	" জয়নারায়ণ তর্করত্ন
" জয়রাম বিদ্যাসাগর	" বিজয় কৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন
" হরনাথ বিদ্যারত্ন	" গোরাচাঁদ বাচস্পতি
" যাদব চন্দ্র তর্কাচার্য্য	" ঈশান চন্দ্র তর্করত্ন
" শম্ভু চন্দ্র বিদ্যাসাগর	" কালীকুমার চূড়ামণি
" রত্নেশ্বর তর্কালঙ্কার	" মহেশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
" মহাদেব স্মৃতি তীর্থ	

সভা বিসর্জ্জন কালে পণ্ডিত মহাশয়গণকে মাল্য, তাম্বুল ও যথাযোগ্য দক্ষিণা দ্বারা সৎকার করা হইয়াছিল।

নিম্ন লিখিত মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের আচার্য্যপদ স্বীকার করিয়াছেন—

১। প্রধানাচার্য্য—শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মোহন বেদাচার্য্য
২। তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য—শ্রীযুক্তপণ্ডিত বামনাচার্য্য
৩। যজুর্ব্বেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগল কিশোর ব্যাস
৪। সামবেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রিবেণী দত্ত ত্রিপাঠী
ঐ সদাশিব বেদান্তবাগীশ
৫। বেদাঙ্গাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী
[illegible]

নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া "মন্ত্রণা মণ্ডল" গঠিত হইল। ইঁহারা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ব্রতী রহিলেন।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিষ্ণু মোহন বেদাচার্য্য (প্রধানাচার্য্য)
২। ঐ বামনাচার্য্য (তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য)
৩। ঐ রামমিশ্র শাস্ত্রী (বিবিধ বিষয়োপদেষ্টা)
৪। শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক। (ব্যবস্থাপক)
৫। শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী (কার্য্যাধ্যক্ষ)
(কাশীস্থ প্রধান ২ সত্রালয় সমূহের অধ্যক্ষ)
৬। শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (লেখাধ্যক্ষ)
(ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট)

বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে পত্রব্যবহার করিতে ও টাকা কড়ি পাঠাইতে হইলে লেখাধ্যক্ষের নামে 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বেদ বিদ্যালয়ের পোষণার্থ দেশদেশান্তর হইতে নিম্ন লিখিত সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত সোম নাথ ভাদুড়ী,	কাশী	৩৬৲
ঐ কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	ঐ	২৲
শ্রীমতী ব্রহ্ম ময়ী দেব্যা,	ঐ	১২৲
শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরনাথ দাস, গয়া		৫৲

মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহাধ্যক্ষ মহাশয় গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত

মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলচর	২৬৷৴৹
ঐ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র সেন ঐ	১০৲
ঐ নবীন চন্দ্র দে (উকিল) হবিগঞ্জ	১৬৴৹
ঐ প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত—শিলচর	৩০৲
ঐ প্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী ঐ	১৬৷৹
ঐ বিশ্বেশ্বর সেন (ডাক্তার) শ্রীহট্ট	৪৷৴৹
ঐ দীন বন্ধু পালিত, দাদপুর	৪৸৴৹
ঐ তারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈদাবাদ	৩৲
ঐ দীননাথ পাত্র রামপুর হাট	৬৲
ঐ কালীদাস চক্রবর্ত্তী, আমাদপুর	৬৷৴৹
ঐ রমণীমোহন বসু, দিনাজপুর	৪৸৹
ঐ জয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশাল	১৸৶
ঐ পাঁচ কড়ী রায়, রামরামপুর	৩৷৴৹
ঐ ঈশান চন্দ্র শর্ম্মা, হবিগঞ্জ	৩৲
ঐ দীনবন্ধু ধর পালিগ্রাম	১৸৶৹
ঐ ভুবন মোহন সেন, আমিনপুর	৬৶৹
ঐ কালী কুমার ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদ	৬৸৴৹
ঐ রাখাল চন্দ্র সেন, জামালপুর	১৷৷৴৹
ঐ চন্দ্র ভূষণ সেন, কলিকাতা	১২৲
শিব পুর আর্য্য ধ, প্র, সভা	[illegible]
[illegible] কাশী	[illegible]

ধর্ম্মোৎসব।

১। শান্তিপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহ পূর্ব্বক হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনগোপালগোস্বামী ও বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়াছিলেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় প্রথম দিনে "ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ্য হয় না, বরং যায়" এবং দ্বিতীয় দিনে "ধর্ম্মের পরস্পর সংঘর্ষ বা বিরোধ, তাহার মীমাংসা" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার উৎসব আনন্দ সহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। ২৩এ শ্রাবণ অপরাহ্নে কাশীধামে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক মান্য গণ্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাম মিশ্র শাস্ত্রী পরে কুমার-পরিব্রাজক বেদ শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে; আমাদের ধর্ম্মার্থ ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বেদমূলক; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বৈদিক নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে; বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রমেই ভ্রষ্ট ও নষ্ট হইয়া যাইবে। বেদবিদ্যার অভাবে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যতেজ বিদূরিত হইতেছে; ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেই সনাতন ধর্ম্মের অধঃপতন নিশ্চিত। তাঁহারা স্বধর্ম্মারূঢ় থাকিলে এ ধর্ম্মের একটি কেশ পর্য্যন্ত খসিবেনা। পুরাণ বলুন, স্মৃতি বলুন, সকল শাস্ত্রেরই মূলাধার বেদ; এই বেদবিদ্যা পুণ্য ভূমি ভারত হইতে লোপ হইতে বসিয়াছে, ইহা হইতে আর আমাদের জাতীয় অধঃপতন কি হইবে! বঙ্গ দেশে তো বেদের চর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, অন্যান্য স্থানেও বেদ বিদ্যার ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইতেছে; অর্থ সহিত বেদপাঠ আজ কাল অল্প লোকেই করিয়া থাকে। সংস্কৃত চর্চ্চা সত্ত্বেও বেদের প্রতি হিন্দু সমাজের বিশেষ অযত্ন দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যে বেদ ব্রাহ্মণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিবেন ও একদিন করিয়াছিলেন, আজ তাহার এইশোচনীয় দশা! হিন্দু ধর্ম্মের—হিন্দু সমাজের অধঃপতনের বাঁকি কি! বেদের অর্থ বুঝিবার জন্য কি ম্লেচ্ছ ম্যাকসমূলারের পদতলে বসিতে হইবে? না, প্রকৃত বেদ বিদ্যা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে?—যাহাতে বৈদিক অনুষ্ঠানে ভারত ভূমি পবিত্র হয়, তাহা করিতে হইবে? বক্তৃদ্বয়ের সারগর্ভ উত্তেজনাপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী সকল শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। চারিদিক হইতে "চেষ্টা হউক" "চেষ্টা হউক" শব্দে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

৩। উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত বান্দা জেলার অধীন ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্যাণ্ড রেলওয়ের অন্তর্ভূক্ত বাহাওয়ালপুর ষ্টেশন অতীব প্রাচীন স্থান। ইহা সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকূট তীর্থ হইতে অতি অল্প দূরে অবস্থিত। সম্প্রতি এখানকার হিন্দুধর্ম্মালোচনা সভার তৃতীয় অধিবেশনোপলক্ষে সবিশেষ সমারোহ হইয়া গিয়াছে। হিন্দী, উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা এই ত্রিবিধ ভাষায় বক্তৃতা এবং নারায়ণ পূজা ও ব্রাহ্মণসেবা—এ সকলের কিছুই অভাব হয় নাই। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধটী তিন দিন ধরিয়া উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বারাণসী ধামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ স্বামী, জব্বলপুরের আত্মানন্দ যশী, স্থানীয় পণ্ডিত গোপালচাঁদ ত্রিবেদী, বাবু উমেশচন্দ্র ভাদুড়ী প্রভৃতি মহাশয়গণ অতীব সুললিত ভাষায় সুন্দর যুক্তি সহিত কয়েক দিন ব্যাপিয়া বক্তৃতা করেন। এত দূরে থাকিয়াও আমরা অধম বাঙ্গালী হিন্দু, আমাদের স্বধর্ম্ম ভুলি নাই, এই ভাবিয়া নিতান্তই প্রীতিলাভ করিতেছি। সকলই শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছা।

শ্রী মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের "ধর্ম্ম প্রচারক" একত্রে প্রকাশিত হইবে।

ধঃ প্রঃ সং।

সমালোচনা।

১। ভীষ্মচরিত (প্রথম ভাগ)—কান্দীনিবাসী শ্রীযুক্ত হরি নারায়ণ মিশ্র প্রণীত। মূল্য এক টাকা। দেবব্রত উর্দ্ধরেতা মহাত্মা ভীষ্মদেবের জীবনী কাহার না পড়িতে ইচ্ছা হয়? মহাভাগের জীবনচরিতে শৌর্য্য, বীর্য্য, মান, মর্য্যাদা, জ্ঞান, ভক্তি আদির পাবকোজ্জ্বল সুচারু চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এ পুস্তক খানি সাহিত্য সংসারে আদর পাইবার যোগ্য।

২। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী লীলার সংক্ষিপ্ত সার প্রদর্শিত হইয়াছে। রচয়িতার সাধু চেষ্টা ধন্যবাদার্হ ভগবানের লীলা যত অমৃতময়ী, পুস্তকের ভাষায় লেখক যেন তাহা দেখাইবার জন্য শতবার চেষ্টা করিয়াও, কি জানি কেন, আমাদের ভাগ্যদোষে, তাহা ভাল করিয়া ফুটাইয়া দেখাইতে পারেন নাই। অভক্তের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে পবিত্র দেখান বড় কঠিন। তিনি বলিয়াছেন যে ভগবান্ বৃন্দাবনে ব্রহ্ম সনাতন, দ্বারাবতীতে হিরণ্যগর্ভ, ও মথুরায় বিরাট্ ভাবে লীলা করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে পূর্ণতম, দ্বারাবতীতে পূর্ণতর ও মথুরায় পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। পুস্তক খানি হিন্দুর আদরের সামগ্রী।

৩। আত্মরক্ষার মূল মন্ত্র। মূল্য—যিনি যাহা দেন। পুস্তকখানি পল্লীগ্রাম বাসী দিগের বড় উপকারী হইয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষার অনেক সার কথা ইহাতে আছে।

৪। সবিতা—এখানি মাসিক পত্র, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও উত্তরপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত কালী দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা পাঠে মন্দ বোধ হইল না। সবিতার দীর্ঘ জীবন ও চিরকল্যাণ হউক।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় !

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

১২শ ভাগ | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১১
৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা | শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥" | আশ্বিন ও কার্ত্তিক—মাস

ঔশনস সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে।
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালেথবাপনং।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।

চৌর্য্যোপায়ে বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে কুম্ভকারের জন্ম। মৃৎপাত্রাদি ব্যবসা দ্বারা ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। নাপিতেরও উৎপত্তি কুম্ভকার জাতির ন্যায়। ইহারা অশৌচান্তে, মরণান্তে ও দীক্ষা-কালে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া থাকে। নাভি দেশের উর্দ্ধাঙ্গে ক্ষৌরকার্য্য করে বলিয়া ইহারা নাপিতাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কায়স্থগণেরও উৎপত্তি পূর্ব্ববৎ। ইঁহারা জীবিকার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন।

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতঃ পারশবো মতঃ।
ভদ্রকাদ্রীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূতকাঃ স্মৃতাঃ।
শিবাদ্যাগমবিদ্যাদ্যৈস্তথা মণ্ডলবৃত্তিভিঃ।
তস্যাং বৈ চৌরতো বৃত্তো নিষাদোজাত উচ্যতে।
বনে দুষ্ট মৃগান্ হত্বা জীবনং মাংসবিক্রয়ৈঃ।

বিধি পূর্ব্বক বিবাহ দ্বারা শূদ্রার গর্ভে ও বিপ্রের ঔরসে পারশব জাতির জন্ম। ইহারা অরণ্যে বা পর্ব্বতে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করত পূতক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। শিবাদি আগম বিদ্যা বা মণ্ডল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগেরই কুলে নিষাদজাতির উৎপত্তি। ইহারা মৃগাদিবধ ও মাংস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নৃপাজ্জাতোথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতু জীবেত সত্ত্র ধর্ম্মং নচাচরেৎ।

বিহিত বিবাহ পূর্ব্বক বৈশ্যার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সুতজাতির জন্ম। ইহারা ক্ষাত্র ধর্ম্মাবলম্বী না হইয়া বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

তস্যাং তস্যৈব চৌর্য্যেণ মণিকারঃ প্রজায়তে।
মণীনাং রাজতাং কুর্য্যাৎ মুক্তানাং বেধনক্রিয়াং।
প্রবালানাঞ্চ সূত্রিত্বং শঙ্খানাং বলয়াক্রিয়াং।

চৌর্য্যোপায়ে বৈশ্যার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে মণিকারের জন্ম। মণি সকলের রং দেওয়া ও মতির মালা গাঁথিবার জন্য ছিদ্র করা ইহাদের কার্য্য। ইহারা প্রবালের মালা ও বলয়ও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

শূদ্রস্য বিপ্রসংসর্গাৎ জাত উগ্র ইতি স্মৃতঃ।
নৃপস্য দণ্ডধারঃ স্যাৎ দণ্ডং দণ্ড্যেষু সঙ্করেৎ।

শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্র জাতির জন্ম। ইহারা রাজানুচর দণ্ডধর—রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণের দণ্ডদাতা।

তস্যৈব চাবসংবৃত্ত্যা জাতঃ শুণ্ডিক উচ্যতে।

জাত দুষ্টান্ সমারোপ্য শুণ্ডকর্ম্মাণি যোজয়েৎ।

চৌর্য্যোপায়ে দণ্ডধর কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে শুণ্ডিকের জন্ম। জন্মতঃ দুরাত্মাগণকে শূলে দিবার জন্য ইহারা নিযুক্ত হয়।

শূদ্রায়াং বৈশ্য সংসর্গাৎ বিধিনা সূচকঃ স্মৃতঃ।

সূচকাদ্ বিপ্রকন্যায়াং জাতস্তক্ষক উচ্যতে।

শিল্পকর্ম্মাণি চান্যানি প্রাসাদলক্ষণং তথা।

বিহিত বিবাহ ক্রমে শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে সূচকের জন্ম। এবং সূচকের ঔরসে ও বিপ্রকন্যার গর্ভে তক্ষক জাতির (ছুতর) উৎপত্তি। ইহারা শিল্প কার্য্য বা গৃহলক্ষণ পরিদর্শন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যো মৎস্য বন্ধকঃ।

শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কণ্টকার ইতি স্মৃতঃ।

সূচকের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মৎস্য জীবী ধীবরের জন্ম। চৌর্য্যোপায়ে শূদ্রার গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে কণ্টকারের জন্ম।

বশিষ্টশাপাত্ত্রেতায়াং কেচিৎ পারশবাস্তথা।

বৈখানসেন কেচিত্তু কেচিদ্ ভাগবতেন চ।

বেদ শাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।

কণ্টকারাস্তত: পশ্চাৎ নারায়ণ গণাঃ স্মৃতাঃ।

শাখা বৈখানসেনোক্তা তন্ত্রমার্গ বিধি ক্রিয়াঃ।

নিষেকাদ্যা: শ্মশানান্তাঃ ক্রিয়াঃ পূজাঙ্গ সূচিতাঃ।

পঞ্চরাত্রেণ বা প্রাপ্তং প্রোক্তং ধর্ম্মং সমাচরেৎ।

ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে অনেক পারশব হইয়াছে। অনেক বৈখানস অর্থাৎ হরিচরিত্র বা ভাগবত দ্বারা বেদশাস্ত্রের বলবেত্তা. কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উহারা নারায়ণ গণ বলিয়া পরিচিত হইবে। বৈখানস তন্ত্রমার্গাচারীদের শাখা বলিয়া পরিগণিত হয়। নিষেক হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত ইহাদের ষোড়শ সংস্কার আছে। অতএব সূচিকগণ পূজ্য। ইহারা নারদ পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

শূদ্রাদেবতু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।

দ্বিজ শুশ্রূষণ পরঃ পাকযজ্ঞ পরান্বিতঃ।

সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রং ততোন্যথা।

চৌর্য্যাৎ কাকবচো জ্ঞেয়শ্চাশ্বানাং তৃণ বাহকঃ।

শূদ্রার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে শূদ্রেরই জন্ম হয়। দ্বিজসেবা এবং পাক যজ্ঞাদি সিদ্ধতা ইহার কার্য্য। এই নিয়মে থাকিলে সচ্ছূদ্র বলিয়া কথিত এবং অন্যথা করিলে অসচ্ছূদ্র বলিয়া নিন্দিত হয়। চৌর্য্যোপায়ে শূদ্রার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে কাকবচের "ঘেসিয়ারার" উৎপত্তি। ইহারা অশ্বের তৃণ আহরণ করিয়া থাকে।

এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং জাতি বৃত্তি বিভাগশঃ।

জাত্যন্তরাণি দৃশ্যন্তে সংকল্পাদিত এবতু।

সংক্ষেপতঃ জাতি বিভাগ ও তত্তাবতের বৃত্তি বর্ণিত হইল। মানসিক সংকল্প দ্বারা অনেক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

ইত্যৌশনসং ধর্ম্ম শাস্ত্রং সমাপ্তং।

বিদ্যা ও বিদ্যাবান্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রকৃতি কি?

প্রকৃতির অবাধিত ও বাধিতাবস্থাই যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি কি? প্রকৃতি কিং স্বরূপ, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ইহার বাধিত ও অবাধিত অবস্থারও যথাযথ উপলব্ধি হইতে পারে না এবং প্রকৃতির বাধিতাবস্থা দুঃখ এবং ইহার অবাধিতাবস্থা সুখ, সুখ দুঃখের এ লক্ষণও যথেষ্ট স্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া মনে হইবে না। অতএব দেখা যাউক শাস্ত্র "প্রকৃতি কি, প্রকৃতি কিং স্বরূপ?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছেন।

প্রশ্নটির সমাধানের জন্য অন্যান্য শাস্ত্রকার দিগকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, অনাদি কাল প্রবাহিত স্বয়ম্ভু মুখ নিঃসৃত, নিখিল জ্ঞান ভাণ্ড বেদের প্রধানাঙ্গ ব্যাকরণ শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ইহার কিরূপ উত্তর পাই। প্রকৃতি শব্দটি যৌগিক শব্দ। যৌগিক শব্দ যাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে, বুঝিবার সুবিধার জন্য আর কতক গুলি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। বুঝিতে হইবে শব্দ কি ? শব্দ কত প্রকার, বুঝিতে হইবে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কি রূপ, এবং শব্দের বৃত্তি কত প্রকার ? বুঝিতে হইবে, শব্দ শক্তি কাহাকে বলে, শব্দ শক্তির কত প্রকার ভেদ আছে।

শব্দ কি ?

পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের ঘাত প্রতিঘাত ক্রিয়া জন্য অবকাশ দেশোৎপন্ন কর্ণপটহস্পর্শী তরঙ্গ বিশেষের নাম শব্দ। বীচি তরঙ্গ ন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নদীর তরঙ্গ যেরূপ ভাবে তটে আঘাত করে, জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেরূপ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া কূলে গিয়া সংলগ্ন হয়, শব্দও ঠিক সেই রূপ ভাবে কর্ণপটহ স্পর্শ করে। কোন দ্রব্যে আঘাত করিলে, সেই আঘাত প্রাপ্ত দ্রব্যের পরমাণু সকলের মধ্যে এক প্রকার কম্পন—বেগ বিশেষ উৎপন্ন হয়, সর্ব্বস্থান ব্যাপী, স্থিতি স্থাপক ধর্ম্ম বিশিষ্ট বায়ুতে সেই বেগ সংক্রামিত হইয়া তরঙ্গ, উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ কর্ণ পটহে আঘাত করিলে আমাদের শব্দ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রথম তরঙ্গ দ্বিতীয় তরঙ্গের কারণ এবং দ্বিতীয় তরঙ্গই তৃতীয় তরঙ্গের জনক এই রূপ উৎপত্তি ক্রমকে বীচি তরঙ্গ-ন্যায়, কহে। " বীচি তরঙ্গ ন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা " ভাষা পরিচ্ছেদ। " আদ্য শব্দস্য বহির্দ্দিশাদিগবচ্ছিন্নো জন্য শব্দ স্তেনৈব শব্দেন জন্যতে। তেন চাপর স্তদ্ব্যাপকঃ। এবং ক্রমেন শ্রোত্রোৎপন্নো গৃহ্যত ইতি " সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। Sound is a peculiar sensation excited in the organ of hearing by the vibratory motion of bodies, when this motion is transmitted to the ear through an elastic medium. Air is the ordinary medium through which sound is transmitted. As air is very mobile compressible, and elastic, its molecules, being in contact with different points of the sounding body, acquire movements which are similar to those of these points; they go and come with these points so that each molecule of air in contact with the body is pushed forward by it in the direction of the sound, and returns, having communicated its motion to the next molecule; this then acts in the same manner on the next molecule, and so on to the molecules in contact with the tympanum or drum.

'Natural philosophy Ganot's.

অবুদ্ধি হেতু ও বুদ্ধি হেতু ভেদে শব্দ দুই প্রকার। যে শব্দ কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইলে, এক রূপ শব্দ হইতেছে, ইহা ছাড়া আর কোন রূপ অর্থের উপলব্ধি হয় না, তাহাকে অবুদ্ধি হেতু শব্দ কহে। মেঘাদির শব্দ অবুদ্ধি হেতু শব্দের দৃষ্টান্ত। আর যে শব্দ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইলে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, যে শব্দ কোনরূপ অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, যে শব্দ দ্বারা মনোভাব অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে বুদ্ধি হেতু শব্দ বলা যায়। বুদ্ধি হেতু শব্দও আবার স্বাভাবিক ও কাল্পনিক ভেদে দুই প্রকারের। বর্ণ বিশেষের অনভিব্যঞ্জক হসিত রুদিতাদি রূপ, প্রাণি মাত্রের সাধারণ শব্দকে স্বাভাবিক বুদ্ধি হেতু শব্দ এবং মৃদঙ্গাদিবাদ্যধ্বনি, মাধবাদি রাগাভিব্যঞ্জক ষড়্জ মধ্যমাদি স্বর ময় গীতধ্বনি, ও কণ্ঠ তাল্বাদি অভিঘাত জন্য বর্ণাত্মক শব্দ, কাল্পনিক বুদ্ধি হেতু শব্দ বিভাগান্তর্ভূত। যে সকল শব্দের অনুশাসন শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ব্বাচন করাতে

ব্যাকরণ শাস্ত্রের "শব্দানুশাসন" এই নামান্তর হইয়াছে, তাহা এই বুদ্ধি হেতু কাল্পনিক, গীত ও বর্ণাত্মক শব্দ। ব্যাকরণে যে স্বর প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে, তদ্দ্বারাই ষড়্জ মধ্যমাদি স্বরময় গীতিরূপ, বুদ্ধি হেতু, কাল্পনিক শব্দের অনুশাসন করা হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে স্বর ত্রিবিধ। তন্মধ্যে উদাত্তে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্তে ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিতে ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ। উদাত্তে নিষাদ গান্ধারৌ অনুদাত্ত ঋষভ ধৈবতৌ, স্বরিত প্রভবা হ্যেতে ষড়্জ মধ্যম পঞ্চমাঃ পাণিনীয় শিক্ষা। "গো" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাস্নালাঙ্গুলাদি যুক্ত জীব বিশেষের ছবি মনে পড়ে। অতএব গো শব্দটি বুদ্ধি হেতু বর্ণাত্মক শব্দ। গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ। যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুল ককুদখুর বিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ॥ মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্য।

শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কিরূপ।

শাস্ত্রকারেরা বলেন বুদ্ধি হেতু শব্দের সহিত অর্থের অভেদ সম্বন্ধ। শব্দ ও অর্থ একই জিনিস, বাচ্যের সহিত বাচকের কোন ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন পদার্থ। "স্থিতোঽস্য বাচকস্য বাচ্যেন সহাভেদ সম্বন্ধঃ" যোগ সূত্র ভাষ্য। যোয়ং শব্দঃ সোঽর্থঃ, যোয়মর্থঃ স শব্দ ইতি মঞ্জুষাকারঃ। কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসও স্বপ্রণীত রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥

শব্দের বৃত্তি কত প্রকার ও শব্দশক্তি কাহাকে বলে।

বৃৎ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া বৃত্তি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বৃৎ ধাতুর অর্থ বর্ত্তন অবস্থান। অতএব বর্ত্তনের ভাব-অবস্থিতির ভাব-যে ভাবে যাহা অবস্থিতি করে, সেই ভাবের নাম বৃত্তি। শব্দ যে ভাবে থাকে, তাহাই শব্দের শব্দত্ব বা শব্দের বৃত্তি। শব্দ উচ্চারিত হইলে, অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়। সুতরাং স্ফুট শব্দের বা বুদ্ধি হেতু শব্দের এই অর্থ বোধিকা শক্তিই ধর্ম্ম বা বৃত্তি। শব্দ যত প্রকারে অর্থের বোধক হইয়া থাকে তত প্রকারই শব্দের ধর্ম্ম বা বৃত্তি। শাস্ত্রকারেরা শক্তি ও লক্ষণা ভেদে শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রে ব্যঞ্জনা নামে অতিরিক্ত শব্দবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, এই অর্থ বুঝিতে হইবে, এই শব্দ অমুক অর্থের বোধক হউক এবম্প্রকার ঈশ্বরেচ্ছা সঙ্কেত রূপা যে বৃত্তি শাব্দ বোধ ধর্ম্ম তাহাকে শব্দ শক্তি বলে। যেমন "গো" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে সাস্নালাঙ্গুল ককুদাদি যুক্ত জন্তু বিশেষকে বুঝিতে হইবে। অনাদি কাল প্রচলিত এই ঐশী সঙ্কেত মতে লোকে "গো" বলিলে গরুকে বুঝিয়া থাকে। "ইদং পদমমুমর্থং বোধয়তু অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি চেচ্ছা সঙ্কেত রূপা বৃত্তিঃ। ঈশ্বর সংকেতঃ শক্তিঃ" শক্তি-বাদ। বৃত্তিশ্চ শক্তি লক্ষণা ভেদাদ্দ্বিবিধা, তত্রার্থ পদসংকেত শক্তিঃ। সচেদং পদমিমমর্থং বোধয়তু ইতি পদবিশেষ্য-কেচ্ছাত্মকঃ অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোধ্য ইত্যাকার পদার্থ বিশেষ্যকেচ্ছা রূপো বা। বৈয়াকরণ ভূষণ সারটীকা।

শব্দ শক্তির কত প্রকার ভেদ আছে।

শব্দ-শক্তি, যোগ, রূঢ় ও যোগরূঢ় ভেদে তিন প্রকার। "সাচ শক্তি স্ত্রিধা, যোগো রূঢ়ি র্যোগরূঢ়-শ্চেতি" প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ পরস্পর মিলিত হইয়া, তন্মাত্রার্থের বোধক হইলে, অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে যেরূপ অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইতে অতিরিক্ত বা অন্যরূপ অর্থের বোধ না জন্মাইয়া কেবল মাত্র তদর্থের জ্ঞাপক হইলে, তাহাকে যোগ

শক্তি বোধ্য বা যৌগিক শব্দ কহা হইয়া থাকে।"প্রকৃতি প্রত্যয় নিরূপিতা তত্তদর্থে যা শক্তি সংযোগঃ, তস্মাত্রার্থ বোধকং পদং যৌগিক মিতি ব্যবহ্রিয়তে। ভূষণসারটীকা কার হরিবল্লভ। পাচক শব্দটি যৌগিক। পচ্ ধাতুর উত্তর ণ্বুল প্রত্যয় করিয়া পাচক পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ণ্বুল্ তৃচৌ পা ৩।১।১৩৩। ধাতোরেতৌস্তঃ কর্ত্তরিকৃৎ ইতি কর্ত্রর্থে।) পচ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, ণ্বুল্ প্রত্যয় কর্ত্রর্থবোধক'। সুতরাং প্রকৃতি প্রত্যয় যোগলব্ধ অর্থ হইতেছে "যে পাক করে" পাচক শব্দটিও যে পাক করে ইহা ভিন্ন অন্য অর্থের বোধক হয় না, অতএব ইহা যৌগিক শব্দ। আমাদের প্রস্তাবিত প্রকৃতি কি? এই প্রশ্নে যে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও যৌগিক শব্দ। প্রকর্ষার্থক প্র উপসর্গ পূর্ব্বক ডুকৃঞ্ করণে এই ধাতুর উত্তর ভাবাদি বাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (স্ত্রিয়াং ক্তিন পা ৩।৩।৯৪। স্ত্রীলিঙ্গে ভাবাদৌ ক্তিন্ স্যাদ্ সঞ্জোপবাদঃ) প্রকৃষ্টকৃতি, প্রকৃষ্ট রূপে যাহা কার্য্য সম্পাদন করে যদ্দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে কার্য্য সংসিদ্ধ হয়, যাহা ভিন্ন কার্য্য সিদ্ধি হয় না, যাহা কার্য্যের যোনি, তাহাকে প্রকৃতি বলে। প্রক্রিয়তে ইতি প্রকৃষ্ট রূপেণ করোতি কুরুতে বা কার্য্যমিতি প্রকৃষ্ট রূপেণ ক্রিয়তেনয়া কার্য্য মিতি বা প্রকৃতিঃ। অভিধানেও প্রকৃতি শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ, অমাত্যাদি সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ (অমাত্য, স্বামী, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ বল) স্বভাব, যোনি, লিঙ্গ, পৌরবর্গ ইত্যাদি। প্রকৃতি গুণ সাম্যে স্যাদমাত্যাদি স্বভাবয়োঃ যোনৌ লিঙ্গে পৌরবর্গে ইতি মেদিনী। যাহা ভিন্ন কার্য্য হয় না, যাহা কার্য্যের যোনি, তাহাকে কার্য্যের প্রকৃতি বলে। অতএব যেখানে কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই খানে তৎ কার্য্য সাধিকা প্রকৃতির—শক্তিরও সত্তা অনুমিত হইবে সন্দেহ নাই। কার্য্যের কারণ যাহা কার্য্যের প্রকৃতিও তাহাই। কার্য্যের তিন প্রকার কারণ আছে, যথা সমবায়ী কারণ অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যাহা সমবেত—পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে কার্য্যের সমবায়ী কারণ বলা যায়। সূত্র সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করে সুতরাং সূত্র সকল বস্ত্রের সমবায়ি-কারণ। সমবায়ি-কারণকে উপাদান কারণ বা কার্য্য যোনিও বলা হইয়া থাকে। চরকের বিমান স্থানে উপাদান বা সমবায়ি-কারণকেই কার্য্যযোনি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "কার্য্য যোনিস্তু যা যা বিক্রিয়মানা কার্য্যত্ব মাপদ্যতে" চরক সংহিতা। অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইয়া—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য রূপে পরিণত হয় তাহাকে কার্য্য যোনি বলা যায়। কার্য্য যত প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে তত্তৎ কার্য্যসাধিকা প্রকৃতি বা শক্তিও তত প্রকার বিদ্যমান আছে অনুমিত হইবে। এই বিশ্ব প্রপঞ্চের কার্য্য কলাপ দেখিলেই ইহার যে কার্য্য করিবার শক্তিও আছে তাহা স্বতই মনো মধ্যে উদিত হয়। কেননা, কার্য্যত আর কারণ বিভিন্ন হইতে পারে না, কারণের ত ইহাই লক্ষণ। নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্র শিক্ষা প্রেরিত হৃদয়ে ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক আমরা তিন প্রকার জাগতিক কার্য্য দেখিতে পাই। সমষ্টি ভাবে দেখিলেও তিন প্রকার কার্য্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবে, ব্যষ্টি ভাবে দেখিলেও তিন প্রকার কার্য্যের সত্তা প্রতীয়মান হইবে। সৃষ্টি স্থিতি লয় বা জন্ম স্থিতি ভঙ্গ বা প্রকাশ, স্থিতি ক্রিয়া এই তিন প্রকার পরিণাম আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। শারীরিক কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ এই ত্রিবিধ কার্য্য দেখিতে পাই। ভূত ভৌতিক পদার্থ সমূহের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেও এই তিন প্রকারের অতিরিক্ত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ দৃশ্য পদার্থ মাত্রেই এই ত্রিবিধ কার্য্যাত্মক (দৃশ্য কথাটি "যাহা দেখা যায়" এ অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। দ্রষ্টা

পরমাত্মা ছাড়া সকল পদার্থই দৃশ্য বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নিরূপিত আছে)। "প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" পাঃদঃ সাধন পাদ ১৮ সূত্র। অর্থাৎ প্রকাশ স্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ এবং স্থিতি শীল তম এই গুণ ত্রয়াত্মক সংসার। ইহারাই জীবের ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করিবার জন্য পরমেশ্বর হইতে প্রেরিত। ইহারা বিবেকীর মুক্তির ও অবিবেকীর ভোগের কারণ। জগতের মূল কারণ এই সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় এবং ইহাদের বিকৃতি মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় স্থূল পঞ্চভূত সকলই দৃশ্য পদবাচ্য। জাগতিক কার্য্য সকল যখন তিন প্রকারের, তখন সেই ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদিকা তিন প্রকার শক্তিও যে আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারে না। প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতি, এই ত্রিবিধ কার্য্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিবিধ কারণ। সত্ত্ব কারণের কার্য্য প্রকাশ, রজঃ কারণের কার্য্য ক্রিয়া এবং তম কারণের কার্য্য স্থিতি। সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ই বিশ্ব প্রপঞ্চ রূপ কার্য্যের মূল কারণ, সুতরাং গুণ ত্রয়ই প্রকৃতি পদবাচ্য। সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ের আবির্ভাব তিরোভাব ও স্থিতি রূপ পরিণামই বিশ্বের লীলা বা অস্তিত্ব। জগৎ এই প্রকৃতিতেই অবস্থিত। প্রকৃতিই জগৎ, জগৎই প্রকৃতি। সূত্রই বস্ত্র বস্ত্র সূত্রেরই পরিণাম, সূত্র ছাড়া বস্ত্র আর কিছুই নয়। সূত্র বাদ দিলে বস্ত্রের বস্ত্রত্ব থাকে না। সেইরূপ প্রকৃতিবাদে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই প্রকৃতিকে কেহ প্রকৃতি কেহ বা মায়া এবং অন্যে পরমাণু এই রূপ নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নামরূপ বিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সংতিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকাং পরে ত্বণূন্॥
যোগ বাশিষ্ঠ।

সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা স্তৎপরিণাম রূপাশ্চ তদাত্মকা এব শব্দাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ। তৎ সংঘাত রূপঞ্চ ঘটাদিঃ নতু তদ্ব্যতিরিক্ত মবয়বি দ্রব্য মস্তীতি কৈয়টঃ। সর্ব্বাশ্চ পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ মহাভাষ্য। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির চার প্রকার পর্ব্ব অবস্থা আছে। বিশেষ অবস্থা, অবিশেষাবস্থা, লিঙ্গাবস্থা এবং অলিঙ্গাবস্থা। ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎব্যোম এই পঞ্চস্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয় ইহারা প্রকৃতির বিশেষাবস্থা, পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র ও শব্দ তন্মাত্র) বা সূক্ষ্মতম ভূত এবং অন্তঃকরণ ইহারা তাঁহার অবিশেষাবস্থা। যাহা এই অবিশেষাবস্থার মূল, অর্থাৎ যাহা মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার, বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহঙ্কার যাহার নামান্তর তাহাই প্রকৃতির লিঙ্গাবস্থা এবং যাহা সেই লিঙ্গাবস্থার মূল, অর্থাৎ প্রকৃতির যেটি সাম্যাবস্থা, যাহাকে এই দৃশ্য জগতের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা শক্তি সমষ্টিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয় সেই অবিকৃত সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তি রূপ মূল অবস্থাটিই তাঁহার অলিঙ্গাবস্থা।

"বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণ পর্ব্বাণি" সাধন পাদ ১৯ সূত্র পাঃ দঃ। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ কঃ। সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ের এই সাম্যাবস্থাকে মূলা প্রকৃতি বলে। মূল প্রকৃতি রবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারোন প্রকৃতিন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। সাংখ্য কারিকা

কার্য্য সকল ঠিক কারণানুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ যখন সত্ত্বরজ ও তম এই গুণ ত্রয়ের কার্য্য, তখন ইহাও সত্ত্ব রজ ও তমোময় যে হইবে তাহা নিশ্চিত। "তত্র কারণানুরূপং কার্য্য মিতি কৃত্বা সর্ব্ব এবৈতে বিশেষাঃ সত্ত্ব রজ স্তমোময়া ভবন্তি সুশ্রুত সংহিতা। নিখিল প্রাকৃতিক বস্তুই ত্রিগুণময়। তবে কাহাতেও সত্ত্বগুণের আধিক্য কাহাতেও রজোগুণের প্রাবল্য এবং কোন পদার্থ তমো গুণ-বহুল।

ক্রমশঃ।

একাদশীব্রত।

সমগ্র ভৌতিক পদার্থই সমধর্ম্মক। সমস্তই এক

অলঙ্ঘ্য শক্তি দ্বারা উপজাত। উপাদানৈকনির্ম্মিত গ্রহনক্ষত্রাদির বিবর্ত্তনে পৃথ্বীতলস্থ যাবতীয় জড়-পদার্থেরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। চন্দ্রাদির ক্রমিক বিকাশ ও বিলয় যেরূপে সাধিত হইয়া থাকে, আমাদের দেহস্থ বায়ু পিত্ত, কফ আদিরও তদনুরূপ তিথি-বিশেষে প্রকোপ ও হ্রাস হইয়া থাকে। কোন তিথিতে শরীরে রসের অধিক্য, কোন তিথিতে বায়ু প্রকুপিত, এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধনই সুদূরদর্শী শাস্ত্র-কারগণ তিথি অনুসারে অবিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ সমূহ ভোজনের বিধি নিষেধাদি করিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্য-স্বস্তি লাভের জন্য তিথিবিশেষে অনশন থাকিবারও বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বিধিনিষেধে উপেক্ষা করিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিলে স্বাস্থ্য-হানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তিথ্যনুসারে শারীরিক অবস্থাই যে কেবল পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে। সমস্ত পদার্থেরই কালানুসারে গুণব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে আমিষে নানা দোষ জন্মে; প্রথমতঃ রোগোৎপাদক, দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য সময়াপেক্ষা রিরংসাবৃত্তির সমধিক উত্তেজক গুণ আশ্রয় করে। অন্যান্য উদ্ভিজ্জফলাদি পদার্থও কালানুসারে উক্তরূপ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের গুণানুসায়ী মনের গঠন হয়। অতএব খাদ্যাখাদ্যের বিচার অতিশয় প্রয়োজনীয়। যাবৎ চিত্ত যত এবং আত্মজ্ঞান লব্ধ না হয়, তাবৎ একাদশ্যাদিব্রত পালন করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবান্ নারদ অশেষ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াও প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। পরে গুরু সনৎকুমারের অনুশাসনে যথাবিধি ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সফল-কাম হন।

একাদশীর অবান্তর ফল স্বাস্থ্যাদি লাভ। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউকঃ—

সংসারে যানি পাপানি তান্যেবৈকাদশীদিনে।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি পুণ্ডরীকেক্ষণাজ্ঞয়া॥
কুর্ব্বতাং সর্ব্বপাপানি নরকান্নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
ন নিষ্কৃতির্ভবেন্নৃণাং ভুঞ্জতাং হরিবাসরে॥

পদ্মপুরাণে।

বিষ্ণুর আজ্ঞায় সংসারে যত পাপ আছে তাহা সমুদয় একাদশীদিনে অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। সকল প্রকার পাপের নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু একাদশী দিনে ভোজন করিলে তজ্জনিত পাপ হইতে নরগণের নিস্তার নাই।

মদ্যপানান্মুনিশ্রেষ্ঠ! পাতৈব নরকং ব্রজেৎ।
একাদশ্যন্নকামস্তু পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

সনৎকুমারঃ।

মদ্যপান করিলে কেবল পান কর্ত্তাই নরকে যায়, কিন্তু যে একাদশীতে ভোজন করে সে পিতৃলোক সহ নরকে পতিত হয়।

সংসার সাগরাত্তারমিচ্ছন্ বিষ্ণু পরায়ণঃ।
ঐশ্বর্য্য সন্ততিস্বর্গং মুক্তিং বা যদ্ যদিচ্ছতি।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।

যদি সংসারসাগর পার হইতে এবং বিষ্ণু ভক্তি লাভ করিতে, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি, স্বর্গ, মুক্তি অথবা অন্য কিছু লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে উভয় পক্ষের একাদশী দিনে ভোজন করিবেনা।

নিরশনে ইন্দ্রিয় গ্রাম নিস্তেজ হইলে মন বিক্ষেপ-রহিত হয়, সুতরাং ভগবচ্চিন্তনের বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকে। পাকস্থলীর বিশ্রামে রসের পরিপাক হয়, ধাতুবৈষম্য তিরোহিত হয়, মনোমল দূরীভূত হয়, মস্তিষ্কে সঞ্চিত পাপ সংস্কাররাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত একাদশীর গুরুতর ফল।

একাদশীর পূর্ব্বদিন (দশমীতে) শাক, মাংস মসুর ভোজন এবং পুনর্ভোজন করিবেনা। অধিকজল-পান, পাশাদি ক্রীড়া, মৈথুন এ সকলই নিষিদ্ধ।

দশমীতে একাহার করিবে। কাংস্যপাত্রে এবং

বুট, মধু, পরান্ন ভোজন, সুরাপান ও লোভ করিবে না। পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণৈকাদশীতে শ্রাদ্ধ করিয়া উপবাস করিবে না। কেবল অনাহারে থাকিলেই উপবাস সিদ্ধ হয় না। কিরূপে উপবাস করিতে হইবে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

একাদশ্যামুভে পক্ষে নিরাহারঃ সমাহিতঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্ বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে।

উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করত সমাহিত হইয়া নিরাহার থাকিবে।

গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং তাম্বুলঞ্চানুলেপনং।
ব্রতস্থোবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চান্যদ্‌বলরূপকৃৎ॥

ব্রতাচারী, গাত্র ও মস্তকে তৈলাদি মর্দ্দন, তাম্বুল-চর্ব্বন, শরীরে আতরাদি প্রদান এবং যদ্দ্বারা বল ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় এরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিবে।

উপবাসঃ প্রণশ্যেত দিবাস্বাপাক্ষমৈথুনৈঃ।

দিবানিদ্রা অক্ষক্রীড়া এবং মৈথুনদ্বারা উপবাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষীণব্যক্তি একাদশীতে ফল, মূল, জল দুগ্ধাদি ভক্ষণ করিতে পারে। বৃদ্ধ এবং আতুর গণ নক্ত-ভোজন অথবা হবিষ্যাহার করিবেন। উপবাসাশক্ত ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণকে এমন কিছু দান করিবে যদ্দ্বারা তাঁহার দুই বেলার আহার নিষ্পাদিত হইতে-পারে।

বিধবার একাদশীতে আহার করিলে গুরুতর পাপ হয়। দ্বাদশীর একপাদ বাদ দিয়া পরে পারণ করিবে এবং সেই দিন দশমীদিনের ন্যায় একাহারী ও সংযত থাকিবে।

আমরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এই পর্য্যন্তই লিপিবদ্ধ করিলাম। এপর্য্যন্ত জানা থাকিলেই অনুষ্ঠানাকাঙ্ক্ষীর অনেক কায হইবে। এক্ষণে আর ২।১টা মাত্র কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

কর্ম্ম তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নিত্যকর্ম্ম, যাহা করিলে বেশী কিছু লাভ দেখা যায় না, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় আছে। যেমন—সন্ধ্যাবন্দনাদি। এই সমস্তের অনুষ্ঠান করিলে যে বেশী কিছু লাভ আছে তাহা চক্ষের উপর দেখা যায়না, কিন্তু না করিলে গুরুতর পাপ। আরও একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দেখাই—যেমন দৈনিক আহার। করিলে বড় একটা লাভ দেখিবেনা। একবেলা অনাহারে থাকিয়া দেখ কত ক্ষতি হয়। এক্ষণে মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিজের কিছু নূতনত্ব হয় না, সত্য, কিন্তু অননুষ্ঠানে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। একাদশ্যুপবাসও নিত্য কর্ম্মের মধ্যে-পরিগণিত। যে চির দিন করে সে বড় লাভ দেখিতে পায়না, কিন্তু একদিন না করিলে বুঝিতে পারে তদ্দ্বারা শারীরিক রসের কীদৃশ অসামঞ্জস্য হয়, চিত্তবৃত্তি কেমন মলিনা হইয়া উঠে। কিন্তু চোরের দেশে যাইয়া যদি কেহ বলে যে ভাই সকল, তোমরা সাধু হও, চৌর্য্য দ্বারা চিত্ত দূষিত হয়, তাহা হইলে কে বিশ্বাস করিবে বল। তাই বড় দুঃখের সহিত বলিতে হয় অনাচারী নাস্তিকের রাজ্যে আজ কে এই আর্য্য শাস্ত্রের মঙ্গলময় উপদেশে কর্ণপাত করিবে! তথাপি আজিও, ভারত-বর্ষ একবারেই অনুষ্ঠানবিহীন হইয়া যায় নাই। তাই আশা আছে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কখনও নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ হইবেনা।

কৃষ্ণ লীলা।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার প্রসাদে এক্ষণে বুঝিলাম যে ভগবানের মায়া-দেহের কার্য্য, জীবের ভৌতিক দেহের কার্য্যের ন্যায় দোষজনক হয়, না। তাই গোপীগণের বাঞ্ছানুরূপ ফল বিতরণ করাতেও ভগবানে দোষ প্রবেশ করিলনা। কিন্তু গোপীগণ এই

ভাবে মুক্তি লাভ করিলেন একথা বড় সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আপনার মুখেই শুনিয়াছি মুক্তি-লাভের মূলকারণ চিত্তশুদ্ধি। ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়, কামাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি-উত্তেজিত হইলে চিত্তের আরও মালিন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে কাম সর্ব্বনাশের কারণ, সেই কাম-বৃত্তি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া গোপীগণ কি রূপে মুক্তি-লাভ করিলেন?

গুরু। হতবুদ্ধে! মানবে আর ঈশ্বরে বৃত্তি সমর্পণের ফল ঠিক্ বিপরীত। যে সকল কামাদি বৃত্তি মানবে সমর্পিত হইলে বন্ধনের কারণ হয় তাহাই আবার ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে মুক্তির পথ উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভাগবত-প্রণেতা বলিয়াছেন—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদ্য মেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহৃদ্য, ইহার যাহাই কেন হউকনা, যাহারা এ সকল বৃত্তি ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিতে পারে, তাহারা তন্ময়ত্ব (ঈশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই গোপীগণ ভগবানে কাম সমর্পণ করিয়া, শিশুপালাদি ক্রোধ সমর্পণ করিয়া, কংসাদি ভয় করিয়া, পাণ্ডবগণ স্নেহ করিয়া, তত্ত্বদর্শী যোগীগণ জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধন করিয়া কৌশিকাদি ঋষিগণ সৌহৃদ্য করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ কুবৃত্তিই বল আর সুবৃত্তিই বল ভগবানের নিকট কু, সু, কিছুই নাই। যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যেভাবেই কেন হউক না, কোনও প্রকারে তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিলেই, তাহাকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাহার আর ভব-যাতনা উপভোগ করিতে হইবেনা। গীতায় তিনি অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—

সমোহং সর্ব্ব ভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তিহি মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহং॥

কেহ আমার শত্রুও নয় মিত্রও নয়, আমি সর্ব্ব ভূতেই সমভাবে আছি। যে আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে সে ব্যক্তি আমাতে অবস্থিত, আমিও তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। এই স্থানে শঙ্করা-চার্য্য প্রভৃতি টীকাকার গণ বলিয়াছেন, ভগবান্ ঠিক অগ্নির ন্যায়। অগ্নির যেরূপ কেহ শত্রুও নাই মিত্রও নাই, অগ্নি সকলের পক্ষেই সমান, কিন্তু যে ব্যক্তি আলস্য তাচ্ছিল্যাদি বশতঃ তাহার নিকটে অগ্রসর হয়না, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধিও হয়না। আর যে ব্যক্তি অগ্নির নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে সেবা করে, তাহার শীত কম্পাদি বিদূরিত হইয়া প্রয়োজন সিদ্ধিও হইয়া থাকে। যে ভাবেই কেন হউক না, অগ্নির নিকট অগ্রসর হইতে পারিলেই হইল। তুমি উত্তম পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়াই অগ্রসর হও অথবা উলঙ্গ হইয়াই হও, হাঁটিয়া অগ্রসর হও, কিম্বা হামাগুড়ি দিয়া হও, মাটিতে ২ হও কিম্বা গড়া গড়ি দিয়া হও, যে ভাবেই কেন অগ্রসর হওনা অগ্নি তোমার তাহা কিছু দেখিবেনা। সে তোমাকে নিকটে পাই-লেই তোমার শীত-কম্প দূর করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হওয়াও ঠিক্ সেই রূপ। তুমি তোমার সর্ব্বাঙ্গে কিম্বা পরিচ্ছদে বিষ্ঠা মাখিয়াই যাও আর চন্দন মাখিয়াই যাও তাহা ভগবান্-অগ্নির নিকটে সমান। তিনি তোমার বিষ্ঠা চন্দন (পাপ পুণ্য অথবা কুবৃত্তি সুবৃত্তি) সমভাবে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। যত কেন কুবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হওনা, যত কেন বিষ্ঠা মূত্রাদি ময়লা তোমার পরিচ্ছদে থাকে না, উহা একবার হুতাশন রূপী ভগবানে সমর্পণ কর, দেখিও তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভের ইহাই এক অনির্ব্বচনীয় মহিমা বটে। এই নিমিত্তই ভগবান্ গোপীগণের প্রতি বলিয়াছিলেনঃ—

ময়য্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

সুন্দরীগণ! ভর্জ্জিত ও সিদ্ধ যবাদি ধান্য রোপণ করিলেও যেরূপ তাহার আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তাহার বৈজিক শক্তি একেবারে দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমাতে যাহাদের বুদ্ধি সমর্পিত হইয়াছে, তাহাদের কাম আর কাম ভোগের (সংসার-বন্ধনের) নিমিত্ত হয় না, অর্থাৎ আমি তাহাকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া থাকি। সেই জ্ঞানানল-তেজে তাহার সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায় *।

অতএব গোপীগণ কাম ভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উহা তাহাদের দোষের বিষয় হয়না।

বৈষ্ণবের বেদই সম্বল।

"আমরা দেহধারী মনুষ্য, সুতরাং আমাদের আহার্য্য বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই" এই কথাটীর যেমন কোন মানে নাই, সেই রূপ "আমরা বৈষ্ণব সুতরাং বেদে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই" কথাটীও সম্পূর্ণ অর্থশূন্য ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবন বেদমাতার স্তন্য পানেই পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত। অনন্ত বেদগর্ভ হইতেই নানাবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়, সাধনতত্ত্ব ও কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তি ত্রিতয় উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই অনুশাসনে ও অনুরক্ষণে সকলেই জীবিত রহিয়াছে। বলিতে পারিনা "বৈষ্ণবের বেদে প্রয়োজন নাই" কথাটী কোথা হইতে আসিল।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নাম শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। সাধকের অবস্থাভেদে ও কাল ভেদে বিবিধ উপাসকের জন্য বিবিধ প্রকার সাধন পন্থা বেদগর্ভ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি যেরূপ একস্থান হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত, ভারতীয় ধর্ম্মাবলীও সেইরূপ বেদের বিশাল-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া সমগ্র ভারতের প্রতি অণু পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্ম জীবন বৈদিক ক্রিয়া কলাপ দ্বারাই গঠিত। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, বা সন্ন্যাসী তুমি যাহাই কিছু হওনা কেন, বেদের নিকট তোমাকে অবনত মস্তক হইতেই হইবে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, জীবন্মুক্ত বা প্রেমোন্মত্ত যিনি যাহাই হউন, বেদমাতার ঋণদায়ে সকলেই দায়ী। ঐহিক পিতামাতার ঋণ দায় হইতে মুক্তি পাইবার উপায় আছে, কিন্তু বেদমাতার ঋণ দায় হইতে আর্য্য-সন্তান মুক্তি পাইতে পারেননা। তাপ বিমুক্ত হইলে যেরূপ স্থূল দেহের জীবনী শক্তি থাকা অসম্ভব, সেইরূপ "বেদ মানিনা" বলিলেও আমাদের ধর্ম্ম জীবনের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, কারণ বেদ আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বস্থলেই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছেন।

বেদ অনাদি অনন্ত ও ভগবৎ-স্বরূপ। প্রণব হইতেই চারি বেদের বিস্তার হইয়াছে। প্রণব নিত্য বস্তু। ভগবানে ও প্রণবে কোন পার্থক্য নাই। যিনি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বস্তু, যাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বলা যায়না, যিনি সদসতের অতীত পরম পদার্থ, যাহাকে লাভ করিবার জন্য, যে আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া আপনাকে হারাইবার জন্য, সাধক গণ, শাক্ত, শৈব বৈষ্ণবাদি নানা সম্প্রদায় ভুক্ত—উপাসক গণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছেন, অথচ কেহ যাঁহার স্বরূপ, বাক্য দ্বারা বলিতে সক্ষম নহেন, তিনি কেবল এই বেদ-স্বরূপ প্রণবের দ্বারাই বাচ্য হইয়া থাকেন। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। ভগবানের স্বরূপ তিনিই জানেন। ভগবানের স্বরূপ অবস্থা ও বেদরূপী মহামন্ত্র প্রণব একই পদার্থ। বেদের পূজা করিলেই ভগবানের পূজা করা হয়; বেদের অবমাননা করিলে ভগবানের অবমাননা করা হয়। "বেদ মানি না" বা "বেদে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই" বলিলে পাপভাগী হইতে হয়। সাধ্য বস্তুতে ও বেদে কোন প্রভেদ নাই

* জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। ইতি গীতা।

জলিয়াই, সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি চারি যুগে বেদ সকল আশ্রমী ও সকল সম্প্রদায়ের নিকট পূজা পাইয়া আসিয়াছেন ও পূজিতা হইতেছেন। "বেদে আবশ্যক নাই" বলিলে ভগবানেও আবশ্যকতা থাকেনা। সুতরাং নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। বেদের পূজা যে দিন বন্ধ হইবে, মহাপ্রলয় নির্ঘোষে ভারত-সমাজও সেই দিন কাল কবলে বিলীন হইয়া যাইবে। ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় সমাজ যে পরিমাণে বেদমার্গ ভ্রষ্ট ও বিপথ-গামী হইতে থাকিবে সেই সমসূত্রে ভারতের অধঃ-পতন অবশ্যম্ভাবী। যে দিন হইতে কলিযুগের সুত্রপাত হইয়াছে, যে দিন ভগবান্ বাসুদেব ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন, যে দিন হইতে সিদ্ধ মহর্ষিগণ জন-সমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরাদিতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং ভারতের বৈদিক ক্রিয়া কলাপ একরূপ লোপ পাইয়া আসিতে লাগিল, যে দিন হইতে অশ্বমেধ বাজপেয়াদি যজ্ঞ ধূমে ভারতীয় আকাশ প্রধূমিত হইতে বঞ্চিত হইল, সুমধুর বেদ স্বরলহরী যে দিন হইতে আর দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলনা, ব্রাহ্মণ বটুগণের পবিত্র কণ্ঠে পবিত্র সামগান যে দিন হইতে আর শ্রুত হইলনা, সেই দুর্দ্দিন হইতেই ভারতের কপাল ভাঙ্গিয়াছে! সেই দিন হইতেই ক্রম প্রণালীবদ্ধ আশ্রম চতুষ্টয়ের ক্রিয়া কলাপ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, ও সুখশান্তি ক্রমেই শূন্য হইয়া আসিতেছে। আজিও যাহা কিছু আমাদের ধর্ম্মে আছে, যাহা কিছু পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, তপ, জপ ইত্যাদি নামে আমরা শুনিতে পাই সে সমস্তই বেদের ছায়া মাত্র এবং এই ছায়ার অস্তিত্ব এখনও আছে—বলিযাই ভারতেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে। এটুকুও যে দিন থাকিবেনা আর্য্য ভূমি সেই দিন মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। ভয়ঙ্কর তমঃশক্তি দ্বারা জগৎ আপূরিত হইয়া উঠিবে এবং ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তিতে সমস্তই সংহার করিবেন। তাই বলিতেছিলাম যদি আর্য্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আর্য্য নামের গৌরববৃদ্ধি করিতে হয় যদি আর্য্য-ধর্ম্মের যশঃ সৌরভে ধরাধাম আমোদিত করিতে বাসনা হয়, যদি ভারতে জন্ম লইয়া ভারতকে সুখী দেখিবার জন্য মনঃ প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে, যদি স্বধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থাদর্শনে চক্ষে এক বিন্দুও অশ্রুপাত হইয়া থাকে, তবে আইস, ভারতীয় ধর্ম্মা-টবীর মূল-দেশে জল-সিঞ্চন করিয়া জীবনের মহীয়সী আশা সকল করি। শাক্ত, শৈব বৈষ্ণব, প্রভৃতি যে কেহ আছ এস আজ বেদ মাতার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ খানি পুষ্ট করিবার জন্য কায় মনোবাক্যে সচেষ্ট হই। এঘোর দুর্দ্দিনে ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যেরূপ নানাবিধ ব্যাধি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে উঁহাদের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে মহান্ আশঙ্কা হয়। এই সময়ে একবার ব্যাধি বিমোচনের চেষ্টা না হইলে ঘোরতর অনর্থ পাত হইবে।

বিষ্ণু উপাসকদিগের বেদে আবশ্যক আছে কিনা জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের "নিগম কল্পতরোর্গ-লিতং ফলং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র শ্লোকের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। বৈষ্ণবের বেদে কোন আবশ্যক আছে কিনা জানিতে হইলে চৈতন্য চরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা প্রভৃতি অংশগুলি মনোযোগ করিয়া পড়িতে হয়। নারদ পঞ্চরাত্রের দশম শ্লোক "বেদেভ্যঃ দধি সিন্ধুভ্যঃ" ইত্যাদি বুঝিয়া দেখিতে হয়। বেদে বৈষ্ণবের কোন আবশ্যক আছে কিনা তাহা জানিবার বাসনা হইলে ঋষি-প্রণীত বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম ধারণ করিতে হয়। বেদগর্ভ হইতেই গীতা ভাগ-বতাদি শাস্ত্র সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন শাস্ত্রে এমন কোন কথা নাই যাহা বেদ সিন্ধু মন্থন করিয়া বাহির করা হয় নাই। সকাম,নিষ্কাম,আশ্রমী,অনাশ্রমী, সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার বৈষ্ণব গণই বেদের

কথা সম্বল করিয়া আপনাপন পথে বিচরণ করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ আশ্রম বিশেষে যে সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা, জপ, তপ করিয়া থাকেন সমস্তই বেদ-মূলক। ভগবানের রাজ্যে যাইতে হইলে বেদই সম্বল। বিশেষ করিয়া সংসারাশ্রমীর ক্রিয়া না করিয়া থাকিবার কোনই বিধি নাই; এবং বেদ-ছাড়া কোন ক্রিয়াও নাই। কামনা করিয়াই হউক আর নিষ্কাম ভাবেই হউক বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান করিতে সকলেই বাধ্য আছেন। সকল শাস্ত্রই ইহা একবাক্যে বলিয়া থাকেন। আশ্রম নির্বিশেষে যে সকল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যে পরিমাণে অননুষ্ঠিত হইবে, সেই পরিমাণে আশ্রমী গণেরও অধঃপতন হইবে, ইহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবেনা। তাই বলি, যদি ভারতের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্তি থাকে, যদি ভগবানের চরণ-সুধা সিঞ্চনে এই ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ সমাজকে সুশীতল করিবার বাসনা থাকে, যদি প্রকৃত শাক্ত, প্রকৃত বৈষ্ণব, ও প্রকৃত শৈব হইবার জন্য চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্র সমূহের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ও নিজ নিজ সাধন পথের মূল উৎপত্তি স্থান কোথা হইতে তাহার তত্ত্ব অবগত হইয়া বেদ বিদ্যার বিস্তারার্থ যত্নবান্ হও। বেদ-মাতা মা অন্নপূর্ণা তোমাদিগকে মুক্তি ভিক্ষা লইয়া আহ্বান করিতেছেন।

যে হরিনাম ধ্বনিতে কলি কলুষ সমূহ ভীত-চকিত হইয়া পলায়ন-পর হয়, যে নামের শক্তিতে ভগবানের প্রেম রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাওয়া যায়, যে নাম মালা আজ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব চূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব দেশে দেশে বিলাইয়া ভক্তির স্রোতে দেশকে ভাসাইয়াছিলেন, সেই হরিনাম আমরা কোথা হইতে পাইলাম! এ হরিনাম কাহার সম্পত্তি! বেদের নিগূঢ় গর্ভ মন্থন করিয়াই মহাপ্রভু এই হরিনাম জগতে বিলাইয়া গেলেন, আর, আজ আমি বলিতেছি, বেদে আমার আবশ্যক নাই"। হায়! যে বৈষ্ণবত্বে বেদের সহিত সম্বন্ধ থাকেনা তাহা কিরূপ বৈষ্ণবত্ব জানিনা। তাহার কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

আমরা বৈষ্ণব, সুতরাং বেদে আমাদের সকল অপেক্ষা বরং বেশী আবশ্যক আছে। ভগবান্ বিষ্ণু সকল যজ্ঞের অধীশ্বর, তাই তাঁহার আর একটী নাম যজ্ঞেশ্বর। হরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ অবধি সকল প্রকার যজ্ঞের ফল তাঁহাতেই গিয়া পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত বেদের বেদিতব্য পরমধন। বেদ-মন্ত্র সকল তাঁহারই উদ্দেশে গীত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ গণ উদাত্তাদি স্বর-যোগে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ বেদানুশাসন অনুসারেই বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিধি-নিষেধ বেদেরই নিজস্ব। আবার বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থার কথাও বেদেরই সার-রহস্য। বেদ ছাড়া বৈষ্ণব নাই, বৈষ্ণব ছাড়া বেদ নাই। বেদ ও বৈষ্ণবত্ব উত্তপ্ত লৌহখণ্ড ও তাপের ন্যায় ঘন-সম্মিলিত।

বেদের মহিমা অষ্টাদশ পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র দর্শনাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদ-মহিমা স্বয়ং ভগবান্ অবতারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক যুগে ২ জীব সকলের উদ্ধারের জন্য লোকের গতিমতি অনুসারে নানা রূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

বেদকে বুঝাইবার জন্যই দর্শন শাস্ত্রের অবতারণা, বেদকে প্রাঞ্জল করিবার জন্যই ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সংহিতাকারে বেদ বিভক্ত। বেদের মহিমা বহুল প্রচারের জন্যই পুরাণাদির সৃষ্টি। বেদের সারধন জন সমাজে বিতরণ করিতেই গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব। অধিক আর কি বলিব শাস্ত্রের [illegible] বেদেরই গুণ-গরিমা-গান। স্বয়ং জগন্নাথ বেদ মূর্ত্তিতে জীবের কল্যাণের জন্য মূর্ত্তিমান্।

ভাই! যদি নিত্যধামের নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইতে চাও, যদি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণু ভক্তিতে মাতিতে চাও,

যদি দেহ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সেই প্রাণ-প্রিয়তমের চরণে উপহার দিতে চাও, তবে চল বেদের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। বেদে সকলেই পণ্ডিত বা বেদ-বিদ্যায় সকলেই অধিকারী হয় না। যাঁহারা ঐ বিদ্যার পারদর্শী, তাঁহাদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদিগকে এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহিত করি। "বৈষ্ণবের বেদে আবশ্যক নাই" বলিয়া ভারত-মাতার হৃদয়ে শূল-ক্ষেপণ করিতে নাই। ও পাপ কথায় তিনি নিতান্তই মর্ম্মপীড়িতা হইবেন।

সাধন বিভ্রাট।

সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িতেছে দেখিয়া মনে আর আনন্দ ধরে না। পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি ও কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক, পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণ দাস বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহাশয়গণের উপদেশে কত লোক যে নবজীবন লাভ করিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। যাঁহারা এক সময়ে পুরাণাদি শাস্ত্রকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন, পূজনীয় শাস্ত্রকার দিগকে বঞ্চক বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং অখাদ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া জীবন অতিবাহন করিতেন, তাঁহা-দিগকেও ভক্তি ভাবে সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিতে এবং ঋষি দিগের উপদেশ মত আচরণ করিতে দেখিয়া কাহার মন না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে? কিন্তু, এই আনন্দের মধ্যে বিষাদের কারণ আছে। আর্য্য-শাস্ত্র আজকাল যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেই রূপেই ব্যাখ্যা করিতেছে। সুতরাং নিরীহ ধর্ম্মানুরাগী গণ কাহার কথায় আস্থা করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। কেহ বলিতেছেন, শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকে পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ রূপে বজায় রাখিতে হইবে, কেহ বলিতেছেন ইহাকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য প্রকৃত আর্য্য ধর্ম্ম যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য [illegible] বিশেষ চেষ্টা করা চাই। আজ কাল ভারতে হুজুকের মেলা বসিয়াছে।

আবার কয়েক জন উপদেষ্টা দেখা দিয়াছেন যাঁহারা শাস্ত্র সকলের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহার নাম "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা"। ইঁহারা যোগ সাধন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে সমগ্র শাস্ত্রই যোগ-বিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। এমন কি মনুসংহিতা, যাহা আমাদের ব্যবস্থা শাস্ত্র, তাহা ব্যাখ্যার দ্বারা যোগের পরিপোষক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটী আছে—

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্য বন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥৬৫॥

ইহার প্রকৃত অর্থ এই—"গর্ভ-ষোড়শ বর্ষে ব্রাহ্মণের কেশান্ত নামে সংস্কার করিতে হয়, ক্ষত্রিয় দিগের গর্ভ দ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্য দিগের গর্ভ চতুর্ব্বিংশ বৎসরে এই সংস্কার করা কর্ত্তব্য।"

যোগী মহাশয়েরা উক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা এই প্রকারে করিয়াছেনঃ—"১৬ বৎসর ক্রিয়া করিলে ব্রাহ্মণের মস্তকে টাক পড়িবে, ক্ষত্রিয়ের (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যে ক্রিয়া করে) ২২ বৎসরে, আর বৈশ্যের (ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ক্রিয়া করে) ২৪ বৎসরে টাক পড়িবে।"

এখন কি [illegible] কর্ত্তব্য। মেধাতিথি যে ভাষ্য করিয়াছেন এবং কুল্লুক ভট্ট যে টীকা করিয়াছেন তাহা উপেক্ষা করিয়া কি এই নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে?

এই উপদেষ্টা গণ কেবল শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। শুনিতে পাই তাঁহারা লোককে যোগ প্রণালী শিখাইতেছেন। কিছু কাল হইল, আমরা বাঙ্গালায় গিয়াছিলাম। সেই সময়ে

আমরা অবগত হইলাম যে ৺কাশীধামে কোন যোগী পুরুষ পাঁচ টাকা লইয়া যোগ বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং কলিকাতায় তাঁহার অনেক গুলি শিষ্য হইয়াছেন। আমরা আরো শুনিলাম যে এই যোগীর কোন শিষ্য অশ্বারোহণে বহু স্থানে যাইতে২ যোগ সাধন করিয়া থাকেন। নবীন যোগীগণ নাকি যোগ সাধনের সময়ে দেবতার দর্শন পাইয়া থাকেন।

আমাদের শাস্ত্রের আদেশ এই যে, কাহাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার স্বভাব ও চরিত্র কি প্রকার এবং সে উপদেশ পাইবার অধিকারী কি না উপদেষ্টার তাহা জানা আবশ্যক এবং যাঁহাকে গুরু বলিয়া পূজা করিতে হইবে তিনি এরূপ উচ্চ পদ লাভ করিবার পক্ষে কত দূর যোগ্য, শিষ্যেরও তাহা জানা উচিত। কিন্তু এই নবীন যোগীদের মধ্যে শাস্ত্রের এই সমীচীন আদেশ মত কার্য্য করিবার প্রণালী দেখা যায় না। কথায় বলে—"এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই"। এই বচনটী উক্ত যোগীদের প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। যে হেতু, গুরুর শিষ্যের সহিত দেখা হউক কিম্বা না হউক, শিষ্য যোগ্য পাত্র কি না তাহা জানা যাউক বা না যাউক, পাঁচটী টাকা দিলেই নাকি যে কেহ হউন উপদেশ পাইতে পারেন। সহজে ঈশ্বর দর্শন হইবে এই আশাতে উৎফুল্ল হইয়া, ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ এই যোগ সাধন প্রণালী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন এবং পাঁচটী টাকা দিয়া উপরোক্ত যোগী পুরুষের শিষ্য হয়েন।

যোগ সাধন আমাদেরশাস্ত্রের অনুমোদিত, ইহার দ্বারা অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং প্রাচীন কালে কোন ২ মহাত্মা যোগ বলে অদ্ভুত ব্যাপার সকল সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে কেহ ২ বলেন যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যোগ সাধন করা উচিত নহে। কেননা সাধনানুকূল বিধি নিষেধের ব্যভিচার ব্যতিক্রম হইলে ইহার দ্বারা প্রাণের হানি হইতে পারে। কেহ২ বলেন যে যোগ-প্রণালী একটী কৌশল মাত্র, ইহার দ্বারা মনের একাগ্রতা জন্মে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই যে ঈশ্বর লাভ পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এমন নহে।

পূর্ব্ব কালের সাধক গণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কেহ যোগ সাধন করিতেন এবং কেহ বা ঈশ্বরের বরণীয় মূর্ত্তি প্রেমের সহিত ধ্যান করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহার সুধাময় নাম লইয়া তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিতেন। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব যোগ সাধন করিতেন এই জন্য তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্ময়াছিল। তুকারাম হরির গুণ গান করিয়া এবং তাঁহাকে অন্তর্মধ্যে চিন্তা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে, হরি গুণ গাইয়া এবং তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া চৈতন্য দেবের অলৌকিকী অবস্থা হইয়াছিল ও তিনি ভগবদ্দশা লাভ করিয়াছিলেন, এবং আপামর সধারণকে এই মধুর নামে মাতাইয়া নব জীবন দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, এই হরি নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও লোককে মুগ্ধ করিতেছেন ও নিজেও ধন্য হইতেছেন এবং ভগবৎ প্রসাদে ঢাকা, ত্রিপুরা, কলিকাতা আদিতে কতক গুলি উৎকট পীড়াও আরোগ্য করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নাম সাধনের ফলও সামান্য নহে।

এই ধর্ম্ম-আন্দোলনের সময়ে লোকের মন নানা দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কেহ যোগ প্রণালী অবলম্বন করিতেছে, কেহ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া কাল যাপন করিতেছে, কেহ বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যত্ন করিতেছে, আবার অনেকে কোন্ পদবী অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেছে। লোকের এরূপ অবস্থা দেখিয়া, ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদিগকে আপামর সাধারণের সমক্ষে

ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে পরিষ্কার পথ দেখাইয়া দেওয়া উচিত

বর্ত্তমান উপদেষ্টা গণের কাছে আমরা যথেষ্ট ঋণী আছি। তাঁহারা অনেক কুপথগামীকে সুপথের দিকে ফিরাইয়াছেন, এবং হিন্দু ধর্ম্ম যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা অনেককে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু আসল কার্য্যে তাঁহারা এখনও ভাল করিয়া হাত দিতেছেন না কেন? যাহাতে লোকের ধর্ম্মানুরাগ স্থায়ী হয়, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া উচিত।

আমরা উপরে যোগ শিক্ষার কথা বলিয়াছি। এই কথা লইয়া বঙ্গদেশে আন্দোলন হইতেছে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। ইহা কত দূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা, কাশী-ধামে অবস্থিত। এতৎ সভার সভ্যগণ অনুসন্ধান লইয়া প্রকৃত কথা সাধারণকে জানাইতে পারেন। যদ্যপি কোন মহাপুরুষ লোকের হিতকামনায়, নিঃস্বার্থ ভাবে প্রকৃত যোগ-সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণের নিকট হইতে পূজা পাইবার যোগ্য এবং এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করা বর্ত্তমান উপদেষ্টা গণের উচিত। কিন্তু অর্থ লাভের জন্য লোককে ভুলাইয়া যদি তিনি এরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে, লোকে যাহাতে প্রতারিত না হয়, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া উচিত। বিশেষতঃ যোগ সাধন প্রণালী অবলম্বনীয় কি না তাহা সাধারণের গোচর করা উচিত। যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ইহার দ্বারা শারীরিক রোগ দূর হয়, পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যদ্যপি ইহা যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন প্রণালী আর নাই এবং সকলেরই ইহা অবলম্বন করা উচিত।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনা।

এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঁচ টাকা দিয়া একজন শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারই নিজ লিখিত বিবরণটি আমরা নিম্নে সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। ধর্ম্মানুরাগী বুদ্ধিমান্ গণ এতৎ পাঠে স্বয়ং যথাকর্ত্তব্য করিবেন ও অন্যকে সৎপরামর্শ দিবেন।

ধ. প্র. সং

আমি এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মলাভার্থ কাশীতে আসিয়া বাস করিয়াছি। সদ্গুরু অন্বেষণ করিতে ২ লোক মুখে শুনিলাম, যে এখানে একজন মহাপুরুষ পাঁচ টাকা দক্ষিণা লইয়া যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকেন। যোগ শিক্ষা করিয়া মহাযোগী হইব, এই লালসায় অতি কষ্টে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইলাম। দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুকে শপথ পূর্ব্বক স্ত্রী উৎসর্গ করিতে হয়। নিজ ভোগ্যা ভার্য্যা এ পর্য্যন্ত কোন শিষ্য তাঁহাকে দিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু স্ত্রী দিলাম এই টুকু স্বীকার করিতে হয়। যাই হউক, পাঁচটি টাকা দিয়া যোগীর শিষ্য হইলাম। যোগের মধ্যে অধমাংশ হাটক যোগের অসম্পূর্ণ কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে মাত্র, আর তিনি এক দৃষ্টে অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারেন। এই দৃষ্টির ভেল্কিতেই যোগানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মহাযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কাহাকেও একটু প্রাণায়াম, কাহাকেও যোনিমুদ্রা কাহাকেও মহামুদ্রা, অর্থাৎ যোগের নিম্নস্তর অঙ্গগুলি ইঙ্গিত করিয়াই তিনি মহাযোগী। এ গুলি সামান্য ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পড়িলেও জানা যায়। এই যোগী পুরুষের যোগাভ্যাসে কাহারও পীড়া আরোগ্য হইয়াছে কিনা তাহা ভগবান্ জানেন, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে তাঁহার অনেক শিষ্যকে উপদেশের দোষে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। দেবতাদি দর্শন খেয়াল মাত্র। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আড়কাটির কুলিসংগ্রহের

ন্যায় তাঁহার শিষ্য মণ্ডলী পাঁচ টাকার জন্য শিষ্য সংগ্রহ করিত না। ঘোর বিষয়ী মহাভোগী যদি সিদ্ধ যোগী হইতে পারিত, তাহা হইল আর ভাবনা ছিল না। আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, এবং আমার সহযোগীর মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন, যে ইহার অধিকাংশই অসার। এজন্য যাঁহারা ইন্দ্রজালবৎ মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট শিষ্য হইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আমি প্রবুদ্ধ করিতেছি, এবং বিনামূল্যে তাঁহার ক্রিয়া শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে যোগিরাজের অর্থক্ষতি হইয়াছে। অনেক ভদ্র লোক আমার মত পাঁচটি টাকা দিয়া পশ্চাত্তাপ-যুক্ত হইয়া আছেন। তবে যে সকল শিষ্য আড়কাটির কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার অতি প্রশংসা করিবেন। ভিতরের নিগূঢ় কথা আর কিছু বলিব না।

শ্রী —।—।—

কামনা ও বৈরাগ্য।

অগ্নি ও জলে আলোক ও অন্ধকারে যেমন একটা বিরোধিতার সম্বন্ধ, কামনা ও বৈরাগ্যে সেই রূপ একটা বিজাতীয় সম্বন্ধ আছে। কামনা জীবকে যে পথে লইয়া যায়, বৈরাগ্য সে পথ হইতে ফিরাইয়া তাহাকে অন্য পথে পরিচালিত করে। কামনা জীবকে রাগ ও ভোগ, আসক্তি ও অনুরক্তি, বিহার ও সংসারের পথে লইয়া যায়, বৈরাগ্য জীবকে ত্যাগ ও যোগ, বিরক্তি ও অনাসক্তি, অনাহার ও সংহারের দিকে ভাসাইয়া দেয়। কামনা কমনীয়া কামিনীর মত পূর্ণিমার বিমল কিরণ জাল জড়িত তটিনীর তীরদেশে বসিয়া জীবকে ভোগ বিলাসের পরামর্শ দেয়, আর বৈরাগ্য জ্ঞান-গম্ভীর উদাসীনের ন্যায় জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে শ্মশানের বিকট চিত্র অঙ্কিত করিয়া জীবকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দেয়। কামনা প্রবৃত্তির পথে, বৈরাগ্য নিবৃত্তির পথে নিজ রাজ্য বিস্তার করে। এ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ, এ রাগ ও ত্যাগ মার্গ এই দুইটি পন্থা আমাদের সম্মুখে পড়িয়াছে। কলিযুগের জীব আমরা কোন্ পথে যাই। ইহাই এখন প্রশ্ন।

অভাব-বৃদ্ধি জীবকে যত দিন ঘিরিয়া থাকিবে, কামনা ততদিন নিশ্চয়ই জীব প্রবৃত্তির সঙ্গে ঘুরিবে। যে দিন জগতের সমস্ত অভাব মিটিবে সেই দিনই জীব পূর্ণকাম হইতে পারিবে। যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন কামনা প্রিয়তমা সখীর ন্যায় জীবকে জগতের কত নিকুঞ্জ কানন দেখাইয়া বেড়াইবে। সুতরাং জাগতিক অবস্থায় কামনা জীবের স্বতঃ সিদ্ধ সঙ্গী। কামনার হাত এড়াইয়া কেহই এক পা চলিতে পারেন না। কামনার কুহক জালে প্রত্যেক জীবই অন্তর্ভূত। কামনা রজ্জুর আকর্ষণে নাক ফোঁড়া বলদের মত এ জগৎ অবিরত ঘুরিতেছে। কামনার মোহিনী মূর্ত্তিকে জগৎ এত দূর ভাল বাসিতে অভ্যাস করিয়াছে যে নিষ্কামতার মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিতেও জগৎ ভীত হয়। সুতরাং স্বভাবতঃ যে কামনার দিকে জীবের গতি, সেই গতির স্রোত উল্‌টাইয়া বৈরাগ্যের জ্বলন্ত কুণ্ডে ঝম্প দেওয়া বর্ত্তমান কলিযুগে জীবের পক্ষে কত দূর সাধ্যায়ত্ত তাহারই বিচার করিতে হইবে।

জগতে শিক্ষা দ্বিবিধ। এক প্রকৃতি ও অনুরাগের অনুকূল শিক্ষা, দ্বিতীয় তাহার প্রতিকূল। বিদ্যা শিক্ষাই বল, আর ধর্ম্ম শিক্ষাই বল সকল শিক্ষারই এই দুইটি শ্রেণি আছে। শিক্ষা ভেদে শিক্ষকও দুই প্রকার। আবার শিক্ষার্থী অধিকারীও দুই প্রকার, অধম আর উত্তম। মধ্যমের কথা এখন ছাড়িয়া দাও। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও অনুরাগ তত্ত্বের স্তরে ২ প্রবেশ করিয়া তদনুকূল শিক্ষার বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। বাতাসের অনুকূল গতি ও জোয়ারের সুবিধা বুঝিয়া যে মাঝি নৌকা চালায়, তাহার পটুতাকে সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই রূপ ছাত্রের প্রবৃত্তি স্রোতের জোয়ার ভাঁটা বুঝিয়া যে শিক্ষক

শিক্ষা তরণিকে এ সংসার সাগরে চালিত করিবেন তিনিই ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর প্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যে শিক্ষক ছাত্রের প্রকৃতি ও অনুরাগের প্রতিকূলে শিক্ষা দণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তাঁহাকে সুশিক্ষক বলা যাইতে পারে না। সময়ে ২ তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা হয়ত নিষ্ফলও হইতে পারে। পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটি কেবল খেলা করিয়া বেড়াইতে চায়। তাহার খেলিবার প্রবৃত্তি পড়া শুনার বাসনাকে পরাজিত করিয়াছে। তাহার এই ক্রীড়াময়ী প্রবৃত্তিকে দমিত করিয়া তাহাকে পড়া শুনার রাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে। যিনি আনাড়ি শিক্ষক, তিনি মারিয়া ধরিয়া বল পূর্ব্বক শিশুটির ক্রীড়া প্রবৃত্তি চাপিয়া তাহার মন পড়া শুনার দিকে নোয়াইবেন, ইহাই তাঁহার চেষ্টা। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিক্ষক, তিনি সেই ক্রীড়া প্রবৃত্তির ভিতর দিয়াই শিশুকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই দ্বিবিধ চেষ্টার মধ্যে শেষোক্ত চেষ্টাই যে ফলবতী, তাহা আর বুঝাইতে হইবেনা। একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন একটি ধনীর এক মাত্র পুত্র ছিল। এক মাত্র পুত্রের প্রতি ধনীর স্নেহও যথেষ্ট ছিল। কাযেই দিন ২ ছেলেটি আদুরে গোপাল হইয়া দাঁড়াইল। সেই আদুরে গোপালকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ধনী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোন শিক্ষকই তাহার মন লেখা পড়ার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না। সে সর্ব্বদা পায়রা লইয়া খেলা করিত। তাহাকে মারিয়া ধরিয়া বল পূর্ব্বক পড়াইতে বসাইবার কল্পনা শিক্ষককে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কেননা সে আদুরে গোপালকে মারিবার ক্ষমতা কাহরও ছিল না। কাযেই শিক্ষকেরা বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। অনন্তর পিতার বহু চেষ্টার পর এক জন চতুর শিক্ষক তাহার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষক প্রথমে আসিয়া ছাত্রের কাছে পড়া শুনার কোন গোলযোগ তুলিলেন না। কেবল দিন কতক মিষ্ট কথায়, আদর আপ্যায়িতে তাহার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার সহিত খেলাও জুড়িয়া দিলেন। এক দিন তিনি বলিলেন, দেখ, তোমার পায়রা সংখ্যায় বড় অল্প। এক গল্পা পায়রা লইয়া কোন কায হইবে না, আর [illegible] দুই শত পায়রা কেন। খুব বড় করিয়া একটা [illegible] করিতে হইবে। ছাত্র দেখিল ভা[illegible]। সে যাহা চায়, গুরু তাহার অনুকূল। সুতরাং সানন্দ মনে ছাত্র তাহাই করিল। গুরু একদিন বলিলেন, দেখ এত গুলা পায়রার এক একটা নাম ও চিহ্ন রাখা চাই। নহিলে একটাকেও চিনিতে পারা যাইবে না। এই বলিয়া গুরু লক্কা, মুখখি এই সমস্ত নামের পরিবর্ত্তে "ক" "খ" এই এক একটি অক্ষর প্রত্যেক পায়রার নাম রাখিলেন। তিনি এই রূপ সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ও স্বরবর্ণ এক একটা টুকরা কাগজে লিখিয়া ছাত্রকে প্রত্যেক পায়রার গায়ে আঁটিয়া দিতে বলিলেন। ও বুঝাইলেন যখন যেটার নাম ধরিয়া ডাকিব, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই পায়রাটি আমার কাছে হাজির করিবে। তাহা হইলে পায়রাদের শেখাইবার পক্ষে আর কোন গোলযোগ থাকিবে না। শিষ্য মহানন্দে তাহাই করিতে লাগিল। পক্ষীর জাত বড় চঞ্চল, শিষ্য যাই একটা পায়রার গায়ে একটা অক্ষর আঁটিয়া দিল, আর অমনি সে [illegible] উড়িয়া পলাইল। সে আঁটা অক্ষর কোথায় খসিয়া [illegible] গেল। এই রূপ এক একটা অক্ষর দুই দশ বার [illegible] আঁটিতেই শিষ্যের অক্ষর পরিচয় হইয়া গেল [illegible]র "ক" পায়রায় "আ" পায়রায় মিলিয়া যে পা[illegible]ম হইল, তাহার নাম রাখা হইল "কা"। এই [illegible] "কী" "খী" আদি বর্ণমালাও শিষ্যের অভ্যস্ত [illegible]য়া গেল। তার পর শিক্ষক পায়রা ও অন্যান্য পক্ষীর গল্পময় এক খানা পুস্তক শিষ্যকে পড়াইতে সুরু করিলেন। সেই গল্প পড়িতে শিষ্যের মন এত নিবিষ্ট হইল, যে তাহার পায়রা খেলা আর ভাল লাগিত না। এই রূপ গুরু

খেলা ধুলার ভিতর দিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিলেন।

ইহারই নাম অনুরাগানুকূল শিক্ষা। এই শ্রেণির শিক্ষা জগতে না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের মত মন্দ ধিকারীদের আর বিদ্যালাভের উপায়ই থাকে না। যে ছাত্র আপনার ক্রীড়াময়ী বাসনাকে শিক্ষকের তাড়নাময় খর্পরে বলিদান দিয়া লেখা পড়ায় মন বসাইতে পারে সে ত উত্তম অধিকারী। তাহার জন্য অনুরাগানুকূল শিক্ষার প্রয়োজন নাই, উত্তম শিক্ষকেরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহারা মন্দ অধিকারী, যাহারা জগতের আদুরে গোপাল, তাহাদের জন্য অনুরাগানুকূল উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন। অধম ছাত্রের সহিত উত্তম শিক্ষক এবং উত্তম শিক্ষকের সহিত অধম ছাত্র, এ উভয়ের মিলনকে রাজ যোটক বলা না যাইতে পারে, কিন্তু কুৎসিত মিলনও বলা যাইতে পারে না। উত্তম অধিকারী হয়ত নিজ সামর্থ্যের বলে অধম শিক্ষকের কাছ হইতে ফল লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শিক্ষকের কোন বাহাদুরি নাই। যে শিক্ষক নিজ সামর্থ্যবলে অধমকে উত্তম করিতে পারেন তিনিই বাহাদুর। আস্তাকুঁড় হইতে যিনি হীরা বাহির করিতে পারেন তিনিই প্রশংসার পাত্র। হীরার খনি হইতে হীরা বাহির করা বেশী কথা নয়। সরোবরে কমল ফুল ফুটান সহজ কথা, কিন্তু যিনি মরুভূমে ফুটন্ত ফুল ফুটাইতে পারেন, তিনিই জগতে পদাঙ্ক রাখিয়া যান। তাই বলিতেছি যে শিক্ষা মানবীয় প্রকৃতি ও অনুরাগের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করিতে পারে সেই শিক্ষাই বেশী কার্য্যকরী। তাহাতে ফল শীঘ্র পাওয়া যায়। বেশী সময় নষ্ট হয় না। বিদ্যা শিক্ষার রাজ্যে যেমন বিধি, ধর্ম্মরাজ্যেও তাহাই। অন্ততঃ মন্দ অধিকারীদের জন্য অনুরাগানুকূল শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা কলিযুগের মন্দ অধিকারী—সংসারের আদুরে গোপাল। আমরা কামনার—অনুরাগের অনুকূল ধর্ম্ম শিক্ষা চাই। যদি কেহ উত্তম অধিকারী থাকেন, ত তাঁহার কথা হইতেছে না। আমাদের নিজের শ্রেণীর কথাই বলিতেছি। আমরা বৈরাগ্যের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত। ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য কামনা ছাড়িয়া আমরা বৈরাগ্যে যাইতে পারিব না। লেখা পড়া শিক্ষার জন্য আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের ন্যায় খেলা ধুলা ছাড়িয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিব না। তবে যে লেখা পড়া শিক্ষা খেলা ধুলার ভিতর দিয়া হইতে পারে, যে ধর্ম্ম শিক্ষা বিশাল তটিনীর মত কামনার ক্রোড় দিয়া বহিতে পারে আমরা সেই শিক্ষা চাই। আমরা কামনার মৃদু মধুর মলয় পবনে প্রাণ মন ভাসাইতে চাই, বৈরাগ্যের তপ্ত বায়ুতে আত্মার কোমল বর্ম্ম পোড়াইতে চাহি না। আমরা কামনা কল্পলতিকা মা অন্নপূর্ণার চারু চরণের শীতল সলিল ধারায় অবগাহন করিতে চাই, জ্ঞান বৈরাগ্যের জ্বলন্ত শিখাময় মহাশিবের সংহারিণী মুর্ত্তির করাল কবলে ভস্মীভূত হইতে চাহি না। আমরা কামনার ললিত পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে ঢালিতে চাই, বৈরাগ্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া বিকট তাণ্ডবে অগ্নিলীলা করিতে পারিব না। আমরা রাগমার্গের ভিখারী, ত্যাগ মার্গকে দূর হইতে নমস্কার করি।

আমরা কামনার ধ্বংস চাহিনা কিন্তু কামনার পূরণ চাই। আমরা কামনার নিবৃত্তি চাই বটে, কিন্তু তোমরা যে ধরণে চাহ, আমরা সে ধরণে চাহি না। তোমরা গলা টিপিয়া কামনাকে চাপিয়া রাখিতে চাহ, আমরা কামনাকে উসকাইয়া তাহার চরিতার্থতা সংসাধিত করিয়া তাহাকে আপনা আপনি ফুরাইতে বলি। কামনাকে চাপিলে অনিষ্ট আছে। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেখ। তোমার গায়ে একটা ফোড়া হইয়াছে, ফোড়ার পুঁজরক্ত স্বভাবতঃ ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। কিন্তু যিনি আনাড়ি চিকিৎসক, তিনি হয়ত কোন ঔষধ বিশেষ দ্বারা সে ফোড়াটিকে বসাইয়া তাহাকে

আরাম করিতে চান, কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ কবিরাজ, তিনি কোন প্রলেপ দ্বারা ফোড়াটিকে পাকাইয়া তাহার পুঁজরক্ত আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির হইবার সুবিধা করিয়া দেন। ফোড়াটিকে বসাইয়া দিলে আপাততঃ কিছু ক্ষণের জন্য বিনা কষ্টে তাহার উপশম হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে সে বদ্রক্ত জমিয়া সে স্থানের রক্ত বিকৃত করিয়া অন্যদিক্ দিয়া আবার দগ্দগে ঘা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু তাহার পুঁজরক্ত বাহির করিয়া দিলে প্রথমতঃ একটু কষ্ট হয় হউক, তাহা যে চিরকালের জন্য আরাম হইবে তাহা বুঝা উচিত। সেই রূপ কামনাকে চাপিয়া রাখিয়া বসাইয়া ফেলা উচিত নহে। তাহাকে ফুটাইয়া তাহার পুঁজরক্ত বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত। অপক্ব বৈরাগ্যের কাট-গড়ায় কামনাকে চাপিয়া রাখিলে তাহার অতৃপ্তিময়—অভাবময় কষ্ট হইতে আপাততঃ নিস্তার পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে অপূরন্ত কামনা—সে অতৃপ্ত বাসনা আবার অন্য দিক্ দিয়া শতধারে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। তাই পরম যোগীরও যোগ ভ্রংশের কথা, পরম বিরাগী পুরুষেরও অপ্সরার রূপে বিমুগ্ধ হওয়ার কথা শাস্ত্রে কত শুনা যায়। সুতরাং বাসনাকে না চাপিয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত করাই বিধেয়। জানি বাসনার পুঁজ রক্তময় মুখ যতই ফুটাইবে, ততই অতৃপ্তির জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, জানি ঘৃতাহুতিতে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বাসনার সহস্র জিহ্বা ততই দক্দক্ জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু ইহাও জানি, কোন রূপে এই কষ্ট টুকু কাটাইয়া এই সাংসারিক জগতের গণ্ডী ছাড়াইয়া ঐ অনন্ত আকাশের বিশাল বক্ষে বাসনাকে ছড়াইয়া ফেলিলে আর ত অতৃপ্তি থাকিবে না। তখন যে বাসনা আত্মহারা দিশাহারা হইয়া কূলকিনারা হারাইয়া ও অগাধ সাগরে ও অথাই সলিলে কোথায় তলাইয়া যাইবে। তখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তোমাদের অতৃপ্ত বাসনা বৈরাগ্যের পদতলে দলিত—মর্দ্দিত—পিষ্টপেষিত হইয়া মরমের অভিশাপ বাণী কতবার ঘোষণা করে, আমাদের কোমল/কামনা বিভুর চারু চরণ চুম্বনে চরিতার্থ হইয়া ঐ রাসরসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে গা ভাসাইয়া কোথায় চলিয়া যায়। তোমাদের কামনা বিশুষ্ক কঙ্কালময়ী মূর্ত্তি লইয়া প্রেতভূমে শবরাশির পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়, আমাদের বাসনা ঐ রাজরাজেশ্বরের দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদ-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া তাঁহার গুণ গাথা গান করে। তোমাদের জ্ঞান বৈরাগ্য ঘাতকের ন্যায় করাল বেশে সাজিয়া কামনার কোমল কণ্ঠে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়, আমাদের প্রেম ভক্তি, কামনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে প্রেমময় প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথের পার্শ্বচারিণী করিয়া দেয়। তোমাদের জ্ঞান বৈরাগ্য সংসারের কালি ঝুলি মাখা বলিয়া কামনাকে ঐ জ্ঞানময় নির্ম্মলধামের দ্বারদেশ হইতেই দূর ২ করিয়া তাড়াইয়া দেয়, আমাদের প্রেম, ভক্তি কামনা-বালিকার সে কালিঝুলি মুছাইয়া তাহার রংটি আরও টুকটুকে ফুটফুটে করিয়া মা অন্নপূর্ণার ক্রোড়দেশে তাহাকে বসাইয়া দেয়। স্নেহের সোহাগময়ী দুহিতা যেমন কোথাও ভয় পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের কোলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেই রূপ আমাদের কামনা সংসারের দুরভিসন্ধিময় মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া যখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাঁহার স্নেহময় অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া সুস্থির হইবে, সেই দিনই আমাদের সাধনা সার্থক হইবে। কিন্তু এখন আমরা কামনাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহার কচি মুখের মধুর হাঁসি আমরা বড় ভাল বাসি। সংসারে রাখিয়া দিন কতক তাহাকে এখন লালন পালন করিব। তার পরে মায়ের অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া দিব। ঘরের মেয়ে ঘরে চলিয়া যাইবে। শক্তির কণিকা শক্তির সাগরে ডুবিবে, অনুকৃতি প্রকৃতিতে মিশিবে, আসক্তি প্রেমময়ীর লীলাপটাম্বরালে

অন্তর্হিত হইবে।

"কামনা মাত্রেই সংসারাসক্তির পথে লইয়া যায়, ইহা ঠিক নহে। সাংসারিক কামনা চিত্ত বিক্ষেপকর হইলেও ভগবৎ-কামনা সে পথের পথিক নহে। স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, পিপাসা, আসক্তি অনুরক্তি এই সমস্ত বৃত্তি লইয়া কামনার রাজত্ব। আর শম, দম, তিতিক্ষা যম নিয়মাদি লইয়া জ্ঞান বৈরাগ্যের রাজত্ব। সংসার কামনার প্রথম ভূমি, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম সমাধি তাহার কেন্দ্র ভূমি—চরম সীমা। সেই রূপ "সংহার" (সংসার ত্যাগ) বৈরাগ্যের প্রথম ক্ষেত্র বটে কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ঠাই তাহার শেষ লক্ষ্য। লক্ষ্য উভয়েরই এক, কিন্তু পন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থাৎ বিরোধী। প্রবৃত্তির পথে পথিকের চলিতে কোন কষ্ট নাই, কেননা সে পথ সুকোমল শয্যায়—শান্তিময় আস্তরণে আচ্ছাদিত। নিবৃত্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ। বিভীষণ হিংস্রজন্তু সে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং ইহা কষ্টময়; এমন কষ্টের পথে কেন যাইব বল দেখি। সান্নিপাতিক বিকারে রোগী যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য এক বিন্দু বারি তাহার মুখে দিবার যো নাই। তাহা হইলে বিকার আরও বাড়িয়া উঠিবে। দুই জন ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছে। দুই জনেরই উদ্দেশ্য রোগীর রোগ আরাম করা। কিন্তু উভয়ের চিকিৎসা প্রণালী ভিন্ন। একজন রোগী তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলেও তাহাকে এক বিন্দু জল না দিয়া তাহার তৃষ্ণা প্রবৃত্তি চাপিয়া তাহাকে আরাম করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে যে রোগী আপাততঃ তৃষ্ণায় মারা যায় তাহার কি? ব্যারাম আরাম হওয়া ত পরের কথা। তাই আর একজন ডাক্তার অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি রোগীকে জল পান করিতে দিলেন বটে, কিন্তু সেই জলের সঙ্গে বমনকারক চূর্ণ মিশাইয়া দিলেন। রোগী জল পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। খানিক ক্ষণ বাদে সে জল হুড় ২ করিয়া বমন হইয়া গেল। তাহার তৃষ্ণা মিটিল। তার পর ডাক্তারের ঔষধ গুণে সে আরাম হইল। সেই রূপ জীব ভবরোগে আক্রান্ত—জাগতিক জ্বালামালায় কাতর, নানাবিধ সংসারিক আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ। এ রোগ হইতে মুক্ত হওয়া তাহার প্রাণের বাসনা। কিন্তু যে চিকিৎসক তাহাকে পিপাসায় শুকাইয়া আরাম করিবার কল্পনা করেন, কলিযুগের জীব তাঁহার কাছে যাইতে ভীত হয়। জীব তাঁহারই শরণ চায়, তাঁহারই কৃপা ভিখারি হইতে প্রস্তুত আছে, যিনি তাহার পিপাসা-কাতর কণ্ঠে এক বিন্দু জল দিবেন এবং সেই জলের সঙ্গে ভগবৎ প্রেম চূর্ণ মিশাইয়া দিবেন। যে চূর্ণ উদরস্থ হইলে সমগ্র সংসার উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে, চির পিপাসিত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, তাপিত জীবন শান্তির ফোয়ারায় অবগাহন করে, সেই চূর্ণ মিশাইয়া, কাম্যবস্তুর উপভোগ করাইয়া যে গুরু ভবরোগ শান্তির ব্যবস্থা করেন, জীব তাঁহারই চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। যে ঔষধ খাইতে মিষ্ট, অথচ ব্যাধির আশু শান্তি হয়, তেমন ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কটু তিক্ত ঔষধে কাহার প্রবৃত্তি হয় বল দেখি। যাহার উপায় মিষ্ট, উদ্দেশ্যও মিষ্ট, এমন মিষ্টতাময় পদার্থকে কলিযুগের পিপীলিকা আমরা কখনও কি ছাড়িতে পারি।

জ্ঞানদেব চরিত।

নেবাসে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পুনতাম্বে নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানটী গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। এখানে চাঙ্গদেব নামক এক জন সাধুকে দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে কএকটা মৃত শরীর ছিল ও কএক জন লোক তথায় বসিয়া ছিল। তিনি ইন্দ্রদেবের অবতার বলিয়া বিখ্যাত এবং ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম। মহরাষ্ট্রীয় ভাষায় চাঙ্গলা শব্দের অর্থ উত্তম। চাঙ্গদেব বলবান্ ছিলেন বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত

হইতেন। যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর চাঙ্গদেব বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইল। পরে অষ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধি-লাভ করিয়া অতুল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোন সদ্গুরুর উপদেশ পান নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত ছিলেন। চাঙ্গদেব প্রায়ই সমাধিতে থাকিতেন। কথিত আছে যে তিনি ১৪০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার এ প্রকার ক্ষমতা হইয়াছিল যে তিনি মৃত ব্যক্তিদের ও নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের সহিত কথা কহিতেন। নানা স্থান হইতে লোকে মৃতদেহ আনিয়া উপস্থিত হইত। সমাধি হইতে উঠিয়া তিনি তাহাদের জীবন দান করিতেন। চাঙ্গদেবের এই ক্ষমতা বিষয় উল্লেখ করিয়া নিবৃত্তি জ্ঞানদেবের সমক্ষে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে ব্যাপার চাঙ্গদেব কর্ত্তৃক সমাধা হইতেছে, মুক্তাবাই তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। এই কথা বলিয়া জ্ঞানদেব মুক্তাবাইকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং যে সকল মৃতদেহ চাঙ্গদেবের সমক্ষে স্থাপিত ছিল তাহাদের জীবন দান করিতে বলিলেন। মুক্তাবাই মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় ও বন্ধুগণকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল যে চাঙ্গদেব এখন সমাধিতে আছেন। তিনি উঠিলে এই সকল মৃত দেহ জীবন লাভ করিবে। মুক্তাবাই বলিলেন যে যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন এই দণ্ডেই মৃত দেহ সকলে জীবন সঞ্চার হইতে পারে। সকলে সম্মতি প্রকাশ করিলে, মুক্তাবাই একটী মৃত কুক্কুরের মাতার খুলি উঠাইয়া তাহা মৃত দেহ গুলির চারিদিকে ঘুরাইয়া দিতে লাগিলেন এবং শবগুলি জীবন লাভ করিয়া একে ২ উঠিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। ইহার পর, জ্ঞানদেব প্রভৃতি পুনরায় ত্যাগ করত নানা স্থান দর্শন করিয়া আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুপাস্থ অনেক দিনের পর, জ্ঞানদেব প্রভৃতিকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করি[illegible]। পৈঠন হইতে যে শুদ্ধিপত্র পাইয়া-ছিলেন তাহা জ্ঞানদেব সিদ্ধোপন্থকে দেখাইলেন। জ্ঞানদেব, মুক্তাবাই কর্ত্তৃক যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আলন্দী বাসী গণ অবগত হইয়াছিল। সকলে দলে ২ তাঁহাদের কাছে আসিল এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিল। কিন্তু বিসোবা চাটি নামক এক জন হীন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা জ্ঞানদেবের নিন্দা করিত। সে বলিত যে ইঁহাদের বেদোক্ত ধর্ম্মে অধিকার নাই। পৈঠনের ব্রাহ্মণ গণ ঘুস লইয়া ইঁহাদের শুদ্ধিপত্র দিয়াছে। একদা নিবৃত্তির মাণ্ডে (এক প্রকার মিষ্টান্ন) খাইবার ইচ্ছা হইল। ইহা তিনি তাঁহার ভগিনীকে জানাইলেন। মুক্তাবাই তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। কিন্তু, এক প্রকার মৃত্তিকাময় পাত্র না হইলে ইহা প্রস্তুত হয় না। মুক্তাবাই কোন কুম্ভকারের নিকট হইতে এক খানি পাত্র সংগ্রহ করিলেন। এই পাত্র খানি লইয়া মুক্তাবাই বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন পথি মধ্যে তাঁহার বিসোবার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিসোবা জিজ্ঞাসা করিলেন—এ পাত্র লইয়া কি হইবে? মুক্তাবাই প্রত্যুত্তর দিলেন যে তাঁহার দাদার জন্য মাণ্ডে প্রস্তুত হইবে। ইহা শুনিয়া বিসোবা বলিলেন যে সন্ন্যাসীর এ প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। ইহা বলিয়া সে পাত্রটী মুক্তা[illegible] লইয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন। মুক্তাবাই পুনর্ব্বার [illegible] কাছে গেলেন। বিসোবাও সঙ্গে ২ গমন করিল এবং কুম্ভকারকে পাত্র দিতে বারণ করিল। মুক্তাবাই পাত্র না পাইয়া মনের দুঃখে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং জ্ঞানদেবকে সমস্ত ব্যাপার শুনাইলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—ভগ্নি! ভাবনা কি, আমার পৃষ্ঠের উপর মাণ্ডে প্রস্তুত কর, আমার

দেহের অগ্নির দ্বারা তাহা প্রস্তুত হইবে। মুক্তাবাই তাহাই করিলেন। উত্তম মাণ্ডে প্রস্তুত হইল। সকলে আনন্দের সহিত তাহা ভোজন করিল। বিসোবা সিদ্ধোপন্থের বাটীর বাহির হইতে এই ব্যাপার দেখিল। তখন সে বুঝিল যে জ্ঞানদেব এক জন মহাপুরুষ। পরে বাটীর ভিতরে আসিয়া জ্ঞানদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাহার কৃত অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিল। জ্ঞানদেব সদুপদেশ দ্বারা বিসোবাকে কৃতার্থ করিলেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মোৎসব।

১। বাজে শিবপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রোতা প্রায় পাঁচ শত ও শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাখ্যাতার "মনুষ্যত্ব" বিষয়িণী বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতা মাত্রেই বিমুগ্ধ ও আনন্দ-গদ্গদ হইয়া ছিলেন।

২। মুক্তাগাছা হরিভক্তি প্রদায়িণী সভায় বিগত অধিবেশনে ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক দিন গভীর জ্ঞান পূর্ণ ও ভক্তিরস মাখা বক্তৃতা করিয়া শত শত শ্রোতার তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় মুক্তাগাছা হইতে ঢাকায় আসিয়াও কয়েক দিন ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন।

৩। ২রা ভাদ্র শনিবার হইতে ৪টা ভাদ্র সোমবার পর্য্যন্ত ধুবড়ি ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত গতিনাথ রায় মহাশয় "আর্য্যধর্ম্ম কি", "আশ্রম চতুষ্টয়", "সাকার উপাসনা বেদসম্মত কি না" ও "সাধন ধর্ম্ম" এই কয়েকটী বিষয়ে সুমধুর বক্তৃতা করিয়া সমাগত ভদ্র মহোদয়গণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ ন্যায়-ভূষণ মহাশয় "আর্য্য ধর্ম্মের হীনাবস্থার কারণ কি" ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ধর্ম্মই পরম ধন" এই বিষয়ে দুইটী সুন্দর ও সুশ্রাব্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের [illegible] উপচারে পূজা, পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়, নগর সঙ্কীর্ত্তন, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ, ও হরির লুট প্রভৃতি উৎসবাঙ্গীয় কার্য্য যথা রীতি সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে স্কুলের ছাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী "ধর্ম্মানুষ্ঠান," শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র "ধর্ম্মোদ্দীপনা" ও শ্রীবাসিকা নাথ চক্রবর্ত্তী "আর্য্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে তিনটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ ত্রয় হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীহরলাল দাস গুপ্ত।

৪। ২১এ আশ্বিন হইতে ২৩এ আশ্বিন পর্য্যন্ত গুপ্তিপাড়া ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমন্নারায়ণের পূজা, অধ্যাপক বর্গের বিদায়, মহা সংকীর্ত্তন, ও ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উৎসবে ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন ও কুমার-পরিব্রাজক মহোদয়ের অমিয়-পূর্ণ বক্তৃতায় প্রত্যহ শতশত নরনারী কৃতার্থ ও বিগলিতাশ্রু হইয়া ভগবৎ প্রেমানন্দ ভোগ করিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ার পল্লীতে ২ কয়েক দিন আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

বেদ বিদ্যালয়।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন—

"৺ কাশীধামেও আর পূর্ব্বের ন্যায় সনাতন-ধর্ম্মের সারভূত বেদবিদ্যার প্রচার নাই। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন ঐ স্থানে একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই

তৎকার্য্যে সাহায্য দান করিতে বলিতেছেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, সকল গৃহস্থই এক এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রত্যহ একটী স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখিবেন। এইরূপে অনেক গুলি চাউল একত্রিত হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হইবে, প্রত্যেক পল্লী বা গ্রামবাসী তাহা মাসে মাসে বা বর্ষে বর্ষে কাশীধামে প্রেরণ করিবেন। তাহা করিলেই যথেষ্ট চাঁদা উঠিবে, এবং তদ্দ্বারা বৈদিক বিদ্যালয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান সমস্তের সৃষ্টি এবং পরিরক্ষণ হইবে।

পরিব্রাজক মহাশয়ের সঙ্কল্প অতি সাধু—এবং তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহার ফল অতি উপাদেয় এবং দূরগামী। সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া সকল হিন্দু গৃহস্থ কোন একটী সৎকার্য্যে নিয়মিতরূপে হাত দিয়া থাকিলে জাতীয়-জীবনের বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্যটী এরূপ মহৎ এবং উপায় এত সহজ যে, তাহাতে কোন হিন্দু সন্তানের উপেক্ষা করা উচিত হইতে পারে না।

দেশের সকল প্রকার কারবার হইতেও এই মাঙ্গল্য কার্য্যে সাহায্য হওয়া উচিত। গৃহস্থেরা সকলেই তণ্ডুলমুষ্টি উৎসর্গ করিতে থাকিলে এবং প্রত্যেক কারবার হইতে কিছু কিছু প্রণামী পড়িলে যথেষ্ট ধনাগম হইবে। তদ্দ্বারা শুদ্ধ ৺ কাশীধামে বৈদিক বিদ্যালয় কেন, সর্ব্বপ্রকার জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্যের জন্য আমরা যেমন অন্যকে উৎসাহিত করিতেছি, সেইরূপ ইহাতে আপনারাও যথাসাধ্য যোগ দিব।"

"রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ" লিখিয়াছেন—

"যে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একদিন আর্য্য-ঋষি দিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত পবিত্র বেদ-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্য্য-বংশসম্ভূত হিন্দুনামধারী ভারত সন্তানের আজ দুর্দ্দশার সীমা নাই। আমরা নিজের বিদ্যা, নিজের ধর্ম্ম সমস্তই হারাইয়া এখন বিজাতীয় বিদ্যায় শিক্ষিত এবং বিজাতীয় পন্থে দীক্ষিত হইতে চলিয়াছি, সে আর্য্য-সেবিত বেদবিদ্যার চর্চ্চা এখন এদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাশী প্রভৃতি স্থানে যদিও বেদের চর্চ্চা কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার নামও প্রায় শুনা যায় না। যাহা লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, যাহা হিন্দু জাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী, সেই বেদ-বিদ্যার বিলোপদশা উপস্থিত হওয়া সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। এ সময়ে যিনি সেই পবিত্র বেদ-শিক্ষার উপায় করিয়া দিতে চাহেন, তিনি আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। এক আমাদিগের কেন, আমরা ভরসা করি, সমস্ত হিন্দুরই তিনি আশীর্ব্বাদের পাত্র। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বারাণসীধামে একটী বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কয়েক মাস পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সদিচ্ছা যে পূর্ণ হইবে, ইহা আমাদিগের সম্পূর্ণ আশা আছে। তিনি কেবল মুষ্টিভিক্ষার উপরে নির্ভর করিয়া এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, এখন তাহার মূলে কিছু কিছু অর্থরূপ-বারি-সিঞ্চন করিতে পারিলে, কালে যে, ইহা উপাদেয় ফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক, ভিক্ষাই তাঁহার একমাত্র সম্বল হইলেও অনেক স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু যে এ কার্য্যে সাহায্য করিবেন, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।"

"বহরম্পুরের প্রতিকার" লিখিয়াছেন—

পুণ্য-ভূমি বিশ্বেশ্বর-ধাম বারাণসীতে একটি "বেদ বিদ্যালয়" স্থাপিত হওয়ার সংবাদে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। বেদ-বিদ্যালয়ের খরচ সঙ্কুলান জন্য হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই আলয়ে এক একটী হাঁড়ী স্থাপন করিয়া প্রত্যহ রন্ধন কালে যে চাউল খরচ হয়, তাহা হইতে এক মুষ্টি করিয়া ঐ হাঁড়িতে রাখিয়া মাসান্তে

ঐ চাউল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু হয়, তাহা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সকলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ভিক্ষুককে যখন ভিক্ষা দিতে হয় তখন প্রত্যহ এই মহৎ কার্য্যের জন্য এক মুষ্টি করিয়া ভিক্ষা দিতে বোধ হয় কাহারও কোন কষ্ট হইবে না, অথচ ইহার ফল বিপুল।

'সুরভি ও পতাকা' লিখিয়াছেন—

৺ কাশীধামে সম্প্রতি একটী বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব থাকিবে না। ইহা আর্য্যদিগের নিজের ধন, ইহা তাঁহাদের সাহায্যেই চলিবে। ইহাতে যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে সাঙ্গবেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেওয়া হইবে। যাহাতে আর্য্যজাতি স্বধর্ম্ম পালনে কৃতার্থ হয়েন, তাহাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু. সফল হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে' লিখিত হইয়াছে—

It would be a matter to be deeply regretted that movements after movements are springing up to promote the interests of our country, and no effort is made to stimulate the Vedic learning, which is decaying day by day. In India, the home of the Vedas we find only a few Pandits who can understand them. Paribrajak Srikrishna Prosonno the founder of the Arya Dharma Procharinee Sobha in Benares, which has its branches all over Bengal and Behar, has taken in hand the work of spreading Vedic knowledge. In this sacred city he has founded a Vedic Patshala, in which students will be taught the meanings of the Vedas and be initiated into the rites they inculcate. Paribrajak Sree Krishna Prosonno has endeared himself to all by his preachings on Hindu religion ; and many are eager to hear his eloquent lectures. He will earn the lasting gratitude of all if he accomplishes his work of diffusing Vedic knowledge far and wide.

বোম্বাইয়ের "ইন্দু প্রকাশে" লিখিত হইয়াছে—

Paribrajak Sreekrishna Prosonno, who has established Arya Dharma Pracharini Sabhas all over Bengal and Behar, and who has been winning love and respect everywhere by his sound expositions of the Hindu Shastras, has recently founded a Vedic School in Benares. Pandits who are well-versed in the Vedas form its teaching-staff. The students are taught to learn the meaning of the Vedas, and are initiated into the rites they inculcate. It is a matter of deep regret that Vedic learning is decaying in our country day by day. There are a very few Pandits who can understand the Vedas. Therefore any one who makes an effort to diffuse Vedic learning deserves our gratitude. It is to be hoped that Paribrajak Sreekrishna Prosonno's endeavours to promote the diffusion of the Vedic learning will meet with success. The services of the Paribrajak to the cause of Hindu religion cannot but evoke the grateful admiration from every Hindu

অন্যান্য অনেক ইংরাজি, বাঙ্গালা ও হিন্দী সংবাদ পত্রে "বেদ বিদ্যালয়" সম্বন্ধে অনেক আশাপ্রদ ও অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশ করা হইল না, আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল

ধ, প্র, স

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১২শ ভাগ ৮ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১১ অগ্রহায়ণ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়ো ব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ।

মুনিগণ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম এবং অনুলোমজ ও প্রতিলোমজাদি জাতিগণের ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করুন।

মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা ব্রবীন্ মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন ধর্ম্মান্ নিবোধত।

মিথিলা নিবাসী উক্ত যোগীশ্বর ক্ষণ জন্য ধ্যান করিয়া মুনিগণকে বলিলেন যে, যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ সকল অনায়াসে বিচরণ করিয়া থাকে, তথাকার ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্ম শাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ।

পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা, ধর্ম্ম শাস্ত্র, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ, এই চতুর্দ্দশ শাস্ত্রই পুরুষার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধক।

মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ।
পরাশর ব্যাস শংখ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপ বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজকাঃ।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই অষ্টাদশ মহাত্মা ধর্ম্ম শাস্ত্রের বক্তা ও নেতা।

দেশ কাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধা সমন্বিতং।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্ম লক্ষণং।

পবিত্র স্থানে পবিত্র কালে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পবিত্র পাত্রে যে দান করা যায়, তাহা এবং এই রূপ অন্যান্য কর্ম্ম সকলের দ্বারা ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সংকল্পজঃ কামো ধর্ম্ম মূল মিদং স্মৃতং।

শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সদনুষ্ঠান, মহাত্মাগণের আচরিত কর্ম্ম সকল এবং তত্ত্ব জ্ঞান মার্জ্জিত নিজ বুদ্ধির অনুমোদিত প্রিয় কার্য্য রাশি এবং শ্রুতি সংকল্পোৎপন্ন কামনা কলাপ ধর্ম্মের মূল বলিয়া কথিত হয়।

ইজ্যাচার দমাহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম্মচ।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্ম দর্শনং।

যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয় দমন, অহিংসা, দান, বেদাদির বিধি পূর্ব্বক স্বাধ্যায়, এতাবৎই পরম ধর্ম্ম; এতত্তিন্ন ক্রিয়া যোগ ও জ্ঞান যোগ দ্বারা আত্ম দর্শন হইয়া থাকে।

চত্বারো বেদ ধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষৈত্রৈবিদ্যমেববা।

সব্রূতেয়ং সধর্ম্মস্যাদেকোবাধ্যাত্মবিত্তমঃ।

চতুর্ব্বেদবিৎ চারি জন অথবা ত্রিবেদবিৎ তিন জন একত্রে পর্ষৎ নামে অভিহিত হয়েন। ইঁহারা অথবা অধ্যাত্ম বিদ্যাবিৎ একজনও যাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম্ম (বেদানভিজ্ঞ ও অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান বর্জ্জিত অন্য কোন ব্যক্তি যাহা বলিবে তদনুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই)

ক্রমশঃ।

পরলোক।

যাঁহারা সংসার লইয়াই বিব্রত, সংসারই যাঁহাদের পরম পুরুষার্থ, সাংসারিক সুখপ্রদ উপকরণসমূহ সঞ্চয় করা এবং লিপ্ত হইয়া তাহাই সম্ভোগ করা যাঁহাদের জীবনের সার উদ্দেশ্য, পারলৌকিক জীবন তাঁহাদের বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় না। যমরাজ নচিকেতাকে কহিয়াছিলেন (কঠ শ্রুতি ২ বঃ ৬ শ্লো) "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতিমানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।" বিত্তমোহে মূঢ় প্রমাদবিশিষ্ট অবিবেকীর নিকট পরলোক-তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে, এই দৃশ্যমান স্ত্রীপুত্র দাসদাসীবিশিষ্ট, সুভোগ্য ধনসম্পত্তি অন্নপানাদিসম্পন্ন ইহলোক মাত্র আছে। এতদ্ভিন্ন কোন অদৃষ্ট পরলোক নাই। এতাদৃশ মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ আমারই বশে পতিত হয়। জনন মরণাদি-লক্ষণ দুঃখ-প্রবাহে পতিত হইয়া থাকে। বার বার যমযন্ত্রণা ভোগ করে।

সংসারে তিন প্রকার ধার্ম্মিক দৃষ্ট হন। যশের জন্য, স্বর্গাদি ফলের জন্য, এবং ঈশ্বরার্থ। যাঁহারা যশের জন্য ধার্ম্মিক তাহাদের পরলোকবিশ্বাস অপরিস্ফুট। যাঁহারা স্বর্গাদি ফলের জন্য ধার্ম্মিক, তাঁহাদের পরলোকবিশ্বাস দৃঢ়। কিন্তু, তাঁহারা সকাম ও স্বার্থপরায়ণ। যাঁহারা ঈশ্বরার্থ ধার্ম্মিক, তাঁহারা অন্যকামনা ত্যাগ-পূর্ব্বক ঐহিক পারত্রিকে ঈশ্বরকেই চান। তাঁহাদেরও পরলোক-বিশ্বাস দৃঢ়। সকামপুরুষেরা ঈশ্বরকে ফলদাতারূপে এবং নিষ্কাম-পুরুষেরা তাঁহাকে স্বয়ং ফলস্বরূপে দৃষ্টি করেন। সুতরাং উভয়েরই ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা যশের জন্য বা কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ধর্ম্মক্রিয়া করেন, তাঁহাদের যেমন পরলোকবিশ্বাসেরও অভাব, হয়ত সেইরূপ ঈশ্বরবিশ্বাসেরও অভাব।

ঈশ্বর ও পরলোকবিশ্বাস শূন্য ব্যক্তি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সহস্র ধর্ম্মকার্য্য করিলেও তাহার অভিসন্ধি আত্মসম্ভ্রম মাত্র। তাদৃশ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতে পরলোক-তত্ত্ব সংলগ্ন হয় না। বিত্তমোহে বিমূঢ় ও যশোলোভে অন্ধ ব্যক্তিদিগের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়। ভগবৎ-প্রসঙ্গ-পরিপূর্ণ, স্বর্গাপবর্গপ্রতিপাদক, জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রবোধক পবিত্র শাস্ত্রসমূহ তাঁহাদের সম্বন্ধে শুষ্ক মরুভূমি এবং ঘোরতমসাবৃত।

কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি-মাত্রেই পরলোকের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অনেকে স্বজাতীয় ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকে অবলম্বন করিয়া আছেন। তাঁহাদের পরলোকবিশ্বাস অতি দৃঢ়তর এবং স্ব স্ব শাস্ত্রানুযায়ী। আর্য্য-শাস্ত্রাবলম্বী ভারতবাসীগণ, এবং নানাদেশবাসী খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় শাস্ত্রাবলম্বীগণ সকলেই একবাক্যে পরলোকে বিশ্বাস করেন।

আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীগণ জীবের জন্মান্তর, স্বর্গ ও নরক স্বীকার করেন। নরক হইতে উদ্ধার, স্বর্গ হইতে পতন, পুনর্জ্জন্মপরিগ্রহ, পুনঃ পতন বা স্বর্গারোহণ

এবং অন্তে ক্রমোন্নতিসাধক, ক্রমমুক্তিপ্রদ ব্রহ্মলোকে আরোহণ, তাহার পর মহামুক্তিরূপ পরমানন্দ-লাভ এই সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তদ্ব্যতীত চরম সিদ্ধান্ত এই যে, বেদান্তবিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা জীবের একেবারেই মহামোক্ষ লাভ হয়। সর্ব্ব-প্রকার পারলৌকিক গতিতেই জীবের কোন না কোন প্রকার দেহসম্বন্ধ থাকে, এমত কি ব্রহ্মলোকেও দেহ-ধারণের ও পিতৃমাতৃদর্শনের ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষকালে দেহসম্বন্ধবিবর্জ্জিত আত্মকৈবল্য ও পরমাত্ম স্বরূপ লাভ হয়। তাহা হইতে আর বিচ্যুতি নাই।

খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মতে পুনর্জন্ম নাই এবং পূর্ব্বেও আর জন্ম ছিল না। মৃত্যুর পর অন্তিম কল্পান্ত পর্য্যন্ত সমাধি-গহ্বরে মৃত্তিকাবশেষ পার্থিব কলেবর আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঘোরতর সুষুপ্তি অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইতে। কল্পান্ত-কালে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের পুনরাগমনপ্রভাবে তাঁহারা পুনরুত্থিত হইবেন; এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে, গমন করিবেন। আর পতন নাই, উত্থান নাই, জন্ম নাই, সৃষ্টিও নাই। সমাপ্ত।

উক্ত বাদিগণের মতে স্বর্গে শরীর থাকে, পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়, এবং তথা সকলে সমবেত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত দেবস্বর্গ হইতে ব্রহ্মস্বর্গ পর্য্যন্ত সমুদয় ঊর্দ্ধ্বের ভুবনে যত সুখভোগ আছে সে সমুদয়ই ব্রহ্মকৈবল্য-রূপ পরম মোক্ষের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর এবং অধম। ব্রহ্মলোকে যে ব্রহ্মোপাসনা সম্পাদিত ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয়, তাহাও সগুণ, প্রকৃতির গুণসম্বন্ধবিশিষ্ট। নির্গুণ ও বিশুদ্ধ নহে।

আর্য্যশাস্ত্রদ্বারা বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় স্বর্গ মুক্তিস্থান বা ক্রমমুক্তিস্থান নহে। তথা যে ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভ হয় তাহা 'সগুণ,'—প্রকৃতির গুণসম্বন্ধ বিশিষ্ট। তথা যে পরস্পর মিলন হয়, দেবকলেবর লাভ হয়, সে সমস্তই মহামায়া-স্বরূপিণী প্রকৃতির গুণ। সে গুণ-রাজ্য হইতে উদ্ধার লাভপূর্ব্বক নির্গুণ মোক্ষাধিকারে প্রবেশ করার কোন ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

এই বর্ত্তমানকালে এমন অনেক ঈশ্বর-বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান সম্প্রদায় সকল উত্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা কোন-দেশীয় শাস্ত্রকে অবলম্বন করেন না। তাঁহাদের মধ্যেও পরলোকের বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কোন২ সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী সপ্তস্বর্গের শৃঙ্খলা স্বীকার করেন। যথা ভূলোক, নিম্নশ্রেণীস্থ উজ্জ্বল স্বর্গ, অপেক্ষাকৃত উচ্চ উজ্জ্বলোক, মধ্যবর্ত্তি উজ্জ্বলোক, স্বর্গীয় জনপূর্ণলোক, অতি ঊর্দ্ধ উজ্জ্বল-লোক এবং ঈশ্বরীয় প্রেম ও জ্ঞানপূর্ণ সর্ব্বোর্দ্ধ ব্রহ্ম-লোক। এ সমস্ত ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ, ও সত্য-লোকের নামান্তরমাত্র; কিন্তু তাৎপর্য্যে বিস্তর প্রভেদ। এ সমস্তই ভারতীয় ভূরাদি সপ্তলোকের ন্যায় সগুণানন্দস্থান। তদতিরিক্ত আর্য্য-শাস্ত্রীয় মোক্ষপদের ন্যায় কোন চরমমুক্তি তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং নিম্নকল্পে জন্মান্তরও মানেন না। এই শেষোক্ত উভয় বিষয়ে তাঁহাদের মত খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় মতের তুল্য। কেবল তাঁহারা অনন্ত নরক অসম্ভব মনে করেন।

ঐরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসী শাস্ত্রানাশ্রয়ী আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা সগুণভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন। ফলে শাস্ত্রীয় আশ্রমবিহিত প্রকারে তাদৃশ উপাসনা না করিয়া যুক্তিঅনুসারে স্বকপোলকল্পনা-কে আশ্রয়পূর্ব্বক তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় স্বর্গের ন্যায় স্বর্গ স্বীকার করেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রদ্বারা বিচার করিলে তাঁহাদের স্বীকৃত স্বর্গকে সগুণানন্দের স্থানমাত্র কহা যাইতে পারে। তাঁহারা নির্গুণমোক্ষ ও পুনর্জন্ম মানেন না। ইহাঁরা

কেহ কেহ স্বর্গ ও নরকের কোন নির্দ্দিষ্টস্থান স্বীকার না করিয়াও মৃত্যুর পর আত্মার ঐহিক শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহারা কেহই নরককে অনন্ত বলেন না।

যাহা হউক ঈশ্বর ও পরলোক-বোধবিরহিত, বিত্ত বিমুগ্ধ, যশোলোভী, কর্ত্তব্যবুদ্ধি-অভিমানী, ঐহিক জ্ঞানগর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উপরি উক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ই অল্প বিস্তর পারলৌকিক কল্যাণের পথে আরূঢ় আছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের আদরের পাত্র।

প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গুণ হইতে বিলক্ষণ যে অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মস্বরূপ ও আত্মার ভাব তাহা সকলে ধারণ করিতে পারে না। সে ভাবের বক্তা, শ্রোতা ও ধ্যাতা দুর্লভ। এই হেতু সাধারণ মানবকুল সগুণ-আত্ম-বুদ্ধিতে, সগুণ-ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে এবং সগুণ-উপাসনায় নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্ত প্রকৃতির যেরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম-গুণের তারতম্যদ্বারা বিন্যস্ত, তাঁহার বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপ ও জীবাত্মস্বরূপ সেই অনুসারে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্রে কহেন যে, প্রকৃতির সূক্ষ্ম গুণের চরমপ্রভাবপরিপূর্ণ, যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহু-কল্পস্থায়ী যে ব্রহ্মলোক, তদ্ভোগের উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ও সূক্ষ্মতম গুণযুক্ত হইয়া তথা বাস করিলেও সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ-জীবাত্মজ্ঞানই প্রতিভাত হয়। তাহাতে নির্গুণমোক্ষ-লাভ হয় না।

এই সৃষ্টিবাক্য ব্রহ্মেরই। তিনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা। ভোক্তারূপ জীব ও ভোগ্যরূপ প্রকৃতি এই দুই পদার্থ সৃষ্টির প্রথম তত্ত্ব। ব্রহ্ম, স্বীয় শক্তি বলে এই আশ্চর্য্য কর্ত্তৃভোক্তৃ ও ভোগ্যসমন্বিত বিশ্বরাজ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই শক্তি বহুগুণযুক্ত, অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্র। তাহা ব্রহ্মের মহত্ত্বরূপ বাণশক্তিদ্বারা নিয়মিত। সে শক্তি অনাদি অনন্ত ও নিত্য। সে জন্য এই বিশ্বরাজ্য নিত্যকাল হইতে আছে ও থাকিবে। ফলে একাদিক্রমে আছে বা একভাবে থাকিবে এমত নহে। বার বার প্রলয়ে কবলিত, বার বার প্রকটিত হইয়াছে ও হইবে। ব্রহ্মের অনাদি অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-শক্তির বিকর্ষণে জীব ও প্রকৃতিময়, অন্ন ও অন্নময় এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার বার বার দেখা দেয় এবং সেই শক্তির আকর্ষণে বার বার বিলুপ্ত হয়।

সুতরাং সৃষ্টির আদি অন্ত কল্পনা করা অসম্ভব। ভোক্তাস্বরূপ জীবেরও আদি অন্ত নাই, ভোগ্যস্বরূপ প্রকৃতিরও আদি অন্ত নাই। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যবহারিক সৃষ্টির সম্বন্ধে শাস্ত্রে কুত্রাপি তাহার আদি অন্ত স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রে সৃষ্টিবিষয়ক যত বিবরণ আছে তাহা কোন আদি সৃষ্টির অভিজ্ঞাপক নহে। কোন এক প্রলয়কালে জগৎ যেরূপ কারণা-বস্থায় থাকে এবং তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্মরূপ অঙ্কুরা-বস্থায় ও ব্যবহারের উপযুক্ত স্থূলাবস্থায় যেরূপে পরিণত হয়, শাস্ত্রীয় সৃষ্টিবিষয়ক বিবরণে কেবল তাহাই লক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কোন আদি সৃষ্টি-লক্ষিত হয় নাই। এমত কি অনেক শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-সৃষ্টির বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবান্তর প্রলয়ের পরবর্ত্তী স্থূল সৃষ্টির বিবরণ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

যেমন শাস্ত্রীয় সৃষ্টিপ্রকরণে কোন আদি সৃষ্টি লক্ষিত হয় নাই, সেইরূপ কোন অন্ত্যসৃষ্টিও বিবৃত হয় নাই। তদ্রূপ কোন অন্তিম প্রলয়ও উল্লিখিত হয় নাই। তবে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে বাসনা-নিবৃত্তি জন্য জীবাত্মার ভোক্তৃত্ব ও প্রকৃতির ভোগ্যত্ব ইন্দ্রজালবৎ রহিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিকে অনাদি অনন্ত মায়া বলিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকে সেই মায়ারই রূপবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টি মায়াময়। জ্ঞানোদয়ে তাহা

জ্ঞানীর সম্বন্ধে নিঃশেষে রহিত হয়। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত জীবের পক্ষে তাহা রজ্জু আশ্রিত সর্পের ন্যায় সত্যবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জীবাত্মা ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। এক অন্যের বিকার বা উৎপাদক নহে। উভয়েই নিত্যকাল ব্রহ্ম-শক্তিতে স্থিত। তথা হইতে কখনও বাক্ত কখন সেই শক্তিতেই সুষুপ্ত। যখন বাক্ত, তখন উভয়ে একযোগে প্রেরিত। কেননা, আত্মা ও অন্ন, অনাদি কর্ম্মানুগত বিধি নিবন্ধন সংযুক্ত। ব্রহ্মপুত্র জীবাত্মা একেবারেই সেই পরম পিতার ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক পিতৃধাতু-দ্বারা পুষ্ট হইতে পারেন না। এই নিমিত্তে সেই পিতা তাঁহার মঙ্গলার্থ অপ্রধান ভোগানন্দের বিস্তার করিয়াছেন। তাহাই এই একগুণ আনন্দধাম ভূলোকাবধি সহস্রগুণ আনন্দনিকেতন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ভোগরাজ্যে পরিবেশিত হইতেছে। পিতার উদ্দেশ্য এই যে সন্তান সেই সমস্ত আনন্দভোগে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার স্বকীয় আনন্দে অন্বেষ ব্যাকুল-চিত্ত হইবে। সেই মহা মঙ্গলোদ্দেশ্যটিকে বুঝাইয়া দিয়া পরমগুরু বেদান্ত জীবের অনন্তকল্যাণনিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিক সুখভোগ করিয়াই হউক, আর অল্পভোগ করিয়াই হউক, যখন জীবের চৈতন্যোদয় হয় যে, "এতাদৃশ চিরসুখজনক নহে, ইহার ভোগ্য পদার্থ সকল স্বরূপতঃ আমার ভোগ্য নহে, আমি অনাদি মায়ারূপিণী প্রকৃতির বশীভূত হইয়া দেহাদি প্রাকৃতিক উপাধিকে যে আত্ম-অধ্যাস করিয়াছিলাম, এসকল ভোগ্যপদার্থ সেই দেহাদিই ভোগ করিয়াছে, অতএব এরাজ্যে আমার আত্ম-স্বরূপের ভোগ্য কিছু নাই"; তখনই জীবের বৈরাগ্য আরম্ভ এবং ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবেশ।

জীবের এইরূপ বৈরাগ্যই তাঁহার উন্নতির মূল। পরীক্ষা দ্বারা এইটি উদয় করিয়া দেওয়াই তাঁহার পিতা ব্রহ্মের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির কার্য্য। উহার উদয় মাত্রে অথবা ব্রহ্মদর্শন মাত্রে প্রকৃতির নিবৃত্তি, জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মফলের নিবৃত্তি, স্বর্গাদি সুখভোগের নিবৃত্তি, বার বার জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি। তখন ব্রহ্মের স্বরাজ্য জীবাত্মার সম্মুখে সুপ্রকাশিত হয় এবং নিবৃত্তিগত সংসারের সহিত কোটি কোটি পূর্ব্ব জন্ম, বারবারের স্বর্গাদিভোগ, বারবারের সংসার-যন্ত্রণা, যমযন্ত্রণা প্রভৃতি ব্যাপার সকল জাগ্রত পুরুষের স্বপ্ন স্মরণের ন্যায় মায়াদৃশ্য বলিয়া প্রতীত হয়

পরমগুরুস্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রকে ধন্যবাদ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার, যে তাঁহারা পারমার্থিক উপদেশ দ্বারা জীবের ব্রহ্মদৃষ্টিতে মায়ার অভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে ঐ অনির্ব্বচনীয় মায়ারাজ্য ভেদ করিয়া জীবকে ব্রহ্মদর্শনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের ব্রহ্মলাভই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও অন্তিম ফল। সৃষ্টিতে প্রাপ্য ক্ষুদ্রানন্দ ভোগপূর্ব্বক জীব ক্রমে ব্রহ্মানন্দ ভোগের অধিকারী হন। প্রকৃতিপ্রদ ক্ষুদ্রানন্দ রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্যমিশ্রিত। তাহাতে জীবের তৃপ্তি হয় না। সেজন্য ক্রমে তাহার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া সর্ব্বসুখদাতা সেই পরমপিতার প্রতি নিষ্ঠা হয়। জীবের তাদৃশ প্রার্থনা ও উচ্চাধিকারের উদয়মাত্রে পিতা তাঁহাকে আপনার দ্বিতীয় রাজ্যে গ্রহণ করেন।

সেই দ্বিতীয় রাজ্য ব্রহ্মস্বরূপে, পরমাত্মস্বরূপে জ্ঞানানন্দস্বরূপে, অদ্বৈতকেবল রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহা মহামায়াস্বরূপিণী পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির কোন ধাতুদ্বারা বিরচিত নহে। তাহা সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মানন্দদ্বারা বিন্যস্ত। মায়োপাধিমুক্ত ব্রহ্মদর্শী সাধু তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পিতার ক্রোড়স্থ হন।

আর্য্য শাস্ত্রানুসারে এইরূপ নির্ব্বাণ মোক্ষই উপাদেয়। তদ্ভিন্ন ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও

তজ্জন্য ঈশ্বরের পূজা, ধ্যান, জপ, তপ, সমস্তই হেয়। আর্য্যশাস্ত্র এই নির্গুণমোক্ষকে স্থিরতর রাখিয়া ঐ সমস্ত সগুণানন্দ ও সগুণোপাসনাকে হেয় কহিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ নির্গুণ-মুক্তির ব্যবস্থা অভাবে অন্যদেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সকল কেবল সগুণোপাসনা ও উন্নত স্বর্গভোগরূপ সগুণ মুক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নির্গুণভাব ধারণ করে এমত ব্যক্তি দুর্ল্লভ। আমরা চতুর্দ্দিকে রূপ গুণ ও উপাধিদ্বারা বেষ্টিত। বিষয়-নিষ্ঠ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিতে অধ্যস্ত যে আত্মজ্ঞান, তাহা আমাদের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ভগবান, বিস্তীর্ণ বাহ্যরাজ্যে বিস্তর সম্পত্তি, শোভা ও মিষ্টতা বিস্তার করিয়াছেন। মহা তেজঃসম্পন্ন মানসরাজ্যে বিস্তর জ্ঞান, ধর্ম্ম, যোগৈশ্বর্য্যের অধিকার দিয়াছেন। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপাদান তিনি নহেন। তিনি কেবল স্রষ্টা ও দাতা। প্রকৃতি তাহার উপাদান। স্বয়ং ব্রহ্ম ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা পরম সম্পদ্। তৎ সমুদয়ের অপেক্ষা তিনি পরম সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। আমরা সেই পরম সত্যের অদর্শন হেতু পরিবর্ত্তনশীলা মহামায়াময়ী প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ ঐ সমস্ত ঈশ্বরীয় দানকে পরমার্থ মনে করি। দাতাকে প্রার্থনা করি না। এমন অবস্থায় আমরা কিরূপে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণভাব এবং কিরূপে সেই নিরুপাধিক মোক্ষপদ ধারণ করিব?

সুতরাং পরলোকে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ ধারণপূর্ব্বক স্থূল বা সূক্ষ্ম আকৃতিরাজ্যে স্থূল বা সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে সবিশেষরূপে ব্রহ্মোপাসনা করা ও সগুণ মোক্ষানন্দ সম্ভোগ করাই আমাদের কামনা। চিরদিন ধরিয়া তাঁহার ভজনানন্দে পুষ্ট হওয়াই বাসনা। স্বর্গে গিয়া মৃত জনক, জননী, সহোদর, স্বামী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে উপাসনা-প্রসাদে দর্শন স্পর্শনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু মোচন করা আমাদের আশা। এই সকল বাসনা মনে থাকিতে শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত নিরাকার উপাসনা ও নির্ব্বাণ মোক্ষ আমাদের কখনই প্রীতিকর হইবে না।

আমাদের দেশের অনেকে ঐ সকল সগুণ-স্বর্গীয় ভাবের অনুরোধে কতিপয় বিজাতীয় গ্রন্থের পক্ষপাতী হইয়াছেন। স্বর্গে গিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহ সম্মিলন হইবে এই আশা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত প্রণালী শুদ্ধরূপে আর্য্যশাস্ত্রেও সেরূপ স্বর্গের ব্যবস্থা আছে তখন পরের নিকট ঋণী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ সেরূপ স্বর্গ যে মায়িক, পরে তাহা কখনই বলিবে না, কেবল ঘরের শাস্ত্রই তোমাকে সেই মায়া হইতে উদ্ধার করিবে।

হে ভারত-পুত্র! শাস্ত্রীয় পরলোক-তত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হও, অভিলষিত ফল পাইবে। যদিও শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবী অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্যভোগই মায়া ও স্বপ্ন মাত্র, তথাপি যাহাতে নরকাদি রূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন না করিয়া স্বর্গভোগরূপ শুভ স্বপ্ন দেখিতে পাও তাহারই যত্ন কর। দৃঢ়ব্রত হইয়া উপনিষৎ গীতা, ও পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ কর, বেদাগম বিহিতরূপে ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের আরাধনা কর, শ্রদ্ধা দান, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মের আচরণ কর, স্বয়ং নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরার্থে কর্ম্মাচরণ কর, অবশ্যই ব্রহ্মলোক গমনের অধিকার পাইবে। তথা ইচ্ছা হইলে উপাসনাপ্রসাদে পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহবাসানন্দ লাভ করিতে পারিবে এবং তথা হইতে ক্রমোন্নতি ও ক্রমমুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু সাবধান, যদিও অধিকারী না হইয়া থাক, যদিও ধারণ করিতে না পার, তথাপি সেই যোগীজন দুর্লভ, আর্য্যশাস্ত্রের গৌরবস্থল, পরব্রহ্মরূপী রত্নকল্প নির্গুণমোক্ষকে অস্বীকার বা হেয় করিয়া আর্য্যশাস্ত্রের ও আর্য্যধর্ম্মের শিরশ্ছেদন করিও না।

কুমার শ্রীশ্রী কৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদকীয় ভার গত বর্ষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে কোন মহাত্মাই তাঁহার কার্য্য ভার গ্রহণ করেন নাই. তাঁহাকেই কার্য্য ভার বহন করিয়া আসিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৫ই কার্ত্তিক সভার ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর একটি বিশেষ অধিবেশন হয়, কুমার পরিব্রাজক এ ভার আর কোন মতেই বহন করিবেন না, এই রূপ অভিমত প্রকাশ করায়, সভার সম্মতি ক্রমে ভূতপূর্ব্ব ডাক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও বেদ বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভা, আ, ধ, প্র, সভার সম্পাদকীয় কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণ হইতে সভার কার্য্যালয় ও ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ের সমস্ত কার্য্যই তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে। এতৎ সম্বন্ধীয় পত্রব্যবহারও তাঁহারই সহিত হইবে। আশা করি, কুমার পরিব্রাজক কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিলেও সভার স্থায়িত্ব, উন্নতি ও কার্য্যক্ষেত্রের কল্যাণ কল্পে কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

সাধ্য ও সাধনা।

কাহারও স্নেহ আছে, কিন্তু ক্ষমা নাই; কাহারও বাৎসল্য আছে, কিন্তু দয়া নাই; কাহারও প্রেম আছে কিন্তু মোহও আছে; কাহারও মায়া আছে কিন্তু ভ্রান্তি ও আছে; কাহারও প্রণয় আছে কিন্তু হৃদয় নাই, যাহা দেখি সবই এই রূপ আধখানা ২। একত্র সমাবেশ হইয়াছে, এমন লোক মিলিল না, প্রাণের টান উঠিতে না উঠিতে বসিয়া গেল; সংসার যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেমন শ্রীহীন হইয়া পড়িল। একটি২ করিয়া দেখিলে, প্রাণের ব্যাকুলতা পরিতৃপ্ত হয় না, কাঁদা প্রাণ আরও কাঁদিতে থাকে। চাই এমন, যাহাতে সব আছে; দয়া আছে, ক্ষমা আছে, স্নেহ আছে, বাৎসল্য আছে; চাই এমন যাহাতে মোহ নাই, ভ্রান্তি নাই; দ্বেষ নাই, হিংসা নাই; যাহা পূর্ণ, যাহা অভেদ।

প্রাণ যেন সদাই কাঁদিতেছে; সে চাহে, এমন কেহ থাকে, যাহার চরণ দুখানি বুকে করিয়া, শুধু কাঁদে, আর বলে, "ক্ষমা করিয়াছ কি গো। বল আশ্রয় দিবে কি না। বল মায়ের মত ভাল বাসিবে কি না! পিতার মত বাৎসল্য করিবে কি না। ভ্রাতার মত প্রেম দিবে কি না! ভগিনীর মত মায়া দেখাইবে কি না! বল আপনার হইবে কি না; ভাল ত বাস, প্রেম ত কর, তবু এক বার মুখে বল; শুনিয়া চরিতার্থ হই"

তৃষ্ণার জল আছে, ক্ষুধার অন্ন আছে, আসক্তির উপভোগ আছে, শুধু প্রাণের ক্রন্দন শুনে, এমন ক্রন্দন শুনিবার কি কেহ নাই; তৃষ্ণা কি স্বপ্ন! ক্ষুধা কি কল্পনা! আসক্তি কি মরীচিকা! প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা, সে কি অলীক; তৃষ্ণার যেমন জল থাকে, ক্ষুধার যেমন অন্ন থাকে, আসক্তির যেমন উপভোগ থাকে, তেমনি আমার ক্ষুধিত প্রাণের, আমার তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণের আমার আসক্ত প্রাণেরও জল আছে, অন্ন আছে, উপভোগ আছে। আছে, নতুবা তৃষ্ণা থাকিত না। আছে; নতুবা অন্ন থাকিত না। আছে; নতুবা আসক্তি থাকিত না। আছে; নতুবা আকাঙ্ক্ষাও থাকিত না। তৃষ্ণার জলে যেমন বিশ্বাস করি, ক্ষুধার অন্নে যেমন বিশ্বাস করি, আসক্তির উপভোগে যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি বিশ্বাস করি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবারণেরও কেহ আছে। তৃষ্ণা লাগিলে যেমন বিচার করি না, জল পান করিয়া ফেলি; ক্ষুধা লাগিলে যেমন বিচার করি না, অন্ন আহার করিয়া ফেলি; আসক্তির সময় যেমন বিচার করি না, উপভোগ করিয়া ফেলি, সেই রূপ আকাঙ্ক্ষা উঠিলে বিচার করিব না; আকাঙ্ক্ষা নিবারণ যে করিবে তাহার আশ্রয় লইবে; আশ্রয়

লইয়া, ডাকিয়া, খাইয়া, পান করিয়া, ভোগ করিয়া, তার পর বিচার, তার পর বিবেচনা। তৃষ্ণাতুরের যদি বিচারই করিবার ক্ষমতা রহিল, তবে সে আতুর কি করিয়া; ক্ষুধার্ত্তের যদি বিচারই করিবার ক্ষমতা রহিল, তবে সে আর্ত্ত কি করিয়া; আকাঙ্ক্ষার যদি বিচারই করিবার সময় থাকিল, তবে সে দারুণ আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া?

দারুণ আকাঙ্ক্ষার এমন বিশ্বাস; বিশ্বাস, বিচার নহে, ইহাতেই পিপাসা ঘুচিবে, ইহাতেই ক্ষুধা যাইবে, এই বলা, আর পান, ভোজন উপভোগ করা। বিশ্বাস করিয়া ডাক, ডাকের উপর ডাক, জ্বালা মিটে আর ডাকিয়া কাজ নাই। বিচার করিবার ত আর সময় নাই; ডাকা ভিন্ন দারুণ আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই চাহে না।

ক্ষুধার অন্নের কাছে যাইতে হয়; পিপাসার জলের কাছে যাইতে হয়; আসক্তির উপভোগের কাছে যাইতে হয়; কিন্তু সংসারের মধ্যে ত প্রাণের জ্বালা নিবারণের জন্য যাহার কাছে গিয়াছি, সেই খানেই দেখিয়াছি "এ নয়"। ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত সংসার ফিরিয়াছি, কোথাও ত তাঁহার সন্ধান পাইলাম না। সন্ধান না পাইয়া মনে হইল যাহাকে ভাল বাসি, যাহাকে খুঁজিতেছি, যাহার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে, তাঁহাকে বুঝি আমি চিনি না। গিয়া২ ঘুরিয়া২ পাইলাম না যখন, তখন আর যাইব না, আর ঘুরিব না; ক্লান্ত হইয়াছি, চলিতে২ আর ত চলিতে পারি না। কিন্তু এমন কিছু চাই যাহার ভিতর মা আছেন, স্নেহ করিবেন; পিতা আছেন, বাৎসল্য দেখাইবেন; ভগিনী আছেন মায়া দেখাইবেন; যাহার ভিতর পুত্র আছেন, পত্নী আছেন, যাহা ভিখারীর কল্পতরু। সংসার তুমি বাকার সাজাইয়াছ এত সুন্দর করিয়া, কিন্তু কৈ এমন একটী জিনিস ত রাখ নাই, যাহার জন্য আমার প্রাণ এত কাতর হইয়াছে আমার যে বড় প্রয়োজন। আমার যে আর দেরী সহে না।

আহা! আমার যাহা প্রয়োজন, সে যে ডাকিলে কাছে আসে; সে যে জড়ের মত নির্জ্জীব নহে; সে যে অন্নের মত জড় নহে; সে যে চলিতে পারিবে, সে যে কথা কহিতে পারিবে, সে যে মায়ের মত বুকে করিতে পারিবে, সে যে বাপের মত হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারিবে; সে যে স্ত্রীর মত ডাকিতে পারিবে।

সে যে ঠিক ভাইএর মত, সে যে ঠিক মানুষের মত, মানুষের সম্পূর্ণতা সে যে।

তবে ডাকি, জল তৃষ্ণার কাছে আসিবে; তবে ডাকি, অন্ন ক্ষুধার কাছে আসিবে; তবে ডাকি, উপভোগ আসক্তির কাছে আসিবে, তবে ডাকি, আমার আকাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষার কাছে আসিবেন; রাধিকার কুঞ্জে শ্যাম আসিতেন কি না। আমার আকাঙ্ক্ষার কুঞ্জে আকাঙ্ক্ষিত আসিবেনই আসিবেন।

ডাকা চাই; পিপাসাতুর হওয়া চাই; ক্ষুধার্ত্ত হওয়া চাই। এখনও তৃষ্ণা ভাল লাগে নাই, জল চাহি না। এখনও ক্ষুধা ভাল হয় নাই, অন্নের কাছে যাই না; এখনও আসক্তি ভাল হয় নাই, উপভোগের কাছেও যাই না; এখনও আকাঙ্ক্ষা ভাল হয় নাই, আকাঙ্ক্ষিত আসিবেন কেন।

জড় জগতে যাহা হয়, এখানে তাহার সমস্তই বিপরীত। নির্জ্জীব জগতে যাহা হয়, জীব জগতে তাহার উল্টাই হইবে। আমি জলের কাছে যাই, অন্নের কাছে যাই, উপভোগের কাছে যাই, এখানে অন্ন কাছে আসে ক্ষুধার, জল কাছে আসে পিপাসার; উপভোগ কাছে আসে আসক্তির, আকাঙ্ক্ষিত কাছে আসেন আকাঙ্ক্ষার। বদ্ধ নিশ্বাসের কাছে, বাতাস ঘুরিয়া বেড়ায় কি না।

তাই বলিতেছি, ডাকিতে হইবে তাঁহাকে, যাঁহাকে ডাকিবার জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হইতেছে; তাঁহাকে

সেই ভাবে ডাকিব, যে ভাবে প্রাণ তাঁহাকে ডাকিতে চায়, প্রাণের জ্বালা নিবারণ হওয়াই যে কথা। ক্ষুধার ভাবে ডাকিব অন্ন বলিয়া, পিপাসার ভাবে ডাকিব জল বলিয়া; আসক্তির ভাবে ডাকিব, উপভোগ বলিয়া, স্নেহের ভাবে ডাকিব মাতা বলিয়া। যখন যেমন প্রাণ চাহিবে, সেই ভাবেই ডাকিব।

ক্ষুধা বল, তৃষ্ণা বল, প্রাণের জ্বালায় ভিন্ন২ নাম ক্ষুধা লাগিলে প্রাণ জ্বলে, তৃষ্ণা লাগিলে প্রাণ জ্বলে, যে দিকে যাক্ না কেন, প্রাণই আপনার জ্বালা মিটাইয়া লইবে। ছাড়িয়া দিব তাই প্রাণকে সে খুঁজিয়া লইবে, যাহা সে চায়। ক্ষুধা লাগিলে কেহ উপবাস করে না, তৃষ্ণা লাগিলে কেহ ধূলি খায় না। প্রাণ তাহা ভাল জানে, তাহাতে তাহার কষ্ট বাড়ে। জ্বালা আরও জ্বলিয়া উঠে। তাহাকে স্বাধীনতা দাও, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে বাছিয়া লইবে যাহা তাহার পক্ষে পরম হিতকর। মন্দ যাহা, তাহার দিকেও ঘেঁসিবে না। বিষাক্ত ফল খাইয়া পাখী মরিয়া গেল, কখন ত শুনা যায় নাই। তাই বলিতেছি প্রাণকে স্বাধীনতা দাও।

তৃষ্ণা লাগিয়াছে, এখন কাজ ফেলিয়া উঠি কি করিয়া; ক্ষুধা লাগিয়াছে, এখন পড়িতেছি যাই কি করিয়া। একি স্বাধীনতা? ক্ষুধা তৃষ্ণার পরাধীনতা এ অপেক্ষা আর কি আছে।

আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু পরীক্ষার বৎসর ধৰ্ম্ম করি কি করিয়া। একি স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার? পরাধীন তৃষ্ণা পড়িয়া যায়, পরাধীন ক্ষুধা মরিয়া যায়। তাই বলিতেছি, আকাঙ্ক্ষা দমন কর, হৃদয় রাজ্য অরাজক হইয়া পড়িবে।

আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা দাও। ফুল ফুটিয়াছে, প্রার্থনা আসে প্রার্থনা করিব। রামধনু দেখিয়া প্রার্থনা আসে প্রার্থনা করিব। প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতেই কিছু হইবে না। ডাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে, ডাকা ভিন্ন আর কি করিব! প্রাণ চাহিতেছে সে যেন কাহাকেও ডাকে! ছাড়িয়া দিব প্রাণকে সে যত ডাকিতে পারে ডাকিবে।

জলপান করিয়া বুঝিতে পারি, তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছে কি না; আহার করিয়া বুঝিতে পারি, ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে কি না; বুঝিতে পারি আকাঙ্ক্ষিত আসিলেন কি না। প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া গেল, তখনও কি বলিব আকাঙ্ক্ষিত আসেন নাই! আকাঙ্ক্ষিত-দর্শন আর কাহার নাম? তৃষ্ণা নিবারণ হইল একি চোখ দিয়া দেখি? ক্ষুধা দূর হইল একি চোখ দিয়া দেখি! বুঝিতে পারি, অনুভব করিতে পারি। আকাঙ্ক্ষিত আসিয়াছেন, এও যে বুঝিবার কথা, এও যে অনুভব করিবার কথা, জ্ঞানচক্ষু দিয়া-অনুভবের চক্ষু দিয়া দেখিবার কথা। প্রাণ স্পর্শ হইল কিনা, এ যে প্রাণ বলিয়া দিবে, চোখের জ্বালা হইত যদি চোখ বলিয়া দিত!

ঘুমাইয়া ছিলাম উঠিয়া দেখি, আমার পিঠের উপর পাথর চাপান রহিয়াছে। ভারী ঠেকিল, তাইত চাহিয়া দেখিলাম। প্রার্থনা করিয়াছি, প্রাণ ভরে, ডাকিয়াছি, আত্মহারা হইয়া কোথায় যেন ঘুমাইয়া ছিলাম, জাগিয়া দেখি আমার প্রাণের উপর কে যেন অশ্রুবিসর্জন করিয়া গিয়াছে, রুদ্ধ নিশ্বাসের ভিতর কে যেন নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়াছিল, তাই শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে! এত দয়া রাখিয়া গিয়াছে, যে জগতের সমস্ত কাঙ্গাল ভিখারী মাথায় করিয়া বহিতে পারিতেছে না; প্রেমের স্রোত এত বাড়িয়া গিয়াছে, যে জীব জগতের সীমা ছাড়াইয়া জড় জগতের উপর তাহার তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের আর লুকাইয়া রহিবার যো নাই। বিশাল জগতের মধ্যে তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার রশ্ম্যাবলীতে জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ধুলি কণা তাহারাও পেয়েছে আদর।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
প্রাণের ভিতর এসে,
মিলিতেছে মিশিতেছে পরস্পর।!
যারে ভাল বাসি নাই, সেও আজ হয়েছে আপন।
যাহা কভু বুঝি নাই তাও আজ বুঝিতেছে মন॥

এত দয়া বাড়িল, এত প্রেম বাড়িল, এত বুদ্ধি বাড়িল, একবার ডাকিয়া, তবু কি বলিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষিত দর্শন ঠিক হইল না তো!

তর্ক যুক্তি করিয়া কি হইবে। জল পান করিলাম না; জলের গুণ কি করিয়া বলিতে পারি; আহার করিলাম না, আহারের তৃপ্তি কি করিয়া জানিতে পারি। আহার আনিয়া দাও, জল আনিয়া দাও খাইয়া দেখি পান করিয়া দেখি, পরে বলিব জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, অন্নে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। আকাঙ্ক্ষিত আসুন, বলিয়া দিব, তিনি আসিলে প্রাণে কি যে কি হয়! তাঁহাকে প্রাণে আনো, তার পর তর্ক যুক্তি করিতে হয়, করিও, গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, করিও!

ক্রমশঃ।

জ্ঞানদেব চরিত।

এদিকে পুনতাম্বেতে চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিলেন। উঠিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন কোন মৃত ব্যক্তির দেহ আছে কি না। তাঁহার শিষ্যগণ বলিল যে এখানে অনেক মৃত দেহ ছিল, কিন্তু জ্ঞানদেব-এদের মন্ত্র বলে তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই তাহাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া চাঙ্গদেব স্থির করিলেন যে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ বলে তিনি জানিতে পারিলেন যে ইনি আলন্দীতে আছেন। পরে চাঙ্গদেব তাঁহার এক জন শিষ্যের দ্বারা জ্ঞানদেবের নিকট এক খানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে কিছুই লেখা ছিল না। জ্ঞানদেব পত্র খানি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে ইহা চাঙ্গদেব পাঠাইয়াছেন। পত্রবাহক ইহার প্রত্যুত্তর চাহিলে, জ্ঞানদেব ৬৫টী অভঙ্গ লিখিয়া তাহাকে দিলেন। এই অভঙ্গ গুলি সদুপদেশে পরিপূর্ণ ছিল। চাঙ্গদেব ইহা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অভঙ্গ গুলির তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরে জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। একটী ব্যাঘ্রকে বাহন করিয়া এবং একটী সর্পকে প্রতোদ স্বরূপ করিয়া এক দিন প্রাতঃ কালে চাঙ্গদেব শিষ্য সহ শূন্য মার্গে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জ্ঞানদেব প্রভৃতি একটী দেওয়ালের উপর বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে ছিলেন। মুক্তাবাই দূর হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শূন্য মার্গে কাহারা আসিতেছে। জ্ঞানদেব বলিলেন যে পুনতাম্বে হইতে চাঙ্গদেব সশিষ্যে আগমন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মুক্তাবাই কহিলেন যে চাঙ্গদেবকে অভ্যর্থনা করা উচিত। জ্ঞানদেব বলিলেন তাঁহারা যেমন বসিয়া আছেন অমনি গমন করিবেন। এই বলিয়া দেওয়ালকে চলিতে আদেশ দিলেন। অমনি দেওয়াল জ্ঞানদেব প্রভৃতিকে লইয়া শূন্য মার্গে চাঙ্গদেবের নিকট গমন করিল। চাঙ্গদেব এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি তাঁহার শিষ্য গণকে বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্রকে বাহন করিয়া শূন্য মার্গে ভ্রমণ করা বিশেষ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু জ্ঞানদেব যে নির্জীব দেওয়ালকে চালাইয়া যেন ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসিতেছেন ইহা অতীব বিস্ময়কর। দেওয়াল নিকটে আসিবা মাত্র, চাঙ্গদেব জ্ঞানদেবকে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে সকলে অবতরণ করিয়া একটি বট বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ কাল বিশ্রামের পর,—জ্ঞানদেব চাঙ্গদেবকে লইয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে

গমন করিলেন। দেওয়ালও তাঁহাদের সঙ্গে ২ যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেব দেওয়ালকে যাইতে বারণ করিলেন। দেওয়াল*সেই খানেই বদ্ধমূল হইয়া রহিল। পরে জ্ঞানদেবের সহিত চাঙ্গদেব শিষ্য সহ গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া চাঙ্গদেব পল্লীর প্রান্তে শিষ্য সহ অবস্থিতি করিলেন। এখান হইতে তিনি প্রতি দিন জ্ঞানদেবের বাটীতে যাইতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন

এই সময়ে, সচ্চিদানন্দের নিকট হইতে জ্ঞানেশ্বরীর এক খানি প্রতিলিপি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিবৃত্তি ইহা পাঠ করিয়া বলিলেন যে এ গ্রন্থে বিশেষ কিছু নাই। মুকুন্দরাজ বিরচিত বিবেকসিন্ধু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব দুঃখিত হইলেন। ইহার পর, জ্ঞানদেব বেদ ও উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া অমৃতানুভব নামক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া নিবৃত্তিকে দেখাইলেন। ইহা পাঠ করিয়া নিবৃত্তি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে, ক্রমান্বয়ে "পবন বিজয়" "যোগবাশিষ্টের টীকা," "পঞ্চীকরণ"," হরিপাঠ" এবং অনেক গুলি অভঙ্গ রচনা করিলেন। এতদ্ভিন্ন, যখন জ্ঞানদেব পাণ্ডারপুরে ছিলেন তখন "শ্রী বিট্ঠল বগন" নামক একটী অষ্টক রচনা করিয়াছিলেন। আলন্দীতে অবস্থিতি কালে, জ্ঞানদেব "জ্ঞানেশ্বরী" ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইতেন এবং সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার উপদেশে অনেকে পরম ভক্ত হইয়া উঠিল।

ত্র্যম্বক নামক এক জন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী বাই সচ্চরিত্রা ছিলেন। ত্র্যম্বক পন্থ কোন শূদ্রা রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হওয়াতে পার্ব্বতীবাই মনের দুঃখে থাকিতেন। একদা তিনি জ্ঞানদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন এবং নানা প্রকার কথার প্রসঙ্গে ত্র্যম্বকের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। জ্ঞানদেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে সান্ত্বনা বাক্যে পার্ব্বতী বাইকে বাটীতে যাইতে আদেশ করিলেন। পর দিন, জ্ঞানদেব, ত্র্যম্বক পন্থ ও সেই শূদ্রা রমণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদেব তাঁহাদের বলিলেন যে তিনি প্রত্যহ জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা যেন নিয়ম মত ইহা শ্রবণ করিতে আসেন। ত্র্যম্বক, জ্ঞানদেবের কথায় আস্থা প্রদান করিলেন না। কিন্তু, সেই শূদ্রা রমণী জ্ঞানদেবের আদেশ মত প্রত্যহ জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিল এবং তাহার অনুরোধে ত্র্যম্বককেও আসিতে হইল। একদা জ্ঞানদেব জীবের অজ্ঞান দশা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য যে নানা প্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ, ত্র্যম্বক ও শূদ্রা রমণীটীর অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল। তাঁহারা তাঁহাদের কদাচরণের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সে দিবসের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, উভয়ে জ্ঞানদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহারা কুৎসিত কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের আত্মাকে কলুষিত করিয়াছেন, এখন কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এই কথা শুনিয়া জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে বলিলেন যে তিনি যেন শূদ্রা রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করেন। ত্র্যম্বক, জ্ঞানদেবের আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বাইয়ের আনন্দের আর সীমা রহিলনা। তিনি তাঁহার পতিকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া

* আলন্দীতে একটী দেওয়াল আছে, পাণ্ডাগণ যাত্রী দিগকে তাহা দেখাইয়া বলে যে এই দেওয়ালে বসিয়া জ্ঞানদেব প্রভৃতি শূন্য মার্গে গমন করিয়াছিলেন। এই দেওয়ালটীকে সকলে পূজা করে।

আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, এবং জ্ঞানদেবের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন। ত্র্যম্বক পন্থ, পার্ব্বতী বাইয়ের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একে ২ তাঁহার তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিল। যথা কালে, তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত দিয়া, ত্র্যম্বকপন্থ জ্ঞানদেবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন গুরো! আপনার আদেশ মত কার্য্য করিয়া আমি পরম সুখে জীবন যাপন করিলাম. কিন্তু দেব, বিষয় ভোগে তৃপ্তি লাভ হয় না। এখন যাহাতে সংসার বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারি তৎপক্ষে উপদেশ প্রদান করুন। ত্র্যম্বকের কথায় জ্ঞানদেব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে তত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ত্র্যম্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেন এবং সংসারকে অসার বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। পরে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ত্র্যম্বকের নবজীবন লাভ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই ঘটনা অবগত হইয়া লোকে জ্ঞানদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ জন্য তাহারা দলে দলে তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইল, লোকের আর বসিবার স্থান রহিলনা। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে জাম্বলবেট নামক একটী গ্রামে গিয়া লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আলন্দী হইতে এক ক্রোশ দূরে চারোলি নামক একটী স্থান আছে। তথায় বিমলানন্দ স্বামী নামে এক জন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। কেহ তাঁহার কাছে জ্ঞানদেবের সুখ্যাতি করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভায় তাঁহার সামান্য প্রভা ম্লান হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তিনি লোকের কাছে জ্ঞানদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহারও ইহা প্রীতিকর হইল না। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার ন্যায় সন্ন্যাসীর উচিত হয় না। বিশেষতঃ এ প্রকার করাতে আপনি লোকের কাছে, শ্রদ্ধাহীন হইতেছেন। জ্ঞানদেবের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কত লোক দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা অটল। আপনি কোন প্রকারেই তাঁহার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত সুখ্যাতিকে খর্ব্ব করিতে পারিবেন না। যদি ইচ্ছা করেন তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন, অথবা কোন শাস্ত্রীয় কথা লইয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমল আনন্দ স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, মহাদীপ্তিশালী এক মহাপুরুষ বেদীতে বসিয়া ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছে। বিমলানন্দ স্বামী স্থির মনে জ্ঞানদেবের গীতা ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য তিনি কখন দেখেন নাই এবং এ প্রকার চমৎকার ব্যাখ্যা তিনি কখন শ্রবণ করেন নাই। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। তিনি জ্ঞানদেবকে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে, জ্ঞানদেবের সহিত আলাপ করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি যে মন্দ ভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জ্ঞানদেব আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

ক্রমশঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১২শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১১
৯ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	পৌষ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদি শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া।

কর্ম্ম ভূমির মানব গণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম বর্ণ ত্রয় দ্বিজাতি। ইহাদের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারই মন্ত্র পূর্ব্বক হইয়া থাকে।

গর্ভাধান মৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাত কর্ম্ম চ।

রজোদর্শন কালে গর্ভাধান, গর্ভধারণ কালে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্ত ক্রিয়া, প্রসব হইলে জাত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলং॥

একাদশ দিনে নাম করণ, চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ মাসে অন্ন প্রাশন এবং নিজ কৌলিক রীতি অনুসারে যথা সময়ে চূড়া করণ।

এবমেনঃ শমং যাতি বীজ গর্ভ সমুদ্ভবং।
তুষ্ণী মেতাঃ ক্রিয়াস্ত্রীনাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ॥

এই সকল সংস্কার দ্বারা বীজ ও গর্ভের অপবিত্রতা বিদূরিত হয়। স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য অমন্ত্রক। কেবল বিবাহ কার্য্য মন্ত্র পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গর্ভাষ্টমেষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
রাজ্ঞা মেকাদশেসৈকে বিশামেকে যথা কুলং॥

গর্ভ বা জন্ম হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ বর্ষে বা কৌলিক রীতি অনুসারে যথা সময়ে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বকং।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ॥

শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত করাইয়া গুরু মহাব্যাহৃতি সহিত বেদের এবং শৌচ ও সদাচারাদির শিক্ষা দান করিবেন।

দিবা সন্ধ্যা সুকর্ণস্থ ব্রহ্মসূত্র উদঙ্ মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষেষু রাত্রৌচেৎ দক্ষিণা মুখঃ॥

সন্ধ্যা ও প্রাতঃ কালে কর্ণে যজ্ঞোপবীত আবদ্ধ করিয়া উত্তর মুখ হইয়া এবং রাত্রি কালে দক্ষিণ-মুখ হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে।

গৃহীত শীষ নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং কুর্য্যাচ্ছৌচমতন্দ্রিতঃ

যদি নিজ নিকটে জল না থাকে হস্ত দ্বারা মুক্ত

দ্বার ধারণ পূর্ব্বক জলাশয় পর্য্যন্ত গমন করিবেক তথা হইতে জল ও মৃত্তিকা লইয়া এরূপ সাবধানে মল-মূত্র দ্বার ধৌত করিবে যেন মল মূত্র দুর্গন্ধাদির কিছু মাত্র সংস্রব না থাকে।

ক্রমশঃ।

ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব।

দর্শন কথাটির প্রকৃত অর্থ কি ? দর্শন কথাটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অপরিচিত কথা নহে বটে, দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, দর্শন শব্দের সাধারণ অভিধেয় যাহা, তাহা যে তাঁহারা বুঝেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তথাপি "দর্শন" কথাটির ব্যুৎপত্তি গত অর্থ কি এবং কত প্রকার অর্থেই বা ইহার প্রয়োগ হইতে পারে তৎ সম্বন্ধে কিছু বলা একে বারে নিষ্প্রয়োজন মনে করি না। তাত্ত্বার্থক শব্দ সকল উচ্চারিত হইবা মাত্রই তাহাদের অর্থোপলব্ধি হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু উচ্চার্য্যমান শব্দ সমূহ তাদৃশ অর্থের বোধক কেন হয় তাহা সকলেরই জানা না থাকিতে পারে। যে কোন বিষয় হউক না কেন তাহার হেতু-বিজ্ঞান জানা অতীব প্রয়োজনীয়, পরম আনন্দ প্রদ। কোন বিষয়ের ফল-বিজ্ঞান বা প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান জানিলেই যে হেতু-বিজ্ঞান জানিতে হইবে তাহা নহে। হেতু বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অথচ ফল বিজ্ঞান বা প্রক্রিয়া বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নয়। স্বর্ণ সিন্দূর ঔষধ দ্বারা কোন্ ২ রোগ উপশমিত হইতে পারে ও স্বর্ণসিন্দূর কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা যিনি জানেন, স্বর্ণ সিন্দূর দ্বারা ঐ সকল রোগ কেন যে নিবারিত হয় তাহা তাঁহার না জানা থাকায় অসম্ভব নহে। অস্মদ্দেশীয় ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়ীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফল-বিজ্ঞান জানেন্ কোন্ গ্রহ জন্ম কালে কোথায় অবস্থান করিলে জাতকের কি রূপ অদৃষ্ট হইবে, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বা অবস্থান ভেদে কি রূপ ভৌতিক পরিণাম হইতে পারে তাহা তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন। কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি ভেদে বা অবস্থান ভেদে কোন শুভাশুভ ফল ফলিয়া থাকে তাহা তাঁহারা যে সকলেই অবগত আছেন এরূপ বোধ হয় না। বরং জ্যোতিষ শাস্ত্রের হেতু বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে অনভিজ্ঞ এরূপ বলা অন্যায় বা অত্যুক্তি নহে।

কোন বিষয়ের হেতু-বিজ্ঞান, প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান ও ফল বিজ্ঞান তিনটি না জানিলে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তিনটি জানা নিতান্ত আবশ্যক। বৈয়াকরণ মাত্রেই জানেন যে যদি নিমিত্ত ঋ, র, ষ, এবং নিমিত্তী দন্ত্য নকার সমান পদস্থ হয়— একই পদে থাকে এবং নিমিত্তী নিমিত্তের ঠিক পরবর্ত্তী হয় তাহা হইলে দন্ত্য নকার মূর্দ্ধণ্য নকার হইয়া যায়। বৈয়াকরণ মাত্রেই জানেন যে নিমিত্ত ও নিমিত্তীর মধ্যে অবর্ণ, ইবর্ণ এ ও ঐ ঔ হযব কবর্গ পবর্গ আঙ্ ও অনুস্বার এই সকল বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য নকার মূর্দ্ধণ্য নকার হইবে। বৈয়াকরণ মাত্রেরই ইহা জানা কথা যে পুরগা, মিশ্র, মিদ্র শারিকা, কোটরা, অগ্রে, প্রনির্ অম্বর্, শর ইক্ষু প্লক্ষ; আম্র কার্ষ্য, খদির, পীযুক্ষা এই সকল শব্দের পরস্থিত বন শব্দের দন্ত্য নকার মূর্দ্ধণ্য ণকার হইয়া যায়, ব্যাকরণজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন যে পূর্ব্ব পদ যদি ঔষধি বা বনস্পতি বাচক হয় এবং ইহাতে দুইটি কিম্বা তিনটি মাত্র অক্ষর বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে পর পদ স্থিত বন শব্দের দন্ত্য নকার বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য ণকার হইয়া থাকে। অবর্ণ ক খ গ ঘ ঙ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ইহাদের উচ্চারণ স্থান এক হইলেও পরস্পর উচ্চারণ গত যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে

তাহা বৈয়াকরণ কেন বালকেরাও জানে। দিশ্‌ খট্টা প্রভৃতি শব্দ যে স্ত্রী লিঙ্গ বাচক তাহা সকলেই জানেন। অয়ম্‌ দিক্‌ বা অয়ম্‌ খট্টা বলিলে যে ব্যাকরণ দোষ হয় তাহা স্বল্প বিস্তর ব্যাকরণজ্ঞ মাত্রেরই জানা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ঋ র ষকারের পরস্থিত দন্ত্য নকার কেন মূর্দ্ধণ্য ণ হয়, অবর্ণ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য নকার মুর্দ্ধণ্য হইবে. কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যবধান থাকিলে হইবে না ইহার কারণ কি? পুরগাদি শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের নকার মূর্দ্ধণ্য হইবে কিন্তু প্রাগুক্ত শব্দ সকল ভিন্ন অন্য শব্দের পর বর্ত্তী বন শব্দের দন্ত্য নকার মুর্দ্ধণ্য হইবে না, শত ধারাবন, অসিপত্রবন কুবেরবন ইহাদের উচ্চারণ ও লিখন কালে বৈয়াকরণেরা দন্ত্য নকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন, দন্ত্য নকার লিখিয়া থাকেন, ব্যাকরণের এরূপ নিয়ম কেন হইল? কি নিমিত্ত শত ধারাদি শব্দের পর স্থিত বন শব্দের দন্ত্য ন মুর্দ্ধণ্য না হয়? অকারাদি বর্ণ সকলের উচ্চারণ স্থান এক হইলেও ইহাদের উচ্চারণ কেন সমরূপ না হয়? দিশ্‌ খট্টা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রী লিঙ্গ বাচক হইবে ইহার কারণ কি? এই সকল এবং ব্যাকরণের অন্যান্য নিয়মের হেতু কি জানিতে পারিলে মনে বড় হর্ষ হয়, জানিতে পারা বড় প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা হয়। ব্যাকরণের হেতু বিজ্ঞান না জানিলে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আমরা ব্যাকরণের হেতু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথা জ্ঞান কিছু আলোচনা করিব মনে করিয়াছি। সংপ্রতি দর্শন কথাটির প্রকৃত অর্থ কি এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা বলিব। দর্শন শব্দটি অবলোকন, উপলব্ধি, স্বপ্ন ধর্ম্ম, বুদ্ধি অধ্যাত্ম জ্ঞানোপায় ন্যায়াদি শাস্ত্র প্রভৃতি, নানা অর্থ বোধক। দৃশ্‌ ধাতুর উত্তর লুট্‌ প্রত্যয় করিয়া দর্শন শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। লুট প্রত্যয় ভাব, কর্ম্ম করণ প্রভৃতি নানা অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষি পানিনি দেব "কৃত্য লুটো বহুলম্‌" এই সুত্রের দ্বারা কৃৎসঙ্গ্জক প্রত্যয় সমুহের এবং লুটের নানাঅর্থে প্রযুক্ত হওয়া স্বীকার করিয়াছেন। লুট্‌ প্রত্যয় নানাঅর্থে প্রয়োগ হয় বলিয়া লুট্‌ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দগুলিও নানার্থ বোধক হইয়া থাকে। দর্শন কথাটিরও এই জন্য অবলোকনাদি বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাবার্থে লুট্‌ প্রত্যয় নিষ্পন্ন দর্শন শব্দের অর্থ অবলোকন, দেখা ক্রিয়ার ভাব কর্ম্মার্থে অর্থাৎ যাহা দেখা যায় দেখা ক্রিয়ার যাহা আশ্রয় এই অর্থে লুট্‌ প্রত্যয় সিদ্ধ দর্শন শব্দ স্বপ্ন ধর্ম্ম প্রভৃতির বোধক হইয়া থাকে এবং করণার্থে লুট্‌ প্রত্যয়ান্ত দর্শন শব্দ নেত্র, দর্পণ ও ন্যায় বৈশেষিকাদি অধ্যাত্ম জ্ঞানোপায় শাস্ত্র সমূহকে বুঝাইয়া থাকে দর্শন কথাটি নানার্থবোধক বটে কিন্তু আমরা যে দর্শন কথাটিকে লক্ষ্য করিয়াছি তাহারই বিষয় আমরা চিন্তা করিব। দর্শন শব্দের অন্যান্য অর্থের সহিত আমাদের প্রবন্ধটির কোন সম্বন্ধ নাই. অতএব দর্শন কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, এই বাক্যের দ্বারা আমরা যে দর্শন কথাটিকে লক্ষ্য করিয়াছি তাহা কিং স্বরূপ? আমাদের প্রস্তাবিত দর্শন শব্দটি করণার্থে লুট্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্দ্বারা দেখা যায়, দর্শন ক্রিয়া সিদ্ধির যাহা প্রকৃষ্টোপকারক-সাধকতম তাহাই আমাদের প্রস্তাবিত দর্শন কথাটির অভিধেয়। কিন্তু যদ্দ্বারা দেখা যায় তাহাকে দর্শন বলে এইটুকু বলিলেই উল্লিখিত দর্শন কথাটির যথোচিত বিশদ ব্যাখ্যা করা হইল না। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিলে ইহা নেত্র দর্পণাদিরই বোধক হইতে পারে। ব্যাবহারিক জ্ঞান বাদ দিলে সাংখ্য পাতঞ্জলাদিকে দর্শন বলে ইহা জানা না থাকিলে দর্শন শব্দের প্রাগুক্ত ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা ইহাদিগকে দর্শন বলিয়া বুঝিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতএব দেখা যাউক সাংখ্য পাতঞ্জলাদিকে

কেন দর্শন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন আত্ম সাক্ষাৎকারই জীবের মুখ্য প্রয়োজন পরম পুরুষার্থ " আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ " আত্মাকে দেখিতে পাইলেই জীব কৃতকৃত্য হয়, জীবের সকল প্রয়োজন, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় সিদৃক্ষা একেবারে চরিতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং আত্মাই জীবের এক মাত্র দ্রষ্টব্য পদার্থ এবং যদ্দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় আত্ম দর্শন লাভের যাহা প্রকৃষ্টোপকারক-সাধকতম তাহাই আমাদের প্রস্তাবিত দর্শন কথাটির যথার্থ অর্থ। আত্ম দর্শনের উপায় শ্রুতিতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রুতি বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মাকে দেখিবার এই তিনটিই উপকরণ। শ্রুতি বাক্য হইতে আত্মার স্বরূপ, আত্মাকে চিনিবার লক্ষণাদি শ্রবণ তদনন্তর যে সকল পদার্থে শ্রুতি কথিত আত্ম-লক্ষণ লক্ষিত হইবে না তাহা আত্মা নহেন, আত্মা তাহা হইতে বিভিন্ন পদার্থ এই রূপ আত্মেতর পদার্থ নির্ব্বাচন এবং তৎপরে নিদিধ্যাসন, ধ্যান, শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আত্ম দর্শনের যে উপায় ত্রয়, ইহাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। আত্ম দর্শনের প্রধান সাধন বলিয়া লোকে সাধারণত ন্যায় বৈশেষিকাদিকেই দর্শন বলিয়া বুঝিয়া থাকেন বটে কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকাদিকে বুঝাইবার জন্যই দর্শন শব্দটি নিয়ত রূঢ়ি নহে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহা আত্ম দর্শন লাভের সহায়তা করিয়া থাকে, কারণ স্বরূপ হয়, তাহাকেই দর্শন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সর্ব্ব দর্শন-সংগ্রহ কার দর্শন কথাটির অনেকটা বিস্তীর্ণ অর্থ দেখাইয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Philosophy বলে আমাদের সংস্কৃত ভাষাতে তাহাই ঠিক দর্শন শব্দের অভিধেয় একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না। ইংরাজদের Philosophy এবং আমাদের দর্শন উভয়ই সমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, উভয়েরই লক্ষ্য উভয়েরই গন্তব্য স্থান এক। Psychology (সাক্ষাৎ আত্ম জ্ঞানোপায় শাস্ত্র) এবং outology [পদার্থ বিজ্ঞান, পরম্পরা সম্বন্ধে আত্ম জ্ঞানোপায় শাস্ত্র] Philosophy মধ্যে দুইটিই আছে, Psychology এবং outology দুই লইয়াই Philosophy. *

ব্যাকরণ ও দর্শন।

ব্যাকরণকে সাধারণত আমরা যে চক্ষুতে দেখিয়া থাকি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি তাহাতে ব্যাকরণকে দর্শন বলিয়া মনে না হইতে পারে, ব্যাকরণ যে কত গুরুতর পদার্থ কত প্রয়োজনীয় জিনিস তাহা হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, কিন্তু একটু গম্ভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে ব্যাকরণই যথার্থ দর্শন পদবাচ্য, ব্যাকরণই নিখিল জ্ঞানের উদ্ভাসক, ব্যাকরণই সকল শাস্ত্রের দর্শন স্বরূপ ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল, মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত দর্শনই এক কথায় নিখিল শাস্ত্রই বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির ন্যায় ব্যাকরণের মধ্যে নিহিত আছে। বীজ হতে যেমন অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হতে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেমন বিকাশিত হয়, নিখিল জ্ঞান ভাণ্ড ব্যাকরণ হইতে সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান পাদপ ব্যাকৃত হইয়াছে। ব্যাকরণের এই জন্যই " ব্যাকরণ " নাম অন্বর্থ হইয়াছে। আত্ম দর্শন লাভ রূপ পরম পুরুষার্থ সাধনের জন্য যে শ্রুতি হইতে আত্মার স্বরূপ জানিয়া যাইতে হইবে, আত্মাকে চিনিবার

* " That part of the science of metaphysics which investigates and explains the nature and essential propertis and relations of all beings, as such, is called outology " " The systematic or scientific knowledge of the powers and functions of the human soul, so as they are known by consciousness is what is called psychology " " Both are comprehended in philosophy "

selections from Berkely.

লক্ষণাদি অবগত হইতে হইবে, ব্যাকরণই যে শ্রুতির প্রধানাঙ্গ, ব্যাকরণই শ্রুতির প্রবেশ দ্বার, ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে শ্রুতি বচনার্থ উপলব্ধিই হইতে পারে না। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ পতঞ্জলি দেব এই জন্যই বলিয়াছেন "যদধীত মবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধোন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ" অর্থাৎ শুষ্ককাষ্ঠ যেমন অগ্নি সংযোগ ব্যতিরেকে প্রজ্বলিত হয় না সেই রূপ ব্যাকরণ জ্ঞান রূপ অগ্নি সংযোগ ব্যতীত বেদ-কাষ্ঠ কখন প্রজ্বলিত হয় না। ব্যাকরণানভিজ্ঞের বেদাধ্যয়ন সর্ব্বথা অনর্থক। যে কোন শাস্ত্রই কেন হউক না, ব্যাকরণ জ্ঞান ভিন্ন যখন কোন শাস্ত্রেরই অর্থ প্রতিপত্তি হয় না, তখন ব্যাকরণই যথার্থ দর্শন পথ বাচ্য। ব্যাকরণ যে কত গুরুতর জিনিষ, তাহা জানিতে হইলে ব্যাকরণ কাহাকে বলে, ব্যাকরণ কথাটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি, তাহা জানিতে হইবে। আমরা স্থূলতঃ ব্যাকরণের যে অর্থ জানি, ব্যাকরণ কথাটি উচ্চারিত হইলে আমাদের সাধারণতঃ যে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা ব্যাকরণের পর্য্যাপ্ত অর্থ নহে, তাহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ অর্থ। ব্যাকরণের অর্থ বাস্তবিক অতি বিস্তীর্ণ--অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যাকরণের প্রকৃত অর্থ কি, না জানিতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইবে না, ব্যাকরণকে সংস্কৃত শাস্ত্রে কেন এতদূর সম্মান করিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যাইবে না শ্রুতি, কেন "ব্যাকরণ মুখংক্রম্য বেদানাং বেদ" কথা বলিয়াছেন, বুঝিতে পারা যাইবে না বৈয়াকরণ-কুল চূড়ামণি ভর্ত্তৃহরি কেন ব্যাকরণকে মুমুক্ষু দিগের সরল রাজ পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ইয়ং সা মোক্ষমাণানা মজিহ্মা রাজ পদ্ধতিঃ" বাক্যপদীয়" অতএব দেখা যাউক ব্যাকরণ কাহাকে বলে, ব্যাকরণ কিং স্বরূপ ?

ব্যাকরণ কাহাকে বলে ?

বি পূর্ব্বক আঙ্ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর ভাবাদি বা করণ বাচ্যে লুট্ প্রত্যয় করিয়া ব্যাকরণ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাব বাচ্যে লুট্ প্রত্যয়ান্ত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ আবির্ভাব—বিকাশ এবং করণ বাচ্যে লুট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন ব্যাকরণ শব্দ, যদ্দ্বারা, ব্যাকৃত হয়—বিকশিত হয় এই অর্থের বোধক হইয়া থাকে। বেদান্ত শাস্ত্রে ভাবার্থে লুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ ব্যাকরণ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত নাম রূপ দ্বারা জগতের বিকাশনকে ব্যাকরণ বলেন, "নাম রূপাভ্যাং জগতো বিকাশনে" আমাদের প্রস্তাবিত ব্যাকরণ শব্দটি করণার্থে লুট্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যদ্দ্বারা শব্দ সকলের সাধুত্ব অসাধুত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ব্বাচিত হয় অর্থাৎ যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শব্দ সকল শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে ও লিখিতে পারা যায় (তাহাকে ব্যাকরণ বলে) ব্যাকরণের এই রূপ অর্থই আমরা সার্ব্বভৌম অর্থ বলিয়া জানি। "ব্যাক্রিয়ন্তে [ব্যুৎপাদ্যন্তে অর্থবত্তয়া প্রতিপাদ্যন্তে] শব্দা যেন" কিন্তু যদ্দ্বারা শব্দ সকলের সাধুত্ব অসাধুত্ব নিরূপিত হয়, ব্যাকরণের কেবল এই অর্থটুকু জানিলে ব্যাকরণকে শাস্ত্রকারেরা কেন এতদূর মর্য্যাদা দিয়াছেন, শ্রুতি ব্যাকরণকে এক গুরুতর জিনিস বলিয়া কেন বুঝাইয়াছেন, ভর্ত্তৃহরি কেন ইহাকে মুক্তির অমিজ্ঞা রূপ পদ্ধতি বলিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ফলতঃ ব্যাকরণের গুরুত্ব অনুভব করিতে হইলে আমাদিগকে কতক গুলি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কথা মনে করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে জগৎ কি রূপে বিকশিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে জাগতিক সৃষ্টির বিষয় কি রূপে বুঝাইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্ম-প্রচারক মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কুমার খালী হইতে ৮ কাশী ধামে আসিয়াছেন। তিনি আপাততঃ এই খানেই থাকিবেন

ও এই খান হইতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাতায়াত করিবেন। তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে হইলে “কাশী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়” এই ঠিকানায় লিখিলেই হইবে।

সাধ্য ও সাধনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বালিকা হাসিতেছে; ধুলার সঙ্গে যার এত প্রেম, ধুলা দিয়া যে ঘর বাঁধিত, ধুলা দিয়া যে পুতুল গড়িত, ধুলা যাহার ক্ষুধার অন্ন ছিল, ধুলা যাহার পিপাসায় জল ছিল, ভবিষ্য সংসারের কি যেন একটা ছায়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। জীবনের একটা অধ্যায়, ভাল করিয়া সম্পূর্ণ না হইতেই, আর একটার আরম্ভ হইয়াছে। ধুলার ঘর না ভাঙ্গিতেই, বালিকা গর্ভবতী হইয়াছে। খেলা ছাড়া যে কিছুই জানে না, হাসি ছাড়া যে কি কিছুই মানে না, তাহার এই বিপদ্ প্রাণে বড় বাজিয়াছে, গর্ভস্থিত সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সে কত কথাই না বলিতেছে। এখনও হয় তো, ধরিতে পারিলে তাহার গলাটা টিপিয়া দিত; আজিও সে জানেনা অপত্যস্নেহ কি! আজিও সে বুঝে নাই, জননী হওয়ায় কত আনন্দ; তাই সে খেলা দেখিলে ব্যাকুল হইয়া উঠে, পেটের ভার বোঝাটা নামিয়া গেলে যেন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সন্তানের ভুমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে ২ তাহার আর সে চপলতা থাকিবে না। স্নেহময়ী জননী হইয়া সে তখন কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে না, তখন আর তাহার গলা টিপিয়া দিবার ঝোঁক থাকিবেনা। খেলার প্রতি আর দৃষ্টি রহিবেনা। আহা! কি পরিবর্ত্তন! পাষাণ হইতে মন্দাকিনীর মধুর তরঙ্গ দেশে ২ তরঙ্গায়িত হইল; চঞ্চলা জননী স্নেহে উন্মাদিনী হইয়া গেলেন, প্রাণ যায় যাউক, সন্তানের গায় যেন একটি চুলের আঘাত না লাগে। এত স্নেহ কোথা হইতে আসিল ভাই। লুক্কায়িত ছিল কি এরত্নু কোন গুপ্ত স্থানে? প্রসবের এক মুহুর্ত্ত পূর্ব্বে ত এ ভাব ছিল না! তবে কোথা হইতে আসিল। আসিল আবার ঠিক এমনি সময়ে, যখন দুদণ্ড দেরী হইলে পুত্রের রক্ষা ছিল না। তাই বলিতেছি, ঈশ্বর নিজে মা হইয়া, অপত্যস্নেহ হইয়া নিঃশব্দে দেহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, যে দেখিল সে চরিতার্থ হইল; আর যে দেখিবে না সে আর দেখিতে পাইবে না।

ছিল না অপত্য স্নেহ, কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে কক্ষে ২ তরঙ্গায়িত; মরু ভূমির ভিতর একটি জল কণার জন্য জীব হাহাকার করিতেছিল, এখন তাহা জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল না তাহা আসিয়াছে, শুষ্ক কাষ্ঠ নবপল্লবে ভরিয়া গেল, শুষ্ক প্রাণে অপত্য স্নেহের আবির্ভাব হইল। ভোজবিদ্যায় মৃতছাগল জল খায়, মৃত মানুষ কথা কয়, পুত্তলিকা গান করে, কিন্তু এ কাহার ভোজবিদ্যা! এ কাহার ভেলকী! যাহা ছিল না তাহা আনিয়া দিল, পাষাণে প্রেম আসিল, নাস্তি হইতে অস্তি বাহির করিল; ফরমাস না করিতেই জিনিস উপস্থিত। জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিনা, তাই অমনি চপলা বালিকা স্নেহময়ী জননী হইয়া গেলেন। যে হৃদয় খেলার জন্য নাচিয়া উঠিত, কি জানি গুপ্ত ভাবে, অলক্ষিত হইয়া কে যেন তাহার ভিতর কি রাখিয়া গিয়াছে, বালিকা তাই আজ মা হইয়া মা হওয়ার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আদ্যাশক্তির শক্তি এই রূপ নিয়ত আমাদিগের ভিতর আসিতেছে; আমরা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত; তাহারই মন্দির! জননীর স্নেহের পূজা কর, ফুল জগদীশ্বরের চরণে গিয়া পড়িবে। সতীর প্রেমের পূজা কর, তাঁহার কাছে পৌঁছিবে। মানব-হৃদয়ই তাঁহার প্রমোদ উদ্যান। এখানে বাছা ২ ফুল আছে, এখানে বাছা ২ ছবি আছে, এখানে যাহা ভাল তাহারই সমাবেশ। মানব প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয়, স্নেহের সঞ্চার হয়, প্রেমের সঞ্চার হয়, এত নাস্তিকের কথা।

আমি বলি, মানব প্রাণে দয়াময় ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়, স্নেহময় ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়, প্রেমময় ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়।

যাহা ছিল না তাহা আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিল ভাই। আসিয়াছে এমন কোথাও হইতে যেখানে ইহা নিত্য বিরাজমান; অনন্ত স্নেহ হইতে স্নেহ আসে; অনন্ত প্রেম হইতে প্রেম আসে, অনন্ত দয়া হইতে দয়া আসে। যত চাও তত আসিবে, না চাও সময় হউক আপনিও আসিবে।

বালক প্রেমের আভাসও জানে না; বয়স হইল প্রণয়ী হইতে তাহার বড় সাধ। বালিকা মাতৃ স্নেহের আভাসও জানে না, প্রস্থূত হইল, আর তাহার তুলনা জগৎ খুঁজিয়া মিলাইতে পারে না।

ছোট ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর, তোর মা তোকে কত ভাল বাসে। সে হাত দিয়া দেখাইবে—এত! ক্ষুদ্র শিশু! তুমিও কি বুঝিয়াছ, অনন্ত ধরিতে এমনি করিয়া হাত বাড়াইতে হয়। বাস্তবিক করিয়া দেখিলে স্পষ্ট মনে হয়, মায়ের ভালবাসার কি মাপ আছে না দয়ালুর দয়ার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা আছে! প্রেমিকের প্রেমের সমুদ্র না অতল? অনন্ত কথাটাও সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দয়ার সীমা নাই; প্রেমের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, অপত্য স্নেহের আকার নাই। মরুদ্ ব্যোম বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ দেখ অপত্য স্নেহ ভাসিতেছে, জগতের প্রত্যেক জীব জন্তুই মাতৃ-ক্রোড়ে, অপত্য স্নেহের ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। মা ছাড়া জীব আছে কি! মা ছাড়া প্রাণী আছে কি! স্নেহময়ী জননী যে পৃথিবী ও স্বর্গকে ক্রোড়ে করিয়া! দেখিয়াও দেখিব না, তাই আমাদের এই দুর্গতি, এত দুর্দ্দশা!

ক্রমশঃ।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলেও দেশদেশান্তর নিবাসী ধর্ম্ম পিপাসু মহোদয়-গণের অনবরত অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি গত ৭ই পৌষে বঙ্গাভিমুখে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন যদি কোন বিশেষ বাধা বা বিঘ্ন না ঘটে তবে, তিনি এই যাত্রায় ছাপরা, গয়া, কুণ্ডলা, কলিকাতা, লোক-নাথপুর, বরিশাল, নাটোর, রঙ্গপুর, কুচবিহার, ধুবড়ি, গৌহাটী, কামরূপ কামাখ্যা, ও অবকাশ পাইলে চট্টগ্রাম, ও শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ আদি কোন ২ স্থানেও যাইবেন।

মহাত্মা রাম প্রসাদ সেনের

স্মরণ-চিহ্ন।

মহাপুরুষকে সম্মান প্রদান করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে জাতি তৎপক্ষে যত্নবান, সে জাতিকে সভ্য এবং সমুন্নত বলিয়া গণ্য করা যায়। ইউরোপ এবং আমেরিকার কবি এবং বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ বিশেষ রূপ সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবন চরিত্র লেখা হইয়া থাকে, তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যুর দিনে উৎসব হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্তম্ভ সকল সংগঠিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান রীতিতে বড় লোকের জীবনী লিখিবার পদ্ধতি প্রাচীন কালে ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের সমাদরের ত্রুটি হয় নাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের জীবন-চরিত নাই বটে, কিন্তু, তাঁহাদের কীর্ত্তি পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

চৈতন্য দেবের পরলোক যাত্রার পর হইতে, মহাপুরুষদের জীবনী লেখার রীতি বঙ্গ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জীব-গোস্বামী রূপ সনাতনের জীবনী লিখিয়াছিলেন, এবং কএক জন বৈষ্ণব লেখক, চৈতন্য দেবের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহর পর, মহাকবি ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন প্রভৃতি মহাজনদের জীবনী সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। পরম ভক্ত মহাত্মা রাম প্রসাদ সেনই আমাদের প্রস্তাবের আলোচ্য। সম্প্রতি তিনি সাহিত্য সমাজে সম্মানিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদের অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরে না। তাঁহার কয়েক খানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার গীত সকল ও গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার উচ্চ ভাব সকল গ্রহণ করিয়া কত গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থ সকলকে সম্মানিত করিতেছেন। কিন্তু এতন্মাত্রেই আমরা তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। রাম প্রসাদের প্রকৃত সমাদর হ্রাস হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহাকে কেবল কবি বলিয়া সম্মান করিলে আমাদের মনের সাধ পূর্ণ হয় না। তিনি ধর্ম্ম রাজ্যের—ভক্তি-রাজ্যের এক জন গৌরবের পাত্র। এক সময়ে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান ছিল। বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার পদাবলী গীত হইত। "চণ্ডী" গায়ক গণ এই মহাপুরুষের রচিত গান সকল গাইয়া এক সময়ে বঙ্গবাসী গণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু, বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে, চণ্ডীর গান আর কেহ শোনে না। ইহা অপেক্ষা আমাদের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? আমরা রামপ্রসাদকে ধর্ম্ম রাজ্যের পবিত্র উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

কএক বৎসর হইল, রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহরে "প্রসাদ মেলা" সংস্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে, রাম প্রসাদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ, তাঁহার সংগীত সকল গীত, দুঃখী দিগকে অন্ন দান ও ভোজন করান, এবং যে মহামায়ার সেবক হইয়া তিনি কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন সেই আদ্যাশক্তির পূজা হইয়া থাকে। যে গৃহে রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে গৃহের এখন চিহ্ন মাত্রও নাই। সে স্থানটী "রাম প্রসাদের ঢিবি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই স্থানে, সামান্য এক খানি ঘর উঠান হইয়াছে। তথায় মহামায়ার পূজা ও তাহার আনুসঙ্গিক মেলা সামাধা হইয়া থাকে। "পূর্ণিমাব্রত সমিতির" সভ্যগণ এই ব্যাপার সমাধা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, ইহাকে স্থায়ী করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত, হালিসহরের হিতৈষিণী সভার সভ্য গণ, তাঁহাদের একটী অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয় এবং অতিথি শালা নির্ম্মাণ করা হয়, এবং কিছু মূলধনের সংস্থান হয়, যদ্দারা ৺ কালী পূজা, অতিথি সৎকার ও প্রসাদ মেলা সমাধা হইতে পারে। কিন্তু, এ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য, হালি সহরের কএক জন গণ্য ব্যক্তি সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

এতদর্থে, যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা আমরা ধন্যবাদ সহ গ্রহণ করিয়া, প্রসাদমেলার অধ্যক্ষ মহাশয়দের কাছে প্রেরণ করিব। রামপ্রসাদ, বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য সকলেই যত্নবান্ হইবেন তৎপক্ষে সন্দেহ করা যায় না।

জ্ঞানদেব চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তীর্থ দর্শন উপলক্ষে, জ্ঞানদেব ভারত বর্ষের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন ২ স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া তথাকার ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা আরও শিক্ষা করিয়াছিলেন। মধ্যে তৈলঙ্গী, কানাড়ি এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই তিন ভাষাতেই তিনি তীর্থ-দর্শন সম্বন্ধে অনেক গুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।

জ্ঞানদেব জাম্বলবটে অবস্থিতি করিয়া পুরাণ পাঠ, ও ব্যাখ্যা এবং ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে এই প্রকার কিম্বদন্তি আছেঃ—একদা

জ্ঞানদেব স্বপ্ন যোগে দেখিলেন যে চারি জন রমণী তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের নাম ভাগীরথী, যমুনা কৃষ্ণা ও ভীমা। এখন কলির চারি হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এত কাল পাপী মনুষ্য সকল তাঁহাদের জলে স্নান করাতে তাহাদের সমস্ত মলিনতা তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে হইয়াছে। এ ভার বহন করা তাঁহাদের পক্ষে বিলক্ষণ রূপে কষ্টকর হইয়াছে. এ জন্য প্রার্থনা এই যে জ্ঞানদেব তাঁহাদের সলিলে অঙ্গ নিমজ্জন করেন। তাহা হইলে, তাঁহাদের উদ্ধার হইতে পারে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। জ্ঞানদেব শয্যা হইতে উঠিয়া এই বৃত্তান্ত নিবৃত্তিকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া নিবৃত্তির পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। তিনি জ্ঞানদেবকে বলিলেন যে, যে সময়ে তিনি ত্র্যম্বকেশ্বরে গৈনিনাথ, দত্তক মহারাজ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ মহাত্মাদের কাছে ছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ৺ কাশী ধামের মণিকর্ণিকায় তাঁহাদের জ্ঞানদেব প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এ কথাটী আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বোধ হয়, দেবতারা স্বপ্নের দ্বারায় আমাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অতএব, এখন আমাদের মণিকর্ণিকায় গমন করা উচিত। জ্ঞানদেব নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। ক্রমে নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, গোপান এবং মুক্তাবাই তীর্থ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জ্ঞান-দেব প্রস্তাব করিলেন যে ভগবানের গুণানুবাদ সর্ব্বদা করেন এমন এক জন ভক্তকে তাঁহাদের সহিত লইয়া গেলে ভাল হয়। নিবৃত্তি ইহা অনুমোদন করিলেন। জ্ঞানদেব নামদেবকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া জানিতেন। পাণ্ডারপুরে, নামদেবের সহিত সদালাপ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীতি পাইয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকেই সমভিব্যাহারে লইবেন বলিয়া স্থির করি-লেন। ইহার পর জ্ঞানদেব প্রভৃতি গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ইঁহারা প্রথমে চাকন নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানে মহিপৎ রায় নামক এক জন জমিদার অবস্থিতি করিতেন। তিনি তাঁহাদের ভক্তি-যত্নের সহিত নিজ বাটীতে রাখিলেন। পরে তাঁহারা যাইবার উদ্যোগ করিলে, মহিপৎ রায় তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার কন্যা কারাদ নামক স্থানে আছেন। তিনি তথাকার রাজার রাণি। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এক বার জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব এক দিন কারাদে অবস্থিতি করিয়া যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রূপে বাধিত হইবেন। জ্ঞানদেব, মহিপৎ রায়ের বাক্যে সম্মত হইলেন। চাকন ত্যাগ করিয়া পাণ্ডার পুরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া, নামদেবের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া নামদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিঞ্চিৎ সদালাপের পর, নামদেব, পাণ্ডারপুরে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানদেব বলিলেন যে তাঁহারা তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে নামদেব তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করেন। ইহা শুনিয়া নামদেব বলিলেন যে বিঠোবা তাঁহার সকল তীর্থের সার; তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অপর কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তিনি পাণ্ডারপুর ত্যাগ করিতে পারেন না। তখন জ্ঞানদেব, নামদেবকে লইয়া বিঠোবার কাছে গমন করিলেন। পরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত নিবেদন করিলেন, যে তিনি তীর্থ দর্শন জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া-ছেন এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে নামদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। ইহা শুনিয়া বিঠোবা

হাস্য করত বলিলেন যে তাঁহার আর 'তীর্থ' দর্শনের আবশ্যকতা কি। জ্ঞানদেব নিবেদন করিলেন যে কোন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইলেও, তাঁহার ঈশ্বর আরাধনা, ভজন ও তীর্থ দর্শন ত্যাগ করা উচিত নহে। তখন বিঠোবা নামদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— নামদেব! তোমার কি সৌভাগ্য, পরব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞানদেব তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমার আদেশ এই যে ইহার সঙ্গ অবলম্বন কর, এমন সুযোগ তোমার আর কখন হইবে না। জ্ঞানদেব প্রভৃতি তিন দিন পাণ্ডারপুরে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেব সহ তীর্থ যাত্রা করিলেন। কথিত আছে যে বিঠোবাদেব কিয়দ্দূর তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার উৎসব।

৮ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দশ বার দিন ধরিয়া উৎসবের ব্যাপার কলাপ কাশীধামকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই কয় দিনে কি এক মোহিনী শক্তি যেন কাশীধামে প্রবেশ করিয়াছিল বিষয়াসক্ত গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অনাসক্ত সাধু সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আবাল বৃদ্ধ, বনিতা উৎসবের প্রত্যেক কার্য্য দর্শনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ২ বর্ষ অপেক্ষা এবার দ্বিগুণতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও বক্তাগণ উৎসবোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী
কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
ঐ অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন
ঐ ভূদেব কাব্যরত্ন-সাংখ্যতীর্থ
ঐ তারকানন্দ ব্রহ্মচারী

পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় "আস্তিক ধর্ম্ম" বিষয়িণী বক্তৃতায় অনেক শাস্ত্রীয় গুরু গম্ভীরতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের স্বরূপ, লক্ষণ, প্রমাণ, প্রকার ভেদ ও ফল এই কয়টি বিষয় অতি-সুন্দর রূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিব-চন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় নিজের "আনন্দকানন" বিষয়িণী বক্তৃতায় ভাব ও উচ্ছ্বাসের লহর তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে "এই কাশী-ধামই আনন্দকানন"। এই স্থানে আসিয়া দেহান্ত হইলে জীব বিনা পরিশ্রমে মুক্তি রূপ আনন্দের ভাগী হয়েন। সুতরাং ইহাকে "আনন্দ কানন" বলা যাইতে পারে। ভূতভাবন মহাদেব এই আনন্দকাননের বৃক্ষ স্বরূপ। কেননা তাঁহার নাম "স্থাণু"। এই স্থাণু রূপ বৃক্ষে জগন্মাতা অন্নপূর্ণা চিদানন্দলতিকারূপে বিজড়িত রহিয়াছেন। ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষই এই লতা ও বৃক্ষের প্রকৃত ফল স্বরূপ। বাহিরের লতা ও বৃক্ষ মস্তকেই ফল ভার বহন করিয়া থাকে, কিন্তু এই আনন্দ-কাননের লতা ও বৃক্ষের পাদদেশ হইতেই ফলের উদ্ভব হইয়াছে, তাই প্রকৃত ভক্তের পক্ষে ভগবচ্চরণাম্বুজেরই মাহাত্ম্য অধিক। এই বক্তৃতায় নিতান্ত পাষণ্ডেরও মন গলিয়াছিল. ভক্ত-মণ্ডলী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকা-চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "মনুষ্যত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সরস শাস্ত্রীয় প্রমাণ পূর্ণ দৃষ্টান্তময় সংস্কৃত কবিতার ব্যাখ্যানে শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবসরের সময়ে ২ সভায় এত হাস্যরসের উৎস বহিয়া যাইত, যে চেষ্টা করিয়া সে স্রোত বন্ধ করিতে হইত। বক্তৃতায় জ্ঞান গম্ভীর কথাও অনেক ছিল। শ্রোতৃবৃন্দের নিতান্ত আগ্রহে উৎসবের পর আরও একদিন বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় "পথহারা পথিক" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি কবিত্ব ও দর্শনের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি সাংখ্য-দর্শনের পরিণাম বাদ অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে কি জীব জগৎ ও কি জড়-জগৎ সকলেই গতি শীল। পরিণামের নিয়মানুসারে ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থার ভিতর দিয়া মনুষ্যজাতি অবিরত দৌড়িতেছে। সুতরাং এই সংসার পথের সকলেই পথিক। মনুষ্য অপূর্ণ, সুতরাং অভাবগ্রস্ত, তাই সে নানা প্রকার ক্রিয়াশীল। সে যে দিন পূর্ণতা পাইবে, সেই দিন তাহার সমস্ত ক্রিয়া মিটিবে। তখন সে চির বিশ্রাম নিকেতনে বসিয়া শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পারিবে। আর তখন তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। কিন্তু কোন্ পথে যাইলে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহা ঠিক করিতে না পারায় পথহারা—দিশাহারা হইয়া জীব ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। জীবের এ আকুল বিকুলি ভাব কবিত্বের ভাষায় কবিরত্ন মহাশয় অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষার তরঙ্গে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তারকানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বিলাতী ও ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতায় নিজের চিন্তা-শীলতাপূর্ণ গম্ভীর গবেষণার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। উৎসবের শেষদিনে কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের 'তৃষ্ণার জল" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। যিনি আজকাল বঙ্গের আদর্শ-বক্তা তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা অনাবশ্যক। তাঁহার সে বক্তৃতা মনে হইলে এখনও গাত্র লোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। এ বক্তৃতা ইউরোপের কোনস্থানে হইলে বক্তার ফটোগ্রাফ আজ চারিদিকে বিতরিত হইত। তাঁহার এ বক্তৃতা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

এবার উৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তনের সুচারু ব্যবস্থা হইয়াছিল। কাশী ধামে সম্প্রতি সঙ্কীর্ত্তনের একটি নূতন সভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয় এই সভার সম্পাদক। ইঁহার তত্ত্বাবধানে সভাটি উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানভূমি কাশী-ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তনের নিয়ম পূর্ব্বে তত প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে উক্ত সভার কল্যাণে কাশী বাসিগণ সুধামাখা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। উৎ-সবের কয়দিন ইঁহারা খুব উৎসাহের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। গঙ্গাবক্ষে যে দিন সুসজ্জিত জলযান বাহির হইয়াছিল, সেদিন ইঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা অন্তঃকরণের সহিত এই সঙ্কীর্ত্তন দলের দিন ২ উন্নতি কামনা করি।

যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বার্ষিক উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমরা কৃতজ্ঞতা সহ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত রাজা সতীশচন্দ্র পাণ্ডে, পাকুড় ২০৲
" রায় বরদা প্রসাদ বসু বাহাদুর, জাঁদরাই ১০৲
" চন্দ্র মোহন বশাক, ঢাকা ১০৲
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুনা ১০৲
" বৈকুণ্ঠ নাথ গুপ্ত, শিলচর ১০৲
" হরিদাস আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা ১০৲
" মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, মুঙ্গের ৫৲
" পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, আ, ধ, প্র, সভা বাকীপুর ৫৲
" শ্রীনাথ বসু, কাশী ৫৲
" ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, ঢাকা ৫৲
" হরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দাঁইহাট ৫৲
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা ৫৲
" সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, রঙ্গপুর ৫৲
শ্রীমতী হেমন্ত কুমারীদেবী, মুরশিদাবাদ ৫৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিয়া ৪৲
" রমণীমোহন বক্সু, দিনাজপুর ৪৲

" অনেক বন্ধু কলিকাতা ৪৲

" কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ছাপরা ২৲

" হরিনারায়ণ চৌধুরী, কাশী ২৲

" মহিমাচরণ ঘটক, ঐ ২৲

" কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ ২৲

" মনোহর রায়, বকুলব ২৲

" কালী কুমার ভট্টাচার্য্য মুরশিদাবাদ ১৲

বেদ বিদ্যালয়ের মন্ত্রণামণ্ডলের

অধিবেশন।

২রা পৌষ [ইং ১৬-১২-৮৯] সোমবার।

এতদধিবেশন কালে চতুর্বেদাধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বামনাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম মিশ্র শাস্ত্রী, কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক, ও শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আদি মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। স্থির হইল যে, যে বেদাধ্যায়ী ছাত্রের নিজ ব্যয়ে বা অন্য অভিভাবকের সাহায্যে আহারাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার সঙ্গতি আছে, বেদ বিদ্যালয় তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার লইবেন না।

২। বিদেশ হইতে যাঁহারা এতৎ বেদ-বিদ্যালয়ে পাঠার্থ আসিবেন, তাঁহারা যদি ব্যাকরণ সাহিত্য বা দর্শনাদিতে কতক পরিমাণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া বেদের স্বর, অর্থ ও যজ্ঞীয় ক্রিয়াদি শিখিতে যে সময় (অনুমান পাঁচ ছয় বর্ষ) লাগিবে ততদিন নিয়ত অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হয়েন, তবেই মন্ত্রণামণ্ডল তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার লইবেন।

৩। মন্ত্রণা মণ্ডল আপাততঃ ৬ জন বঙ্গদেশী, ১ জন পঞ্জাবস্থ বাসী, ২ জন পশ্চিমোত্তর দেশ নিবাসী, ১ জন মৈথিলীর ব্যয় ভার গ্রহণ করিলেন। ধনাগম বৃদ্ধির সঙ্গে ২ আরও গৃহীত হইবে।

বেদ বিদ্যালয়ে সাহায্য-প্রাপ্তি।

বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ অগ্রহায়ন মাসে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাত্মাগণের সাধু আগ্রহে ও অনুগ্রহে সংগৃহীত দেশ দেশান্তর হইতে মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ ধন যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ভিক্ষাদাতা ভারতহিতৈষী মহোদয় গণকে ধন্যবাদ প্রদান সহ তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই ভিক্ষা দিতে এক দিনও বিস্মৃত না হয়েন।

শ্রীযুক্ত হরিবোল গুপ্ত, বীরভূম ৫।৶০

" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দাঁইহাট ৬।৶০

" কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গদাইপুর ॥০

" রামরত্ন শর্ম্মা, খোকসাবাড়ী ৬॥০

" বিপিন বিহারি রায়, গয়া ৶০

" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিলমাড়িয়া ৯॥০

" কেশবচন্দ্র ঘোষ, দরজামহল ২॥/০

" কালী কুমার ভট্টাচার্য্য, মুরসিদাবাদ ১০৲

" রমনীমোহন বসু, দিনাজপুর ৪৲

" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশাল ২৲

" মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর ৫৲

" কালীদাস চক্রবর্ত্তী, আমাদপুর ৭৸৶০

" ভুবনমোহন সেন, আমিনপুর ৬৲

" প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত, শিলচর ২৫৲

" বেণীমাধব নিয়োগী, বাড়ালা ১১॥০

" দীনবন্ধু দত্ত ব্রাহ্মণ, বেড়িয়া ৫৲

" দীনবন্ধু পাত্র, রামপুর হাট ৪৲

" হরলাল দাসগুপ্ত, ধুবড়ি ১০৲

" হরচন্দ্র মজুমদার, খাকুল ২৲

" চৈতন্যচরণ দাস, শ্রীহট্ট ৪৲

" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলচর ৩৲

" উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বারাসত ১৶০

" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল ঐ ১/০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মিত্র ও }
" প্রসন্ন কুমার মিত্র } কলিকাতা ১/০

" ব্রজনাথ দত্ত, ডলু জমিদারি কাছারি ৫৲

শ্রীমতী জয়কালী গুপ্তা, কাশী ।০

শ্রীযুক্ত কালী কুমার ভট্টাচার্য্য, মুরসিদাবাদ ১৲

" গৌরি প্রসাদ সরকার, ছাপরা ৬৲

" প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত, শিলচর ৫৲

শ্রী তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১২শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১১
১০ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	মাঘ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজোনিত্যমুপস্পৃশেৎ॥

দ্বিজাতি প্রতিদিন দুই জানুর মধ্যে হস্ত রাখিয়া কোন পবিত্র স্থানে উত্তরমুখী বা পূর্ব্ব-মুখী হইয়া উপবেশন করিয়া ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুল্যাদির অংশ বিশেষ) আচমন করিবে।

কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতি পিতৃ ব্রহ্ম দেব তীর্থান্যনুক্রমাৎ॥

কনিষ্ঠা, তর্জ্জনী, এবং অঙ্গুষ্ঠ ইহাদের মূলদেশ ও করের অগ্রভাগ, ইহারা ক্রমান্বয়ে প্রজাপতিতীর্থ, পিতৃতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ ও দেবতীর্থ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুৎসৃজ্য খান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ।
অদ্ভিস্ত প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ॥

তিন বার ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা জল পান করিবে। আর দুইবার জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালণ করিবে। অনন্তর নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, এবং মুখ শরীরের এই কয়টি স্থান জলদ্বারা স্পর্শ করিবে। উক্ত, জল নির্ম্মল ও ফেন বুদ্বুদ শূন্য হওয়া চাই। ইহাই আচমনের নিয়ম।

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিশ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আচমনের জন্য যে জলপান করিবেন, তাহা যেন ক্রমান্বয়ে হৃদয় স্থান, কণ্ঠ ও তালুদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে। শূদ্র ও স্ত্রী জাতি ওষ্ঠদেশে একবার জল স্পর্শ হইবা মাত্রই শুদ্ধ হইবেন।

স্নানমব্দৈবতৈর্ম ন্ত্রৈর্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ।
সূর্য্যস্যচাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ॥

দ্বিজাতি স্নান, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর মার্জ্জন প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রী-জপ এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিদিন করিবেন।

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতি পূর্ব্বকং।
প্রতিপ্রণব সংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ॥

মহাব্যাহৃতি, শিরোমন্ত্র এবং প্রতিবারে প্রণবের সহিত গায়ত্রী জপ করিতে ২ যে তিনবার শ্বাসনিরোধ, তাহাকেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণানায়ম্য সংপ্রোক্ষ্য ত্রচেনাব্দৈবতেনতু।
জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয়াৎ॥

প্রাণায়ামানন্তর মার্জ্জনমন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর মস্তকের চারিদিকে জল দ্বারা সংপ্রোক্ষিত করিবে। তদনন্তর

নক্ষত্রোদয় কাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাই সায়ং সন্ধ্যার বিহিত সময়।

সন্ধ্যাং প্রাক্ প্রাতরেবেহ তিষ্ঠেদাসূর্য্যদর্শনাৎ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি॥

এই প্রকার প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যা এই দ্বিবিধ সন্ধ্যাতেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে।

নরকগতিপ্রকরণ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিমাণ ও প্রকারভেদে, অসংখ্যরূপ। তাহার ফল সকল নানাবিধ। সুতরাং সেই সকল ফলভোগের অবস্থা ও স্থানও অসংখ্য প্রকার। স্বর্গও অসংখ্য, নরকও অসংখ্য। সংক্ষেপে উপদেশের নিমিত্তে সেই অসংখ্য স্বর্গকে ভূলোকের ঊর্দ্ধে উক্ত ষড়্বিধ শ্রেণীতে এবং নরক সমস্তকে তাহার নিম্নদেশে বহুবিধ বিভাগে স্থাপন করিয়াছেন।

সমস্ত নরক একত্রে সংযমনী বা যমপুরী বলিয়া কথিত হয়। তথা পাপীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে চাহে না। কেবল ভগবানের দণ্ডনীতির বশবর্ত্তী হইয়া গিয়া থাকে। অনিবার্য্য ঐশিকনিয়মের বশে পাপীরা তথা গিয়া যম-নিয়মদ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, এই হেতু সে স্থানের নাম যমভবন।

বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে পুণ্যাত্মাগণের নিমিত্ত যেরূপ শুক্ল কৃষ্ণমার্গ ও আধ্যাত্মিক নাড়ীর বিচার করিয়াছেন, যমভবনে যাইবার সেরূপ কোন নাড়িরূপ আধ্যাত্মিক-মার্গের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অন্তরীক্ষ ও বায়ু-মণ্ডলকে পাপীর অপেক্ষাক্ষেত্র বা যমালয়ের পন্থা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় (১১৩ঋ) অন্তরীক্ষ-লোককে যমভবনে গমনের পথরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "তিস্রোদ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্॥" স্বর্গলোক তিনটি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। তন্মধ্যে ভূঃ ও স্বর্লোক এই দুই, সূর্য্যের উপস্থে, কি না, সমীপস্থানে আছে। অর্থাৎ এই উভয় লোকই সুর-প্রভাবসম্পন্ন। কিন্তু মধ্যমক্ষেত্র যে অন্তরীক্ষ, তাহা প্রেতপুরুষদিগের অপেক্ষাক্ষেত্র বা যমভুবনে যাইবার পথ। উহা অসুরপ্রভাববিশিষ্ট। ফলে উহা যে সামান্য সূর্য্যালোকবিহীন এমত বোধ হয় না। কেননা পরঋকে আছে, "বিসুপর্ণোন্তরীক্ষাণ্যখ্যৎ" সূর্য্যের শোভন-পতন-রশ্মি অন্তরীক্ষাদি ত্রিভুবন প্রকাশ করিয়াছে। এস্থলে যমভবনের উক্ত পন্থা 'দুরিতরূপ' অন্ধকারাচ্ছন্ন ইহাই অভিপ্রায়। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে পুরাণ-শাস্ত্রেরও এই সিদ্ধান্ত।

এতদ্ভিন্ন, যমভবনের আধ্যাত্মিক-মার্গ-প্রসঙ্গ দেখি না। পুরাণ তাহার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। সেই সকল বিবরণ ঘোরতর অর্থবাদপূর্ণ সুতরাং অত্যন্ত জটিল। তাহার সংক্ষেপার্থ নিম্নে উদ্ধার করা যাইতেছে। তাহার দ্বারা কোননা কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারিবে।

ভূগোলের উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর মেরু-অস্থিস্বরূপ সুমেরুনামক পর্ব্বত পৃথিবীর গর্ব্ভভেদ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। উহা উত্তরদিকে সুমেরুনামে এবং দক্ষিণদিকে কুমেরুনামে ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে। উহার দক্ষিণ উপান্তে মানসোত্তর নামে এক পর্ব্বত আছে। মানসোত্তর পর্ব্বতের দক্ষিণ স্বাদুজলের সাগর আছে। সেই সাগর ধরণীকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে লোকালোকনামে এক পর্ব্বত স্থিতি করে। তাহার দক্ষিণে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু। ফলতঃ সুমেরু পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ উভয় প্রান্ত ভেদ করিয়া অবস্থিতি করিলেও উত্তর মেরুই সাধারণতঃ সুমেরুনামে উক্ত হয়। (বিঃ পুঃ ২।৮।২০) "সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ।" যত দ্বীপ ও বর্ষ আছে সুমেরু-পর্ব্বত-সকলের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত

সকলের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছে। উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুস্থানে কখন কখন নিরন্তর দিবা ও নিরন্তর রাত্রি হইয়া থাকে। উক্ত লোকালোক পর্ব্বতের উত্তরদিকে "লোক" অর্থাৎ লোকের স্থান এবং দক্ষিণদিকে "অলোক" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণি-বর্জ্জিত স্থান। (ভাগঃ ৫। ২০। ২৬) "পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে লোকত্রয়ের প্রান্তভাগে সীমারূপে স্থাপিত করিয়াছেন।" (ঐ ২৭) "ঐ গিরি প্রতিবন্ধকস্বরূপ হওয়াতেই সূর্য্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত জ্যোতির্গণের কিরণ নিম্নস্থ লোকত্রয়কে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াও কদাচ তাহার পরে গমন করিতে শক্ত হয় না।" সেই স্থান তজ্জন্য গাঢ় অন্ধকারাবৃত। (বিঃ পুঃ ২। ৪। ৯৬) "ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্। তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্॥" এই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকারময় স্থান। ঐ অন্ধকারাবৃত স্থান অণ্ডকটাহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। "অণ্ডকটাহ" শব্দের অর্থ ব্রহ্মাণ্ডকোষ।

[illegible] শূন্যমণ্ডল ইহা ঐ অন্ধকারাবৃত স্থানের সীমাস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণের (২ অংশ ৬। ১) টীকায় "নিম্নি দক্ষিণস্যাম্ [illegible]" এবং "[illegible]" বলিয়া নরক সকলের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত দক্ষিণ মেরু স্থানে লোকালোক পর্ব্বতের [illegible] তমসাচ্ছন্ন গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনুমান হইতেছে। কেননা ভাগবতে (৩।২১।৯) লিখিত আছে যে "উত্তরাখণ্ড মানসোত্তরের ও সুমেরুর দক্ষিণদিকে যমের বাসপুরী, তাহার নাম সংযমনী।" এ কথাও উক্ত অনুমানকে দৃঢ় করিতেছে। আরো ভাগবতে (৫। ২৬। ৫) লেখেন "কোন কোন ঋষিরা বলেন ত্রিলোকী মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে (অর্থাৎ ঐ পর্ব্বতের অধঃস্থিত গুহাতে) এবং জলের উপরে (অর্থাৎ 'ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদক্যদুষ্কদেব' ভূমণ্ডলের গর্ভোদকের উপরিভাগে) যে স্থানে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব বর্ণের ব্যক্তিদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, অথবা যেখানে পিতৃপতি যম স্বগণ সহিত বসিয়া স্বীয় দূত কর্ত্তৃক আপনার স্থানে আনীত মৃতগণের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড করিতেছেন, ঐ বিষয়ে কোন অংশে ভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন না, সেই স্থানে নরক সকল আছে।" এই বিবরণও প্রকারান্তরে প্রাগুক্ত অনুমানের পোষকতা করিতেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু স্থানে লোকালোক পর্ব্বতের তমসাচ্ছন্ন অধোভূমিতে নরক সকল স্থিতি করে। শাস্ত্রানুসারে তাহাই স্থির হইতেছে।

যেরূপ শরীরের সহিত ও যে প্রকার পথদ্বারা পাপী মৃত্যুর পর যমদূত কর্ত্তৃক তথা নীত হয় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দশমাধ্যায়ে আছে। "বায়ুগ্রভাগী ভূত্বা তু দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে। তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসম্ভবং।" মৃত্যুকালে পাপীজন পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগের পরেই বায়ুতে অধিষ্ঠান করে, তখন তাহার সূক্ষ্মশরীররূপ বীজবশাৎ সে পূর্ব্ব শরীরের ন্যায় আর একটী শরীর প্রাপ্ত হয়, এই শরীর মাতাপিতা দ্বারা উৎপাদিত নহে। তাহা কর্ম্মজনিত শরীর এবং কেবল পাপভোগার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকে। (৬৩)। মনু (১২ অঃ ১৬ শ্লো) "পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্। শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং।" পঞ্চতন্মাত্র ও সূক্ষ্মদেহরূপ বীজপ্রভাবে পাপীর যাতনার নিমিত্তে পরলোকে এক স্বতন্ত্র স্থূলদেহ জন্মে। তাহা মাতৃপিতৃ-সম্ভূত নহে। পুনশ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে কহেন, "ততো দূতো যমস্যাশু পাশৈর্বধ্নাতি দারুণৈঃ। দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশম্। কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণকর্কশে। তথা প্রদীপ্তজ্বলনে ক্বচিৎ শ্বভ্রশতোৎকটে॥" (৬৪।৬৫) মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্ত প্রকার দেহধারী জীবকে যমদূত

দারুণ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে থাকে। এই প্রকারে ঐ ব্যক্তি একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। যমদূতেরা তাহাকে ঐরূপে বন্ধন করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে লইয়া যায়। কোথাও কুশময় স্থান, কোথাও কন্টকাকীর্ণ, কোথাও বল্মীকময় স্থান, কোথাও শঙ্কুময় স্থান, কোথাও পাষাণ সমুদয় দ্বারা কর্কশ স্থান, কোথাও প্রদীপ্ত হুতাশনদ্বারা ভয়ঙ্কর, কোথাও শত শত গর্ত্ত ইত্যাদি প্রকার ভয়ানক যন্ত্রণাময় পথ দিয়া যমদূতগণ মৃত ব্যক্তিকে বহন করে।

পুরাণশাস্ত্রে পাপী, যমালয়, নরক, যমদূত এবং যমালয়ে গমনের পথ সম্বন্ধে বিস্তর বিবরণ আছে, কিন্তু সে সমস্তই অর্থবাদ। "অর্থবাদবাক্যানাং শাস্ত্রার্থে প্রামাণ্যং ন ভবতি।" অর্থবাদবাক্য সমস্ত শাস্ত্রবিচারে প্রমাণ হইতে পারে না। ফলতঃ কোন তত্ত্বের গুণবাদ অথবা নিন্দার্থবাদ ত্যাগ করিলে তাহার যে মূল তাৎপর্য্য অবশিষ্ট থাকে তাহারই উপরি শাস্ত্রার্থসম্বন্ধে উপপত্তি জন্মে। যমযন্ত্রণাসম্বন্ধে শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য কি, নিম্নে তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে নরকাধ্যায়ে (২। ৬। ৪২) আছে—"মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥" স্বামী এই বচনের যে টীকা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, "ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে স্বর্গনরকাদি ও তৎসাধন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অনুভব হয়। কেননা 'স্বপ্নগতমনঃপ্রীতিদুঃখকরবস্তুবৎ স্বর্গনরকৌ মিথ্যৈবেতি ভাবঃ।' স্বপ্নেতে মনের প্রীতিকর বা দুঃখকর যে সকল বস্তু দর্শন করা যায় তাহা যেমন মিথ্যা, তদ্বৎ স্বর্গ ও নরকও মিথ্যা।" কিন্তু অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে বাসনা ও অদৃষ্ট বীজোৎপন্ন শুভাশুভ, প্রীতি অপ্রীতি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বোধ বশাৎ প্রীতি বা আত্ম প্রসাদ স্বর্গ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, এবং দুঃখ বা গ্লানি নরকভোগ উৎপন্ন করে।

বেদান্তশাস্ত্রোক্ত প্রকারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিসংযোগে যদি অবিদ্যা-বীজকে দগ্ধ না করা যায় তবে এই মায়াময় জগতের ন্যায় প্রীতিজন্য স্বর্গ ও গ্লানিজন্য নরকলোকসকল জীবের ভোগার্থে সংঘটিত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। স্বর্গনরক সহস্র মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন জীবের পক্ষে তাহা সত্য সত্যই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। তাদৃশ জীবের সম্বন্ধে পাপ-পুণ্যভোগ অপরিহার্য্য। পরলোকভ্রমণ অপরিহার্য্য। সুতরাং ঐহিকের পাপ সঙ্গে গিয়া পরলোকে তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং ঐহিকের পুণ্য সঙ্গে গিয়া তাহার হৃদয়ে চন্দ্রসূর্য্যপ্রভা-সম্পন্ন সুরপুরীর দ্বার খুলিয়া দেয়।

একটী লৌকিক যুক্তি গ্রহণ করায় হানি নাই। আমরা এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই যে, মনুষ্যের এবং এমত কি অন্যান্য জীবের আসঙ্গলিপ্সা অতিশয় প্রবল। মানবজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিভেদে তাহার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। ধার্ম্মিক ও সৎক্রিয়াশীল সাধুপুরুষেরা স্বভাবতঃ একদলবদ্ধ হইয়া কালযাপন করেন। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ তাঁহারা স্ব স্ব স্বভাবের ব্যক্তিগণের দলস্থ হয়েন। লম্পটেরা লম্পটের দলে, মদ্যপায়ীরা মদ্যপায়ীর দলে এবং চৌরগণ চৌরের দলে একত্রিত হয়। স্বভাব অনুসারে দলবদ্ধ হইয়া একস্থানে স্থিতি করা এক প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম। পরলোকেও এই নিয়মের বিপর্য্যয় হয় না।

অতএব পরলোকে স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র আর অধার্ম্মিক ও পাপাত্মা জনেরা স্বতন্ত্র বাস করেন। তাঁহারা শূন্যে থাকিতে পারেন না এবং প্রাকৃতিক নিয়মও তাহা নহে। এজন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন, বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেইরূপ পুণ্য-

যান্ ও পাপীর কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ভোগার্থ শুভ ও অশুভ স্থানসমূহ বিধাতাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট ও নিরূপিত হইয়া আছে।

বিধাতা সূক্ষ্ম ও শুভধাতুবিনির্ম্মিত, বিবিধ প্রীতিকর ভোগ্যবস্তুপরিপূর্ণ, যে সকল লোকমণ্ডল রচনা করিয়াছেন, তৎসমূহ ঊর্দ্ধে স্থিত এবং স্থূল ধাতুবিরচিত যন্ত্রণাপ্রদ ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ যে সকল স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অধঃস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুণ্যাত্মারা স্ব স্ব সূক্ষ্ম ও শুভধাতু অনুসারে মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং পাপীরা স্ব স্ব স্বভাবের পরবশ হইয়া অধোলোকে যান। ঐ ঊর্দ্ধলোক সকল স্বর্গ এবং অধোলোক নরক শব্দের বাচ্য। তদ্ভিন্ন যমালয় নরক, তাহার তামিস্র অন্ধতামিস্র প্রভৃতি বিভাগ। যমরাজ যমদূত, তথাগমনের কন্টকময় পন্থা এই সমস্ত উক্তিই অর্থবাদ। কেবল অশুভজ্ঞাপনই তাহার উদ্দেশ্য। যে সকল বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে বেদবিহিত যম-নিয়মাদি দ্বারা শরীর ও মনঃ-সংযম না করে, ঈশ্বরের নিয়মে তাহাদিগকে মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। তাহারই নাম যমযন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা জ্ঞাপনই উদ্দেশ্য। "নরক সকল গাঢ় অন্ধকারে আবৃত" এরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে "অজ্ঞান অন্ধকার," "জ্ঞানই" সূর্য্যধাতুসম্পন্ন। "অজ্ঞান" অসূর্য্য ধাতু। এই জন্য অসূর্য্যস্পর্শ দক্ষিণ-দিকে নরকের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বর্গভুবনের ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রভৃতিও অর্থবাদ। কেবল শুভজ্ঞা-পনই অভিপ্রায়। যমরাজ আর কেহই নহেন, তিনি ঈশ্বরই। পাপী জনেরা ঈশ্বরকেই দণ্ডদাতা যমরূপে দর্শন করে পুণ্যাত্মারা ঈশ্বরকেই শুভদাতা ইন্দ্রাদি-দেবতারূপে দেখিয়া থাকেন।

অশুভকারীর ভোগার্থ কঠোপনিষদে "অনন্দা" এবং ঈশোপনিষদে "অসূর্য্যা" লোকের উল্লেখ আছে। আচার্য্যেরা তাহাকে "অনানন্দা," "অসুখা," "অজ্ঞা-নান্ধকার" শব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুণ্ডকে (১।২।৩) কহিয়াছেন, "যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মা-স্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা-হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥" যাঁহার অগ্নি-হোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, শরৎকালবিহিত-ক্রিয়া, অতিথিসেবা, হোম, বৈশ্বদেবের পূজা, বর্জ্জিত হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই সমস্ত ক্রিয়ার সাধন না করে, তাহার এই ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্তস্বর্গে স্থান হয় না; সে পতিত হয়। এই সমস্ত উক্তির তাৎ-পর্য্য এই যে, যাঁহার যোগাচারপরায়ণতা অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় নাই অথচ স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া ঐ সকল সকামক্রিয়াও রহিত করিয়াছে, তাহার কোন প্রকার শুভলোকে স্থান হয় না, তিনি অসূর্য্য-ধাতু—অজ্ঞানধাতুবিরচিত নরকে পতিত হয়েন।

শারীরকে (৩। ১। ১৩) কহিয়াছেন, "সংযম-নেত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।" সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীরা বার বার দুঃখ অনুভব করে। পাপ অধিক পরিমিত হইলে একাদি-ক্রমে ভোগ করিতে পারে না, এজন্য বার বার যোনি-ভ্রমণপূর্ব্বক বার বার নরকস্থ হইয়া থাকে। "স্মরন্তিচ" স্মৃতিতেও পাপীর এইরূপ নরকভোগের কথা আছে। "অপিচ সপ্ত" পুরাণেও পাপীদিগের স্থানের উল্লেখ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ নরকসমূহ সপ্তবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফলে এইরূপ নরকভোগের কালকে পুরাণাদি শাস্ত্র, অর্থবাদরূপ দৃঢ়রূপে নহই দীর্ঘ বা অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করুন, প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের অশুভ নিস্তা-রের দিকেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নরকভোগান্তে জীব অবশেষে মঙ্গল লাভ করিবেই করিবে, শাস্ত্রে তাহা ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (২।৬।৩০) "স্থাবরাঃ কৃময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবোনরাঃ। ধার্ম্মি-কাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥" পাপীরা নরক-

ভোগানন্তর ক্রমশঃ স্থাবর, কৃমি, জলচর, খেচর, ভূচর, মনুষ্য, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা অর্থাৎ স্বর্গবাসী, এবং অন্তে মুমুক্ষু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

শারীরকে (৩।১) পরলোক-প্রকরণে পাপীরা নরক হইতে কিরূপ পথ দিয়া আসিয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করেন তাহার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, দক্ষিণমার্গগামী ইষ্টাপূর্ত্তকারী জীবগণ পিতৃ, ইন্দ্রী বা চন্দ্রলোকে নিম্নশ্রেণীর স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, ভোগক্ষয়বশতঃ আকাশ, বৃষ্টি, ভূমি, রেতঃ, গর্ভ ইত্যাদি পথ দিয়া পুনরাবৃত্ত হয়েন। এই পঞ্চবিধ পথকে পঞ্চাহুতি কহে। তাহা চন্দ্রের অধিকারভুক্ত। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত উপলক্ষ পূর্ব্বক অধিকরণমালায় পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে, "চন্দ্রং যান্তি নবা পাপী তে সর্ব্ব ইতি বাক্যতঃ। পঞ্চাহুতিলাভার্থং ভোগাভাবেপি যাত্যসৌ॥ ভোগার্থমেব গমনমাহুতিব্যভিচারিণী। সর্ব্ব শ্রুতিঃ সুকৃতিনাম্ যাম্যে পাপিগতিঃ শ্রুতা॥" অর্থাৎ যদিও স্বর্গসুখভোগের নিমিত্তে পাপীরা চন্দ্রলোকে না যাউক; কিন্তু যখন চন্দ্রলোক হইতেই উপরি উক্ত প্রকার পুনরাবৃত্তির পথ, তখন পাপীরাও অবশ্য নরকভোগান্তে উপরি উক্ত প্রকার পঞ্চাহুতি লাভার্থ চন্দ্রলোকে যায় এবং কেবল সেই জন্যই চন্দ্রলোক হইয়া আইসে। একথার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চন্দ্রলোকে গমন কেবল পুণ্যফলভোগের নিমিত্তেই হইয়া থাকে। পঞ্চাহুতি গ্রহণার্থ নহে। অতএব পাপীদিগের তথায় গমন হয় না। তাহাদিগের যমলোকেই গমন হয়। শ্রুতির তাৎপর্য্যই এইরূপ।

পর্জ্জন্যাদি পথ দিয়া পাপীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত। কোন্ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারা গর্ভে প্রবেশ করে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আকাশ, পর্জ্জন্য অন্ন, রেতঃ ও গর্ভ এ সমস্ত বিশুদ্ধ মার্গ। পুণ্যাত্মারা তাহা আশ্রয় করেন। "সোমাৎ পর্জ্জন্য" (২ মু। ১ খ। ৫ শ্রু) চন্দ্র হইতে পর্জ্জন্য জন্মে। সেই পর্জ্জন্য আকাশ হইতে পতিত হয়। তদ্দ্বারা ওষধি ও অন্ন জন্মে। পাপীর পক্ষে তাদৃশ উর্দ্ধপথ প্রাপণীয় নহে। ইহাতে অনুমান হয় পাপীরা পঞ্চমী-আহুতিবিহীন হইয়া কোনরূপে ক্লেদাদি আশ্রয়পূর্ব্বক যোনিদ্বারে প্রবেশ করে অথবা অযোনিজ হইয়া জন্মে।

বেদজ্ঞ কাহাকে বলে।

ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রচারকে বেদশিক্ষার অবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম যে বৈদিক শিক্ষার অভাবে হিন্দুর অনেক অনুষ্ঠান অঙ্গহীন রূপে সম্পন্ন হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই অঙ্গহীন অনুষ্ঠানে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনেক অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা মনু হইতে বচন তুলিয়াছিলাম তাহা এই—

> একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
> পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি।
> যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
> তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্টয়োগুড়ান্।

"দৈব ও পিতৃকার্য্যে বেদবিৎ এক ব্যক্তিকেও যদি ভোজন করান যায়, তাহাতে যে মহাফল লাভ হয় বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রত্যুত বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যত গ্রাস ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত্যুর পর ততগুলি প্রজ্বলিত শূল ঋষ্টি নামক অস্ত্র ও লৌহপিণ্ড গ্রাস করিয়া থাকেন। এই বচন উল্লেখ করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, দেখুন আজকাল বঙ্গদেশে বা অন্য কোথাও শ্রাদ্ধকার্য্যে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়, তাহার মধ্যে কয় জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকেন? এই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনে ক্রিয়াত অঙ্গহীন হয়ই, উপরন্তু ক্রিয়া-কর্ত্তাকে যে নরকে

পড়িয়া জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হইবে, তাহার কি?"

কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ও নিজ প্রণীত শ্রাদ্ধতত্ত্ব নামক পুস্তকে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এখন এই বিষয় লইয়া বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। কোন ২ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এইরূপ বলিতেছেন, যে বেদের একটা মন্ত্র জানিলেও ত বেদজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে। বেদের অনন্ত শাখা, অনন্ত বিভাগ। সমগ্র বেদ আয়ত্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। আর বেদের কত শত শাখা অনেকদিন হইতেই লুপ্ত হইয়াছে। মনুও সে লুপ্ত শাখা সমূহ জানিতেন না। সুতরাং বেদের কিয়দংশে জ্ঞান থাকাই সম্ভব। অতএব বেদের কোন একটি মন্ত্র, কোন একটি শ্লোক জানিলেই বেদজ্ঞ বা মন্ত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মনু বচনেও ত "অমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে প্রত্যবায় হয় এই রূপই বলা হইয়াছে। "সমগ্র বেদজ্ঞান বিহীন," ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে দোষ হয় এমন কোন কথা বলা হয় নাই। অতএব একটি মাত্রও বৈদিক মন্ত্র জানে, এমন কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ক্রিয়া পণ্ড হইবে কেন? কেননা সে ব্রাহ্মণ ত "অমন্ত্রজ্ঞ" হইলেন না। বঙ্গদেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত গায়ত্রী রূপ বৈদিক মন্ত্র অবশ্যই জানেন, সুতরাং তাদৃশ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ভোজন করাইলে বৈদিক ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ না হইবে কেন?" এই আশঙ্কার উত্তর আমরা নিম্নে দিতেছি।

বেদের কোন একটি মন্ত্র, কোন একটি শ্লোক বা কোন একটি অক্ষর জানিলে বা অধ্যয়ন করিলে তাহাকে বেদজ্ঞ বলে না। তাহা হইলে ওঙ্কার রূপ প্রণব টুকু জানিলেই, ত বেদজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক কথা তাহা নহে। প্রকৃত বেদজ্ঞ কাহাকে বলে, কিরূপ ও কতদূর বেদ অধ্যয়ন করিলে "মন্ত্রজ্ঞ" এই নামে অভিহিত হওয়া যাইতে পারে, এবং "স্বাধ্যায়" কাহাকে বলে, মনু নিজেই এই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন—

তপোবিশেষৈর্ব্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥

দ্বিজাতি বিধিবিহিত তপস্যা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরহস্য ও কৃৎস্ন বেদ অধ্যয়ন করিবেন। অর্থাৎ শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গের সাহায্যে ও মন্ত্র ব্রাহ্মণাদির সহিত নিজ ২ শাখা অধ্যয়ন করিবেন।

যেমন যাঁহার নিজশাখা "কৌথুমী" বা মাধ্যন্দিনী, তিনি সেই নিজের শাখাই অধ্যয়ন করিবেন, ইহারই নাম বেদাধ্যয়ন। এই রূপ নিজ শাখাতে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহাকেই বেদজ্ঞ বলে। কেবল একটি বেদমন্ত্র বা বৈদিক অক্ষরের অধ্যয়নের নাম যে বেদাধ্যয়ন নহে ইহা এখন মনুর কথাতে পাঠক বোধ হয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে যে কৃৎস্ন বেদ এই কথাটি আছে, ইহার অর্থ "সমগ্র বেদ অধ্যয়ন" এরূপ নয়। কিন্তু মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি (বেদের অংশ বিশেষ) সহিত নিজ ২ শাখাধ্যয়ন এই রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এই রূপ অর্থ বুঝিবার হেতু আছে। কেননা শ্রুতি নিজে বলিতেছেন স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। অর্থাৎ দ্বিজাতির স্বশাখাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। কৈ শ্রুতি সর্ব্ব শাখাধ্যয়নের কোন কথা ত বলিতেছেন না। শতবর্ষ-জীবী হইলেও মনুষ্য জীবনে সর্ব্বশাখাধ্যয়ন অসম্ভব। এমন অসম্ভব ব্যাপারের উপদেশ জীব কল্যাণ কাঙ্ক্ষিণী মাতৃ স্বরূপা শ্রুতি কেন দিবেন? শ্রুতি যখন নিজ নিজ শাখাধ্যয়নের ব্যবস্থা দিতেছেন তখন শ্রুত্যনুগামী মনুও সেই রূপ ব্যবস্থা দিতে বাধ্য। শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথা স্মৃতি বলিতে পারেন না। সুতরাং শ্রুতির সহিত স্মৃতির এক বাক্যতা করিয়া কৃৎস্ন বেদ অধ্যয়নের অর্থ নিজ

শাখাধ্যয়ন, এইরূপ মন্ত্রর ভাবপ্রায় বুঝিতে হইবে। আবার কেবল নিজ শাখা টুকুর অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, তাহার সহিত তদুপযোগী মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যাদি সূত্র আরণ্যক ও উপনিষদও অধ্যয়ন করিতে হইবে। কৃৎস্ন শব্দ দ্বারা মনু এত খানি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আর মূলস্থ শব্দের "ষড়ঙ্গ সহিত" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি ও ষড়ঙ্গ সহিত স্বশাখাধ্যয়ন কর্ত্তব্য, ইহাই মনুবচনের পর্য্যবসিতার্থ হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে, "স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য" এই শ্রুতিবচনে "স্বাধ্যায়" শব্দের যে "স্বশাখাধ্যয়ন" এই রূপ অর্থ করিতেছ ইহাতে প্রমাণ কি? "স্ব" অর্থাৎ নিজ বেদের যৎকিঞ্চিদংশের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য এমন অর্থও ত হইতে পারে। তাহা হইলে দুই চারিটি মন্ত্র বা সন্ধ্যাহ্নিকাদি বৈদিক ক্রিয়া মাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ত "বেদজ্ঞ" হইতেছেন। একথার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই রূপ অর্থ করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত মনুবচনকে পদদলিত করা হয়। "বেদঃ কৃৎস্নোধিগন্তব্যঃ" এই বচনে মনু কৃৎস্ন বেদাধ্যয়নের কথাই বলিয়াছেন, কৈ যৎকিঞ্চিৎ বেদাংশ বা দুই চারিটি মন্ত্র অধ্যয়ন করিবার কথাত বলেন নাই। আর কৃৎস্ন বেদাধ্যায়নের অর্থ যে "সমগ্র বেদাধ্যয়নও" নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং "কৃৎস্ন" শব্দের অর্থ "সমগ্রও" নহে "যৎ কিঞ্চিৎও" নহে কিন্তু মাঝামাঝি গোছের। অর্থাৎ যতটুকু দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন আবশ্যক, যত টুকু পড়িলে দ্বিজাতি নিজ ২ ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড, আদি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, ততটুকু বেদাধ্যয়ন আবশ্যক "কৃৎস্ন" শব্দ ইহাই বোধন করিতেছে। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ তাৎপর্য্যানুসারে স্বশাখাধ্যয়নই পরিপ্রাপ্ত হইতেছে, এই জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন ব

"স্বশাখাশ্রয় মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ন্তু যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তত্তস্য চেষ্টিতং॥

যে দুর্ব্বুদ্ধি নিজশাখাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া পরশাখাধ্যয়নে রত হয়, তাহার চেষ্টা নিতান্তই বিফল হয়। সুতরাং মহর্ষি কাত্যায়নের মতেও স্বশাখাধ্যয়ন যে নিতান্ত আবশ্যক, স্বশাখাধ্যয়ন না করিলে যে "বেদজ্ঞ" বলা যায় না ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

সাধ্য ও সাধনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া, যদি আমরা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রকারদিগের মত, আপনার হৃদয়ে কি লেখা আছে, পড়িয়া দেখি, তাহা হইলে আমরাও একখানি স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞান প্রণয়ন করিতে সমর্থ হই। পুস্তক রচনা নাই হইল, অন্ততঃ বিশ্বাসের ভূমি দৃঢ় করিবার, এমন সুযোগ, এমন সুন্দর উপায় আর নাই। চিরকালই যদি পরের মুখে মিষ্ট খাইব, তবে রসনা রাখিয়া বাজে খরচ করি কেন। ধর্ম্ম জ্ঞানের কথা, পাপপুণ্যের কথা, ইহকাল পরকালের কথা, বালক বৃদ্ধের সকলের মুখেও সকল সময়েই শুনিতে পাই কিন্তু কেহ কি বুঝিয়া বলে?

দ্বিতীয় ভাগের বালক যেমন "প্রাতিবন্ধী" কথাটার কাছে গিয়া গুরু মহাশয়ের সঙ্গে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবে কি না ভাবিতে থাকে, সেই রূপ আমরাও ভবসাগর, যমদণ্ড, অনন্ত নরক প্রভৃতি ভীষণ কথা গুলি শুনিয়া রণে ভঙ্গ দিতে প্রবৃত্ত হই। সময়ে২ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত না করিতেই, পাঠশালা ছাড়িয়া, সংসারের কোন এক অন্তঃপুরে মুখ লুকাইয়া আতঙ্কে দিন পাত করি।

মানে জানিলে কথাটা তত শক্ত লাগে না। বুধ সাহেবের বোর্ডে কপা কনিক সেক্‌সনের চেহারা দেখিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজের বেহারা যাহা ভাবে,

আমরাও ঠিক সেই রূপ এই কথা গুলার কাছে গিয়া, কাঁপিতে ২ হরিনামের মালা সজোরে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করি, মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়, জাগিয়া ঘুমাইয়া নরকের স্বপ্ন দেখিতে থাকি এবং চীৎকার করিয়া বলি—

"দংষ্ট্রাকরালানিচ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি।
দিশোন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস"॥

বাস্তবিক ছেলেবেলাইত পরকালের কথা বলিতেছি, অথচ ইহকালের মত ইহাকে কি সত্য বলিয়া মনে করি? আহা! পরকাল! তুমি কত মধুর, কত আশা-প্রদ! অর্থাভাবে পরের কষ্ট দূর করিতে পারিতেছনা বলিয়া ধার্ম্মিক! তুমি যে গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাক, ঐ দেখ পরকাল, ধীরে ২ তোমার নয়ন দুটী মুছাইয়া দিতে আসিতেছে। আর পাপী কামুক, অত্যাচারী! ভাবিয়া দেখ দেখি; তোমার বুকের ভিতর অগ্ন্যুৎপাত হয় কিনা! ভূমি কম্পে, তোমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় কিনা! ধুলার সঙ্গে মিশিয়া, তোমার অস্তিত্ব, কোথায় মিশিয়া যাইবে। তাই বলিতেছি ভাবিয়া দেখিনা কেন, বাস্তবিক এ কথা গুলা ঘোড়ার ডিমের মত ভুঁইফোড় কি না!

আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি আমি যাই-তেছি— আমি কর্ত্তা। আর বৃক্ষ, পাতা, লতা ইহারা আমার কর্ম্ম। আমি দেখিতেছি, আমার বন্ধু দেখিতে-ছেন, আমরা দুজনেই কর্ত্তা, কর্ত্তা হইয়া এত ত কর্ত্তৃত্ব করিতেছি! কিন্তু নিজের শরীরটা পিপীলিকায় না খায় তাহার কি করিলাম! অগ্নিতে দাহ করিবে, তাহাতেও নিস্তার নাই! ছাই খায়, এমন কত কীট ঘুরিতেছে; কবে তুমি মরিবে, তোমার শরীর তাহা-দের পোলাও কালিয়া হইবে! বাস্তবিকই, এই শরীরটা খাইবার জন্য শ্মশানে ২ শৃগাল কুক্কুরের এত হুলাহুলি! চতুর্দ্দিকে পিপিলীকার এত শ্রেণী-বদ্ধ গমনাগমন। একদণ্ড অবসর পাইলেই হয়। হস্ত শৃগা-লের মুখে উঠিবে, মস্তক পিপীলিকার উদরে বাস করিবে; চক্ষু কাকে বাহির করিয়া দিবে। বন্ধু! তোমাকে বড় ভাল বাসি, তুমি নিজের জন্য ভাবিতেছ না! কিন্তু আমি যে তোমার জন্য কত ব্যস্ত। শুধু আমি কেন? দেখ। ২ ঐ তোমার জননী, আহার নাই, নিদ্রা নাই, পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করা নাই, কষ্টকে কষ্ট বলা নাই, রাত্রিদিন তোমাকে বুকে করিয়া, তোমার রোগ শয্যার পাশে বসিয়া আছেন। মশাটী আসিতে দিবেন না, মাছিটী বসিতে দিবেন না। পিপীলিকা শরীর খাইবে! কাকে চক্ষু বাহির করিয়া লইয়া যাইবে। শৃগাল হাত মুখে লইয়া পলাইবে। তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, তোমার ভ্রাতা, তোমার আত্মীয়, তোমার প্রতিবেশী, তোমার গ্রামস্থ, তোমার স্বজাতি, তোমার দেশীয়, অহো! সমস্ত মনুষ্য জাতি ঐ দেহকে রক্ষা করিবার জন্য, ঐ দেহকে কীট দংশন হইতে বাঁচাইবার জন্য, কেহ জল আনিতেছে, কেহ বাতাস দিতেছে, কেহ কবিরাজ ডাকিতেছে, কেহ ঔষধালয় সংস্থাপন করিতেছে, কেহ ঔষধ আবিষ্কার করিতেছে, সমস্ত জগৎ, সমস্ত মনুষ্যলোক দিবা নাই রাত্রি নাই, খাটিতেছে, তোমার জন্য। খাটিতেছে অথচ অবসন্নতা নাই, খাটিতেছে অথচ ক্লান্তি নাই, আপনার কাজ, আপনার কর্ত্তব্য, আপনার সুখ, তাই যেন তাহারা সংগ্রহ করিতেছে। ভাল বাসিয়া সুখ, তাই মা ভাল বাসিতেছেন, প্রেম করিয়া সুখ, তাই স্ত্রী প্রেম করিতেছেন। পরোপকার করিয়া সুখ তাই মহান্ ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া দিতেছেন। পরের বলিয়া কি কেহ খাটিতেছে? খাটিতেছে আপনার বলিয়া, আপনার জন্য। বিবাহ করিলাম স্ত্রীকে; স্ত্রী ত আপন হইল। শ্বশুর—শ্বশ্রুমাতা ও তাঁহাদিগের আত্মীয়ও আমার আত্মীয় হইয়া গেলেন। এ কি মিলন! এ কি মন্ত্র! একটি ধরিয়া টানিতেছি; জগৎ আসিতেছে,

আপনার বলিয়া হাত প্রসারিত করিয়া। এমন আত্মাহারা জীব, জগৎ! তোমর ভিতর। এমন উদার তুমি! তোমার কাছে পর নাই—সকলেই তোমার পরমাত্মীয়, এমন জগতে, এমন সোনার দেশে, এমন রামরাজ্যে বাস করি, অথচ এখনও কি বলিতে হইবে আমার কেহ নাই? আমি নিরাশ্রয়! অর্থ নাই তোমার, তোমাকে জগবন্ধু ডাক্তার দেখিবেন না; নাই দেখিলেন, ঐ দেখ, জগৎ যে তোমার বন্ধু হইয়া, তোমাকে দেখিবার জন্য মেডিকেল কলেজ, হাঁসপাতাল. চাদনি-হাঁসপাতাল, মেও-কলেজ হাঁসপাতাল, কত খুলিয়া রাখিয়াছেন। ক্রোড় প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছেন জগৎ। তুমি গেলেই আলিঙ্গন করিবে। এমন জগতে তুমি, আপনাকে, নিরাশ্রয় বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিও না। আহা! আমার প্রাণের, আমার সুন্দর, আমার মঙ্গলময় জগতের যে অকল্যাণ হইবে! পিপীলিকা তোমার শরীর খাইবে সত্য, কিন্তু সে এম্‌নি করিয়া খায়, যাহাতে তোমার শরীরে একটুও না লাগে! শৃগাল তোমার হাত চিবাইবে সত্য, কিন্তু এমনি সময় চিবাইবে যখন তোমার শরীরে কোন সান থাকিবে না। তোমার শরীর পচিয়া যখন দুর্গন্ধে লোককে অস্থির করে তখন কুক্কুর দয়া করিয়া তোমাকে গালা গালি হইতে বাঁচাইয়া দিতে আসে! জীবন্ত অবস্থায় বুঝিতে না পারিয়া যদি ভ্রম ক্রমে একটী পিপীলিকা তোমাকে দংশন করে, তুমি এক বার কাতর স্বরে চীৎকার করিলে. সে লজ্জায় পালাইবার স্থান পাইবে না! ভ্রান্ত জীব ভয়ে, মরমে মরিয়া যায়! মারিও না ভাই তাহাকে অঙ্গুলিতলে দলিয়া! ভুল করিয়াছিল, অপ্রতিভ হইয়াছে। ভাবিয়াছিল তুমি মরিয়াছ। তোমাকে জীবন্ত দেখিয়া ভয়ে, লজ্জায় সে পালাইতেছে, তাহাকে পালাইতে দেও, মারিও না দোহাই তোমার। পিপীলিকা আছে, শৃগাল আছে কুক্কুর আছে, ঝড় আছে, বিদ্যুৎ আছে, পীড়া আছে, দুঃখ আছে, তাই তোমার জননী স্নেহময়ী হইয়াছেন; তাই তুমি তোমার প্রাণের ভাই পাইয়াছ। তাই বলিয়া থাক "ভ্রাতেব মে ত্রিভুবনে নহি বন্ধুরস্তি"। এমন যে হৃদয়ের অর্দ্ধ স্ত্রী. এমন যে পরোপকারী নর নারী যাহাদের জন্য পাইয়াছ, তাহাদের ধন্যবাদ দাও. অঙ্গুলির তলে দলিয়া মারিও না। বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ দেখ জগৎ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে চক্র-হস্তে দাঁড়াইয়া। তাই বলিতেছি ভাই এস সকলে মিলিয়া বলি।

"নমোনমস্তেস্তু সহস্র কৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।"

এত যে পাইয়াছ, এমন স্নেহের মা, এমন প্রাণের ভাই, এমন পরোপকারী বন্ধু, এমন দয়ালু নর নারী! তবু এখনও কি বলিবে, তুমি নিরাশ্রয়! তুমি বন্ধু হীন! কাণে কলম গুজিয়া সারা রাজ্য কলম খুঁজিয়া বেড়াও, পাইবে কেমন করিয়া! কাণে হাত দেও. দেখিবে কলম সেইখানেই আছে! বুঝিবে জগতের মধ্যেই কাণের কলম। অন্য স্থানে মিলে না।

জ্ঞানদেব চরিত।

পাণ্ডারপুর ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানদেবের মহিপৎ রায়ের কথা মনে পড়িল। তখন তিনি কারাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে, এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে, জ্ঞানদেব বলিলেন যে করাদের রাজরাণী সীতা বাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন আছে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন যে, রাজার আজ্ঞা এই যে যে কোন তিলকধারী ব্যক্তি কারাদে যাইবে, তাহাকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করা হইবে। অতএব তাঁহাদের সে স্থানে যাওয়া উচিত নহে। জ্ঞানদেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ প্রকার রাজ আজ্ঞা প্রচারের কারন কি? ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন যে কএক জন ব্যক্তি সাধু বেশে অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া এই

রূপ আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া, জ্ঞানদেব কারাদে যাওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সীতা বাইকে সংবাদ দেন যে জ্ঞানদেব কারাদের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর জ্ঞানদেবের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, এবং সীতাবাইয়ের নিকট গমন করত তাঁহাকে সবিশেষ বলিলেন। সীতাবাই জ্ঞানদেবের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন. ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে যত্নের সহিত রাখিলেন এবং রাত্রিতে বাটীর সকলে সুপ্ত হইলে এক জন ব্রাহ্মণ ও একটী দাসীকে সঙ্গে লইয়া ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিলেন। সীতাবাই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে নামদেব কীর্ত্তন করিতেছেন এবং জ্ঞানদেব প্রভৃতি তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সীতাবাই তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নামদেব কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন। পরে সীতাবাই জ্ঞানদেবের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতাবাই জ্ঞানদেব প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং যাইবার সময়ে সাধুদিগকে রাজবাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া জ্ঞানদেব সীতাবাইকে বলিলেন যে, যখন ইহা রাজার আজ্ঞা যে তুলসীর মালাধারী ব্যক্তিকে দেখিলেই তাহাকে প্রহার করিতে হইবে, তখন তাঁহারা কি প্রহার খাইবার জন্য রাজবাটীতে গমন করিবেন? ইহার প্রত্যুত্তরে সীতাবাই বলিলেন যে তাঁহাদের কোন ভয় নাই, তাঁহারা নিরাপদে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। ইহার পর সীতাবাই বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহার হস্তের হীরক অঙ্গুরী চূর্ণ করত তাঁহার পুত্রটীকে খাওয়াইলেন। ইহাতে বালক অত্যন্ত পীড়িত হইল। এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি এক জন চিকিৎসককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, চিকিৎসকের আসিবার পূর্ব্বেই বালকটীর জীবন ত্যাগ হইল। এই নিদারুণ ঘটনায় রাজা শোকে আকুল হইলেন। রাজাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া সীতাবাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং সান্ত্বনা বাক্যের সহিত ইহাও বলিলেন যে তিলকধারী সাধুদিগের অভিশাপে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। যদ্যপি তিনি তাঁহার পিতার আলয়ে থাকিতেন তাহা হইলে কোন মহাপুরুষকে ডাকাইয়া পুত্রটীকে বাঁচাইতে পারিতেন। এই কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার রাজ্য মধ্যে কোন সাধু ব্যক্তি আছেন কি না। মন্ত্রিগণের মধ্যে এক জন বলিলেন যে এই নগরের প্রান্ত ভাগে কএক জন সাধু অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিবা মাত্রই রাজা লোক জন সহ সাধু দিগের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার বাটীতে গমন করিবার জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। সাধুগণ রাজার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া সীতাবাই অতীব আনন্দ লাভ করিলেন এবং যত্নের সহিত তাঁহাদের সেবায় মন দিলেন। সাধুগণ বিশ্রাম লাভ করিলে, সীতাবাই গোপনভাবে জ্ঞানদেবের কাছে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে, জ্ঞানদেব রাজার সহিত আলাপ করিতে২ বলিলেন যে বিঠোবার কৃপায় বালকটী জীবন লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া, বালকটীকে তাঁহার চরণামৃত খাওয়াইতে বলিলেন। সীতাবাই তাহাই করিলেন। মৃত বালক তখনই জীবন লাভ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজার মন যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহার কৃত অপরাধের জন্য জ্ঞানদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জ্ঞানদেব, রাজা ও রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় "তন্ত্র তত্ত্ব" নামক এক খানি বৃহৎ পুস্তক খণ্ডে ২ প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, আর্য্য ধর্ম্মের এ তুমুল আন্দোলনের দিনে আর্য্য শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা-বিধ পুস্তক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত ব্যক্তি হস্ত-ক্ষেপ করেন নাই। তন্ত্র সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই নানাবিধ সংশয়, বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। তন্ত্রের গুরুগর্ভ গূঢ়তত্ত্ব স্তরে ২ উদ্ভিন্ন করিয়া সেই সমস্ত জটিল সংশয় রাশির সুমীমাংসা হওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্ণব মহাশয় নিজ বিজ্ঞাপন পত্রে সে আশা আমা-দিগকে দিয়াছেন। বিজ্ঞাপন ধর্ম্মপ্রচারকের মলাটে মুদ্রিত হইল। বিদ্যার্ণব মহাশয় যেরূপ উপযুক্ত পাত্র, তাহাতে তাঁহারই মতন লোকের উপর এই রূপ গুরুভার বহন শোভা পায়। এত দিন পরে আর্য্যশাস্ত্রের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক্ উজ্জ্বলিত হইতে চলিল, ইহা দেখিয়া আমরা ত আশান্বিত হইয়াছি। আশা করি ধর্ম্মপ্রচারকের ধর্ম্মাত্মা গ্রাহক ও পাঠক বর্গও আশস্ত হইবেন।

ধর্ম্মোৎসব।

ছাপরা।

৮ই হইতে ১২ই পৌষ পর্য্যন্ত ৫দিন ছাপরা আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মতিহারি, পাটনা, দানাপুর, অন্যান্য প্রায় ১০।১২ খানি নিকটবর্ত্তী গ্রামের ধর্ম্মোৎসাহী সহস্র ২ লোকে সভা পরিপূর্ণ হইত। পূজা, পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্র দিগকে দান, বাদ্য, সজ্জা প্রভৃতির কিছুই ত্রুটি হয় নাই। পণ্ডিত মণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া ৪ দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়-ভেদী বক্তৃতার অমূল্য উপদেশে এদেশে ধর্ম্ম-জীবনের একটি যুগান্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার অন্যতর ছাত্র সাধু শ্রীমৎ হরিনারায়ণ দাস বাবাও এবার দুই দিন মধুর বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ বর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

গয়া।

প্রায় দুইবৎসর পরে ১৬ই পৌষে কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় গয়াধামে শুভাগমন করেন। ষ্টেশনে বহুতর সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মাত্মার সমাগম, সুসজ্জিত শকটাবলি, ধ্বজা পতাকা আদি শোভা সম্বর্দ্ধনা সহ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনি এখানে ৮দিন থাকিয়া আর্য্য ধর্ম্ম সভায় ৬টি অতি সদুপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিনেই সভা সহস্র ২ ভদ্র ও শিক্ষিত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মোৎসাহী লোকে পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার সমাগমে গয়াধাম কিয়দ্দিনে যেন সচেতন হইয়াছিল। সুনীতি-সঞ্চারিণী সভারও বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। সুবোধ বালক গণকে দুই টাকা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইল। উৎসবে নগর সংকীর্ত্তন, বিষ্ণুপাদ ও মঙ্গলা গৌরীর পূজা ও বাদ্যোদ্যমাদি যথাবিধি হইয়াছিল।

কুণ্ডলা।

২৬শে পৌষ কুমার পরিব্রাজক মহাশয় এখানে শুভাগমন করেন এখান হইতে সংকীর্ত্তন লইয়া সাঁইতে ষ্টেসনে উঁহাকে আনিতে এবং রাখিতে যাওয়া হইয়া-ছিল। কীর্ত্তনাঙ্গের সৌষ্ঠবে, হরিবোলের উচ্চরবে এ মহোৎসবে বড় ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। ৭।৮ ক্রোশ দূর হইতে বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে ২ লোক আসিয়াছিল। হরিবোলের ধ্বনিতে ষাটীবৎসর বয়ঃক্রমা একরমণীর এরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল যে সে অচৈতন্য হইয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ৫দিন এখানে বক্তৃতা দেন। এই সুমধুর ও গম্ভীর সদুপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সাধকের সাহস, পাপীর ভরসা, পতিতের শান্তি হইয়াছে। এখানকার লোকের যত্নে একটী হরিসভাও স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১২শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১১
১১শ ও ১২শ সংখ্যা	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	ফাল্গুণ ও চৈত্র—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ততোভিবাদয়েদ্বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্।
গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ॥

অনন্তর "আমি অমুক" এই বলিয়া বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিবে এবং স্বাধ্যায়ের নিমিত্ত গুরুর নিকট উপগত হইবে।

আহূত শ্চাপাধীয়ীত লব্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
হিতং চাস্যাচরেন্নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥

গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অধ্যয়ন করিবে এবং লব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে। কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা গুরুর হিতাচরণ করিবে।

কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবিশুচিকল্পানসূয়কাঃ।
অধ্যাপ্যাধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ॥

কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুচিকল্প (পবিত্রাচার) সাধু, সামর্থ্যশালী, শাব্দবোধ নিপুণ শিষ্য ধর্ম্মানুসারে অধ্যাপনের উপযুক্ত পাত্র।

দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাং চৈব ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষ মনিন্দ্যেষাত্মবৃত্তয়ে॥

দণ্ড, অজিন, উপবীত এবং মেখলা ধারণ করিবে, আত্ম জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনিন্দিত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে।

আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্॥

আদি মধ্য এবং অন্তে যথাক্রমে ভবৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভিক্ষা-চর্য্যা করিবে।

কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোশান ক্রিয়া পূর্ব্বং সৎকৃত্যান্ন মকুৎসয়ন্॥

অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ এবং আচমন পূর্ব্বক মৌন হইয়া সৎকৃত অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতো নৈকমন্ন মদ্যাদনাপদি।
ব্রাহ্মণঃ কাম মশ্নীয়াৎ শ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্॥

বিপৎ কাল উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মচারী কখনও এক জনের গৃহ হইতে নিয়ত অন্ন আহার করিবে না, ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী নিজব্রত পীড়ন না করিয়া শ্রাদ্ধে যথা কাম ভোজন করিতে পারেন।

মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্ট শুক্ত স্ত্রী প্রাণিহিংসনং।
ভাস্করালোকনাশ্লীল পরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

ব্রহ্মচারী মধুমাংস ভোজন করিবেন না, অঞ্জন গ্রহণ করিবেন না, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন না, কঠোর

বাক্য প্রয়োগ, স্ত্রীজাতি এবং প্রাণি বর্গের প্রতি হিংসাচরণ করিবেন না। সূর্য্য দর্শন, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ এবং পরনিন্দা বর্জ্জন করিবেন।

ক্রমশঃ।

ক্ষুধা।

জগতের আধার ক্ষুধা, ক্ষুধার দ্বারায় জীবলোকের সৃষ্টি, স্থিতি, পুষ্টি এবং পরিণতি সাধিত হইতেছে। পরন্তু যেখানে সদাই সদ্ভাব, পূর্ণানন্দের পূর্ণপ্রবাহে যে স্থল সদাই টলমল—বুঝি একবিন্দু অধিক হইলে সুখের সাগর উছলিয়া উঠে, তথায় জীব সৃষ্টি অসম্ভব, যাহা আছে তাহাই থাকিবে, ভূত ভবিষ্যতের ভাবনা রহিত হইয়া সে স্থল এক অননুভূত, অনাস্বাদিত নিত্য বর্ত্তমান অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকিবে। আদি তত্ত্বে অভাবের ভাব হইলে, সৃষ্টি শক্তি বিচলিতা হইয়া থাকেন। তাই অসীম, অনন্ত শূন্য প্রতিধ্বনিত করিয়া আপ্ত বাক্য সমুচ্চারিত হইয়াছিল "একোহং বহুস্যাম্" আর তখনই অস্তিত্বের সহিত ক্ষুধা সঞ্চারিত হইল—বিশ্বরচনায় জড় শক্তিও প্রধাবিত হইলেন। কারণ অস্তিত্বের অনুভূতি হইলেই, নাস্তিত্বের বিকাশ হয়, আমি এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান জন্মিলেও সেই সঙ্গে ২ দ্বিতীয়ত্বের অভাব বোধ হয়, তাই মহানন্দের মহাকল্লোলে মহাকাশ বিদীর্ণ করিয়া শতদুন্দুভি ধ্বনিতে মহাবাক্য প্রস্ফুরিত হইল যে এক আমি বহু হইব—আর ক্ষুধার জ্বালা কোটী জিহ্বা বিস্তারিত করিয়া অনন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অভাবের সদ্ভাব-চেষ্টাই সৃষ্টি, সেই চেষ্টা আধার বিশেষে, অবস্থা বিশেষে নানা রূপ ধারণ করিয়া নানা ভাবে বিকশিত হইয়া থাকে। আমি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য পতঙ্গ, আমার ভিতরে এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বাসনাদি বিবিধ ক্ষুধা রূপে বিকশিত হইয়া চিন্তার চিতাকুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছেন। এই রাবণের চিতানলে অশান্তির—উদ্বেগের অগ্নিজিহ্বা সকল চিরকাল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। পতঙ্গরূপী কোটী২ মনুষ্য প্রতি বিপলে এই মহাহুতাশন মুখে পতিত হইতেছে! যে দিকে তাকাইব, যে দিকে যাইব সেই দিকেই এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুক্কের আবির্ভাব; আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া "দেহি দেহি" রবে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিতেছেন। শুনিয়াছি অনাদি কাল হইতে এই বহ্নি জ্বলিতেছে, গুণময়ী সৃজন শক্তির মহাচক্রে যিনিই পড়িয়াছেন তাঁহাকেই জ্বলিতে হইয়াছে।

একদিন দেবদানব এই ক্ষুধার তীব্রতাড়নায় উন্মত্ত হইয়া, সহজদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তসাগর জীবন মন্থন করিয়া অনন্ত রত্নরাজি তুলিয়াছিলেন, কত ওষধি আহরণ করিয়াছিলেন, এমন কি ক্ষুধা মিটাইবার—প্রাণ জুড়াইবার সকল পদার্থই প্রমথিত সমুদ্রগর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তত্রাপি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কাহারও নিবৃত্তি হয় নাই। বরং সে বিরাট ব্যাপার হইতে, বিরাট ক্ষুধার অগ্নি জীবলোকে প্রজ্বলিত হইয়াছে। চন্দ্রমা, পারিজাত, লক্ষ্মী এবং, মনোমোহিনী এই বিরাট ক্ষুধাগ্নির অনিবার্য্য চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিজিহ্বা চতুষ্টয়। চন্দ্রের অমল, ধবল, কৌমুদীরাশি স্নেহময়, আবেশময়, স্বপ্নময় বিগলিত-রজতবীচিবিলাস বিভ্রম, উহার ইন্দুমুখের মৃদুমন্দ সুধামাখা হাঁসির ছটা ত্রিভুবনকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে, সুখের দুঃখের, আশার, বিরহের অতৃপ্তির ও ঈর্ষার কত ক্ষুধা সৃষ্টি করিয়া জগৎকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। স্বর্গের পারিজাত দেবভোগ্য, কিন্তু তাহার অতুল সৌরভে, তাহার অনিন্দ্য পুষ্পপরাগে কত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খার সৃষ্টি করিয়াছে—সে ক্ষুধার তাড়নায় স্বর্গও ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আর আমরা মর্ত্তের মানব দেবারাধ্য পারিজাত সৌরভের সামান্যাংশ পাইয়া সদাই প্রমত্ত; ফুলে ২ গন্ধ পাইয়া বৃন্তে ২ সুবাস আঘ্রাণ করিয়া কত সাধ হয়, যশের সৌগন্ধে,

কর্ম্মের গৌরবে পাগল হইয়া দুরাশার দুর্ল্লঙ্ঘ্য সোপানাবলী উঠিতে চেষ্টা করি, কীট হইয়া গিরি তুলিতে তারা গণিতে, সাগর শোষণ করিতে বদ্ধপরিকর হই, অসহ্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। লক্ষ্মী দেবী, আমাদের মা; কিন্তু মাতার ব্যবহারে বলিতে ইচ্ছা করে যে আমরা মাতৃহীন হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে ভাল হইত। ক্ষণ-প্রভার প্রভাখেলাকে লজ্জা দিয়া, মা আমার নাচিয়া ২ জগতে যে অশান্তির বীজবপন করিয়াছেন তাহা বুঝি ইহকালেও নষ্ট হইবে না। যার সেবা করিতে যাইয়া চপলার কোলে উঠিয়া স্থির হইয়া থাকিবার চেষ্টায় দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য পবিত্র সংসারে মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ আদি মহাপাপের জন্ম দিয়াছে। দেবী পূজায় পিশাচের ভস্মলেপ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনোমোহিনী—ত্রিলোক সম্মোহনকারিণী, যাঁহার পদনখে কোটি চন্দ্রের মাধুর্য্যচ্ছটা লুটাইয়া রহিয়াছে, যাঁহার রোমে ২ পারিজাত সৌরভ বিগলিত হইতেছে, যাঁহার অপূর্ব্ব রূপের তুলনা নাই, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিল ২ করিয়া বিলাইয়া তবে প্রকৃতির মোহন মাধুরী সমুদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই কন্দর্পদর্প হৃৎদর্প হারিণী যে তীব্র তৃষ্ণার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার বজ্র সূচীপীড়নে প্রাণিমাত্রেই সংপীড়িত, অন্যকথা আর তাহার কি বলিব। অতএব বলিতে হইল যে ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া দেবদানবে সাগর ছেঁচিয়া কোটী ২ গুণে ক্ষুধার জ্বালা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ক্ষিরোদমন্থন করিয়া হলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তমুখসমুদ্গীর্ণ এই বিষধারা অঞ্জলিং পান করিয়া, অথচ উদরস্থ না করিয়া মহা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। কণ্ঠে রাখিয়া বিষপ্রবাহ ক্ষুধাকুণ্ড জঠরকে পরিবেষ্টন করিয়া নীলকণ্ঠকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিল। যে অগ্নির উৎপত্তি সমুদ্রগর্ভ হইতে, সেই অগ্নি নিভাইতে সমুদ্র ছেঁচিয়া জল ঢাললে কখনই কোন উপকার হইবে না, অগ্নিকে কেবল অগ্নি দিয়া নিভাইতে হইবে। যে দেশে বিস্তীর্ণ তৃণ ক্ষেত্র আছে সেই দেশের লোক এই উপায় বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। যখন তৃণক্ষেত্রে (Prairie) আগুন লাগে তখন নিকটস্থ গ্রাম্য লোকেরা সামান্য উপায়ে এই অনিবার্য্য হুতাশনবেগ কমাইয়া থাকে। যে দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সেই স্থানের কিছু অন্তর হইতে তৃণক্ষেত্রে আবার অগ্নি লাগাইয়া দেয়। পূর্ব্বকার অগ্নি বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে এই নূতন প্রদাহে শস্যরাজির পরম্পরা ভাব নষ্ট হইয়া যায়, মাঝে শস্যরাজি দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে ইন্ধন অভাবে প্রথম অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। অতৃপ্তির তীব্রতায়, বাসনার বৃশ্চিক দংশনে মনঃপ্রাণ যখন আকুল হইয়া পড়ে, বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন সেই সংক্ষুব্ধ ক্ষুধানলে যত পদার্থ নিক্ষেপ করিবে ততই প্রলয়াগ্নির ন্যায় উহা কোটী জিহ্বা হইয়া কোটি ২ বিষয়ে প্রধাবিত হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা উহা কখনই প্রশমিত হইবে না। সুতরাং এক ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইলে সমযোগী অন্য ক্ষুধার সৃষ্টি করিতে হইবে, এক রোগের শান্তি করিতে গিয়া অন্যরোগের উদ্ভব করিতে হইবে, বিষের জ্বালা জুড়াইতে হইলে বিষপান করিতে হইবে। শক্তি শক্তিকে প্রহত ও পরাভূত করিবে, তোমার আমার নিজ ২ চেষ্টায় কিছু হইবে না; কিন্তু আত্মশক্তির গুহ্যগর্ভ হইতে অনন্ততেজের সংকর্ষণ করিয়া এই মহাগ্নির নির্ব্বাপন ক্রিয়া সমাধা করিতে হইবে। সৃষ্টি ছাড়া নূতন সৃষ্টি নাই।

দেহী দেহগত তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে যাইয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করেন তন্মধ্যে "বিষস্য বিষমৌষধং" উপায়ই সমীচীন। কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে অধীনে রাখিতে হইলে তাহাদের বিনাশ চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ভগবানের সৃষ্টির নাশসাধন তিনি ব্যতীত আর কেহই করিতে পারে না। আমরা প্রবৃত্তি চাপিতে

গিয়া এক নূতন রোগের উদ্ভব করিয়া দিই। সুতরাং রিপুদমনের চেষ্টা করিতে হইলে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিতে হইবে। পাপ বৃত্তিকে চাপিতে হইলে পুণ্য প্রবৃত্তি সকলকে বাড়াইতে হইবে। গোলাপের কেয়ারীতে অধিক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে, উলুবন আপনা আপনিই মরিয়া যাইবে। কামের ক্ষুধা, ক্রোধের ক্ষুধা মিটাইতে হইলে ভক্তির ক্ষুধা, বিনয়ের ক্ষুধা বাড়াইতে হইবে। পাপ প্রবৃত্তিতে হৃদয় উথলিয়া উঠিলেই, পৈশাচ বাসনায় মন বিভোর হইয়া কুপথে ছুটিতে চাহিবেই। উহাদের চাপিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। তবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভগবানের দিকে ছাড়িয়া দিলে নরকের পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিতে হইবে না। যতক্ষণ ইন্ধন, ততক্ষণ অগ্নি জ্বলিবে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব যতদিন, বাসনা-ক্ষুধাও ততদিন। রক্তমাংসের শরীরে রক্তমাংসকে বল পূর্ব্বক দমন করিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব এবং সে ক্ষুধা মিটাইতে আহার্য্য সকল দ্রব্যই গুছাইয়া রাখিতে হয়। পরন্তু সৎ হউক অসৎ হউক, বাসনাকে ভগবদ্ভক্তির গণ্ডী দিয়া ছাড়িয়া দিলে অধিক বিস্তৃত হইতে পারিবে না, সকল দ্বার বন্ধ করিয়া, ভগবন্নামাঙ্কিত সিংহদ্বার খুলিয়া রাখিলে পবিত্র বায়ু প্রবাহে দুর্গন্ধময় ধূমরাশি অপসৃত হইবে। ক্ষুধা মিটাইতে, বাসনা পূর্ণ করিতে অন্যের দ্বারে যাচ্ঞা না করিয়া অন্যের কাছে নীচ না হইয়া মায়ের কাছে প্রার্থনা করিলে সকল সাধই মিটাইয়া পাওয়া যাইবে। অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিলে আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। অতএব সাধক, ভক্ত, আর্ত্ত, পীড়িত, হতভাগ্য পাপী, দীন দরিদ্র যে কেহই হউন না নিজ ২ সকল প্রবৃত্তি—সৎই হউক আর অসৎই হউক ভগবানের চরণে সমর্পিত করিলে যেমন সহজে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়, এমন ত্রিভুবন ফিরিলেও হইবে না। বড় ক্ষুধা পাইয়াছে মা! আমার সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া, জ্বালা জুড়াইয়া সকল ক্ষুধা মিটাইয়া দে!

"কেয়ূরহারমণিকঙ্কণকর্ণপূর-
কাঞ্চীকলাপমণিকান্তিলসদ্দুকূলে!
দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বিহস্তে!
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥"

আত্ম বুদ্ধি ও স্বার্থ বুদ্ধি।

আজি কালি না কি আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক মালায় উদ্ভাসিত হৃদয়, কাজেই আর সেকেলে অর্দ্ধ সভ্য, অন্ধনম্র বুড়োগুলোর কথায় বিশ্বাস হয় না। সুতরাং প্রতি কথায় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক আদি কত প্রকার যুক্তি চাহিয়া থাকি। আর্য্যধর্ম্মপরিপোষক প্রচারক মণ্ডলকে কাযেই ঐ সকল যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। দর্শনের ধার ধারি না, বিজ্ঞানের পাড়ায় যাওয়া আসা বড় একটা আছে কিনা সন্দেহ, অথচ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি চাই। ফলে বেনাবনে মুক্তা ছড়ান হয়, হিতে বিপরীত হয়।

অনেক "সুশিক্ষিতকে" আজকাল বলিতে শুনি "বাপু এ কোন্ হিন্দুধর্ম্মের প্রচার হচ্চে? শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই শোনাও আছে যে দয়া পরোপকার প্রভৃতির আলোচনা করাই মনুষ্যত্ব। ঐ বৃত্তি গুলি দেবোচিত। কিন্তু বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বলিলেন পরোপকার সদ্বৃত্ত নয়; দয়া স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা মাত্র। ইত্যাদি মানিতে গেলে উত্তম স্বার্থপর হওয়া যায়। এত বাপু চার্ব্বাকি ধর্ম্ম! "ঋণং কৃত্বাপি ঘৃতং পিবেৎ"!! ধন্য বেওয়ারিশ মাল এই হিন্দুধর্ম্ম!" প্রচারকদের দার্শনিক যুক্তির এই এক পরিণাম! আর এক প্রকার পরিণাম লেখকদের হাতে। কোনও কোনও সুলেখক, একটা বক্তৃতার কঙ্কাল মাত্র পাড়ে, তাও মাঝে ২, দেখে, বক্তাকে নাস্তিক ঠাউরে বলে উঠেন "ভারতবর্ষ এখন বলিতেছে 'Save me from my friends' লেখক যদি পূর্ব্বাপর সংশ্রব, একবার শত্রুতাবুদ্ধি ছেড়ে, দেখ্‌তেন তাহা হইলে বালকে যাহা বুঝিয়াছে, তিনি তাহা

অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন; আর তাঁহার তেমন পুস্তক খানি নিরর্থক কয়েক পৃষ্ঠা গরলে পূর্ণ হইত না। প্রচারকদের অদৃষ্টে প্রায়ই এইরূপ ঘটে।

প্রচারক বুঝাইলেন্ আত্মবুদ্ধি আর আত্মবুদ্ধির নিকট দয়া পরোপকারাদি বৃত্তির কত দুর গৌরব। শ্রোতা অমনি সুক্ষ্ম যুক্তিবলে, তাহা স্বার্থবুদ্ধি ঠাওরাইয়া বক্তাকে অযথা গালি দিলেন! অদ্য আত্মবুদ্ধি ও স্বার্থ-বুদ্ধির প্রভেদই বুঝাইব।

"আত্মবুদ্ধি" বুঝিবার পূর্ব্বে আত্মা কথাটার পারিভাষিক অর্থ বোঝা উচিত। আর্য্য শাস্ত্রে "আত্মা" কথাটা 'mind' 'sole' 'ego' 'self' আদি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহারা বৈশ্লেষিকী যুক্তি বলে তন্ন২ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে আত্মা, মন (mind) প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ প্রাণ (শক্তি) পঞ্চকোষ, পঞ্চভুত (স্থুল ও সুক্ষ্ম), দেহত্রয়, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয় শক্তি, প্রভৃতি তাবৎ বাহ্য ও আন্তরিক জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন। এই আত্মা অবাঙ্মনসগোচর। সুতরাং এই আত্মা ইয়ুরোপীয় sole বা mind নহে। লোকে যাহাকে পরমাত্মা কহে ব্যক্তিনিহিত যাহার অংশ জীবাত্মা নামে কথিত, সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার, "পরম" ও "জীব" এই বিভেদক অংশদ্বয়, ও উভয়ের সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি তাবৎ বিভেদক গুণ ও শক্তি সমূহ বাদ দিলে যে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব বিহীন (with[illegible]rsonality) অদ্বৈত সত্তা থাকে, সেই বিশ্বগ্রাসী, [illegible], বিশ্বরূপ, একরস, নিত্য, অজ, অনাদি, অবিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দময় সত্তাই শাস্ত্রীয় "আত্মা"। এই আত্মা-সম্বন্ধীয় বুদ্ধির (জ্ঞান) নাম আত্মবুদ্ধি। সাধকের সুতীব্র সাধনায় যখন তাঁহার প্রকৃতি সুনির্ম্মলা হয়, তখন স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা তাঁহাতে প্রকাশিত হন। তাঁহার সেই আত্ম-বিকাশোজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম "আত্ম বুদ্ধি"। ইহা দেবদুর্লভা। ইহার নিকট সব আপনার; পর কেহ নাই আর স্বার্থবুদ্ধি. আমার এই ক্ষুদ্রদেহ খানি, বড় যোর না হয় "মন" টুকু লইয়া যে "আমি" আছি, সেই মলিনতম বস্তুটিকে জড়াইয়া থাকেন। তাহারই হিত চেষ্টা করেন। ইনি আত্ম পর বুঝেন, কিন্তু পরের দিকে বড় তাকান না। ইনিই সেই selfishness। আত্ম-বুদ্ধিকে একদিন one Selfedness বলিলেও বলা যাইতে পারে। স্বার্থবুদ্ধি ঘড়ির চাবি দেওয়ার মত, প্রতি চেষ্টায়, সকল চেষ্টার মূল স্বরূপ "আপনাকে" বেশী বেশী জোরে জড়াইতে থাকে, আত্ম বুদ্ধি সেই পাক খোলার মত, ক্রমেই আপনার প্রসার বিস্তৃত করিতে থাকে। একে বাঁধে অপরে খোলে।

স্বার্থ বুদ্ধি বলে "আমি ত খাই, ও ব্যাটা নাই বা খেলে?" আত্ম বুদ্ধি বলে "এদেহে যে আত্মা আছেন বলিয়া এ দেহ আমার" বোধ হইতেছে আর খাদ্যটী এত ভাল লাগিতেছে, ও দেহেও সেই আত্মা আছেন। অতএব ও দেহটীও প্রিয় এবং এই খাদ্যটীও দেহের পক্ষে সমান উপকারী হইবে; অতএব ঐ দেহের জন্য খাদ্য প্রদান করি। এই পিপীলিকা দেহেরও মিষ্টান্ন উপকারী উহাকেও দিই।" ইত্যাদি। আত্ম-বুদ্ধির চক্ষে জগৎ আত্মময়, কাজেই জগৎ আপনার; পর কিছুই নাই; তাই তাহার পক্ষে "পরোপকার" অসম্ভব কথা। স্বার্থ বুদ্ধির নিকটে পর, আপনার আছে; কাজেই তাহার নিকট পরোপকারের অস্তিত্ব সম্ভব; কিন্তু সে তাহা চায় না। আত্ম-বুদ্ধির নিকট পরোপকার প্রশংসনীয় নয়; কর্ত্তব্য। সে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে; সুতরাং পরোপকার, তাহার নিকট "আত্মীয়ের" উপকার: তাহা ত সকলেই করে, তাহাতে আর বাহাদুরী কি? বরং আত্ম বুদ্ধি পরোপকারকে নিন্দা করে। কারণ পরকে পর করিয়া না রাখিলে ত আর পরোপকার হয় না? পরকে পর করিয়া রাখিবার চেষ্টা এক রকম স্বার্থপরতা, সুতরাং তাহার নিকট নিন্দনীয়। আর আত্ম বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা বুঝিয়াছে,

আত্মাই নানা ভাবে আমাদের গ্রাহ্য হইতেছেন, অন্যবস্তু প্রিয় হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মিথ্যা মিথ্যা অপরকে ভাল বাসি এ কথা বলিলে জগৎকে প্রতারণা করা হয় মাত্র। বালক ধুলা ভাল বাসে; আমি যদি বালককে ভাল বাসিতাম; তাহা হইলে তাহাকে ধুলাই মাখাইতাম; ধুইয়া দিতাম না। প্রেম তাহা বলে না। বালক ত আমার প্রিয় নয়; আত্মাই প্রিয়। পুত্রকে যদি ভাল বাসিতাম তবে মিথ্যা পুত্র নাশ সংবাদে কেন অধীর হই? পুত্র ত সজীব! পুত্র প্রিয় নয়; আত্মাই প্রিয়। পরের দুঃখ দেখিয়া যে সহানুভূতি হওয়ায় দান কর, তাহা পরার্থে নয় নিজার্থে। কারণ তাহা না করিলে সেই তোমাতে আগত দুঃখ দূর হইত না। দান করিলে তবে সহানুভূতি জন্য দুঃখ দূর হইল; অতএব ইহাও স্বার্থপরতা। পরকে পর রাখিয়া উপকার করিলে নিন্দা আছে; তাহাকে আপনার কর, আপনা আপনি তাহার জন্য সবই করিবে। আত্মবুদ্ধির নিকট সুতরাং পরোপকার নাই। তবে পরোপকার দ্বারা একাধিক দেহের মঙ্গল হয় এই হিসাবে স্বার্থপরতা অপেক্ষা পরোপকার কিছু ভাল। কিন্তু উভয়ের মূল বাসনা। উভয়ই একজাতীয়। তবেই হইল স্বার্থপরতা নরকে লইয়া যায়, পরোপকার সকামতা বশতঃ স্বর্গে, এবং আত্মবুদ্ধি নিষ্কামতা বশতঃ, দ্বৈতশূন্যতা বশতঃ, স্বয়ং ভগবানে লইয়া যায়। স্বর্গ ও নরকের ধ্বংশ আছে কিন্তু ভগবান্ নিত্য অদ্বৈত বস্তু। আত্মবুদ্ধির মূল আত্মা, আশ্রয় আত্মা, বিকাশ আত্মায় ও আত্মাতেই পরিণতি। আনন্দ স্বরূপ আত্মাই ইহার সর্ব্বস্ব, এই আত্মবুদ্ধির ন্যায় দৃষ্টিতে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন সংজীবন্তি আনন্দমেব সংবিশন্তি।

আর স্বার্থবুদ্ধি সম্বন্ধে কবি সত্যই বলিয়াছেন:—

"The wretch, concentered all in self,
Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
To the vile dust from whence he sprung,
Unwept unhonoered and unsung."

জ্ঞানদেব চরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কারাদ নগর ত্যাগ করিয়া জ্ঞানদেব প্রভৃতি তের নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় গোরা নামধেয় এক জন কুম্ভকার বাস করিত। সে বিঠোবা দেবের বড় ভক্ত ছিল। জ্ঞানদেব, নামদেব প্রভৃতির সহিত এই কুম্ভকারের বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুম্ভকার তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। আহারাদি ও বিশ্রামের পর, নামদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন করিতে২ তিনি শ্রোতাগণকে করতালি দিতে বলিলেন। তখন গোরা নামদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে তাহার হস্ত নাই, সে কি প্রকারে করতালি দিবে। নাম দেব বলিলেন যে বাহুদ্বয় নাড়িবা মাত্র বিঠোবা দেবের কৃপায় সে তাহার হস্ত দ্বয় প্রাপ্ত হইবে। কুম্ভকার তাহাই করিল। অমনি হস্ত দ্বয় উৎপন্ন হইল। শ্রোতা গণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। এখানে অবস্থিতি কালে, গোরার একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক নিধন প্রাপ্ত হইল। গোরার স্ত্রী মৃত পুত্রটীকে লইয়া নাম দেবের কাছে আগমন করত রোদন করিতে লাগিলেন। নাম দেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বালকটীর নাম ধরিয়া ডাকিতে বলিলেন। ডাকিবা মাত্র বালকটী ভূমি হইতে উঠিয়া তাহার জননীর কাছে আসিল। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইল। এখানে পরম আনন্দে তিন দিন অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। কুম্ভকার, তাহার দুইটী স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের সঙ্গ লইল। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা একটী শিবের মন্দির দেখিতে পাইলেন। সেদিন শিবরাত্রির উৎসব। তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করি-

লেন। রাত্রিতে, নামদেব শিব মন্দিরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শুনিবার জন্য নানা বর্ণের লোক একত্রিত হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের শিব পূজার ব্যাঘাত জন্মিল। এতন্নিমিত্ত, তাঁহারা নাম-দেবকে মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। নাম দেব সেই মত কার্য্য করিলেন। কথিত আছে যে, মহাদেব মুখ ফিরাইয়া নামদেবের কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইলেন, তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তাঁহারা নাম দেবকে ভগবানের প্রেরিত লোক স্থির করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, তাঁহারা এ স্থান ত্যাগ করিয়া মাতপূরা নামক পর্ব্বতের কাছে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এই পর্ব্বতের অধিত্যকায়, হরিপাল নামক এক জন পরম ভক্ত গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি পর্ব্বতের উপর হইতে জ্ঞানদেব প্রভৃতিকে দেখিয়া নিম্নে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন। হরিপাল পথিকদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন! কিন্তু যাঁহারা হরিভক্ত, তাঁহাদের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতেন না, বরং তাঁহাদিগকে অতি যত্ন পূর্ব্বক আপনার বাটীতে স্থান দিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতিকে দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা বিঠোবা দেবের ভক্ত। এই জন্য তাঁহারা হরি পালের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর পাইলেন। সে দিন হরি পালের গৃহে এরূপ খাদ্য দ্রব্য ছিলনা যাহার দ্বারা এই সাধুগণকে ভোজন করাইতে পারেন। এজন্য তাঁহার মন বিশেষ রূপে চিন্তাকুল হইল। কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারিয়া, হরিপাল কোন পথিককে লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। অনেক ক্ষণ অপেক্ষায় রহিলেন কিন্তু কোন পথিক তাঁহার নয়ন পথে পড়িল না। তিনি ভাবনায় অস্থির হইলেন। সাধু গণের অজ্ঞাত সারে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, হরিপালের মনে এবম্প্রকার চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আত্ম-হত্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন। কথিত আছে যে বিঠোবা দেব তাঁহার পরম ভক্তের ঈদৃশ অবস্থা জানিতে পারিয়া, এক জন মহাজনের বেশে রুক্মিণী দেবী সহ হরি পালের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহাজনকে দেখিয়া হরি পালের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র হরি পাল বুঝিতে পারিলেন যে ইনি কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি। নাম জিজ্ঞাসা করাতে, মহাজন বলিলেন যে, তাঁহার নাম জগৎ পাল শেঠ। তখন হরি পাল জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি পাণ্ডার পুরে গিয়া পাণ্ডারি নাথকে দর্শনাদি করেন কি না। শেঠজী বলিলেন যে তিনি পাণ্ডার পুরের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই। এই কথা শুনিয়া হরি পাল বুঝিলেন যে শেঠজী হরিভক্ত নহেন। অমনি ক্রোধ পরবশ হইয়া তিনি সেই শেঠ পত্নীর গাত্রের অলঙ্কার কাড়িয়া লইলেন। পরে নিকটবর্ত্তী বাজারে গিয়া এক খানি গহনা বিক্রয় করত তণ্ডুল আদি ক্রয় করিয়া আহ্লাদ সহকারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অন্নব্যঞ্জন আদি প্রস্তুত করাইয়া সাধু গণকে পারিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, নাম-দেব হরি সংকীর্ত্তন করিলেন। হরি পাল পরিবার সহ তাহা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। পর দিন প্রাতে সাধু গণ সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। হরি পাল তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিলেন। চলিতে ২ তাঁহারা ধার নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় কমলাকর ভট্ট নামক এক জন ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকে শোকাকুল দেখিয়া জ্ঞানদেব তাহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলেন। কমলাকর ভট্ট বলিলেন যে তাঁহার পুত্র সর্প দংশনে জীবন ত্যাগ করাতে তিনি অতীব কাতর হইয়াছেন। তখন জ্ঞানদেব যোগ প্রভাবে বালকটীর মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। বালকটী যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি জ্ঞানদেবকে বিঠোবা দেবের অবতার বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার শরণাগত হইলেন। সাধুগণ এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বাটীতে দুই দিন অবস্থিতি করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে এই দুই দিবস অতীব আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইল। পরে সাধুগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আর তাঁহার বাটীতে থাকিতে পারিলেন না। সাধু দিগের সেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন এই রূপ স্থির করিয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

যাইতে ২ তাঁহারা উজ্জয়নী নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। নগরের বাহিরে বীর মঙ্গল নামক এক ব্যক্তি জ্ঞানদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। জ্ঞানদেবের তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া বীর মঙ্গল বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই সেই মহাপুরুষ, যাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। পরে নাম জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন যে ইনিই জ্ঞানদেব। তখন তিনি তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া রহিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া উঠিতে বলিলেন এবং তাঁহার এভাবে অবস্থিতি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বীর মঙ্গল নিজ বৃত্তান্ত এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন—

সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি এখানকার রাজার এক জন সভাসদ্ ছিলাম। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া রাজার নিকটে আমি সমাদৃত হইতাম। একদা রাজা মৃগয়ার্থে রাজ ধানী হইতে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে, একটী সুন্দরী রজক-রমণীকে দেখিতে পাইয়া বিমোহিত হইলেন। রমণী কোন্ জাতি সম্ভূতা তাহা জানিবার জন্য রাজা তাঁহার এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া বলিল যে রমণীটী কোন রজকের স্ত্রী। ইহা শুনিয়া রাজা আপনাকে আপনি ধিক্কার দিলেন এবং মৃগয়ার্থে গমন না করিয়া রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মৃগয়ায় গমন না করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কারণ কি? রাজা আরো বলিলেন যে এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে পারিলে তিনি আমাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিবেন, নতুবা সাত দিনের মধ্যে আমার জীবন যাইবে। এবম্প্রকার রাজ আজ্ঞা শুনিয়া আমি অতিশয় ভাবনাযুক্ত হইলাম। রাজার মনের ভাব কি প্রকারে জানিতে পারিব, সুতরাং জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া রহিলাম। এক দিন স্নান করিবার জন্য নদীর অভিমুখে যাইতেছিলাম। আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া এক জন বেশ্যা আমার ভাবান্তর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনাইলাম। বেশ্যা শুনিবা মাত্র রাজার মনের ভাব বলিয়া দিল। আমার মনে কিন্তু সংশয় জন্মিল। তথাপি একথার সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিত বিবেচনা করিলাম। পরে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম যে, যদি আজ্ঞা হয় তাহা হইলে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলি। রাজা বলিলেন যে এরূপ ভাবে বলা চাই যে তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে না পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে রাজন্। আপনি যে রমণীটীকে দেখিয়াছিলেন সে কোন্ জাতি সম্ভূতা? ইহা শুনিয়া রাজা আমাকে বিশেষ রূপ পুরস্কৃত করিলেন। আমি প্রকাশ্যে আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু আপনাকে আপনি ধিক্কার করিলাম। ভাবিলাম যে এক জন বেশ্যার যে ক্ষমতা আছে আমার তাহা নাই। পরে সেই বেশ্যার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সে

কি প্রকারে রাজার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বেশ্যা বলিল যে কাশীধামের রামানন্দ স্বামীর নিকট হইতে সে যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল এবং সেই বিদ্যার প্রভাবেই তাহার এ প্রকার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি আপনাকে অতীব অপদার্থ বিবেচনা করিলাম এবং রামানন্দ স্বামীর কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম। স্বামীজি আমাকে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং বলিলেন যে সাতবৎসর পরে জ্ঞানদেব এখানে পদার্পণ করিলে পুর আমি তাঁহার দ্বারা কৃতার্থ হইব। আমি উজ্জয়নীতে ফিরিয়া আসিলাম। ঐশ্বর্য্য ভোগের বাসনা আমার মন হইতে তিরোহিত হইল। আমি সামান্য ফলাহার করিয়া সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। আপনার শুভাগমনের সময় আসিয়াছে বুঝিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি।

ক্রমশঃ।

বলিদান।

বলিদান সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা মত পরিলক্ষিত হইতেছে। যে যে শাস্ত্র বলির পক্ষপাতী, তাহাতে বলিদ্বারা পশুর স্বর্গ লাভ ও যজমানের অভীষ্ট লাভ হয় বলিয়া বলিদানের ভূরি ২ প্রশংসা বাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্র বলির বিরুদ্ধ-বাদী, তাহাতে আবার বলির দ্বারা পশুর ও যজমানের স্বর্গাদিলাভের পরিবর্ত্তে নরক লাভ হয় বলিয়া স্থানে ২ বলি দানের নিন্দাবাদ কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের ন্যায় লোক সমাজেও আজ কাল বলিদানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা রূপ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। শাস্ত্রের যে অংশে বলির বিধান ও প্রশংসাবাদ আছে সেই অংশটুকু অবলম্বন করিয়া যাহারা বলির পক্ষপাতী তাহারা বলিদ্বারা পশুর ও যজমানের স্বর্গাদি লাভ তো স্বীকার করেনই, অধিকন্তু বলি ভিন্ন শক্তি পূজাই হয় না বলিয়াও অনেকের গোঁড়া বিশ্বাস আছে। আবার শাস্ত্রের নিন্দাবাদ ও লৌকিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাহারা বলির বিরুদ্ধ-বাদী, তাহাদিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার যাহারা শাস্ত্রে একেবারে অবিশ্বাসী, বলির দ্বারা পশুর স্বর্গ, যজমানের শুভ ফল লাভ হয় একথা তাহাদের নিকট চিরকালই হাস্যাস্পদ। এই জন্য চার্ব্বাকেরা বলিত যদি বলিদ্বারা পশুর স্বর্গ লাভ হয় তবে তোমার পিতাকেও কেন এই রূপ স্বর্গে পাঠাইয়া দেওনা। নাস্তিকের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ঐ বিষয়ে অনেক আস্তিকের হৃদয়েও সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা। এ বিষয় যজমানের ফলাফলের কথা একটু পরে সমালোচনা করিব।

বলিদ্বারা পশুর ভববন্ধন মোচন হয়, স্বর্গাদি লাভ হয় ইত্যাদি রূপ যে কতক গুলি শাস্ত্রীয় বাক্য আছে এ গুলি কি সত্য সত্যই গাঁজাখোরী কথা, না, ইহার মূলে কোনও নিগূঢ় সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে ইহাই প্রথমতঃ সমালোচনা করা যাইতেছে। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে "যৎধ্যায়তি তদাপ্নোতি"। মৃত্যুকালে আত্মা যাহাকে ধ্যান বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বহির্গত হন চরমে তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে সংসারচক্রের আবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ জন্মে যাহাকে যে রূপ যোনি অবলম্বন করিতে হইবে, মৃত্যুকালে তাহার হৃদয়ে সেই রূপ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাকে ব্যাঘ্র যোনি অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মৃত্যুকালে ব্যাঘ্র রূপ ব্যাঘ্র ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইবে। এই নিমিত্তই আর্য্যজাতির মৃত্যুকালে বন্ধু বান্ধবেরা কর্ণ মূলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে যদি সৌভাগ্য বশতঃ মুমূর্ষুর হৃদয়ে ঈশ্বর ভাব উপস্থিত হয়, তবে আর ভবযাতনা উপভোগ করিতে হইবেনা। ভগবানও অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন যংযংচাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তংতমেবৈতি

কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ। হে কৌন্তেয়! আত্মা যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন' তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া সেই সেই দেহই পরজন্মে অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপাঙ্গনাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিলেন, তখন কোন কোন গোপাঙ্গনাকে বন্ধু বান্ধবেরা বল পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই অবরুদ্ধ গোপাঙ্গনাগণ নির্গমনের পথ না দেখিয়া সেই স্থানেই অনন্য-মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি ছিলনা। তাহারা মৃত্যুকালে নায়ক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্তা করিয়াও ভবযাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। * এই ঘটনায় আমরা ইহাও বুঝিলাম যে ঈশ্বর-জ্ঞানে হউক, বা অন্য জ্ঞানেই হউক, রূপের মর্ম্ম জানিয়া হউক্ কিম্বা না জানিয়া হউক্, যে ভাবেই কেন হউক না, মৃত্যুকালে হৃদয়ে যে রূপ উপস্থিত হইবে দেহান্তে তাহার সেই রূপ অবলম্বন করিতে হইবে। জীব মাত্রেই এই ঐশিক নিয়মের বশীভূত। আমাদের আরাধ্য দেবতার সম্মুখে পশুবলি হয়, সুতরাং পশুর মৃত্যু কালে দেবভাব, দেবরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহা হয় তবে পশু কেন দেবত্ব লাভ করিতে পারিবেনা? কিন্তু মন স্বভাবতই অতিচঞ্চল, বিশেষতঃ মৃত্যু যাতনায় আরও অস্থির হইয়া সম্মুখে দেব মূর্ত্তি থাকিলেও পশুর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্য সাধকের অথবা তৎস্থানবর্ত্তী পুরোহিতের কতক গুলি ক্রিয়া সাধন করিবার আবশ্যকতা। পশুর মনে দেবভাব বা দেবরূপ উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধক বা পুরোহিত পশুর কর্ণ মূলে কতকগুলি বীজ মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন এবং আরও কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে "প্রদর্শয় স্বর্গং নিযোক্তর মুক্তিং, প্রযোজয় ইমং পশুং মোক্ষং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সাধক বা পুরোহিত বিশুদ্ধান্তঃকরণে তদ্গত চিত্তে পশুর স্বর্গ লাভের নিমিত্ত অর্থাৎ পশুর হৃদয়ে দেবীরূপ উদিত হইবার নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার নিকট বারং প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। সাধকের সাধন বলে কি না হয়। সুতরাং, তপোনিষ্ঠ সাধক বা পুরোহিতের এই রূপ প্রার্থনা বলে মৃত্যু কালে পশুর হৃদয়ে দেবভাব উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেবত্বে পরিণত করাইয়া থাকে। ইহাই বলির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই নিমিত্তই পশুর স্বর্গলাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্যাপার বড় সুকঠিন। ঠিক্ মৃত্যু সময়ে পশুর মনে দেব ভাব উপস্থিত হওয়া চাই। নচেৎ বিষম বিভ্রাটের কথা। পশুর মনে দেবভাব জাগরূক করাইবার মুখ্যপাত্র এক মাত্র পুরোহিত। যদি পুরোহিত তাদৃক্ আচারনিষ্ঠ ক্রিয়ানিষ্ঠ নাহন, যদি পুরোহিতের তাদৃক্ তপোবল সাধনবল না থাকে, অথবা যদি তাহার ভক্তি, একাগ্রতা বা মন্ত্র-সিদ্ধি না থাকে, কিম্বা মন্ত্রাদি যথোচিত রূপে উচ্চারিত না হয় তবে তাহার প্রার্থনায় পশু হৃদয়ে দেব ভাব উপস্থিত হয় কি না সন্দেহ।

এই তো গেল পশুর ফলাফলের কথা, এখন যজমানের ফলাফলের বিষয় সমালোচনা করা যাইতেছে।

পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই চারি সম্প্রদায়ে পশ্বাদি বলিদান নিষিদ্ধ। এক মাত্র শাক্ত সম্প্রদায়েই পশ্বাদি বলিদান বিহিত। আবার শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যেও যাঁহারা জ্ঞানী বা প্রিয়ভক্ত, তাঁহারা পশ্বাদি বলিদানকে অজ্ঞানতার কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মন তোমার ভ্রান্তি গেলনা,
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে তার কাছে কি পরভাবনা,

* অন্তর্গৃহ গতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনা যুক্তা দধ্যুর্ম্মীলিত লোচনাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

ভয়ে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ মহিষ আর ছাগলছানা। বস্তুতঃ যাহারা আত্মোন্নতিকাঙ্ক্ষী পরিণামদর্শী পুরুষ, তাহারা দিব্য ভাবে ও পশুভাবে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের বলিও রক্তমাংস সম্পর্ক বিবর্জিত। যাহারা নিতান্ত রাজসিক, মদ্য মাংসাদি যাহাদের প্রিয়তম বস্তু, তাহাদের প্রকৃত্যনুরূপ পঞ্চ তত্ত্ব সমন্বিত বীর ভাবের উপাসনাতেই কেবল পশ্বাদি বলিদান বিহিত। এই জন্যই মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে—

বলিশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ সাত্বিকো রাজস স্তথা।
সাত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।
রাজসো মাংসরক্তাদি যুক্তঃ সংপ্রোচ্যতে প্রিয়ে!

যোগিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বিপ্রাণাং ক্ষীর কলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সঃ।
রাজ্ঞাং হি পশবঃ শস্তা বৈশ্যানাং ব্রীহয়স্তথা॥

বলিশব্দে পূজোপহার। যাঁহারা ব্রাহ্মণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী) তাঁহাদের বলি দুগ্ধ, শাল্যন্ন, পায়স প্রভৃতি। যাহারা বৈশ্য তাহাদের বলি ধান্য। যাহারা ক্ষত্রিয়, তাহাদের পক্ষেই কেবল পশু বলি প্রশস্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ক্ষত্রিয় জাতি ঘোরতর রজোগুণে অভিভূত। এই জন্যই তাহাদিগকে রজঃপূত বলে (অধুনা যাহার অপভ্রংশ রাজপূত) রাজ্যৈশ্বর্য্য ইহাদের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। ক্ষণ ভঙ্গুর রাজ্যৈশ্বর্য্যের নিমিত্ত ইহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত এবং লক্ষ ২ নরহত্যা করিতে মুক্তহস্ত। যাহাদের এতদূর রাজসিক বুদ্ধি, তাহারা কিছুতেই রাজসিক কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়গণ হিংসা ত্যাগ করিয়া সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা, হওয়াও সুকঠিন। এই জন্য যাহাতে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম জাতীয় ভাব রক্ষা পায়, যাহাতে বল, বীর্য্য, উৎসাহ, সাহস বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত উপকরণ বজায় রখিয়া শাস্ত্র তাহাদিগকে বীরাচারে উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছেন। শত্রুজয়, রাজ্যলাভ, ধন লাভ, মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি রাজসিক ফলের জন্য যাহারা লালায়িত, প্রাচীন কালে তাহাদের অনেকেই এই জাতীয় উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আজিও প্রকৃত রূপে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে এই জাতীয় উপাসনা দ্বারা রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি রাজসিক ফল লাভ করা যায় বটে কিন্তু ইহার পরিণাম ফল কি রূপ তাহাও একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পশ্বাদি বলির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়তই শাস্ত্রীয় বাক্যের অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় না। শাস্ত্র বৈধ বলিতে যে রূপ দোষাভাব বলিয়াছেন সেই রূপ প্রয়োজন অনুসারে অবৈধ বধেও দোষ নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম শাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র ও অর্থ বাদ শাস্ত্রের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। এখন শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে হইলে অথবা যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইলে শাস্ত্রবিভাগ ও স্তুতি নিন্দা রূপ অর্থ বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ বচন উক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া যথা শ্রুত অর্থ স্বীকার করিলে শাস্ত্রের ভাব উদ্ধার হয়না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বচন ও তাহার অভিপ্রায় নিম্নে লিখিত হইল। চিন্তাশীল পাঠক! ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কিরূপ। বলির বিরুদ্ধে পদ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছেঃ—

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাঃ পশুঘাতনং।
আকল্প কোটিনিরয়ে তেষাং বাসো নসংশয়ঃ।

পার্ব্বতী বলিতেছেন হে শিব! আমার প্রীত্যর্থে যে সকল তামস ব্যক্তিরা পশুঘাত রূপ বলিপ্রদান করে, তাহারা কোটি কল্প কাল নিশ্চয় নরকে বাস করে। কি সর্ব্বনাশের কথা! অবৈধ পশুবধেও এত গুরুতর শাস্তি হয় না। কিন্তু বৈধ বলিদানে যদি এরূপ

গুরুতর শাস্তি হইত, তবে আর বলির নাম পর্য্যন্তও কেহ স্মরণ করিত না। বাস্তবিক কোটি কল্পকাল নরক গামী হইতে হয় না। ইহা কেবল ভয় প্রদর্শন মাত্র। সমাজকে রাজসিক পথ হইতে নিবৃত্তি মার্গে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ঐরূপ শাসন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার প্রবৃত্তি পক্ষে শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
আততায়িবধে দোষো হন্তু র্ভবতি কশ্চন॥

"আততায়ীকে দর্শন মাত্রে বিনাশ করিবে। আততায়িবধে কিছু মাত্র পাপ হয় না।" সত্য সত্যই কি আততায়ি-বধে নরহত্যার পাপ হয় না। না, ধর্ম্ম শাস্ত্রের সে রূপ অভিপ্রায় নহে। ইহা অর্থশাস্ত্রের (নীতি শাস্ত্রের) বচন। রাজা আততায়ীকে বধ না করিলে রাজ্য রক্ষা হয় না। এই জন্যই রাজনীতি শাস্ত্রে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার ধর্ম্ম রাজ্যে পাপের ফল অবশ্য উপভোগ করিতে হইবে। যেহেতুক অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলবান্। এই জন্যই ভগবানের প্রতি অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

দুর্য্যোধনাদি আততায়ী হইলেও তাহাদের বধে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে।

মনু পঞ্চমাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নদ্যান্ প্রাণিনোহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যদ্যাশ্চ প্রাণিনোত্তার এবচ॥

খাদ্যাভাবে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হইলে ভোক্তা প্রতি দিন খাদ্য প্রাণি বধ করিয়া খাইবে। ইহাতে তাহার কিছু মাত্র দোষ হয় না। যে হেতুক বিধাতা উহাদিগকে খাদ্য এবং আমাদিগকে খাদক করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

পাঠক! দেখুন, কি ভয়ঙ্কর কথা, বিধাতা পশুদিকে খাদ্য, মনুষ্যকে খাদক করিয়াছেন, তাই দিন ২ পশুবধ করিলেও পাপ স্পর্শ করিবেনা। ইহাও পূর্ব্ববৎ অর্থ শাস্ত্রের কথা, ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথা নহে। খাদ্যাভাবে প্রাণ যাওয়ার সময়ে আত্মঘাতী হওয়া অপেক্ষা পশুঘাতী হওয়া উচিত। এ স্থলে পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার করিয়া মনু ঐ রূপ প্রলোভন বাক্য বলিয়াছেন, নচেৎ ইহাতে যে বস্তুতই পাপ হয় না ধর্ম্ম শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। মনু আবার বলিতেছেন—

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেক বিংশতি॥

যথা শাস্ত্র দৈব পৈত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস ভোজন না করে তাহার এক বিংশতিবার পশুজন্ম ধারণ করিতে হয়।

এস্থলে বৈধমাংস ভোজন না করিলে সত্যসত্যই যদি এক বিংশতিবার পশু হইতে হইত তবে সাত্বিক পুরুষ দিগের আর নিস্তার থাকিত না। যে মনু স্থানান্তরে নিবৃত্তি মার্গের সহস্র মুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তিনিই আবার স্বমতের বিরুদ্ধ বচন বলিলেন ইহা কোনও মতেই যুক্তি যুক্ত হয় না। সুতরাং এস্থলেও মনুর অভিপ্রায় ভিন্ন রূপ। বৈধ মাংস ভক্ষণে সমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত ঐরূপ অর্থ বাদ বচন উক্ত হইয়াছে। নচেৎ মাংস ভক্ষণ না করিলে যে পশু হইতে হয় এরূপ যুক্তি শূন্য অর্থ মনুর অভিপ্রেত নহে। এই বচনটী যেরূপ প্রবৃত্তি জনক, "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধ" ইত্যাদি বচনও ঠিক ঐরূপ প্রবৃত্তি জনক মাত্র। স্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থে পশু সৃজন করিয়াছেন অতএব যজ্ঞাদিতে যে বধ তাহা বধ নয়। প্রত্যক্ষে দেখি বধ, মনু বলেন বধ নয়। আবার একটু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্রষ্টা মনুষ্যের আহারার্থে পশু সৃজন করিয়াছেন, এ স্থানে বলিলেন যজ্ঞার্থে পশু সৃজন করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কেবল বিধি-বিহিত বিষয়ে

লোকের প্রবৃত্তি জন্মান। যেখানে মাংসভক্ষণ বিধেয় মনে করিয়াছেন, সেখানে মানবের প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত আমাদের আহারার্থ স্রষ্টা পশু সৃজন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। আবার যেখানে যজ্ঞাদিতে মানবের রুচি জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন সে স্থানে যজ্ঞের নিমিত্তই স্রষ্টা পশু সৃজন করিয়াছেন এই রূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যজ্ঞাদিতে লোকের রুচি জন্মাইবার নিমিত্তই "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" এই রূপ অভয় বাক্য প্রদত্ত হইয়াছে। নচেৎ বধ করিলে যে বধের পাপ হয় না এরূপ যুক্তি শূন্য অর্থ মনুর অভিপ্রেত নহে। বধ করিলেও যদি বধের পাপ না হইত তবে সুরথ রাজার শরীরে লক্ষ খড়্গাঘাত পড়িত না। এই সকল শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারেন, বৈধ বলির ফল কতদূর উচ্চতর। আবার যদি যথাশাস্ত্ররূপে ক্রিয়া সম্পাদিত না হয় তবে ইতো ভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আজ কাল কর্ম্ম কর্ত্তার যে রূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আর পুরোহিত ঠাকুরদের যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা, তাহাতে বলি কেবল অনর্থের কারণ ভিন্ন আর কিছুই হয় না। অনেকে বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলির আয়োজন করেন। আবার কলিকাতায় যাঁহারা বৃথা মাংস খান না তাঁহাদের অনেকেই কসাইয়ের বাড়ী মায়ের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ভণ্ড বৈষ্ণবেরা যে রূপ গোপালকে লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হন, আর বলেন বাবা! গোপালকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা কিন্তু নিজের জন্য, নাম মাত্র গোপালের, তদ্রূপ আমাদের মধ্যেও আমরা অনেকেই দেবতার নামে নিজের রাজসিক, তামসিক বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছি।

তুমি না দয়াময়ী ?

এত ডাকি, তবু সাড়া দাওনা কেন? এত কাঁদি, তবু ত তোমার প্রাণ গলে না? মাথা কুটিয়া ২ সারা হইলাম। ধুলায় লুটাপুটি খাইতে ২ অস্থিপঞ্জর খসিয়া গেল, তবু ত দেবি! তোমার দয়া হইল না। এমন আকুলি বিকুলি কাতর প্রাণে পাষাণকে ডাকিলে, সে উত্তর দিত। প্রেতিনীর পদতলে এই রূপ লুটাইয়া পড়িলে সেও হয় ত কোলে তুলিয়া লইত। আমার এ কাতর ক্রন্দনে শ্মশানের নির্জীব প্রাণীও জাগিয়া উঠিত। কিন্তু তুমি নাকি চিন্ময়ী চৈতন্যময়ী মা, তাই এ পীড়িতের চীৎকারে জাগ্রত হও না; তুমি নাকি দীনদয়াময়ী করুণার কল্পলতিকা তাই এ দীনের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওনা! তুমি নাকি রাজরাজেশ্বরী মা অন্নপূর্ণা, তাই এ নিরন্ন ক্ষুধাতুরের মরম কাহিনী তোমার দরবারে প্রবেশ করিতে পারে না। এত দিনে বুঝিয়াছি মা! তোমার চাতুরী। কেবল জগৎকে তাহা বুঝাইতে বাকী আছে।

সাধক হয়ত বলিবেন, তুমি ডাকিতে জাননা, তাই তিনি শুনিতে পান না। প্রাণের সঙ্গীত তালে ২ তাঁহার কাছে গাহিতে জাননা, তাই তিনি প্রসন্ন হন না। আমি বলি, তেমন ডাকার মত ডাকে তিনি যদি উত্তর দেন, তাহা হইলে সেত ডাকার গুণ, ডাকারই মাহাত্ম্য। তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য কি প্রকাশিত হইবে? সাধকের সাধনার গুণে, মন্ত্রের তেজে শব কঙ্কাল জাগিয়া উঠিয়া সাধককে যদি সাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহা ত সাধনার তেজ, সাধনার বল, সাধনারই মাহাত্ম্য। তাহাতে শবের মাহাত্ম্য কি, শবের শক্তি কি? সাধকের আত্মশক্তি সেই শবের ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া সাধকের মনো-প্রভু হন, সুতরাং সেত অদ্বৈত বাদ। যে উপাসনা হইলেও তাহার ভিতরে নিদারুণ অদ্বৈত বাদ—গোপনীর বালুকা স্তূপের ভিতরে ফল্গু নদীর মত চিকৃ চিকৃ করিতেছে। আমি যে দ্বৈতবাদী ভক্ত, আমি ভিতরে বাহিরে উভয়ত দ্বৈতবাদী, আমার আত্মশক্তি নাই, আমার সমস্ত শক্তিই যে তাঁহার চরণতলে বিলুপ্তিত।

আমার কোন্ শক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিব? আমি যে তাঁহারই শক্তিতে সঞ্জীবিত, তিনি যে শক্তিময়ী মা! তিনি ত শব নহেন তিনি আমার সদাই জাগ্রত দেবতা। তিনি ত জড় নহেন, তিনি যে চিদানন্দময়ী চৈতন্যময়ী মা। তবে ডাকার মত ডাকে তাঁহাকে জাগাইব কি তিনি যে সদাই জাগ্রত। মন্ত্রের গুণে তাঁহার চৈতন্য করিব কি, তিনি যে চিন্ময়ী।

যাহারা "ডাকার মত ডাকে" তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহে, তাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের ডাকের এমন শক্তি আছে, যে তাহার গুণেই তিনি প্রবুদ্ধ হইবেন। তাহারা ত নিজের শক্তিরই উপাসক, তাহারা ত নিজের উপরই নির্ভর করিল, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর তাহাদের থাকিল কৈ? "আমি ভজন পূজন করিতে জানি না, আমার কোন শক্তি নাই, কোন গুণ নাই। তিনি নিজ গুণে দয়া করিয়া আমার এ আঁধার গৃহ যদি আলো করেন, আমার এ অন্ধকূপ আনন্দ কানন করিয়া তুলেন, তবেই আমার ভরসা"। ইহাই ঐকান্তিক নির্ভরের ভাষা। ভক্তের ভাষা এই রূপই হইয়া থাকে। তিনি সদাই প্রসন্ন আনন্দরূপ, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া প্রসন্ন করিতে যাইবে কি? তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ করিবার চেষ্টায় চির প্রসাদ শালিনী প্রেমানন্দময়ী তিনি কি আর অধিক প্রসন্ন হইবেন? আলোকের আধার সূর্য্য তোমার ক্ষুদ্র দীপশিখায় কি আর অধিক প্রকাশিত হইবেন? সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিব, ইহা মন হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যিনি সদাই জাগ্রত, তাঁহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা বৃথা, যিনি সদাই প্রসাদ-পূর্ণ, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টাও বৃথা। তবে উপায় কি? উপায় আর কিছুই নহে, একমাত্র উপায় কেবল তাঁহার "দয়া"। তাঁহার দয়ার কোন কারণ নাই, কোন যুক্তি নাই। তাঁহার অতুল দয়া কোন সূত্র অপেক্ষা করিয়া প্রবাহিত হয় না। তাঁহার অহৈতুকী দয়া তোমার "ডাকার মত ডাক" অপেক্ষা করে না, সময় হইলেই তাঁহার দয়া পতিত দগ্ধ জীবকে শান্তির পথ দেখাইবে। এই আশা টুকুই আমাদের ভরসা। দয়ালুর কাছে দীনের এ আশা চিরদিনই আছে। তিনি কেন আমাদিগকে দয়া করিবেন, এ যুক্তির কথা দয়ার ব্যাপারে খাটিতে পারে না। দয়া যুক্তির মুখাপেক্ষা করেনা। দয়াবানের স্বভাবই এই যে দীনের দুঃখ তিনি মোচন করিবেন। এই যে সেদিন ভারতের অধীশ্বরী জুবিলির সময়ে কতকগুলি কয়েদীকে কারামুক্ত করিলেন, কেন করিলেন? তাহার কোন যুক্তি নাই। দয়া তাঁহার, তাই তিনি কয়েদীর দুঃখ দূর করিলেন। সামান্য পার্থিব জগতের একজন অধীশ্বরী যদি এই রূপ দয়া করিতে পারেন, তবে যিনি ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাত্রী রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার পক্ষে দয়া কি অসম্ভব কথা! তিনি কি দয়া করিয়া আমাদের মত আবদ্ধ জীবকে সংসার কারা-মুক্ত করিতে পারেন না? জগতে এক শ্রেণীর দয়ালু আছেন, যাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করিলে, মরমের কান্না কাঁদিলে তবে তাঁহাদের দয়া হয়। কিন্তু তাঁহারা আছেন। প্রার্থনা না করিলেও যাঁহারা আপনা আপনিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দীন দুঃখ বিমোচনে ব্যগ্র হন, তাঁহারাই উচ্চশ্রেণীর দয়াবান্। তাঁহাদেরই দয়া কারণবিহীন, স্বার্থ বিহীন, অহৈতুকী। জগন্মাতার করুণকটাক্ষ এই রূপ দয়ারই আধার। তাঁহার এই দয়া স্বভাব সূত্রে প্রবাহিত না হইলে জীবের আশা ভরসা কোথায়? তাহাকে প্রার্থনা বা মিষ্টস্তবে ভুলাইয়া জীব! তুমি যে স্বকার্য্য সাধন করিবে মনে করিতেছ, তাহা ভুল। তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তবে তোমার উপাসনা স্তোত্রার্চনাদি আদি যে নিষ্ফল, তাহা নহে। তোমার উপাসনা আদি তোমার নিজের জন্য, তোমার নিজ আধ্যাত্মিক জগতের কল্যাণের জন্য। এ সমস্ত যে তুমি

তাঁহার জন্য—তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য মনে কর, ইহাই তোমার ভুল।

"দেবি! জানি আমরা পতিত, পাপী, তাপী, নরাধম। কিন্তু ইহাও ত জান, তুমি "পতিত-পাবনী"। তাই ত তোমার কাছে জোর করিয়া দাঁড়াইতে ভরসা হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি নিরর্থক হইত, যদি জগতে কাষ্ঠ নামক দাহ্য পদার্থ না থাকিত। তোমার মাহাত্ম্য তোমার কৃপা দৃষ্টির তেজ সমস্তই ব্যর্থ হইত, যদি পাপী তাপী নরাধম আমরা জগতে না আসিতাম। আমরা আছি তোমার জন্য, তোমারই মাহাত্ম্যের বিজয় গাথা জগতে ঘোষিত করিবার জন্য। খাদ্য যেমন ক্ষুধার জন্য, পানীয় যেমন তৃষ্ণার জন্য, ঔষধ যেমন পীড়ার জন্য, আমাদের জন্য তেমনি তোমার কৃপা বারি। তোমার "সৎ চিৎ, আনন্দ" এ সমস্ত কিছুই চাহিনা, আমাদের যেটুকু অংশ আমরা তাহাই চাই। যেটুকুতে আমাদের দাবি দাওয়া আছে, যেটুকুর উত্তরাধিকারী হইতে আমরা বাধ্য, সেটুকু তুমি দিবে না কেন? [illegible] গরীব, আমরা দীন দুঃখী কাঙ্গাল, [illegible] সদাব্রতের দ্বার দেশে দাঁড়াইয়াছি। [illegible] খুলিবে না? আচ্ছা খুলিও না। ঐ দুয়ারেই আমরা পড়িয়া রহিব। নড়িব না, শত বিঘ্ন বাধা বুকে করিয়া ঐ খানেই পড়িয়া রহিব। কখনও ত তোমাকে দুয়ার খুলিতে হইবে। যখন কোন তোমার প্রিয় ভক্ত মর্ম্মভেদী আহ্বানে ত্রিজগৎ কাঁপাইয়া তোমাকে ডাকিবে, তখন সে ডাকের তেজে ত তোমার টনক নড়িবে, তখনত তোমার ও সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া ভক্তের মস্তক তলে তোমার কৃপাবারি বৃষ্টি হইবে। তখন আমরাও সেই বৃষ্টির জলে এ কর্দ্দমসিক্ত কলেবর ধুইয়া লইব, ফাঁকি দিয়া তোমার করুণার নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়া লইব। তোমার চাতুরী আমাদের চাতুরীর কাছে পরাজিত হইবে।

তত্ত্ব রহস্য।

বিশ্বলীলা পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইলে চিত্তে কত শত অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও কার্য্য কারণ ইত্যাদি অসীম গুহ্যতত্ত্বের গবেষণায় মন বিস্ময় রসে আর্দ্র হয়। এতন্নির্ণয়ার্থে প্রবৃত্ত ধীসম্পন্ন মহাপুরুষেরা প্রকৃতি কৌশল অবলোকন ও বহু কাল পরম্পরা প্রচলিত শাস্ত্র নিহিত সার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতঃ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। পরিশেষে পূর্ব্ব সুকৃতি প্রভাবে আত্ম জ্ঞান জনিত দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া পরম অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

বাহ্য জগতের সহিত মানব কুলের বহু পরিমাণে সম্বন্ধ আছে। মানবেরা শরীরী। কার্য্য কারণ ভেদে প্রাকৃতিক উপাদানের অবস্থা যেরূপ প্রকার পরিবর্ত্তিত ও সংগঠিত হইয়া থাকে, মনুষ্যেরা নিয়ম সমূহের তারতম্যানুসারে তদ্রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ মানবেরা ইন্দ্রিয়াদি, মন বুদ্ধি বিশিষ্ট এবং প্রকৃতির উপাদানে গঠিত হইয়াও, তৎসঙ্গে [illegible] প্রকৃতি হইতে অতীত উচ্চতম জগতের [illegible] অধিকারী। মনুষ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা [illegible] পার্থিব পদার্থের ব্যুৎপত্তি লাভ করে, তদ্রূপ মনোবিজ্ঞান আদি শাস্ত্র দ্বারা অন্তরেন্দ্রিয় ও আত্মা প্রকৃতির তত্ত্ব সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এই রূপ পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা ক্রমে২ অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পূর্ব্বে কতক গুলি অনুষ্ঠান আছে, পর্য্যায় ক্রমে তৎ সমুদায় সাধন করা শ্রেয়ঃ। হঠাৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতীব সুকঠিন। প্রবেশ মার্গে শত শত বিভীষিকা বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে পিশাচের দল বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ইহারা কে? ইহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতাদি রিপুবর্গ। কর্ম্মানুষ্ঠানের বলে এই কাল শত্রুরা ধীরে ২ নির্ব্বাসিত হইবে।

কায় মনোবাক্যে ভজন, সাধন, দয়া, সত্যাদি বৃত্তির অনুশীলন ও হিংসা দ্বেষ আদি পরিহারে সতত নিরত থাকিলে অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক ভাবের পরিপুষ্টি হয়। এই রূপ চিত্ত শুদ্ধি হইলে তবে জীব মোক্ষ ধামের দ্বারদেশে উপনীত হইতে পারে। সেই আনন্দ-নিকেতনে উপস্থিত হইয়া জীব দেখিতে পাইবেন, যে তথায় পরমা শান্তির মলয় মারুত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সর্ব্বত্র আনন্দময় বিভূতিতে পরিপূর্ণ। তথায় দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, খলতা নাই। মূর্ত্তিমতী সরলতা তথায় বিরাজ করিতেছে। বাসনা কামনা আদি সে স্থান স্পর্শ করিতে পারেনা। কর্ম্ম-বন্ধন তথায় আর টিকিতে পারে না।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"
সে স্থান অবিনশ্বর নিত্য। কর্ম্ম জন্য স্বর্গাদি ফলের ন্যায় তাহা ক্ষয়ী নহে। "নস পুনরাবর্ত্ততে নস পুনরাবর্ত্ততে" এই শ্রুতিই মুক্তির নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। অধ্যাত্ম-জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। কর্ম্মাদি মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নহে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হয়। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তবে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না। কেননা অবিদ্যা নিবন্ধনই জীব শুভ কর্ম্ম বা দুষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং কর্ম্মের প্রসূতি যখন অবিদ্যা, তখন কর্ম্ম অবিদ্যার বিরোধী—বিনাশক হইতে পারে না। জ্ঞানেই অজ্ঞানের বিরোধী, বিদ্যাই অবিদ্যার বিরোধী, সুতরাং জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

ধর্ম্মসভার দায়িত্ব।

বিগত কয়েক বর্ষের ধর্ম্মান্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে হরিসভা, আর্য্য সভা আদি অনেক গুলি ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় যেমন রাজনৈতিক সভায় যোগ দান করিয়া থাকেন, সেই রূপ উৎসাহের সহিত ইঁহারা ধর্ম্ম সভাতেও যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখন লোকে বুঝিত, হরিসভা কেবল কতক গুলি অশিক্ষিত অসভ্য তিলকধারী গোঁড়া বৈষ্ণব বাবাজির একটি আখড়া। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন হরি সভা দেশের প্রধান ২ ধর্ম্ম বক্তাদের প্রশস্ত কার্য্য ক্ষেত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুর্গ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের লোকে এই সমস্ত সভা গুলির উপর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় উপকারের অনেকটা প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু বলিতে বড় দুঃখ হয়, এই প্রত্যাশা পূরণ করিবার জন্য যত টুকু চেষ্টা ও দায়িত্ব থাকা উচিত, ধর্ম্ম-সভা গুলির তাহা নাই। দেশের রাজনৈতিক অভাব ও অত্যাচার দূর করিবার জন্য রাজ নৈতিক সভা গুলি যেরূপ জীবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিপ্লব মোচনের জন্য ধর্ম্ম সভা গুলি সেরূপ কার্য্য কুশলতার পরিচয় শতাংশের একাংশও দিতে পারিতেছেন না। এই সে দিন দ্বারভাঙ্গার মন্দির ভঙ্গ ব্যাপার লইয়া যে রূপ অত্যাচারের অভিনয় হইয়া গেল, এই অত্যাচার দ্বারভাঙ্গা বাসী যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, বঙ্গের প্রত্যেক ধর্ম্মসভা সেই রূপ অনুভব করিতে বাধ্য। এই অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য প্রত্যেক সভা কোন না কোন রূপে সাহায্য করিবার জন্য দায়ী। কিন্তু সভা সমূহ সে দায়িত্বের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া এই অত্যাচার ব্যাপারে নিতান্তই ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন।

গৃহস্থের গৃহ কোণে অগ্নি লাগিয়াছে, অলস গৃহস্থ তাহা দেখিয়াও তন্নিবারণে যত্ন করিতেছেন না; তিনি যে পালঙ্কে সুখে শয়ন করিয়া আছেন অগ্নি যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় না আসিতেছে ততক্ষণ তাঁহার কোন ভয় নাই, তাই তিনি নিমীলিত নেত্রে অসাড় হইয়া নিদ্রার আরাম উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু অগ্নি যখন দাউ২ করিয়া গৃহের চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন নিদ্রা ভঙ্গে গৃহস্থ দেখিল, গৃহ ত পুড়িল, এখন

তাঁহার নিজের জীবন পর্য্যন্তও অগ্নিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর পালাইবার উপায় নাই। ইহা বড়ই নৈরাশ্যময় চিত্র। হিন্দু সমাজেরও এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের এক কোণে অগ্নি লাগিয়াছে। অপর কোণের অধিবাসীরা মনে করিতেছেন তাঁহাদের কোন ভয় নাই। তাঁহাদের স্থান ত নিরাপদ। কিন্তু এই অগ্নি তাঁহাদের কোণেও লাগিতে পারে, তাহা তাঁহারা ভাবিতেছেন না। তাই তাঁহারা নিথর নিস্পন্দ ভাবে ঘোর সুষুপ্তির সাগরে নিমগ্ন। ইহাতে আর আশা ভরসা হয় কেমন করিয়া বল দেখি। হিন্দু সমাজের পূর্ব্বে যেমন দশা ছিল, এখনও যদি তাহাই থাকিল, অতীত বর্ত্তমান যদি সমভাবেই গেল, তবে আর ভবিষ্যতের জন্য কে আশা করিতে পারে? মহিষের শৃঙ্গে মশক সহস্র বার দংশন করিলেও মহিষ তাহা অনুভব করিতে পারে না, কেননা তাহার শৃঙ্গ অসাড়। তাহার কোন অন্য অঙ্গে মশক যদি দংশন করে তাহা হইলে সে ক্ষুদ্র দংশনেও তাহার সেই প্রকাণ্ড শরীরটি কাঁপিয়া উঠে, কেননা তাহার অনুভাবিকা শক্তি সে দংশনের বার্ত্তা তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিকটে ঘোষিত করে। এই রূপ হিন্দু সমাজ-শরীরে যেদিন ক্ষুদ্র একটি মশকের দংশনও সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়া অনুভূত হইবে, যেদিন সামান্য একটি লৌহ শলাকার সংস্পর্শে হিন্দু সমাজের নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ থর থর কাঁপিয়া উঠিবে, সেই দিনই বুঝিব, সমাজে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের সে শুভ দিন কি হইবে না?

সত্য বটে, এই মন্দির ভঙ্গ ব্যাপার উপলক্ষে হিন্দু সমাজের কোন২ অঙ্গ জাগিয়াছে কিন্তু অন্যান্য অনেক অঙ্গ নিদ্রিত। হিন্দু সমাজের যেরূপ বিশাল দেহ, তাহাকে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠে, তাহা হইলে ঘূর্ণাবর্ত্তে বালুকাস্তূপের ন্যায় ফুৎকারে সমস্ত বাধা বিপত্তি কোথায় উড়িয়া যায়। এই ব্যাপার উপলক্ষে মিথিলা দেশ বাসী গণ যেরূপ ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে বড় আনন্দ হয় বটে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই যখন দেখি, দ্বারভাঙ্গাবাসীগণ শত চেষ্টা করিয়াও হিন্দু সমাজের অন্যান্য অংশকে বিশেষ রূপে জাগাইতে পারেন নাই, তখন পরিণাম ভাবিয়া হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার হয়। মনে হয় এখনও হিন্দু সমাজের সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল হয় নাই, তাই শরীরের এক স্থানে দগ্ দগে না হইলেও অপর স্থানে কিছুই অনুভূত হইতেছে না। সমাজের কোন একটা অংশ সাময়িক উত্তেজনায় একটু জাগ্রত হইলে সমগ্র সমাজ জাগ্রত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারের ফোয়ারা খেলিতেছে, এক কোণে জোনাকি পোকার মত একটু আলোক জ্বলিয়া উঠিলে দিবালোক হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে না। সমগ্র সমাজ না জাগুক; অর্দ্ধাংশও জাগুক, সিকি অংশও জাগুক, তাহা হইলেওত আশা হয়। আমাদের এ আশা অন্যায় নহে। ধর্ম্মসভা গুলিকে বড়ই অন্তরের সহিত ভাল বাসি। তাই এত অনুযোগ করিতেছি, এত মরমের কান্না কাঁদিতেছি।

আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে এই মন্দির ভঙ্গ ব্যাপার উপলক্ষে গোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা দ্বারভাঙ্গা বাসীগণকে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। উক্ত সভা আর্থিক সাহায্য করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। কাশীর আর্য্য সভা হইতেও বেদ বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ব্যাস মহাশয় উক্ত মোকদ্দমায় উঁহাকে প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে মন্দিরটি নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই, কিন্তু উহার "জীর্ণোদ্ধার" করা হইয়াছিল মাত্র। এই দুইটি সভার দৃষ্টান্ত সকল প্রত্যেক ধর্ম্মসভা অনুকরণ করিতে বাধ্য। হিন্দুধর্ম্মের এই রূপ বিপদের দিনে প্রত্যেক সভা নিজ২ অস্তিত্ব দেখাইতে বাধ্য।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আজ কাল ঢাকা হিন্দু সমাজে একটু জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। তথায় ব্রাহ্মদের গুপ্ত উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য হিন্দু সমাজের এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে এক খানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"বিগত ১লা ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৭।।০ ঘটিকার সময় রাজা বাবুর বাটীতে ঢাকা হিন্দু সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গুপ্ত ভাবে কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের সহিত সংসৃষ্ট হইতে দেওয়া যাইবেনা। যিনি হিন্দু ধর্ম্মানুসারে চলিতে চাহেন, তিনি প্রকাশ্যত চলুন। যিনি চলিতে চাহেন না তিনি প্রকাশ্যত ইহা পরিত্যাগ করুন। হিন্দু সমাজ গুপ্তভাবে মেশা মিশির প্রশ্রয় দিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের উচ্ছেদ সাধনে কৃত প্রযত্ন। সুতরাং হিন্দু মাত্রেই কোনও রূপে উক্ত সমাজের সহায়তা করিতে বিরত হইবেন। হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে বাল্যাশ্রমে উপদেশ দিবেন এবং বিপন্ন আশ্রমীদিগকে হিন্দু সমাজ যথা সাধ্য সাহায্য করিবেন। বিক্রম পুরের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চন্দ্র ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার দানিয়ারি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু লাল গোপাল চক্রবর্ত্তী এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজ কুমার সেন এম এ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী এম এ, বাল্যাশ্রমের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু সংখ্যক পদস্থ ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি ঢাকা হিন্দু সমাজের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক এবং তাঁহাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম চিরকাল অটুট থাকুক"।

শ্রীযুক্ত রায় বরদা প্রসাদ বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে "ধর্ম্ম প্রচারকে যে জ্ঞানদেব-চরিত প্রকাশিত হইতেছে তাহা কি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা কিম্বা উপন্যাস। জ্ঞানদেবের মুক্তাবাইকে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান, মুক্তাবাই কর্ত্তৃক মৃত ব্যক্তি দিগকে জীবনদান, (১২শ ভাগ ৮৫ পাতা) স্বশিষ্য চাঙ্গদেবের জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাঘ্র বাহনে গমন ইত্যাদি ব্যাপারে যদি কিছু ঐতিহাসিক মূল থাকে, প্রবন্ধ রচয়িতা তাহা প্রমাণিত করিলে আমাদের আশঙ্কা দূর হয়"। প্রবন্ধ লেখক দাক্ষিণাত্য প্রবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইহার যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"জ্ঞানদেব এক জন মহাত্মা ছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রণীত জ্ঞানেশ্বরী নামক গ্রন্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং দাক্ষিণাত্যের লোক তাহা আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। যেমন বঙ্গদেশে চৈতন্য দেব সদুপদেশ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন, জ্ঞানদেবও দাক্ষিণাত্যে সেই রূপ উপদেশ দ্বারা লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিলেন। "জ্ঞানদেব চরিত" উপন্যাস নহে, ইহা জ্ঞানদেব নামক এক জন মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনী। ইহার মধ্যে কএকটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে বলিয়া বসু মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে ইহাকে জীবনী আখ্যা প্রদান করা যায় না। তাহা হইলে, বুদ্ধ-দেব চরিত, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থাদিকেও কাল্পনিক বলা যাইতে পারে? কারণ, তাহার মধ্যেও কোন ২ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানদেব

ও চাঙ্গদেব প্রভৃতি যোগী ছিলেন। যোগ প্রভাবে তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা অদ্ভুত ঘটনা সকল সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।

আমি যে জ্ঞানদেবের জীবনী প্রকাশ করিতেছি ইহা শ্রীপতি রঘুনাথ বোয়া ভিঙ্গারকার মহাশয়ের "জ্ঞানদেব চরিত" নামক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এতদ্‌গ্রন্থ এ প্রদেশে প্রকৃত জীবন চরিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ।"

ধর্ম্মোৎসব।

লোকনাথ পুর।

নদীয়া লোকনাথপুর হরি সভার বার্ষিক উৎসব গত ৫ ই; ৬ ই। ৭ ই মাঘ মহোৎসাহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৺ কাশী ধাম হইতে কুমার শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের শুভাগমন হয়। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতা নাথ শিরোরত্ন মহাশয় গীতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। পরিব্রাজক মহাশয় "ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" এবং "হরিনাম মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে দুইটী ভক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষার ওজস্বিতায় ভাবের লালিত্যে এবং প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি বক্তৃতা-কালীন ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্বয়ং কাঁদিয়া সভাস্থ জনগণকে কাঁদাইয়াছিলেন। এমন সুমধুর হিতগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা আমরা পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করি নাই। পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় "কালী কৃষ্ণের অভিন্নত্ব" বিষয়ে একটী শাস্ত্রীয় যুক্তি পূর্ণ সার গর্ভ বক্তৃতা করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের অকারণ বিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। বালক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হরিনাম সংকীর্ত্তন গীত হয়। রাখাল বেশধারী বালক দিগের সুমধুর কণ্ঠে হরিনাম সংগীত শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহামনা শ্রীযুক্ত আদ্য নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত এবং পূজনীয় পরিব্রাজক মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত "পঞ্চামৃত" নামক গ্রন্থ খানি সভাস্থ জনগণকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

চাকলা (২৪ পরগণা)

কুমার-পরিব্রাজক মহাশয় লোকনাথপুর সভার কার্য্য করিয়া চাকলায় শুভাগমন করেন। মহারোলে হরিসংকীর্ত্তন করিতে২ তাঁহাকে প্রেমানন্দে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি এখানে ৫ দিন ছিলেন, প্রথম দিন গীতা ব্যাখ্যা ও আর ৪ দিন বাচনিক বক্তৃতা করেন। শাস্ত্রীয় অতি গূঢ় রহস্য সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের হৃদ্গম্য করিয়া দিতে এমন আর কোথাও দেখি নাই। ভক্তিরস তরঙ্গে শ্রোতৃমাত্রেই বিগলিত হইতেন। এক দিন জনৈক ভক্তিমান্ প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রবল আবেগে মূর্চ্ছিত ও উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। বক্তৃতা-সভায় এই পবিত্র দৃশ্য অতি মনোহর। পরিব্রাজক যে দিন চাকলা পরিত্যাগ করেন, সে দিন তাঁহার বিরহে অনেক বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী বৃদ্ধা অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কে যেন আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় চলিয়া গেলেন!!

শ্রীভূপতি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাশত।

চাকলা হইতে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিতান্ত অনুরোধে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বারাশতে উপস্থিত হয়েন। সেই দিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দলে২ নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। তৎপরে বহুল শিক্ষিত ভদ্র মহাশয়ায় পরিপূর্ণ সভার মধ্যে অতিগম্ভীর যুক্তি জাল সহ তিনি দার্শনিক, তত্ত্বের অবতারণা করিয়া মানবের ধর্ম্ম সাধনার আবশ্যকতা ও উপাসনার রস-মাধুরী ব্যাখ্যা করিলেন। উপসংহার কালে তিনি

স্বয়ং ও অতি পাষাণ হৃদয় পর্য্যন্ত প্রেম বিহ্বল চিত্তে অশ্রু পাত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র বৃন্দ তাঁহাকে ভক্তি সহ অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলেন। যখন পরিব্রাজক ষ্টেশনে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বহু ছাত্র একত্র সমবেত ও দুইদিকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কুমারের বিদায়ে বিরহ দুঃখ পূর্ণ একটি কবিতা পাঠ করিলেন, তাহাতে সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল। বালক বন্ধু পরিব্রাজক মহাশয়ও সরল ও মধুর ভাষায় তাহাদিগকে বাল-কর্ত্তব্যের উপদেশ পূর্ণ সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীহঃ—

মূলঘর।

বারাশত হইতে বরিশাল যাত্রার সময়ে মূলঘর সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় এক দিন তথাকার হরিসভা মণ্ডপে "গৃহস্থের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তার কথা শুনিবার জন্য লোকারণ্য হইয়াছিল। সদাচার সম্পন্ন না হইলে যে ধর্ম্ম ভাবের সুন্দর স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। অনেক শ্রোতার সেই দিন হইতেই মনের ভাব ও রীতি নীতি ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বক্তৃতাবসানে বক্তার সম্মানার্থ আতসবাজী ও হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সুনীতি সভার বালক বর্গ অনবরত তাঁহার উপর পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছিল। বিদায়ের দিন নদীর ঘাটে নাবিকগণ তাঁহাকে পাইয়া হরির লুট দিয়াছিল, এবং অনেক ভদ্র লোক সমবেত হইয়া জলযানে তাঁহাকে লইয়া হরি সংকীর্ত্তন করেন, তৎপরে ষ্টীমার আসিলে তিনি বরিশাল যাত্রা করেন।

বরিশাল।

("কাশীপুর নিবাসী" নামক স্থানীয় পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

"শ্রদ্ধেয় কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় বিগত ১৯ শে মাঘ বরিশালে আগমন করেন। তাঁহাকে ষ্টীমার ঘাট হইতে আনার নিমিত্ত প্রায় ১৫০ শত লোক রাত্রি ১০ দশ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। পরিব্রাজক মহাশয় ষ্টিমার হইতে অবতরণ করিলে স্কুল ও কলেজের ছেলেরা গান ও বাজনা করিয়া অভ্যর্থনা করেন। ২০ শে মাঘ স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে "ভারতের রোগ শান্তি" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। এই সভায় ন্যূনে এক হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। এরূপ লোকের ভীড় আমরা বরিশাল নগরের আর কোন সভায় দর্শন করি নাই। ২১ শে মাঘ রবিবার প্রাতে বাল্যাশ্রমের কার্য্য করেন, বৈকালে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। প্রায় একহাজার লোক উপস্থিত ছিল, ২২শে মাঘ পুনর্জন্ম বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এইরূপ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় যে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় হিন্দুর প্রাণ ধর্ম্মের নিমিত্ত যথার্থই মাতিয়াছে।

২৫শে মাঘ বৈকালে বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভামণ্ডপে "উপাসনা" ২৬ শে মাঘ "প্রেম বিষয়" ২৭ শে মাঘ "যথা সর্ব্বস্ব" শীর্ষক বক্তৃতা হয়। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে অসাধারণ বক্তা, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া নানা শ্রেণীর শ্রোতাগণ এক মুখে বক্তার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্যেক সভায় লোকের ভীড় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুনিলাম তিনি ৺বারাণসী ক্ষেত্রে ধ্যান ও যোগের নিমিত্ত একটী গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অধিক সময় বাক্‌সংযম করিয়া তথায় ধ্যানস্থ থাকিবেন। তাঁহার বিদায় কালে বরিশাল নগরের বিশ্বাসী হিন্দু সন্তান বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়া কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বোধ হয় সমস্ত হিন্দু সন্তানই তৎকালে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আমরা ভরসা করি কালক্রমে প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মভাবে সহর, গ্রাম অথবা সমগ্র ভারতবর্ষ জাগিয়া

উঠিবে। ভারতক্ষেত্রে পুনঃ মহর্ষিদিগের বেদ গান আরম্ভ হইবে।”

সভার শেষ দিনে যখন পরিব্রাজক মহাশয় সভার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, সে সময় অনেক গুলি ব্যক্তি তদ্বিরহ ব্যঞ্জক হৃদ্বিদারক নিনাদে রোদন করিতে ২ বক্তৃতা করেন, সভার চারিদিক্ হইতে রোদন ধ্বনি শ্রুত হইল। সভার এ মনোহর দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। বিদায় সূচক যে নূতন সঙ্গীতটি বালক কণ্ঠে মধুর তানে গীত হইল, তাহা শুনিয়া সকলেরই হৃদয় গলিয়াছিল। পরিব্রাজক! এ প্রেমের লহরী তুমি কোন্ গুপ্ত প্রস্রবণ হইতে ধরাতলে আনিলে? “আপনি ভাসিলে প্রেমে লোক ভাসাইলে”।

রহমতপুর।

(উক্ত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

“আমরা গতবারে পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। পরিব্রাজক মহাশয় রহমতপুর গ্রামের মাননীয় ভূম্যধিকারীগণের অভ্যর্থনা ক্রমে বিগত ২৩শে মাঘ তথায় রওয়ানা হয়েন। ধর্ম্মরক্ষিণী সভার হিতৈষী প্রায় ১৬। ১৭ জন লোকও এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া মোহনগঞ্জ হাট পর্য্যন্ত পৌঁছিলে রহমতপুরবাসী অনেকগুলি লোক প্রায় এক মাইল পথ হইতে আসিয়া অতীব সমারোহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করে। সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের শব্দ শুনিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে খুব জনতা হইয়াছিল। দর্শকগণ পরিব্রাজক মহাশয়কে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিল। সহরের লোক অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ের স্ত্রী পুরুষেরা আস্থাবান্ হিন্দু বলিয়া বোধ হইল।

এই ঘোরতর ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে, যে বক্তা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে গ্রামান্তরে প্রবেশ করেন, লোকেরা তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাহাতে আবার ধার্ম্মিক ও বাগ্মিবর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আগমন। আমরাও এই সঙ্গে গিয়াছিলাম, পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। নিশান উড়িতেছে, গীত বাদ্য হইতেছে; এই লোক যাত্রার মধ্যে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন রহমতপুর খালের পর পারে উপনীত হইলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক আসিতে লাগিল। রহমতপুরের ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে বাবু বরদা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বাবু সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীগণ, স্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত ও গ্রামস্থ যুবা, বৃদ্ধ ও বালক সকলে পরস্পর দুটি হরি সংকীর্ত্তনের দলের গীতবাদ্যাদি সহ পরিব্রাজক মহাশয়ের ও বরিশাল সভার সভ্যদিগকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যার সময় তত্রত্য স্কুল গৃহে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভামণ্ডপ (স্কুল গৃহ) ও রাস্তার পার্শ্ব লতাপতা ও পুষ্প মালায় সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয় সভায় আসন পরিগ্রহ করিলে প্রথমতঃ সঙ্গীত হয়, তৎপর স্কুলের বিজ্ঞবর পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সংস্কৃতে রচিত অভিনন্দন পত্র খানি পাঠ করেন। পরে কুমার “হরিনাম সুধারস পান বিষয়ে” সুমধুর ও সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তাঁহার ও শ্রোতাদিগের চক্ষের জল প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সভায় প্রায় ৮০০।৯০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ২৪ শে তারিখ প্রাতে গ্রামময় সংকীর্ত্তন হয়, প্রত্যেক গৃহস্থ সংকীর্ত্তন দলসহ পরিব্রাজক মহাশয়কে নিজ ২ গৃহে লইয়া যায়। হরির লুটের ধুমে ও হরিনামের উচ্চ নিনাদে গ্রাম আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কত নরনারী পরিব্রাজক মহাশয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পদে প্রণাম ও পূজা করিতে লাগিল। ভক্তির আবেগে লোক উন্মত্ত প্রায় হইল। বেলা একটা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও বৈকালে সাকার উপাসনা বিষয়ে উৎকৃষ্ট

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হরির লুটের সময় দেখিতে ২ দোকানে প্রায় দুই তিন মণ বাতাসা বিক্রয় হইয়া গেল। পরিব্রাজক মহাশয়ের বিদায় কালে শত ২ নরনারীর বিরহ দুঃখাবেগ পূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রহমতপুরে যেন হিন্দু ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের আগমনোপলক্ষে আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে রহমতপুরে একটী বাল্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

খুলনা।

পরিব্রাজক মহাশয় এখানে তিন দিন থাকিয়া তিনটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার তীব্র উত্তেজনায় খুলনার হৃদয়ে যেন তাড়িত প্রবাহে চেতনার সঞ্চার হইল। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দত্ত এম, এ-বি এল, শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ সেন আদি মহোদয় গণের যত্নে এবং এখানকার সাধু হৃদয়, সব জজ, মুনসেফ বাবু আদির উৎসাহে সভার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

রতনপুর (জেলা নদীয়া).

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রযত্নে এখানে একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টাহব্যাপী বার্ষিক উৎসবে এখানে মহাসমারোহ হইয়া গেল। ৩রা হইতে ৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩দিন পরিব্রাজক মহাশয় ৩টি সুদীর্ঘ জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্ম তত্ত্বের কত গুহ্য রহস্য যে এই কয়েক দিনের উপদেশে আমরা লাভ করিলাম, তাহার সীমা নাই। অনেক ভ্রম অনেক সংশয় দূর হইল, যেন মনের কত পরদা কাটিয়া গেল। ৮। ১০ খানি গ্রাম হইতে দলে ২ কত স্ত্রী ও কত পুরুষ যে পরিব্রাজককে দর্শন করিতে ও তাঁহার মধুময় উপদেশ শুনিতে আসিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বক্তৃতার সভা যেন মেলা বিশেষ হইয়াছিল। উৎসবে "বালক সংকীর্ত্তন" ও ধর্ম্ম পুস্তক বিতরণও হইয়াছিল।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দে।

মেহেরপুর।

মেহেরপুর আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব মল্লিক বাটীর দোলমঞ্চে গত ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার আরম্ভ হইয়া ৮ই ফাল্গুন বুধবার মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৪ঠা তারিখে মধ্যাহ্ন কালে শ্রীশ্রী ৺ নারায়ণ দেবের ষোড়শোপচারে পূজা বন্দনা হইয়া অপরাহ্নে পুরাণ পাঠ ও সায়াহ্নে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৫ই তারিখে পুরাণ পাঠ এবং মনোহরসাহী কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৬ই তারিখে কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক বেলা ১০টার সময় শুভাগমন করেন। সংকীর্ত্তন করিতে ২ সভা প্রাঙ্গনে তাঁহাকে আনয়ন করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে পুরাণপাঠ হইলে শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক মহাশয় জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সাধারণ লোকের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ৭ই তারিখে প্রাতে পরিব্রাজক মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্নে পুরাণ পাঠ হইলে পর সভার সম্পাদক মহাশয় "ভক্তি ও ভক্ত" "নিত্যকর্ম্মেন্দুকৌমুদী" "অন্ধের যষ্টি" "হরের্নামৈব কেবলম্" "মণিরত্ন মালা" "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" "স্বপ্নতত্ত্ব" "সন্ন্যাসী" "গঙ্গামৃত" "রামগীতা" এবং অন্যান্য কতকগুলি ধর্ম্ম পুস্তক সভায় সর্ব্ব সাধারণকে যথাযথ বিতরণ করিয়াছিলেন। পুস্তক বিতরণের পর পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ৮ই তারিখে প্রায় ১২।১৩ শত লোক ১২ দল কীর্ত্তন লইয়া একত্র হইয়া এবং বালক বৃন্দ পতাকা হস্তে লইয়া শ্রীমান্ পরিব্রাজক মহাশয়কে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া হরিনামে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে ২ নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে অনির্ব্ব-

চনীয় শোভা হইয়াছিল তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই উৎসবোপলক্ষে ১৩০০ লোককে অন্নদান করা হইয়াছে। এবং নগদ সাহায্যও করা হইয়াছিল। মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পরিব্রাজক মহাশয় বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার বিষয় সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করায় সভাস্থলে বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ৫৭৷৶ টাকা পরিমাণ মঙ্গল ঘটে সংগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।

বাঁকিপুর।

বিগত ১৩ই ও ১৪ই মাঘ বাঁকিপুর আর্য্য ধর্ম্ম সভার ৭ম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমন্নারায়ণের পূজা, শ্রীশ্রী ৺ সরস্বতী পুজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অনূ্ন ৭০০ দীন দরিদ্রকে চাউল দান ও পয়সা বিতরিত হইয়াছিল। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় বঙ্গ ভাষায় এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহাত্যাচার্য্য মহাশয় হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাল্‌না।

গত ২৬ এ মাঘ হইতে ৪ঠা ফাল্গুন পর্য্যন্ত কাল্‌না হরিসভার বাৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ উৎসব আয়োজনের কোন বিষয়ে ঔদাসীন্য বা ত্রুটি করেন নাই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন আদি ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মাগণের সমাগমে উৎসবক্ষেত্র গরিমান্বিত হইয়াছিল। সভায় "ধর্ম্মার্জ্জনে আচারের উপযোগিতা" "বেদের মতে ব্রহ্ম সাধন প্রণালী" "সাকারোপাসনা ব্রহ্ম লাভের সুগম উপায়" এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌবিন্দ চন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত আনন্দ লাল গোস্বামী মহাশয় হরিগুণ সঙ্গীতে সভাস্থ জনগণের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিবসে সহস্রাধিক দীন দরিদ্রকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিরাজ গঞ্জ।

গত ৪ঠা হইতে ৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিন দিবস সিরাজ গঞ্জ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার পঞ্চম বার্ষিক উৎসবের কার্য্য অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার সঙ্কীর্ত্তন, বিষ্ণুপূজা, ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা ও ৫ই রবিবার ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা এবং ৬ই সোমবার নগর সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব, ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা ইত্যাদি পূর্ব্ব নিয়ম মতে নির্ব্বাহ হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় আর্য্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ও জীবের মুক্তি এবং কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তিন দিবস অতি সুদীর্ঘ সার গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত ও বিমোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সরল দৃষ্টান্ত যুক্ত বক্তৃতায় বিশেষ উপদেশ লাভ হইয়াছে। স্থানীয় লোকের উৎসাহে ও সাহায্যে চার বৎসর হইল সভা গৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চিমেই বহু দিনের কালী বাড়ীতে ৺ কালীর মন্দিরটীও সম্প্রতি ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছে। গত কার্ত্তিক মাস হইতে তথায় কালিকা মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া বিহিত রূপে অর্চ্চিত হইতেছেন। দেব মন্দির ও সভার বৃহৎ অট্টালিকা এক স্থানে স্থাপিত হওয়ায় স্থানটি অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র সেন।

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রমের শ্রী পঞ্চমী পূজোপলক্ষে

বার্ষিক মহোৎসব পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভগবতী সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ভোজন, ধর্ম্ম-বিষয়িনী বক্তৃতা, নগর সঙ্কীর্ত্তন ও দরিদ্র দিগকে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ে অতি উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিক্রম পুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্ম কাণ্ডের সুন্দর ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার সময়ে জমিদার তালুকদার, হাকিম আমলা, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর লোক সভা স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। প্রথম দিনের সভায় "ম্লেচ্ছশিক্ষা দ্বারা আমরা কি হারাইয়াছি এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার উপায় কি?" এই বিষয়ের এক প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং রচককে ১০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হয়। নগর সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত নগর ভক্তি তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইয়াছিল। আমরা সৌভাগ্য ক্রমেই তৎকালে ময়মনসিংহে উপস্থিত ছিলাম, নহিলে এমন বিমলানন্দের অংশভাগী হইতে পারিতাম না। ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রমের পরম শ্রদ্ধেয় অন্তেবাসী ও আশ্রমিগণের সরল ও সদয় সৌহার্দ্দ কখনও ভুলিতে পারিব না।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত।

বেদবিদ্যালয়ের মাঘ মাসে আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঁকিপুর	১০৲
" নবীনচন্দ্র দে হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট	১০৲
" কেশবচন্দ্র ঘোষ ধরজাম তৈল পাবনা	১৸০
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট বীরভূম	৮।৴০
" হরনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দাঁইহাট বর্দ্ধমান	৭৶০
" বিপিন বিহারি রায় গয়া	৶০
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর ঢাকা	৫৲
" অভয়চরণ রক্ষিত শিলচর কাছাড়	২৸০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল রামগোপালপুর ময়মনসিংহ	৫৲
" জয়চন্দ্র শর্ম্মা বাঁসকান্দি কাছাড়	৫৲
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা বীরভূম	১।৴০
" কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় নাকাশীপাড়া নদিয়া	২৸৶০
" কৈলাশচন্দ্র উপাধ্যায় পাটদহ ২৪ পরগণা	২৲
" ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ	২॥০
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল	৭৲
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	৫৶০
" মুরারিচন্দ্র পাল মেদিনীমহল শ্রীহট্ট	২।৵০
" কেশবচন্দ্র ঘোষ ধরজামতৈল পাবনা	৯॥৶০
" কালীদাস চক্রবর্ত্তী আমাদপুর বর্দ্ধমান	৬৶০
" গোবিন্দ চন্দ্র সুর শ্যামপুর বরিশাল	৫৲
" চন্দ্রভূষণ সেন কলিকাতা	৮৲
" রামকৃষ্ণ পুরি রামকোলা সারণ	৩।০
" ৺ কাশীধামের মুষ্টি ভিক্ষা	২৬৶১৫

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

জেলানদিয়ার অন্তর্গত রতনপুরের হরিসভার উৎসব উপলক্ষে বেদবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এককালীন দান ও দাতাগণের নাম।

" পণ্ডিত শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ		১৲
" সীতানাথ শিরোরত্ন কুমরি নবদ্বীপ		১৲
" লোকনাথপুরের অধিবাসীগণ		১০৲
শ্রী উমাচরন চট্টোপাধ্যায়	লোকনাথপুর	১৲
" যতীশকুমার মুখোপাধ্যায়	লোকনাথপুর	
" পূর্ণচন্দ্র অধিকারী রুইতনপুর নদিয়া		১৲
" কৈলাশ বৈষ্ণবী কাপাসডাঙ্গা	ঐ	১৲
" মধুসূদন বিশ্বাস ঐ	ঐ	১৲
" পুঁটীমনী দাসী বাস্তপুর	ঐ	১।০
" রামমোহন রায় গমনগর	ঐ	১৲
" বেনীমাধব দোষে ভুধভলি	ঐ	১৲
" কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক কাদিপুর ঐ		১৲